Thank you Jeeves

A Novel by P. G. Wodehouse

আশ্বিন ১৩৬৬

[] মুদ্রাকর : অসীম সাহা দি প্যারট প্রেস ৭৬।২ বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০০০৬

[] প্রচ্ছদপট : মদন সরকার ১২-ডি নর্দান এভিনিউ কলিকাতা-৭০০০৩৭

[] প্রচ্ছদমুদ্রণ : স্পেকট্রাম ১৭ মনীন্দ্র মিত্র রো কলিকাতা-৭০০০০৯

অনুবাদ / নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দীপায়ন
৭০০০০৯ কলিকাতা
২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

গোলাম কুদ্দুস

মরিয়ম

বাঁদী

স্টিভ নেলসন

ভলানটিয়ার্স

ম্যাকসিম গর্কি

মা (কিশোর সংস্করণ)

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের গ্রাম বাংলার জীবন ও সংগ্রামের উপর উপর বাংলার প্রগতিশীল লেখকদের গল্পের সংকলন।

গ্রাম বাংলার গল্প

পালেস্তাইনের গল্প কবিতার সংকলন

পালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ

গেব্রিয়েল পেরী

রাত প্রভাতের গান

লুইজি বার্তোলিনি

বাইসাইকেল থিফ্

ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর গল্প

প্রতিরোধের গল্প-ভিয়েতনাম

আগাথা ক্রিস্টি

মঙ্গলবারের সান্ধ্য বৈঠক

পো-র রহস্য গল্পগুলির সংকলন

এডগার এ্যালান পোর গল্প

বসুধা চক্রবর্ত্তি

মানবতাবাদ

তামাম দুনিয়ায় এমন লোক পাওয়া দুষ্কর, যে ইংরেজী ভাষা জানে, ইংরেজি সাহিত্যে ওয়াকিবহাল—কিন্তু ওডহাউসের নামের সঙ্গে সে পরিচিত নয়। এমনি তাঁর সাহিত্য-প্রতাপ, এমনি তাঁর লোকপ্রীতি।

একজন জবরদস্ত সাহিত্য-সমালোচক শেক্সপিয়ারের সঙ্গে ওডহাউসের তুলনা করেছেন। শেক্সপিয়ার নাট্যকার, ওডহাউস মূলত ঔপন্যাসিক। কিন্তু ক্ষেত্র উপন্যাস হলেও নাটকীয় ঘটনা সংঘাতের পরিকল্পনায় ওডহাউসের প্রতিভা পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের চেয়ে কমতি নয়। তাঁর উপন্যাস শুধু চোখ দিয়ে পড়িনা, ঠিক যেন চোখ দিয়ে দেখি—তার এক একটি পরিচ্ছেদ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত যে কোনো চিত্ত-বিমোহক নাটকীয় দৃশ্যকে দুয়ো দেয়। নাটকের প্রাণ সংলাপ। ঔপন্যাসিক ওডহাউস সংলাপ চূড়ামণি। এ শাস্ত্রে একমাত্র বার্ণার্ড-শ-এর সঙ্গেই তাঁর তুলনা।

ভাষা? শিশু যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে আতস-কাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পলকে পলকে নব নব রঙ সৃজন করে, তেমনি ভাষাকে নিয়ে খেলা করেন ওডহাউস। আবার শিশুর পাল যেমন হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার সুরে নেচেছিল, ইংরেজিভাষার বিপুল শব্দসম্ভার তেমনি নাচে তাঁর ইঙ্গিতে।

কাহিনীকার হিসেবে ওডহাউস অতুলনীয়। তার ওপর বছরে অন্তত দুখানি করে বই লেখা তাঁর অনেক দিনের মুদ্রাদোষ। তাঁর একটি বই এর হাসি থামাতে পাঠকের লাগে পুরো ছটি মাস। অতএব ওডহাউস পড়লে হাসি থেকে নিস্কৃতি নেই। যেহেতু লুব্ধ পাঠক তাঁর একটি বই মাত্র একবার পড়েই ক্ষান্ত হয় না, বারে বারে পড়ে—অতএব তাঁর সাহিত্য-অবদান হাসির নিরুপায় ওভার-ডোজ্।

বাকি রইল চরিত্র। তাদের নিয়েও 'ফেলিলে একি দায়ে'। নাছোড়বান্দা—ছোট বড় সবাই। ওডহাউস-সাহিত্যে একবার যে মজেছে কদাচ যদি সে নিজের নাম হারিয়ে ফেলে, তবু কখনো মন থেকে হারাবে না অমুক বইএর অমুক নায়ককে। লর্ড এমস্‌ওয়ার্থ বা পি স্মিথ, মিঃ মুলিনার বা বার্টি উষ্টার—এরা অবিস্মরণীয়। এদের সবার ওপরে জীভস্। ওডহাউস-প্রেমিক অথচ কোনো জাত-উন্নাসিক সাহিত্যরসিককে জিজ্ঞাসা করুন, উত্তরে শুনবেন—ফলস্টাফ্‌কে ভুলব, ভুলব ইয়াগোকে—কিন্তু জীভস্‌কে? নৈব নৈব চ!

এ হেন জীভস্ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। ওডহাউসের রচনাবলীর প্রথম বাংলা অনুবাদও এই বই থেকেই শুরু। শুরু কেন বললাম তার কারণ আছে। তার আগে স্বীকার করে নিই যে মূল রচনার স্বাদ অনুবাদে কিছুটা পানসে হতে বাধ্য। তবু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে বৈকি। সব ভাষায় সব সাহিত্যেই তো অনুবাদের একটা নিজস্ব বিশিষ্ট স্থান। যে কথা বলছিলাম,—আমাদের বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে ওডহাউসের ঢেউ একবার যখন লেগেছে, এ ঢেউ জোয়ারে পরিণত হবেই।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



মনের ভেতরটা কোথায় যেন একটু গুলিয়ে উঠেছিল। সেদিন আমার সেই পুরনো ফ্ল্যাটে, নিজের মনে যখন ব্যাঞ্জোলিলি নিয়ে বাজাতে বসেছিলুম, হ্যাঁ, একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার, সম্প্রতি এই নতুন যন্তরটা আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছে···ব্যাঞ্জো তো সবাই বাজায় কিন্তু ব্যাঞ্জোলিলি, কথাটার মধ্যেই যেন একটা নতুন সুরের ব্যঞ্জনা শুনতে পাওয়া যায়···তাই আমি উঠে পড়ে লেগেছি যন্তরটাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করে ফেলতে···এইটেই হলো আমাদের উষ্টার বংশের দোষ, একটা নতুন কিছু করবার সুযোগ পেলেই, আমাদের নেশা লেগে যায়।

জীভ্‌সকে ঘরে ঢুকতে দেখে বাজনা রেখে দিতে হলো।

জীভ্‌স্‌!

স্যার!

ব্যাপারটা শুনেছ?

না, স্যার!

জানো, কাল রাত্তিরে হঠাৎ ওয়াস্‌বার্ন ষ্টোকার আর তাঁর কন্যা পলিনের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা, ঐ যাকে বলে নাকে নাক লেগে যাওয়া!

তাই নাকি স্যার!

তারা নিশ্চয়ই লণ্ডনে বেড়াতে এসেছে···

তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার!

দস্তুরমত বেয়াড়া ব্যাপার···

বেয়াড়া মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, স্যার! নিউ ইয়র্কে আপনার সঙ্গে যে কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল, তারপর মিস ষ্টোকারের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো আপনার পক্ষে খুব আনন্দদায়ক ব্যাপার হতে পারে না, এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না স্যার!

ব্যাঞ্জোলিলিতে যে-গানটা বাজাচ্ছিলাম, সেটার বাকি ক'লাইন বাজিয়ে শেষ করে নিলুম।

জীভ্‌স্‌!

স্যার!

তাদের দেখে আমি রীতিমত চমকে উঠলুম···বুকে দম্ করে যেন একটা ধাক্কা লাগলো...

খুবই স্বাভাবিক, স্যার !

এতটা হয়তো লাগতো না, কিন্তু তাদের সঙ্গে স্যার রডারিক গ্লসপ্‌কে দেখে...

তাহলে তো ধাক্কা লাগবার কথাই স্যার !

সমস্ত ঘটনাটা তোমার শোনা দরকার...দুর্ঘটনাটা ঘটলো স্যাভয় গ্রীল্ হোটেলে...জানলার কাছে একটা টেবিলে বেশ ঘেঁষাঘেঁসি হয়ে, দেখি বসে আছে তিন মূর্তি...প্রথম ধাক্কাটা সামলে চোখ তুলে দেখি, তিনজন নয়; চার জন...চতুর্থজন হলো লর্ড চাফ্‌নেলের খুড়ী, মার্টিল...বুঝতে পারলুম না, মার্টিল খুড়ী কি করে ষ্টোকারদের দলে গিয়ে জুটলো ?

হয়ত উনি, মিস ষ্টোকার কিম্বা মিঃ ষ্টোকার অথবা স্যার রডারিকের বিশেষ পরিচিত...

তা হয়ত হতে পারে...হয়ত কেন, তাই হবে।

স্যার কি তাঁদের সঙ্গে কোন আলাপ-পরিচয় করবার...

কি বলছো জীভ্‌স্ ! দেখা মাত্রই আমি ঘর থেকে পিছলে বাইরে বেরিয়ে এলুম...ষ্টোকারদের কথা বাদ দাও, তুমি কি ভাবতে পার আমি যেচে ঐ বুড়ো ভাম গ্লসপটার সঙ্গে আলাপ করছি ?

সেটা ভাবা সত্যিই কষ্টকর, স্যার !

জীভ্‌স্ ! তুমি জেনে রেখো, জগতে একটী মাত্র প্রাণী আছে, যার সঙ্গে কোনদিন আর আমি বাক্যালাপ করতে চাই না, সেই প্রাণীটি হলো ঐ বুড়ো গ্লসপ্‌ !

একটা কথা স্যার, আপনাকে জানাতে ভুলে গিয়েছি...আজ সকালে স্যার গ্লসপ্‌ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন !

কি সর্বনাশ !

হাঁ, স্যার !

আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ? এত কাণ্ড ঘটে যাবার পরেও ?

হাঁ, স্যার !

আমি আর নেই জীভ্‌স্ !

আমি জানালাম, হুজুর এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি...স্যার গ্লসপ্‌ বলে গেলেন, তিনি পরে আবার ঘুরে আসবেন !

যদি আবার ঘুরে আসে, কুকুর লেলিয়ে দেবে !

কিন্তু স্যার, কুকুর যে আমাদের নেই !

নীচের তলায় মিসেস্ টিংক্লারের কুকুরটা ধার করে নিয়ে আসবে...নিউ

ইয়র্কে আমার সঙ্গে যে ব্যবহার সে করেছে, তারপর কোন্ মুখে আবার আমার সঙ্গে বাড়ী বয়ে দেখা করতে আসে? আমি তো কখনো শুনিনি, কেউ তা পারে। তুমি শুনেছ?

এক্ষেত্রে, হুজুর, আমি স্পষ্ট স্বীকার করছি, স্যার গ্লসপকে অত্র এখানে আসতে দেখে আমিও কম বিস্মিত হই নি!

নিশ্চয়ই...বিস্মিত হতেই হবে! তুমি লোকটার জামা খুলে দেখো, ওর গায়ের চামড়া নিশ্চয়ই গণ্ডারের মতন শক্ত!

ঠিক এতটা উত্তেজিত হওয়া আমার ভব্যতায় বাধে। তবুও কেন যে এতটা উত্তেজিত হয়ে গেলাম, তা বুঝতে হলে আসল ব্যাপারটা আপনাদের জেনে রাখা দরকার।

প্রায় মাস তিনেক আগে···আমার পিসীমা আণ্ট আগাথা, রোগশয্যা থেকে উঠে হঠাৎ এমন প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন যে, তাঁর কাছাকাছি থাকা বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। তাই ঠিক করলাম, তুবড়ীর দমটা যতক্ষণ না বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ সাগর-পারে নিউ ইয়র্কে ঘুরে আসি। নিউ ইয়র্কে পৌঁছেই প্রথম সপ্তাহের মাঝামাঝি, শেরী-নেদারল্যাণ্ড হোটেলে একদিন রাত্রিবেলায় পুরোদমে মহোৎসব চলেছে...সেই মহোৎসবের তরঙ্গ শীর্ষে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মিস্ পলিন ষ্টোকারের সঙ্গে।

দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, পলিন আমার দেহ ভেদ করে সোজা অন্তরে এসে প্রবেশ করলো। তীব্র সুরার মত তার রূপের নেশা আমাকে আচ্ছন্ন অবশ করে ফেল্লো। জীভ্স্ আমার সঙ্গেই ছিল তখন। ভোর বেলা কোন রকমে ফ্ল্যাট খুঁজে ফিরে আসার পর, আমার মনে আছে, জীভ্স্‌কে দেখেই বলে উঠলাম, জীভ্স্, বলোতো বলোতো, সেই কবিতার লাইনটা··· আরে, স্কুলে পড়েছিলাম, ঠিক মনে পড়ছেনা এখন...কে একটা-লোক কি দেখে মনে করেছিল আর-একটা-যেন-কি দেখছে...

জীভ্স্ তার স্বাভাবিক পাণ্ডিত্যের স্বচ্ছন্দতায় জবাব দিয়েছিল, হুজুর, যে-লোকটার কথা আপনার মনে পড়ছেনা, তার নাম হলো কীট্স্, তিনি চ্যাপমানের অনূদিত হোমার পড়ে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে যেন কোর্তেজ এমনি বিস্ময়ে প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে চেয়েছিলেন···

কি বল্লে? প্রশান্ত মহাসাগর?

হাঁ স্যার...

ঠিক সেই রকম অবাক বিস্ময়ে আমি চেয়েছিলাম, জীভ্স্, যখন মিস্ পলিনের সঙ্গে কাল রাত্তিরে আমার প্রথম আলাপ হলো···হাঁ, ভালো কথা,

পোষাকগুলোর ভাঁজ সব দুমড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে...বেশ ভাল ইস্‌তিরি করে সব ঠিক করে রেখো...আজ রাত্তিরে পলিনের সঙ্গে আবার ডিনারের নেমন্তন্ন আছে!

আমি দেখেছি, নিউ ইয়র্কে অন্য সব জিনিসের মত, হৃদয়-গত ব্যাপার-গুলোও খুব তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যায়। আমার মনে হয়, সেটা আমেরিকার হাওয়া-বাতাসেরই গুণ। পলিন ষ্টোকারের সঙ্গে যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমি বিয়ের প্রস্তাব করে ফেললুম এবং পলিন রাজী হয়ে গেল। চমৎকার, অভিযোগ করবার কিছুই নেই। যেন মাখন-মাখানো পথে এগিয়ে চলেছে যন্ত্র। হঠাৎ, তার আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে, নিঃশব্দে কে এসে একটা ছোট্ট কব্জা দিল আল্‌গা করে, ব্যাস, সমস্ত যন্ত্র একেবারে অচল হয়ে থেমে গেল। পরে জানতে পারলুম, সেই-কব্জা-আলগা-করে-দেওয়া হাতের মালিক হলো স্যার রডারিক গ্লসপ্‌। আমার ঘটনাবহুল জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা নিশ্চয়ই এই মারাত্মক বুড়ো ডাক্তারটীকে বিলক্ষণ চেনেন! বুদ্ধির বাষ্পে মাথার সমস্ত চুল নিশ্চিহ্ন হয়ে উঠে গিয়ে দু'চোখের ওপরে দুটো ঝোপ হয়ে আছে...লোকের কাছে উনি নার্ভ-স্পেশালিষ্ট নামে সুবিখ্যাত, অর্থাৎ অর্দ্ধ উন্মাদ বড়লোকের কাছ থেকে মোটা টাকা দোহন ক'রে উনি তাদের নার্ভের অবশিষ্ট শক্তিটুকু ধ্বংস করেন। আমার দুর্ভাগ্য, লোকটা ঠিক সময় বুঝে আমার জীবনের বড় বড় সব ঐতিহাসিক লগ্নে কোথা থেকে কেমন করে যে এসে পড়ে, তার ধাক্কা সামলাতে আমাকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। যেদিন নিউ ইয়র্কের বড় বড় কাগজে বাহারী-টাইপে পলিন আর আমার বিয়ের এন্‌গেজমেন্টের কথা প্রকাশিত হয়, আমার বরাৎ-গুণে, সেইদিন সকালেই আমার দুষ্টশনি এই টেকো ডাক্তার লণ্ডন থেকে নিউ ইউর্ক শহরে উড়ে এসে হাজির হন। পলিনের এক খুড়োর নাকি এই বুড়োর চিকিৎসায় অগাধ বিশ্বাস, তাই মাঝে মাঝে লণ্ডন থেকে বুড়োকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়। চায়ের টেবিলে বসে সকালবেলাকার খবরের কাগজ খুলতেই বুড়োর শনির দৃষ্টিতে গিয়ে পড়ল, পলিন আর আমার বিয়ের এন্‌গেজমেন্টের খবরের ওপর। চায়ের কাপ রেখে দিয়ে টেকো বুড়ো তক্ষুণি টেলিফোনে আমার ভাবী শ্বশুরকে ডাকলো...এবং টেলিফোনেই আমার সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছিল; তাতে কোন ভাবী শ্বশুরই তার মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিতে পারে না। বুড়ো একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নজীর দেখিয়ে আমার ভাবী শ্বশুরকে জানিয়েছে, বারট্রাম উষ্টার একটা যাচ্ছেতাই জীব, যাকে মানুষ বলাই চলে

।...বুড়োর চোখে ধুলো দিয়ে আমি নাকি বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম, বুড়ো শেষ মুহূর্তে সে-বিয়ে ভেঙে দিতে বাধ্য হয়...আমার নাকি জলের পাইপ-ধরে বাড়ী থেকে ওঠা-নামার অভ্যেস আছে, লোকের টুপি চুরি ক'রে তাতে আরশুলা আর ইঁদুর পুষি, কোন্ লেডীর পিঠে গরম জলের শেঁক দিতে গিয়ে ইচ্ছে করে নাকি হট্-ওয়াটার বোতলের ছিপি খুলে দিয়েছিলাম...ইত্যাদি...ইত্যাদি···

পলিনের বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা সবাই এই বুড়োকে আদর্শ মহামানব বলে জানে, তাই সেই বুড়োর কাছ থেকে যখন শুনলো যে জামাতা হবার কোন গুণই আমার নেই, তখন মিঃ ষ্টোকার ভদ্রতা করে আমাকে চিঠি লিখে তারাতারি জানিয়ে দিলেন, যেন বিয়ের পোষাকের অর্ডার আমি আর না দিই, আমার মনোনয়ন-পত্র টেকনিক্যাল কারণে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। ব্যস্, সবশেষ।

আর আজ পরম নিশ্চিন্ত মনে সেই লোকই আবার আমার দরজায় যেচে কি করে যে আসতে পারে, ভাবতেই আমার গায়ের রোম সজারুর কাঁটা মতন সোজা হয়ে উঠল। মনে মনে ঠিক করে রাখলুম, যদি আসে তাহলে...

আমি তখনো ব্যাঞ্জোলিলি বাজিয়ে চলেছি, এমন সময় সত্যি সত্যি তিনি আবির্ভূত হলেন। বারট্রাম উষ্টারকে যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই আপনারা জানতে পারবেন, যখন কোন একটা নতুন-কিছুর জন্যে তার মন জেগে ওঠে, তখন তার মনের সঙ্গে আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো একজোট হয়ে এমন্ যাচ্ছেতাই ভাবে তন্ময় হয়ে যায় যে, তখন বারট্রাম উষ্টার আর ষাট-মাইল-বেগে-ধাবমান রেল এঞ্জিনের সঙ্গে কোনই তফাৎই থাকে না। সম্প্রতি ব্যাঞ্জোলিলি নিয়ে আমি অনেকটা সেই রকম তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়োকে আসতে দেখে এই তন্ময়তা আরো শত গুণ বেড়ে উঠলো। কখন যে তিনি এসেছেন, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে নানারকমের অব্যয়-শব্দ কণ্ঠ থেকে বার করেছেন, আমি তার কিছুই জানতে পারি নি। তারপর যখন ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে রীতিমত ধাক্কা দিল, তখন তার সুর থেকে বুঝলাম ভদ্রলোক যেন রীতিমত বিপন্ন হয়েই আমার কাছে এসেছেন, জীভ্স যাকে বলে হৃদয়ের পরিবর্তন, ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো সেই জাতীয় কোন গুরুতর অভ্যন্তরিক কিছু পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটে গিয়ে থাকবে। সুতরাং এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে সাড়া না দেওয়া বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি রকমের রাগ দেখানো

স্যার রডারিকের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের লড়াই-এ আমি যেভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে পেরেছিলুম, তাতে নিজেকে প্রশংসা না করে পারিনা। তাই স্যার রডারিকের পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের পর মনটা রীতিমত খুশীতে ভরে উঠল এবং তার ফলে একটার পর একটা আমার সমস্ত প্রিয় গানগুলো ব্যাঞ্জোলিলিতে পরমানন্দে বাজিয়ে চললুম। বিরাম-বিহীন। শেষ গানটার শেষ ক'লাইন বাজাচ্ছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। বাধ্য হয়ে উঠতে হলো। টেলিফোনটা কানে তুলে নিতেই, ওপার থেকে যে-সব কথা ভেসে এলো, তাতে আপনা থেকে আমার মুখের পেশীগুলো আবার শক্ত, অনড় হয়ে উঠলো।

যিনি টেলিফোন করেছিলেন, তিনি একাই বলে চলেছিলেন। আমার কাজ ছিল, শুধু শোনা। অদৃশ্য বক্তার কথা শেষ হলে আমি শান্ত কণ্ঠে বল্লাম, মিঃ, ম্যাঙ্গেলহফার, আপনি আপনার ক্লায়েণ্ট মিসেস টিংকলার এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের জানিয়ে দিতে পারেন যে আমি আপনার দ্বিতীয় দফা সর্তই স্বীকার করে নিলাম।

টেলিফোন রেখে দিয়ে কলিং-বেল টিপলাম। নিমেষের মধ্যে জীভ্‌স সশরীরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল।

জীভ্‌স মনে হচ্ছে যেন একটা গণ্ডগোল সুরু হয়ে গেল!

শুরু হয়ে গিয়েছে কি?

এই বার্কলে ম্যানসনের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে, জীভ্‌স, মনে হচ্ছে যেন অশান্তির প্রেতমূর্তি ডানা ঝাপট দিয়ে জেগে উঠছে। প্রতিবেশীর মধ্যে দেওয়া নেওয়ার যে প্রীতির সম্বন্ধ এতদিন ছিল, তা যেন আজ ছিঁড়ে ভেঙে পড়ছে। কে টেলিফোন করেছিল জান? এই বার্কলে ম্যানসনের ম্যানেজার, স্বয়ং...এবং তিনি ফোনে আমাকে দুটি শেষ শর্ত নিবেদন করেছেন, প্রথম, হয় আমাকে ব্যাঞ্জোলিলি ত্যাগ করতে হবে, দ্বিতীয়, নতুবা অবিলম্বে এই ফ্ল্যাট পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে!

তাই তো, স্যার!

প্রত্যেক ফ্ল্যাট থেকে নাকি আমাদের প্রত্যেক প্রতিবেশী আমার বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমার এই একান্ত প্রিয় ব্যাঞ্জোলিলি বাজনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। বেশ, করুক তারা অভিযোগ, থাকুক তারা তাদের সঙ্গীতহীন ক্ষুদ্রতাকে নিয়ে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না জীভ্‌স! কে সে লোকটা...কি একটা কবিতা লিখেছিল কর্ম...বিশ্বলোক না কি...বল তো জীভ্‌স, কবিতার লাইনটা!

আমার আছে কর্ম, আমার আছে বিশ্বলোক!

হক্ কথা...আমার আছে কর্ম, আমার আছে বিশ্বলোক। অতএব বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে আমি এই বার্কলে ম্যানসনের প্রতিবেশীদের পরিত্যাগ করে চলে যেতে প্রস্তুত!

তাহলে, স্যার, আপনি বলছেন, এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন?

নিশ্চয়ই! এ ছাড়া আমার পক্ষে সম্মানজনক দ্বিতীয় আর কি পথ থাকতে পারে জীভ্‌স?

কিন্তু, আমার আশঙ্কা হচ্ছে স্যার, এ বাড়ী ছেড়ে তো অন্য আর এক বাড়ীতে যেতে হবে···সেখানেও ঠিক এই জাতীয় শত্রুতার সম্ভাবনা রয়েই যাচ্ছে···

না, মোটেই না। আমি ঠিক করছি, এই জঘন্য শহর ছেড়ে, চলে যাবো একেবারে নির্জন গ্রামের বুকে। সুদূর কোন এক ছায়াঘন পল্লীর এক নির্জন প্রান্তে, ছোট একটি পর্ণকুটিরে, নিভৃতে পরমানন্দে আমি থাকবো আমার শিল্প-সাধনা আর পড়াশোনা নিয়ে!

কি বল্লেন স্যার? গ্রামে, পর্ণকুটিরে?

হাঁ, পর্ণকুটীরে। আমার ইচ্ছে কি জানো জীভস, সেই পর্ণকুটীরের খড়ো-চালে চড়ুই-পাখীরা এসে বাসা বাঁধবে, তার ওপর দিয়ে লতিয়ে উঠবে বুনো মাধবী-লতা...

কথাটা আর শেষ করা হলো না। জীভস হঠাৎ এমন একটা কথা বলে উঠলো, মনে হলো, আমার সমস্ত শক্তি এক নিমেষের মধ্যে কে যেন শুষে নিলো, একটা ছোট ছেলে ইচ্ছে করলে আমাকে টুথ-ব্রাস দিয়ে ঠেলে ফেলে দিতে পারে!

শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে জীভ্‌স বল্লে, সেক্ষেত্রে স্যার, আমাকে ছুটি দিন!

সমস্ত ঘরটা নীরবতায় থম্ থম্ করছে। জীভ্‌সের মুখের দিকে চেয়ে আমি বলে উঠলাম, জীভস, তুমি কি বল্লে, আমি ঠিক শুনতে পাইনি বোধ হয়—

তেমনি শান্তকণ্ঠে জীভ্‌স বলে, স্যার আমাকে বিদায় দিন!

মানে, তুমি বলতে চাইছো, তুমি আমার সঙ্গে আর থাকবে না?

একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হতে হচ্ছে স্যার! এই ফ্ল্যাট ছেড়ে আপনি যদি গ্রামের কোন ছোট্ট কুটীরে রাতদিন এই যন্ত্রটী বাজিয়ে চলেন—

বুঝলাম, জীভ্‌স কি বলতে চাইছে। নিজেকে নিমেষে সংযত করে নিলাম।

জীভ্‌স, তুমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে, এই যন্তরটা—না? তোমার এই সামান্য একটা "টা" থেকে আমি বুঝেছি, কি অবজ্ঞার চোখে তুমি আমার এই বাজনাটি দেখো বল, আমার অনুমান কি ভুল?
আজ্ঞে, না স্যার! আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন!
এতদিন পর্যন্ত, এই বাজনা সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ করবার কোন লক্ষণই তো দেখিনি! এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও, তুমি এই বাজনা শুনেছ?
হ্যাঁ স্যার! কিন্তু প্রাণান্ত কষ্টে··· !
একথা কি তুমি জান না জীভ্‌স, তোমার চেয়ে যারা ঢের বড়, তোমার চেয়ে যারা ঢের বেশী বুদ্ধিমান, তারাও এই ব্যাঞ্জোলিলির বাজনার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন জিনিস অম্লান বদনে সহ্য করে গিয়েছে?
হতে পারে স্যার!
তুমি কি জান না, আমার ব্যাঞ্জোলিলির আওয়াজের চেয়ে শতগুণ নিকৃষ্ট আওয়াজ যে ব্যাগ-পাইপের, বুলগেরিয়াতে গস্‌পোডিনফ সেই-ব্যাগ পাইপ এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বাজায়, কই, তার জন্যে গস্‌পোডিনফের কোন লোক তো বলেনি, আমাকে বিদায় দিন? আমি বেশ বুঝতে পারছি, ইংরেজ জাতের চেয়ে বুলগেরিয়ার লোকদের মন ঢের বেশী ভাল মশলা দিয়ে তৈরী...জীভ্‌স, আমার অনুরোধ, তুমি বুলগেরিয়ানদের মত হও!
ক্ষমা করবেন স্যার···এ বয়সে আর বুলগেরিয়ানদের মতন হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়!
তুমি বলছো সে কথা?
আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।
ভাল করে ভেবে চিন্তে, সুবিধে-অসুবিধে দুদিক যাচাই করে, তুমি স্থির মস্তিষ্কে ভেবে বল জীভ্‌স!
আমি স্যার, স্থির মস্তিষ্কে সব দিক ভেবে চিন্তেই বলছি, আমাকে বিদায় দিন্‌!
ওঃ! তাহলে তুমি, যাকে বলে স্থির-প্রতিজ্ঞ?
আপনি যদি স্যার, ঠিক করে থাকেন যে ব্যাঞ্জোলিলি বাজাবেনই সেক্ষেত্রে আমার থাকা সম্ভব নয়!
আর কত-নিজেকে ছোট করা যায়? উষ্টার বংশের সমস্ত মর্যাদা আহত সর্পের মত ফণা তুলে জেগে উঠলো। অবস্থাচক্রে গত কয়েক বছর

আমাকে এমন সব দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, যার সুযোগ নিয়ে এই হতভাগা একেবারে আমার সংসারে মুসোলিনী হয়ে উঠেছে! তা ছাড়া নিছক বাস্তবতার দিক থেকে যদি বিচার করে দেখতে হয়, তাহলে প্রকৃত-পক্ষে জীভ্‌স কে? একজন মাইনে করা ভৃত্য···এছাড়া তো আর কিছু নয়! আর কত তাকে রাস ছেড়ে দেওয়া যায়? না হয় তার মগজে দু'এক ফোঁটা বেশী বস্তু আছে; তাই বলে সে আমাকে দিনের পর দিন এ-রকম হেনস্থা করে চলবে? একটা সময় আসে, যখন উটেরও পিঠ ভেঙ্গে যায়! আমার জীবনে আজ এসেছে সেই সময়! আসুক!

জীভ্‌স! দূর হোক ছাই, বিদেয় হও!

যে আজ্ঞে, স্যার! ধন্যবাদ!

অবশ্য একথা আমি স্বীকার করছি, জীভ্‌স-এর সঙ্গে বচসার পর যখন টুপি আর ছড়ি নিয়ে লণ্ডনের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম, তখন মনের অবস্থা যে খুব স্বচ্ছ ছিল, তা নয়। জীভ্‌সকে বাদ দিয়ে আমার অস্তিত্ব যে কি রকম দাঁড়াবে, সে-সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তাকে তখন মনে ঢুকতে দিই নি, একটা বিষয় একেবারে ঠিক করে ফেলেছিলাম, এবার আর কোন মতেই দুর্বল হওয়া চলবে না। বারট্রাম উষ্টার ইচ্ছে করলে আগুনে-পোড়া ইস্পাতের মত শক্ত হতেও পারে।

অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় অদূরে যেন একটা পরিচিত মূর্তির আবছায়া রেখা ফুটে উঠলো। আবছায়া রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো...যা অনুমান করেছিলাম ঠিক তাই, আমার বাল্যবন্ধু পঞ্চম ব্যারন চাফ্‌নেল...কাল রাত্তিরে হোটেলে স্যার রডারিকের প্রেতমূর্তির পাশে যে মহিলাটীকে দেখেছিলাম, তিনি হলেন আমার এই বাল্যবন্ধু চাফ্‌নেলেরই খুড়ী...মার্টিল-খুড়ী...।

চাফ্‌নেলকে দেখেই ভিতরের কথাটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো আবার ···এই মুহূর্তেই নির্জন গ্রাম-অঞ্চলে আমার একটা কুঁড়েঘর বা কটেজ দরকার এবং চাফনেলই হলো সেই ব্যক্তি যে অনায়াসে আমার এই বাসনাকে সার্থক করে তুলতে পারে।

যাঁরা আমার অতীত জীবন জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে

চাফ্‌নেলকেও জানেন। অন্তরঙ্গতার দরুণ আমার কাছে সে শুধু চাফী। তবুও যাঁরা নতুন, তাঁদের সুবিধার জন্যে চাফীর একটু পরিচয় এখানে দিয়ে রাখা ভাল। ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম, তখন থেকেই চাফীর সঙ্গে আমার ভাব, ইটন আর অক্‌সফোর্ডে একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়েছি। অবশ্য এখন আর বড় একটা দুজনার দেখাশোনা হয় না, চাফীকে থাকতে হয় চাফ্‌নেল রেজিসে...তাদের নিজস্ব জমিদারীতে। সেখানে পূর্ব-পুরুষদের কৃপায় এক বিরাট প্রাসাদের মালিক সে, এত বড় বাড়ী যে তাতে ঘর আছে প্রায় দেড়শো। সেই বিরাট বাড়ীকে কেন্দ্র করে চলে গিয়েছে মাইলের পর মাইল সবুজ-মাঠ...কেয়ারি করা বাগান!

এ থেকে কেউ যদি চাফীকে বিশেষ অর্থশালী বলে মনে করে থাকেন, তাহলে ভুল করবেন। দেড়শো ঘরওয়ালা বাড়ীর মালিক বেচারা চাফী রীতিমত অর্থকষ্টে দিন কাটাতে বাধ্য হয়...শুধু বাড়ী আর জমি নিয়ে এ-যুগে বড়মানুষী করা যায় না। এত বড় বাড়ী, ভেঙ্গে গেলে মেরামত করবারও সংগতি তার নেই...অধিকাংশ ঘরেই বাদুড়, আরশুলা, টিকটিকি আর মাকড়সা রাজত্ব করে, প্রতিবাদ করবারও কেউ নেই! এই দূর গ্রামাঞ্চল পরিত্যাগ করে শহরে কোন বাড়ী নিয়ে থাকতে হলে যে পরিমাণ আর্থিক নিশ্চিন্ততার প্রয়োজন, তা চাফীর নেই, তাই বাধ্য হয়েই পঞ্চম ব্যারন চাফ্‌নেলকে সেই বিরাট শূন্য বাড়ী আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয়। বহুবার বহুরকমে সে চেষ্টা করেছে যদি বাড়ীটাকে বিক্রী করে ফেলা যায়; কিন্তু সেই নির্বান্ধব দূর অঞ্চলে এত ঘরওয়ালা-বৃহৎ বাড়ী আজকাল কেউই কিনতে চায় না। তাই তার অষ্টপ্রহরের ধ্যান-জ্ঞান হলো, কোথায় কে এমন মূর্খ ধনী আছে, যে এই বাড়ীটা কিনে তাকে মুক্তি দেবে? যদি কখনো তার দেখা পায়, সে তার ছায়াকে চুম্বন করবে, কিন্তু হায়, সে মুক্তিদাতা আসে না।

সে যে গ্রামে থাকে...চাফ্‌নেল রেজিস্‌...সেটা অবশ্য তার নিজস্ব জমিদারী...কিন্তু সে-জমিদারী থেকে একটা পয়সাও সে পায়না। গাঁয়ের প্রজাদের কাছ থেকে যা পায়, সরকারী খাজনার শত দাবী মেটাতে তা ফুরিয়ে যায়। নগদ কিছুই পকেটে পড়ে থাকে না। নিরুপায় হয়ে বছরের অধিকাংশ দিনই সেই বিরাট বাড়িতে একরকম বন্দীর জীবন যাপন করতে হয়...কথা বলবার জন্যে মাত্র দুটী প্রাণী আছে, একটী হলো মার্টিল-খুড়ী আর দ্বিতীয়টি হলো বারো বছরের একটী বিচ্ছু...খুড়ীর একমাত্র পুত্র ও নয়নমণি সিব্যারী। কলেজে যার প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখে সবাই মনে করেছিল,

চাফ্‌নেল পৃথিবীতে একটা-যা-হোক কিছু করে যাবে, সে হেন চাফ্‌নেলের পক্ষে এই জীবন যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, তা অনুমান করতে কারুরই কোন অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

প্রাথমিক হাউ-ডু-য়ু-ডু-র পর চাফীকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলুম, চাফী, পৃথিবীর মধ্যে আজ তোমাকেই আমার সব চেয়ে বেশী দরকার। চল, সামনের হোটেলে লাঞ্চ খেতে খেতে সব কথা হবে!

দেখলাম, এ প্রস্তাবে চাফী যেন খুশী হলো না!

আরে, যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তি-যোগ আছে...

না বন্ধু, এখন নয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে কার্লটন হোটেলে গিয়ে হাজির হতে হবে। সেখানে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে···

আরে, ছুটি দিয়ে দাও সে-ভদ্রলোকটিকে!

তা হয় না, বন্ধু!

তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো দু'জনের জায়গায় না হয় তিনজন হবে!

বার্টি, সে লোকটীর নাম যদি শোন···তাহ'লে বোধ হয় লাঞ্চ খাবার ইচ্ছেই তোমার চলে যাবে!

বুকটার ভিতর কি যেন হঠাৎ গুর্ গুর্ করে উঠলো।

একটু হেসে চাফী বল্লো, কার্লটন হোটেলে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি, তার নাম হলো স্যার রডারিক গ্লসপ্!

কি সর্বনাশ! সেটার সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কি করে হলো?

ঘনিষ্ঠ পরিচয়টা ঠিক আমার সঙ্গে নয়, আমার খুড়ীর সঙ্গে···

ওহো···তাই বলো···কালঃ রাত্তিরে হোটেলে তাই তোমার মার্টিল খুড়ীকে দেখেছিলুম ঐ বুড়ো শয়তানটার সঙ্গে···কিন্তু চাফী···আমি তোমার পুরানো বন্ধু···পুরানো বন্ধুত্বের দাম আলাদা···আমার কর্ত্তব্য তোমাকে সাবধান করে দেওয়া···ঐ বুড়ো শয়তানটার সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে যদি খাও, তাহলে জানবে প্রত্যেক খাবারের টুকরোটা পেটে গিয়ে বিষ হয়ে যাবে···ও কাজ করো না বন্ধু!

আমি তা জানি! জেনে শুনেই আমাকে এই দুষ্কার্য করতে হচ্ছে। নিরুপায়। পরশুদিন হঠাৎ বুড়ো আমাকে এক জরুরী টেলিগ্রাম করে এই নেমন্তন্ন করে বসলো···বুড়োর কে-এক-পরিচিত আত্মীয় না বন্ধু, আমার চাফ্‌নেল প্রাসাদটা নাকি গ্রীষ্মকালের জন্যে ভাড়া নিতে চায়···শাঁসালো মক্কেল না

হলে বুড়ো কখনই এতে মাথা গলাতো না···এখন বুঝতে পারছো বন্ধু, আমাকে এ নেমন্তন্ন এখুনি রাখতেই হবে···তোমার সঙ্গে কাল রাত্তিরে···

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি জানাই, কাল রাত্তিরের ছায়া ঘন হবার আগেই, আমি ঠিক করেছি লণ্ডন ছেড়ে চলে যাবো !

সে কি !

হাঁ ! সংক্ষেপে বলছি শোন···আমি যে ফ্ল্যাটে আছি, সেই ফ্ল্যাটের মালিক আমাকে শাসিয়েছে, ব্যাঞ্জোলিলি বাজালে আমাকে অবিলম্বে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে হবে···আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি, অবিলম্বেই সেই মরুভূমি পরিত্যাগ করে চলে যাবো। তাই অতি সুসময়েই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে···তোমার গাঁয়ে নির্জন কুঁড়ে ঘর নিশ্চয়ই দু'একখানা আছে···

আধ-ডজন আছে···

একখানা হলেই আমার চলে যাবে...শুধু জায়গাটা যেন নির্জন হয়···

তোমাকে এমন একটা কটেজ দেবো, যার এক মাইলের মধ্যে কেউ নেই···না···না···একজন মাত্র লোক আছে, পুলিস সার্জেণ্ট ভুলে···

তাতে কিছু যায় আসে না...আমার বাসনা, আমি প্রাণ ভরে রাতদিন ব্যাঞ্জোলিলি সাধবো...কারুর কোন বাধার কোন তোয়াক্কা রাখবো না।

রাখবার কোন দরকারই হবে না...ভালই হবে, পুলিশ-সার্জেণ্ট ভুলে তোমারই মতন সঙ্গীত-সাধক, তবে তার যন্ত্র হলো হারমোনিয়াম,...তুমি ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে মিলে...

চমৎকার ! হারমোনিয়ামের সঙ্গৎ পেলে আমার প্রচণ্ড সুবিধে হবে !

তাছাড়া আর একটা সুখবর তোমাকে দিই ! এবছর আমাদের গাঁয়ে একদল নিগ্রো বাজিয়ে আর গাইয়ে আসছে...জান তো, নিগ্রোরা তারের যন্ত্র বাজাতে ওস্তাদ...তাদের কাছ থেকে তুমি অনেক নতুন কায়দার হদিস্ পেয়ে যেতে পার।

আর কোন কথা নয়...সেই কটেজ আমারই...আমি সেই কটেজের...

কিন্তু বন্ধু...দাঁড়াও...দাঁড়াও...একটা কথা...তোমার জীভ্‌স্ কি তোমার সঙ্গে সেই দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে রাজী হবে ?

তার কথা বাদ দাও !

চাফী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে আমার মুখের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো। আমি জানি, আমার প্রত্যেক বন্ধুই, একথা শুনে এমনি অবাক হয়ে যাবে !

যথাসম্ভব কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা এনে আমি বল্লাম, জীভ্‌সকে আমি আর

চাইনা...তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছি।

একথা কি সত্যি বলে আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

নিশ্চই! উষ্টাররা যখন কঠিন হয়, তখন এই রকমই কঠিন হয়!

নীরবে দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছি। চাফী এই নিদারুণ সংবাদে যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ে, স্বগতোক্তির মত বলে, তাহলে…জীভ্‌সকে...তুমি ছেড়ে দিয়েছ…কিন্তু...একটা কথা...একবার যদি বেচারা জীভ্‌সকে সমবেদনা জানিয়ে আসি তোমার তাতেঁ কোন আপত্তি আছে?

মোটেই নয়...হাজার হোক্ জীভ্‌স্...আমি জানি আমার বন্ধুরা তাকে কি চোখে দেখে...তাকে যদি তুমি সমবেদনা জানাতে চাও, সেটা তোমার বংশ-মর্যাদা আর শিক্ষার উপযুক্ত কাজই হবে!

তাহলে লাঞ্চ সেরেই যাবার চেষ্টা করবো!

কিন্তু আমার কটেজ...

তুমি গেলেই পাবে...

কার্লটন হোটেলের কাছাকাছি চাফী চলে গেল। সমস্যার সমাধানে খুশী হয়েই ফ্ল্যাটে ফিরলুম। চাফ্‌নেল রেজিস...নির্জন কুটীর...পুলিস-সার্জেন্টের সঙ্গে হারমোনিয়ামের সঙ্গৎ...নিগ্রো বাজিয়েদের টেক্‌নিক্ প্রত্যক্ষভাবে কাছে থেকে শোনবার সুযোগ! আমি চিরকালই দেখেছি, যাকে বিপদ বলে মনে হয়েছে, তার ভিতর থেকেই কেমন করে বেরিয়ে এসেছে সুমধুর কল্যাণ...নব নব সম্ভাবনা...কে-একজন কবি এই নিয়ে... হঠাৎই মনে পড়ে গেল জীভ্‌সের কথা...এই সমস্ত কবিতা কখন কিভাবে যে জীভ্‌স্ মুখস্থ ক'রে রেখেছে...আশ্চর্য! সেই জীভ্‌স্ চলে যাবে…

নিজের গর্ব নিজে করতে চাই না। কিন্তু আমরা, উষ্টার-বংশের লোকেরা আমরা নিজের মনের সঙ্গে প্রতারণা করতে শিখিনি। জীভ্‌সের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই, মনটার ভিতর হঠাৎ জোয়ারের জলের মত কি যেন হু হু করে উঠলো। আমার জীবনে জীভ্‌সের মত সঙ্গী আর একটিও পাই নি…আমি অকৃতজ্ঞ নই...তাই সেকথা স্বীকার করতে আমার কোন কুণ্ঠাই নেই। মনের ভিতর একটা খুব সরু ধারালো কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধতে থাকে। সাজানো ঘরটার চারদিকে চেয়ে দেখি, আয়নায় ধোপ-দোরস্ত নিজের পোষাকের দিকে চেয়ে দেখি ··সর্বত্রই জীভ্‌সের প্রতিভার স্পর্শ। না জীভ্‌সের সঙ্গে এ-রকম ভাবে...

কলিং বেল্‌টা টিপতেই এসে দাঁড়ায় জীভ্‌স।

জীভ্‌স্‌...একটা কথা...

বলুন স্যার !

জীভ্‌স্‌, কিছুক্ষণ আগে যে-বিষয় নিয়ে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল, সেই সম্পর্কে—

বলুন স্যার !

আমি তারপর অনেক ভেবে দেখলাম—দেখলাম, এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসা, আমাদের দুজনের পক্ষেই অসঙ্গত হচ্ছে—তাই বলছি, যা হয়েছে, তা ভুলে যাও, আমার কথা হলো, তুমি ইচ্ছা করলে থাকতে পার !

আপনি যে এই সুযোগ আবার এই রকমভাবে দিলেন, তার জন্যে স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ! কিন্তু আমার দিক থেকে একটা কথা জানবার আছে, আপনার ঐ বাদ্যযন্ত্রটী সম্বন্ধে আপনি কি কোন পুনর্বিবেচনা করছেন ?

আমার সর্বাঙ্গ আবার হঠাৎ হিম হয়ে এলো।

জীভ্‌স্‌ ! সে-সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করবার আমার কিছু নেই !

তাহলে স্যার—আমার পক্ষেও—নতুন কিছু বলবার আর নেই !

এরপর আর কিছুতেই এগুতে পারা যায় না।

বেশ, তাই হোক্‌ জীভ্‌স্‌ ! তুমি যাও, তবে, অন্য কোথাও চাকরী করবার জন্যে যদি তোমার কোন প্রশংসা-পত্রের দরকার হয়, আমি দিতে রাজী আছি !

অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার ! তবে, এখন তার কোন দরকার হচ্ছে না—আমি কিছুক্ষণ আগেই একটা চাকরী পেয়ে গিয়েছি—

কি রকম ?

লর্ড চাফ্‌নেল অনুগ্রহ করে নিজে এসেছিলেন এবং তিনি নিজেই আমাকে তাঁর চাকরীতে বহাল করে গিয়েছেন। আমি হপ্তাখানেকের মধ্যেই তাঁর প্রাসাদে চাকরী করতে যাচ্ছি—

চাফ্‌নেল—চাফী, সমবেদনা ওঃ—বুঝেছি ! তা ভালই হয়েছে ! একটা কথা বোধ হয় তুমি জান না যে, আমিও লর্ড চাফ্‌নেলের জমিদারীতে একটা কটেজ ভাড়া নিচ্ছি এবং কালই আমি এই অভিশপ্ত শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি ! হয়ত সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে।

নিশ্চয়ই হবে স্যার !

বেশ···তাহলে এখন...

বিদায় স্যার !
এই হলো ইতিহাস। যার ফলে, একদা ১৫ই জুলাই-এর প্রাতঃকালে বারট্রাম উষ্টারকে দেখা গেল, চাফ্‌নেল রেজিস্‌ গ্রামের প্রান্তে সী-ভিউ কটেজের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতে। মুখে সিগারেট, নির্বাক আনন্দে সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে গ্রাম্য শ্যামলিমার স্বাদ দু'চোখ ভরে গ্রহণ করছে···

জীবনের পথে যতই এগিয়ে চলেছি, ততই একটা সত্য স্বচ্ছতর হয়ে উঠছে তুমি যা করবে বলে ঠিক করেছ, পরমানন্দে বুক বেঁধে তাকেই যদি আঁকড়ে ধরে থাকো, তাহলেই জীবনের কাছ থেকে কিছু পাবে, নইলে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের হিতোপদেশের মুখ চেয়ে যদি দুলতে থাক, জীবনের চাকায় পিষে মারা যাবে। শহর ছেড়ে আসবার আগের দিন, আমাদের হোটেলের আড্ডায় যখন বন্ধু-বান্ধবদের আমার সংকল্পের কথা জানালুম, তখন চারদিক থেকে তারা বারণ করে উঠলো, এমন কি আসন্ন বিদায়ের বেদনায় কারুর কারুর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠলো, সকলেই এক বাক্যে জানালো, এ হলো উন্মাদের কাজ···দুদিন যেতে না যেতেই আমি নাকি সেই গ্রাম্য পরিবেশের একঘেয়েমীতে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবো।
কিন্তু তাদের কোন আবেদন বা কোন সংশয়ই আমাকে নিরস্ত করতে পারেনি। যথানির্দিষ্ট প্ল্যান অনুযায়ী স্বচ্ছন্দ অন্তরে শহরের সঙ্গীতহীন বিষাক্ত আবহাওয়া পরিত্যাগ করে চলে এলুম এই স্নিগ্ধ শ্যামল গ্রামের কোলে।
ধূম্রহীন আকাশে সূর্য উঠেছে···সোনালী আলোয় ভরে গিয়েছে সবুজের বুক। দূরে, বহুদূরে, লণ্ডন কোন খেদ নেই তার জন্যে। সত্যি, বহুদিন পরে, নিজের মনের গভীরে, দার্শনিকদের পরিভাষায় আত্মার গহনে, এক সুগভীর প্রশান্ত শান্তির যেন স্বাদ পেলুম।
গল্প বলার মধ্যে কতখানি জায়গা দিতে হবে প্রকৃতির বর্ণনায়, তা নিয়ে আমি দেখেছি আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে রীতিমত দুটো দল আছে। একদল বলে, গল্প বলতে হলে গাছ-পালা, চাঁদের আলো, সূর্য-কিরণ; মাধবী-লতা, মৌমাছির গুঞ্জন, এসব একদম বাদ দিতে হবে···তার বদলে, ঘরের কোণে মাকড়সার জাল আছে কিনা, চেয়ারটার চারটে পায়ের মধ্যে

ক'টা ভাঙ্গা, ভাঙ্গা পা-গুলো ক' ডিগ্রী কোণ নিয়ে ঝুলছে, বিছানার চাদর ছেঁড়া না তালি-দেওয়া, এই সব বাস্তব বর্ণনার একটা মনস্তাত্ত্বিক মূল্য আছে। তার উত্তরে বিরোধী দলেরা বলে, বসন্তে সবুজ মাঠে যখন ছোট ছোট হলদে আলো জ্বলে ওঠে, স্রেফ তার বর্ণনা দিয়ে তারা লোকের চোখে জল এনেছে, তাদের লেখার বাস্তব দামও বেড়েছে।

আমি অবশ্য, এই দু'দলের মাঝামাঝি পথ বেছে নিয়ে পাঠকদের যথা-সম্ভব সংক্ষেপে আমার নতুন পরিবেশের একটা বর্ণনা দিতে চাই। সেদিন সকালবেলা গ্রামে আমার নতুন বাস-স্থানের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখের সামনে যা যা দেখেছি, সংক্ষেপে তার একটা তালিকা দিচ্ছি। সামনে ছোট্ট একটা বাগান, বাগানের ভিতর একটা মাঝারি রকমের ঝোপ, একটা বড় গাছ, দু'একটা কেয়ারি-করা মৌসুমী ফুলের আসর, তার এক ধারে একটা ছোট্ট পুকুর, তাতে কতকগুলো লিলি ফুটে আছে, পুকুরের ঘাটের ওপর একটা পাথরের নগ্ন শিশুর মূর্তি, তার ডানদিকে একটু গিয়েই চলে গিয়েছে একটা বেড়া। বেড়ার বাইরে, বেড়াতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিঙ্কলে…জীভ্‌সের জায়গায় যাকে নিয়ে এসেছি। ব্রিঙ্কলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার প্রতিবেশী পুলিস-সার্জেন্ট ভুলে।

সামনে সোজা চাইলে, আর একটা বেড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বেড়ার ওপর দিয়ে নজরে পড়ে, অদূরে বন্দরের শান্ত জল...আপাতত সেখানে একটা ধবধবে সাদা নৌকো এসে নোঙর ফেলেছে…সেই নৌকো থেকেই বোঝা যায় যে, চাফ্‌নেল রেজিসের সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠতা আছে।

সেদিন প্রভাতে, মোটামুটি এই হলো আমার সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। তার সঙ্গে যদি জুড়ে দেন, মেঠো রাস্তার ওপর একটা বেড়াল শামুক খুঁজে বেড়াচ্ছে আর মাঝেমাঝে চোখ তুলে আমাকে দেখছে, তাহলে ছবিটা পুরো হয়ে যায়।

না, একটু ভুল হলো। এটাকে এখনো ঠিক পুরো ছবি বলা যায় না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে, আমার টু সিটার মোটর গাড়ীর চালটা…যাকে আশ্রয় করে আমি এখানে এসেছি। সেটাকে রাস্তার এক ধারে রেখে দিয়েছি…আমার কটেজের দরজা থেকে তার চালের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো, এভাবে রাস্তার ওপরে তাকে রেখে দেওয়া ঠিক হবে না কারণ আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, এই জাতীয় অরক্ষিত মোটর গাড়ী দেখতে পেলেই গ্রামের সরলমতি বালকেরা গাড়ীর

গা থেকে রঙ তুলতে লেগে যায়। তাই গাড়ীটাকে সোজা কটেজের গেটের সামনে এনে রাখবো ঠিক করলুম।

গাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে দেখি, গাড়ীর চালকের আসনে গম্ভীরভাবে বসে একটি বালক, পরম নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীর হর্ণটা খোলবার চেষ্টা করছে। নিমেষের মধ্যে আমার হাতটা শাসনের জন্যে উদ্যত হলো কিন্তু বালকের অঙ্গের সঙ্গে হাতের সংস্পর্শ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে চকিতে হাতটা নামিয়ে নিতে হলো কারণ, দেখলাম, বালকটি আমার অপরিচিত নয়, আমার আশ্রয়দাতা বন্ধু চাফীর আদি ও অকৃত্রিম খুড়তুতো ভাই সিব্যারী। আমাকে দেখে সিব্যারী পরম নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলে উঠলো, হ্যালো!

আপনা থেকে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, তার মানে?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, অদূর অতীতের সেই দিন, যেদিন আমার দুর্ভাগ্যবশত এই বন্ধুর খুড়তুতো ভায়ের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছিল। এই সেই বালক, যে, রাত্রিবেলায় যখন আমি ঘুমিয়ে থাকতাম, আমার বিছানায় গিরগিটী আর টিকটিকি ছেড়ে দিতো···জানি না, আপনাদের কখনো সে-অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটেছে কিনা···দিব্যি ঘুমটা জমে উঠেছে, হঠাৎ সেই সময় মনে হলো, আপনার সমস্ত শরীর বেয়ে যেন কারা হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে···ঘুম ভেঙ্গে লাফিয়ে উঠে দেখলেন, জামার পকেটের ভিতর দিয়ে, পাজামার পকেটের ভিতর দিয়ে নরম নরম ঠাণ্ডা আঙুল বেয়ে গিরগিটি আর টিকটিকিরা সান্ধ্য ভ্রমণে বেরুচ্ছে! আমি হলফ করে বলতে পারি, এ হলো সেই জাতীয় অভিজ্ঞতা, যা মানুষের চেতনায় চিরকালের ছাপ রেখে যায়। অবশ্য আইনে আমি প্রমাণ করতে পারি না যে, এই বালকই হলো সেই নৈশ-বিভীষিকার প্রতিভাবান স্রষ্টা কিন্তু আমার মন জানে, সে কাজ এই বালক ছাড়া আর কারুরই নয়। তাই আমার গাড়ীর ভিতর বসে আমার গাড়ীর কলকব্জা নিয়ে তাকে খেলা করতে দেখেও আমি ঠিক তেমন জোর করে প্রতিবাদ করতে পারলুম না। সমস্ত জিনিসটা নীরবে স্বীকার করে নিলুম মাত্র!

আমার উপস্থিতি সেই বালকরূপী বিচ্ছুকে যে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেছে, তা তার ভাবভঙ্গী এবং কথা বলার সুর থেকে মনে হলো না। তার চোখে মুখে এমন একটা উদাসীন নির্লিপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি স্পষ্টভাবে ফুটে আছে যে, সাধারণ যে কোন সুস্থ মানুষই তাকে আনন্দ সহকারে গ্রহণ করতে পারে না। আমার জীবনে এই জাতীয় ডাকাত-ক্লাসের বহু ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং তাদের সকলের চেহারা আমি গুণানুসারে

আমার মনের এ্যালবামে টাঙিয়ে রেখেছি। সেখানে সিব্যারী একেবারে যদিও প্রথমস্থান অধিকার করে ছিল না কিন্তু বেশী নিচেও ছিল না। প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, আমার নিজের পিসীমা আণ্ট আগাথার ছেলে, তারপরে ছিল মিঃ ব্লুমেনফিল্‌ডের পুত্ররত্ন···এবং এদের এক-আধ নম্বর পরেই তৃতীয় স্থান অধিকার করে ছিল সিব্যারী।

আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আপাদ-মস্তক আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে সিব্যারী বলে উঠলো,···লাঞ্চে আসছেন তো ?

চাফী ফিরে এসেছে ?

হাঁ !

চাফী যদি ফিরে এসে থাকে, তাহলে সে ছাড়বে না। সকালের খাওয়াটা তার সঙ্গেই বসে খেতে হবে। তাই বেড়ার এধার থেকে ব্রিঙ্কলকে ডেকে চীৎকার করে জানিয়ে দিলুম যে, তুপুরের খাওয়ার জন্যে তাকে আর ভাবতে হবে না···খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে ফিরছি···

বিচ্ছুকে নিয়েই মোটর চালিয়ে দিলুম।

চাফী কখন ফিরেছে ?

কাল রাত্তিরে !

খাবার টেবিলে আর কেউ থাকবে নাকি ?

হাঁ—

অন্য লোক থাকবে ? কে।

মা, আমি···আর তু'একজন লোক।

তাহলে দেখছি, রীতিমত একটা পার্টি ! সেক্ষেত্রে এই পোষাকে···না, বাড়ী গিয়ে পোষাকটা বদলে আসি, কি বল ?

কি দরকার ?

তাহলে বলছো, এ পোষাকটা চলনসই ?

মোটেই না···একেবারে যাচ্ছেতাই...

চমকে উঠি। নির্লজ্জ মত সত্যি কথা বলতে পারে বিচ্ছু।

তা হলে পোষাকটা তো বদলাতে হয়—

তার সময় নেই···

বিচ্ছুর দিকে চেয়ে দেখি। গাড়ীর মালিক যেন সে। পরম নির্লিপ্তের মতন বসে আছে, গম্ভীর। বোধ হয়, ছেলেটা কালে দার্শনিক হবে। তার দার্শনিক মৌনতার ভিতর থেকে হঠাৎ সে বলে উঠলো···

মা আর আমি আবার হল্‌-বাড়ীতে উঠে এসেছি···

কি বল্লে ?

মনে নেই, সেই হল্-বাড়ী ?

তোমরা তো ডাওয়ার হাউসে থাকতে ?

ডাওয়ার হাউসে বড় দুর্গন্ধ—

তোমরা ছেড়ে যাওয়ার পরেও কি দুর্গন্ধ আছে ?

গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, রসিকতা করবার চেষ্টা করছেন বুঝি ! জানেন, সে দুর্গন্ধটা কিসের ? শুনুন আমার কাছ থেকে···আমার ইঁদুরের গন্ধ !

কি বল্লে ? ইঁদুর ? তোমার ইঁদুর ?

হাঁ আমার ইঁদুর···আমি রীতিমতভাবে ইঁদুর পুষছি···ঝুড়িঝুড়ি বাচ্ছা হচ্ছে, মাঝে মাঝে মা গন্ধে নাক সিঁটকে ওঠে, আমি বুঝিয়েছি ড্রেণের গন্ধ ···পকেটে কত আছে ? পাঁচ শিলিঙ্ দিন তো···

ইঁদুর থেকে পাঁচ শিলিঙ্; তার চিন্তার ধাপগুলো অনুসরণ করতে ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়।

কি বল্লে ? পাঁচ শিলিঙ্ ?

হাঁ, হাঁ···বেশী নয়···মাত্র পাঁচ শিলিঙ্—

বেশী নয় ? পাঁচ শিলিঙ্ ? কি বলছো ?

ঠিকই বলছি—দিন্‌না ফেলে পাঁচটা শিলিঙ্···

কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝতে দাও···কথা হচ্ছিল ইঁদুর নিয়ে··· হঠাৎ তার মধ্যে পাঁচ শিলিঙের কথা আসে কি করে ?

খুব সোজা কথা···এতে না বোঝাবার কি আছে ? আমার দরকার পাঁচটা শিলিঙ্···

সেটা বুঝতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু তোমার দরকার বলে আমি দিতে যাবো কেন ?

আত্মরক্ষার জন্যে !

আত্ম-রক্ষা ? কিসের জন্যে ?

স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যেই !

স্পষ্ট কথা শোন···এভাবে একটা পেনীও দিতে আমি রাজী নই !

বেশ···দেবেন না।

আবার গম্ভীর হয়ে পরম নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরে; স্বপ্নে কথাবলার মতন স্বগতোক্তি করে ওঠে,···আত্মরক্ষার জন্যে যে সব ভদ্রলোক একটা পেনীও খরচ করতে চায় না, তাদের জন্যেই ঝুড়িঝুড়ি দুর্ভোগ জমা হয়ে থাকে···

কথাটার মধ্যে যেন কি একটা রহস্য রয়ে গেল, ঠিক বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করবারও আর সময় ছিল না। মোটরটা তখন হল্-বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছে গিয়েছে···দেখলুম সামনেই চাফী দাঁড়িয়ে···
—হ্যালো বার্টি···

চাফী হাত বাড়িয়ে অভিনন্দন জানায়।
গাড়ী থেকে নেমে চাফীর হাত ধরে বল্লুম, বহুদিন পরে, আবার ফিরে এলাম চাফ্‌নেল হলে···পেছন ফিরে দেখি, বিচ্ছু ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।
চাফী, একটা কথা···তোমার খুড়তুতো ভাই···ঐ বিচ্ছু সিব্যারী···কি ব্যাপার বলতো ?
কি আবার ব্যাপার ?
ব্যাপার সুবিধের নয়···মনে হয়, ছোঁড়াটা এই বয়সেই উড়তে শিখেছে ···আমাকে ধাপ্পা দিয়ে পাঁচ শিলিঙ আদায় করবার ফিকিরে ছিল···কি সব বলছিল···আত্মরক্ষার জন্যে···
চাফী হো হো করে হেসে ওঠে।
তাই বলো তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ...ওর মাথায় এখন আত্মরক্ষার প্যাঁচ ঢুকেছে···
তার মানে ?
আরে···রাতদিন যত সব মার-ধোর আর ডাকাতির ফিল্ম দেখে···
এতক্ষণ যেন তার নির্লিপ্ত ভঙ্গীর একটা ব্যাখ্যা পেলুম। বল্লুম, তাহলে পুরোদস্তুর আধুনিক গুণ্ডা হয়ে উঠেছে বল ?
আধুনিক গুণ্ডা যা বলেছ···
চাফী আবার হো হো করে হেসে ওঠে।
আরে ছেলেমানুষীর খেয়াল···যা মাথায় ঢোকে, তাই নিয়ে কিছু দিন মেতে থাকে···এখন ও-র মাথায় ঢুকেছে, চাফ্‌নেল হলে যারাই আসবে, তাদের রক্ষা করবার বাবদে তাদের কাছ থেকে, যার কাছে যেমন আদায় করতে পারে···আদায় করে···এইভাবে বেশ কিছু জমিয়েছে করিৎ-কর্মা ছেলে··· খুব উৎসাহ···আমার কাছেও আদায় করেছে···
আমি তো শুনে অবাক। পাজী বিচ্ছুটা যে নতুন একটা কোন বদ-খেয়াল মাথায় ঢুকিয়েছে, তাতে আমার কোন সন্দেহই রইলো না কিন্তু তার জন্যে আমি তত অবাক হইনি। চাফী যে রকম খুশ মেজাজে তাকে সমর্থন করলো, তাতে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলুম। চাফীকে আমি বহুদিন

থেকেই জানি, পাঁচদিন আগেও তাকে লণ্ডনে সামনাসামনি দেখেছি। কিন্তু তাকে দেখলেই, প্রথমে চোখে পড়ে তার বিষণ্ণ ভাব—এবং সে-বিষণ্ণ ভাবের একটি মাত্রই কারণ, অর্থাভাব, এই তাকে প্রথম দেখলুম, তার চোখ মুখ দিয়ে আনন্দের ছটা ঠিকরে পড়ছে, কোথাও তার ভ্রূ-র আড়ালে সেই রহস্যজনক নিস্তব্ধ কুঞ্চন-রেখা নেই। তার কথা থেকে মনে হচ্ছে, যেন তার মনের পেয়ালা সুধায় উপছে পড়ছে। এমন কি ঐ বিচ্ছু খুড়তুতো ভাইকেও সে আজ আমার সামনে, আমার বিরুদ্ধে এমনভাবে সমর্থন করলো যে, বেশ বুঝতে পারলুম, তার ওপরও একটা অহেতুক প্রীতি জেগে উঠেছে। না, ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক মনে হচ্ছে! পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

চাফী, তোমার মার্টি'ল খুড়ীর শরীর এখন কেমন?

চমৎকার!

শুনলুম, এই হল্ বাড়ীতেই এখন আছেন?

হাঁ—

এবং অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত থাকবেন?

নিশ্চয়ই!

আর জানবার কিছুই বাকি রইলো না। কিন্তু চাফী যেভাবে তার খুড়ীর কথায় হাসিমুখে সহজভাবে জবাব দিলো, তাতে সত্যই বিস্মিত হয়ে গেলুম। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। চাফী আর তার বিধবা খুড়ীর মধ্যে যে-প্রশ্নটা আজও অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে, সেটা হলো, এই জমিদারীর উত্তরাধিকার নিয়ে। চাফীর খুড়ো, চতুর্থ ব্যারন চাফ্‌নলের মৃত্যুর পর, এই জমিদারী এবং সেই সঙ্গে পঞ্চম ব্যারন-ত্ব স্বভাবতই চাফীর প্রাপ্য কিন্তু মাঝখানে ঐ সিব্যারী ছোঁড়াটা এসে সমস্ত ব্যাপারটাকে গোলমেলে করে তুলেছে। ইংলণ্ডে যে-আইনে এই সব লর্ড আর ব্যারনদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্দিষ্ট হয়, তাতে লেডী মার্টিলের গর্ভজাত পুত্র হওয়া সত্বেও সিব্যারীর কোন দাবী স্বীকৃত হয় না। কারণ সিব্যারী চতুর্থ ব্যারন চাফ্‌নেলের ঔরস-জাত নয়, তার রক্তে চাফ্‌নেলদের নীলরক্ত নেই। চতুর্থ ব্যারনের অঙ্কশায়িনী হবার আগে লেডী মার্টি'ল আর যাদের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন, তাদেরই কারুর রক্ত আছে সিব্যারীর দেহে। সিব্যারী ভাগ্যক্রমে জুটে গিয়েছে এই ব্যারনদের পরিবারে। চাফী অন্তত সেইভাবেই সিব্যারীকে দেখতো এবং সেই জন্যে সিব্যারীকে যখনই সে চেয়ে দেখত, তখনই সে-দৃষ্টির মধ্যে প্রীতির বা আত্মীয়তার কোন চিহ্নই কেউ দেখতে পেতো না। লেডী মার্টি'ল, সিব্যারীর গর্ভধারিণী জননী, চাফীর

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি, করতে পারেন না। চাফীর সামনে যখনি তিনি আদর করে সিব্যারীকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, তখনি এমনি কটমট করে চাফীর দিকে চাইতেন যে তার একমাত্র অর্থ হলো চাফী, তোমার জন্যেই আমার এই বাছা হয়ত জমিদারী থেকে বঞ্চিত হবে একদিন। এবং মনে মনে ইংলণ্ডের আইন-তন্ত্রকে শত অভিশাপ দিতেন। সেইজন্যে চাফীর প্রত্যেক বন্ধুই জানতো, চাফী যাদের সম্বন্ধে হেসে কথা বলতে পারে, তাদের নামের তালিকা থেকে তার মার্টিল খুড়ীর নাম সে কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। খুড়ীর নাম উঠলেই, চাফীর মুখ আপনা থেকে গম্ভীর আর কালো হয়ে যেতো, তার পরিষ্কার মুখের রেখাগুলো যেন হঠাৎ দুমড়ে মুষড়ে যেতো। তাই আমি অবাক হয়ে গেলুম, সেই মার্টিল খুড়ীর কথা-প্রসঙ্গে চাফী দিব্যি সহাস্যমুখে সব কথার জবাব দিচ্ছে—একই বাড়ীর ছাদের তলায় অনির্দিষ্টকাল খুড়ীর সঙ্গে বাস করতে হবে, সেই নিদারুণ সংবাদও সে সহজভাবে হাসিমুখে ঘোষণা করলো! নিশ্চয়ই, এর পেছনে গভীর কোন রহস্য আছে। পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে আজ চাফী সেই রহস্যকে লুকোতে চাইছে!

কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই।

সোজা জিজ্ঞাসা করলাম, চাফী, এসবের মানে কি?

মানে? কিসের মানে?

হঠাৎ কোথা থেকে তোমার মুখে, মেজাজে, এলো হাসির এই পাকা রঙ? আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না—উষ্টারদের চোখ চামড়া ভেদ করে দেখতে পায়···ঝেড়ে কাশো তো বাছাধন···কিসের এত উল্লাস?

দেখলুম, ভুল করিনি। আমার প্রশ্নে চাফী বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কি যেন একটা বলতে চাইছে, অথচ বলতে পারছে না। আমার কাছে সরে এসে চাপা গলায় বল্লে, কোন কথা যদি বলি, গোপন রাখতে পারবে?

না···কোন কথা বেশীদিন গোপন রাখা আমার ধাতে সয় না—

ও···তা না পার, তাতে কিছু যায় আসে না···দু' একদিনের মধ্যেই মর্ণিং পোষ্ট কাগজে ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে যাবে···

আরো কাছে এসে চুপিচুপি বল্লে, বার্টি, জান কি হয়েছে? এবার মার্টিল খুড়ীর হাত থেকে আমি মুক্তি পাচ্ছি!

কি রকম?

মার্টিল খুড়ী আবার বিয়ে করছে!

বলো কি হে! কে সে হতভাগা যে ঐ শুকনো কাঠকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?

তোমারই পুরনো বন্ধু, স্যার রডারিক গ্রসপ্!

দেহের ভিতরের সব যন্তরগুলো যেন একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। চীৎকার করে উঠলাম, বল কি হে?

সত্যি বলছি···আমিও প্রথম শুনে এমনি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম ··

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলি, ঠিক হয়েছে চার্ফী···এতদিন পরে ঐ বিচ্ছু সিব্যারী তার উপযুক্ত অভিভাবক পাবে···আর ঐ পাজী বুড়োটাও পাবে তার উপযুক্ত একখানি ছেলে। দু'জনেই ছটফট করছিলো, একটা কিছু পাবার জন্যে···ভগবান ঠিক জুটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি সত্যি এখনো ভাবতে পারছি না, কোন স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সানন্দে ঐ বুড়ো পেঁচার সঙ্গে বাস করতে চায়...যদি কোন স্ত্রীলোক চায়, তাহলে বুঝতে হবে, সে স্ত্রীলোক সত্যিকারের বীর রমণী!

চার্ফী শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, বন্ধু, তোমার কথা আমি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলুম না। আমার মতে বীরত্ব দুপক্ষেই সমান সমান। তুমি যাই বল না কেন, স্যার গ্রসপের মধ্যে অনেক ভাল জিনিস আছে···

এ-কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। এ-কেই বলে না-ভেবে কথা বলা। কোন দাম নেই। কিন্তু এরি জন্যে তোমার এতখানি উল্লাস! একটু যেন বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে না? না হয় ধরেই নিলুম, বিয়ের পর তোমার মার্টিল খুড়ী এখান থেকে চলে যাচ্ছে...

শুধু মার্টিল খুড়ী নয়···সিব্যারীও···

হাঁ···তা সত্যি···সিব্যারীও সরে যাচ্ছে। কিন্তু···ঐ বুড়ো গ্রসপ্···তুমি জান না···যন্ত্রণা দেবার ওর কি অপরিসীম প্রতিভা···

যাই বল ভাই স্যার গ্রসপ্ কিন্তু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন ···ওঁর কথাতেই তো আমি লণ্ডনে গিয়েছিলাম···জান, আমার জন্যে কি করেছেন?

কি?

তিনি আমার জন্যে একজন আমেরিকান ধনীকে ঠিক করেছেন···এই হল্ বাড়ী সেই আমেরিকান নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিতে রাজী হয়েছে···

বল কি হে?

সত্যি···যদি কোন রকম বাগড়া না পড়ে তাহলে এই পুরনো ইটের পাঁজা আর বাদুড়ের বিভীষিকার বদলে, এতদিন পরে কিছু নগদ টাকা

পকেটে আসবে···বাঁচবো···তারজন্যে সমস্ত কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য হলো রডারিক খুড়োর···সত্যি তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর এমন একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছে যে তাঁকে আমি রডারিক খুড়ো বলেই ডাকি···বুড়ো তাতে খুব খুশীই হয়। আমার অনুরোধ বার্টি, অন্তত আমার সামনে তুমি ওঁর সম্বন্ধে কোন কটূক্তি করো না···আর দোহাই তোমার, ঐ পাজী সিব্যারীর সঙ্গে ওঁর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করো না।

চাফী আমার হাত জড়িয়ে ধরে আবেগভরা কণ্ঠে বল্লে, বার্টি, অন্তত আমার জন্যে, রডারিক খুড়োকে তুমি ভালবাসতে চেষ্টা কর—

নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে আমি উল্‌টো দিকে ঘাড় নাড়তে বাধ্য হই। চাফী···তা হয় না···আমার মনে যে-দাগ বসে গিয়েছে, সে-দাগ আর আমি মুছে ফেলতে পারবো না···

মুছে যদি ফেলতে না পার, তবে জাহান্নামে যাও···রডারিক খুড়ো হলো আমার ত্রাণ-কর্তা···জীবনে এ-রকম লোকের দেখা দু' একবারই পাওয়া যায়···

কিন্তু···বাড়ীটা কি সত্যিই তোমার সেই আমেরিকান কিনবে? আমি তো ভেবে পাই না, একজন আমেরিকান, ইংলণ্ডের এই বনের ভেতর, এই বিরাট বাড়ী নিয়ে কি করবে?

সে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে···সেই আমেরিকান ভদ্রলোকটীর সঙ্গে রডারিক খুড়োর অনেক দিনের বন্ধুত্ব···প্রগাঢ় বন্ধুত্ব···রডারিক খুড়োর জন্যেই তো বাড়ীটা কেনা হচ্ছে···রডারিক খুড়োর যে সব রুগী স্নায়বিক বিকারে ভুগছে, তাদের জন্যে এই নির্জন জায়গায় একটা নতুন ধরণের আরোগ্য-নিকেতন খোলা হবে···একটা নতুন ধরণের রোগীদের ক্লাব···টাকা যা কিছু লাগবে, খুড়োর আমেরিকান বন্ধু দিতে প্রস্তুত।

তাই যদি হয়, তাহলে গ্লসপ্ তো সোজাসুজি তোমার কাছ থেকে বাড়ীটা ভাড়া নিলেই পারতো?

তুমি একটী গর্দভ···তুমি কি মনে কর, সবাই তোমার মতন গর্দভ? বাড়ীটার ভিতরকার অবস্থা জান? অধিকাংশ ঘরের দরজা-জানলা চল্লিশ বছরের মধ্যে খোলা হয়নি···বাড়ীর চারদিকে যে আবর্জনা জমে আছে, তাই পরিষ্কার করতে অন্তত দশ-পনেরো হাজার টাকা লাগবে···তার ওপর আছে মেরামৎ···দেয়ালের গায়ে হাত দিলেই বালি ঝরে পড়বে···একজন ক্রোড়পতি পেছনে না থাকলে এই বাড়ীতে ঢোকার কোন মানেই হয় না···রডারিক খুড়ো সেকথা ভাল করেই জানেন···আজ যদি রডারিক খুড়ো

আমার এই উপকার না করতেন, তাহলে এই বাড়ী অনন্তকাল পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকতো' !

তোমার সেই আমেরিকান…ক্রোড়পতি নাকি ?

সে-সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নেই…এখন কোন রকমে তাড়াতাড়ি দলিলের কাগজের তলায় তার সইটা পড়লেই আমি বেঁচে যাই… আজকের লাঞ্চে তিনি আসছেন…তাই চেষ্টাচরিত্র ক'রে একটা মোটা রকমের লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছি…চর্ব্যচোষ্য এবং পেয় যদি ভাল রকম হয়, মেজাজটা আপনা থেকেই ভাল থাকে…সেই মুহূর্তে সই করিয়ে নেওয়া, কি বল ?

ভাল লাঞ্চের পর মেজাজটা আপনা থেকেই নরম হয়ে যায় বটে কিন্তু যদি ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থাকে ? আমি তো শুনেছি, অধিকাংশ আমেরিকান ক্রোড়পতি নিদারুণ ডিস্‌পেপসিয়াতে ভোগে…হয়ত তোমার মক্কেল তাদেরই একজন…স্রেফ্‌ এক গেলাস দুধ আর একটা বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই তার খাবার উপায় নেই…

চাফী হেসে আমার কথাটা উড়িয়ে দিলো।

এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ হলো। চাফী চেয়ার থেকে উঠে আনন্দে দু'পাক নেচে নিলো—নিশ্চয়ই সেই ক্রোড়পতি আমেরিকান এসেছে। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলুম, মোটর থেকে নামছে…কি সর্বনাশ ! এক নম্বর, ওয়াস্‌বার্ণ ষ্টোকার, দু'নম্বর, ষ্টোকারের কন্যারত্ন পলিন…তিন নম্বর, একটী ছোট ছেলে, ডুইট, পলিনের ভাই…এবং সর্বশেষে নামলেন চার নম্বর, স্যার রডারিক গ্রসপ্‌ !

এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য, চাফীর অভ্যাগতদের দেখে কয়েক সেকেণ্ড চোখের সামনে শুধু সর্ষে ফুলই দেখতে লাগলুম। জীবনে কম বিপদের মধ্যে পড়িনি কিন্তু এ-রকম একটা বেয়াড়া বিপদ ইদানীং আর ঘটেনি। লণ্ডনের হোটেলের মধ্যে যাদের দেখে সট্‌কে পালাতে পেরেছিলুম, এখানে অতর্কিতে একেবারে তাদের সামনে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে গেলুম…এখুনি লাঞ্চে তা'দের সামনে গিয়ে বসতে হবে এবং মক্কেলকে তাতিয়ে তোলবার জন্যে চাফী যে লম্বা লাঞ্চের বন্দোবস্ত করেছে, তাতে কম্‌-সে-কম অন্তত দু'ঘণ্টা সময় লাগবে।

ঘরে গিয়ে যখন ঢুকলাম, তখন বেশ বুঝতে পারলুম, ঘামে সমস্ত পোষাক ভিজে গিয়েছে···বাতাস যেন ফুরিয়ে গিয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

গৃহস্বামীরূপে চাফীর আনন্দ আর ধরে না।

হ্যালো···হ্যালো···চমৎকার···আপনারা সবাই এসেছেন দেখছি···কি আনন্দ···এই যে মিঃ ষ্টোকার, আপনার শরীর নিশ্চয়ই ভাল আছে? স্যার রডারিক, ধন্যবাদ···অসংখ্য ধন্যবাদ···আরে, এসো ভাই ডুইট···গুড্ মর্ণিং মিস্ ষ্টোকার, আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই···বার্টি উষ্টার! মিঃ ষ্টোকার, আপনি খুশী হবেন, আমার বিশেষ বন্ধু বার্টি উষ্টার···স্যার রডারিক, পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বন্ধু ···ওহো, আপনার সঙ্গে তো পরিচয় আছেই···তাই না?

অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছি যেন···ইথার দেওয়া হচ্ছে···আবছা আবছা যেন মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি—

কতক্ষণ সে-অবস্থায় ছিলাম বলতে পারি না, যখন চেতনা ফিরে এলো তখন দেখি, বুড়ো ষ্টোকার ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো চোখ বার করে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে···তার পাশেই বুড়ো গ্লসপ্ দাঁড়িয়ে, সুগভীর নীরবতায় আমার দিকে চেয়ে আছে, অপারেশনের আগে পাকা ফোঁড়ার দিকে যেমন করে চেয়ে থাকে ডাক্তাররা। তাদের পাশে, বাচ্ছা ডুইট, সেও গুরুজনদের দেখাদেখি আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। একমাত্র দেখলাম, পলিন শুধু স্বাভাবিক সহজভাবে হাসছে—বসন্তের বাতাসের মতন হাল্কা···খোলার ভেতর থেকে আধখানা-বেরিয়ে-আসা শামুকের মত শান্ত, কোমল। যেন আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেই এখানে এসেছে··· এমনি ভাব-ভঙ্গী। আমার দিকে হাসতে হাসতে বাড়িয়ে দেয় সেই সুপরিচিত সুকোমল উষ্ণ হাতখানি—জগতে কোথাও বিরূপ কিছু ঘটেনি, এমনিভাবে সে সহজ আনন্দে বলে ওঠে, কি মজা! ইস্ কর্নেল উষ্টার সশরীরে! সত্যি বার্টি, এখানে যে তোমার দেখা পাবো, ভাবতেও পারিনি···লণ্ডনে তোমার খোঁজ করেছিলাম···শুনলাম, লণ্ডন ছেড়ে চলে গিয়েছ···

তখনো ইথারের প্রভাব ভাল ক'রে কাটে নি। সঙ্কুচিত কণ্ঠে বললুম, হাঁ লণ্ডন থেকে এইখানেই এসেছি!

আরে, এখানে যে এসেছ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি—যাক্ তোমার দেখা পেয়ে এখানে আসা সার্থক মনে হচ্ছে—চেহারা তো আগেকার মতনই চমৎকার আছে···বাবা, দেখ তো, বার্টিকে কি রকম স্মার্ট আর সুন্দর

দেখাচ্ছে, না ?

বুড়ো ষ্টোকার গলার ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করলো মাত্র··· পুরুষের দেহের সৌন্দর্য সম্বন্ধে মতামত দেবার মতন মনোবৃত্তির কোন লক্ষণই তাঁর মুখে দেখা গেল না। বাচ্ছা ভুইট দেখি, অবাক দৃষ্টিতে নীরবে আমার দিকে চেয়েই আছে, যেন চোখের চাউনীতে আমাকে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবে। আমাকে দেখে বুড়ো গ্রসপের মুখ প্রথমে একেবারে টক-টকে লাল হয়ে উঠেছিল, এখন মনে হলো যেন একটু একটু করে তাঁর মুখের স্বাভাবিক মরা ফ্যাকাসে রঙ ফিরে আসছে। তবে, আমাকে দেখে বুড়োর মনে যে ধাক্কা লেগেছিল, তার কাঁপুনি এখনো যে থেমেছে তা মনে হলো না।

এহেন সন্ধিক্ষণে ঘরে প্রবেশ করলেন ডাওয়েজার লেডী চাফ্‌নেল—বিপুল দেহ, সাকার্সে বাঘের খেলা যে-সব মেয়ে দেখায়, তাদেরই মতন চেহারা আর ভঙ্গী। নীরবে শুধু সেই কথাই ভাবতে থাকি। লেডী চাফ্‌নেলের আমন্ত্রণে অভ্যাগতরা কখন যে ভিতরে চলে গিয়েছে, তা জানতে পারি নি। দেখি, শূন্য ঘরে চাফী আর আমি বসে আছি। চাফীর কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙলো।

বার্টি···আমি জানতাম্ না যে, এঁদের সঙ্গে তোমার আগে আলাপ-পরিচয় ছিল !

সেবার নিউ ইয়র্কে পরিচয় হয়···

তাহলে সেখানে মিস্ ষ্টোকারের সঙ্গে···

সামান্য একটু আলাপ হয়···

সামান্য ?

খুবই সামান্য !

কিন্তু মিস্ ষ্টোকারের ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হলো, যেন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু···

আরে, না···না। সাধারণত যা হয়···তাই···

তাই কি ? আমার যেন মনে হলো, তোমাদের দুজনের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব···

আরে···না···না···এই একটু আলাপ-পরিচয় মাত্র···ওর স্বভাবই ঐ রকম ···সকলের সঙ্গেই প্রাণ খুলে মেলে-মেশে !

তাই নাকি ?

তাই মনে হয়···রীতিমত দিল্-ওয়ালা মেয়ে···

শুধু দিল্ ওয়ালা নয়···রীতিমত সুন্দরী···কি বল ?
ও···নিশ্চয়ই !
সুন্দরী বল্লে ছোট করা হয়···চার্মিং···কি বল ?
নিঃসন্দেহ !
দেখলেই আকর্ষণ করে···তাই নয় কি ?
তা বটে !
লণ্ডনে এ-কদিন খুব মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম···
ও···তাই নাকি ?
একদিন পলিনকে সঙ্গে নিয়ে জু বেড়াতে গিয়েছিলাম···তোমাকে কি বলবো···আর একদিন মাদাম টসাদের মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম···
ভালই···কিন্তু এই বাড়ীটা কেনা সম্বন্ধে তার কি মতামত ?
একেবারে আমার স্বপক্ষে···বাবাকে বলেছে, বাড়ীটা কিনতেই হবে।
পলিন থেকে প্রসঙ্গটা বাড়ী-বিক্রীতে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে বললুম, তাহলে বাড়ী বিক্রী সম্বন্ধে তুমি একরকম নিশ্চিন্ত···কি বল ?
না, সে কথা ভাই এখনো জোর করে বলতে পারি না। আট-আনা এগিয়ে এসেছে, আর আট আনা বাকি আছে...
তাহলে এখনো অনিশ্চিত···?
অনিশ্চিত ? হ্যাঁ···তা এখন অনিশ্চিতই বলতে হবে বৈ কি! ভাল কথা তুমি তো ষ্টোকার বুড়োকে চেনো···আমি বুড়োকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এই মনে হয়, একেবারে বন্ধুর মতন মন খুলে সব কথাবার্তা বলছে, তারপর হঠাৎ কি হলো, একেবারে চুপচাপ ঠাণ্ডা। তাই বড় ভয় হয়···বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে গেলে রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ি। মনে হয়, যেকোন মুহূর্তে যেন কল বিগড়ে যাবে···এত যে কথাবার্তা, আয়োজন সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। একটু যেন ক্ষ্যাপা ধরণের তাই জিজ্ঞাসা করছি এমন কোন স্পেশাল বিষয় আছে যা শুনে বুড়ো ক্ষেপে যায় ?
তার মনে ?
আরে জান না···এক-ধরণের লোক আছে, যাদের সামনে খুব সাবধানে কথা বলতে হয়। চমৎকার সকাল বেলা···হয়ত তুমি বল্লে, দেখছেন কিরকম আলো-ঝলমল-দিন—ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে লোকটী রেগে কেঁপে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেল। এমনি এক আলো-ঝলমল দিনে ভদ্রলোকের স্ত্রী তাঁর শোফারের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, আলো-ঝলমল-দিন শুনলেই ভদ্রলোকের স্মৃতিতে সেই নিদারুণ ট্রাজেডী জেগে ওঠে !

একটু ভাবতেই হলো। ভেবেচিন্তে বল্লাম, চাফী, যতদূর আমি জানি, তাতে এই জাতীয় একটা স্পেশাল বিষয় সম্বন্ধে তোমাকে সাবধান করে দিতে পারি…তুমি ষ্টোকারের সঙ্গে কথাবার্তায় বার্টি উষ্টারের নাম যত কম উচ্চারণ করবে, ততই তোমার পক্ষে ভাল…যদি কখনো বুড়োর সামনে আমাকে প্রশংসা করবার বাসনা জাগে…

মোটেই না…সে-বাসনা আমার নেই…

না থাকলেই ভাল। বুড়ো ষ্টোকার আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখে!

কেন?

ও…সেটা…সেটা হলো বুড়োর একটা ক্ষেপামি…বাতিকও বলতে পার… তাই বলছিলাম, লাঞ্চের টেবিল থেকে আমাকে ছুটি দাও…তোমার খুড়ীকে বলো, হঠাৎ ভীষণ মাথা ধরায় আমি চলে গিয়েছি।

ভালই করেছ ভাই, একথা জানিয়ে। তুমি সরেই পড় তাহলে!

ধন্যবাদ!

দেখি ওঁরা কি করছেন…

এই বলে চাফী ভিতরে চলে গেল, আমিও বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের রাস্তায় এসে পড়লুম। হঠাৎ সেই মুহূর্তে মনে হলো একলা থাকতে পারা কি সৌভাগ্যের বিষয়! বাগানের একধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়লুম…একটু আত্মচিন্তার জন্যে। এবং সে-চিন্তার বিষয় আপনাদের জানাতে আমার কোন আপত্তিই নেই

অবশ্য চিন্তাটা এলো পলিনকে কেন্দ্র করেই। বন্ধুবর চাফীর কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বুঝলাম, পলিনকে দেখে তার মাথা ঘুরে গিয়েছে…এবং যদিও তাদের দেখাশোনা অতি অল্প দিনের মাত্র, তবুও সেই অল্প সময়ের মধ্যে চাফীর মনে প্রেম রীতিমত জমাট বেঁধে উঠেছে। চাফীর স্বভাবটাই একটু দ্রুত ধরণের, যাকে বলে ডিনামিক। চলতে আরম্ভ করলে, একেবারেই ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলে। পলিনের ভূতপূর্ব প্রেমিকরূপে এই ব্যাপারটায় যতখানি উদ্বেল হওয়া আমার উচিত ছিল, মনের ভিতর অবগাহন করে দেখলাম, সে-উদ্বেলতার কোন চিহ্নই নেই। আমি দেখেছি, প্রেমে-পড়ার ব্যাপারে এই রকমই হয়। বিচ্ছেদের প্রথম ধাক্কায় মনে হয়, মনটার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীটা যেন ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। কিন্তু দু'একদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ মনের ভিতর থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কে যেন বলে ওঠে, উঃ, কি বাঁচানই না বাঁচা গেছে! একটা মুক্তির আনন্দ তখন আবার নিমেষে ভাঙ্গা পৃথিবীটা জুড়ে ঠিক করে দেয়। অবশ্য পলিনকে দেখে বুঝলুম, পলিনের

চেহারা আগেকার চেয়ে আরো ভালই হয়েছে···জগতের মধ্যে একজন সেরা সুন্দরী নিঃসন্দেহে বলা যায়...কিন্তু পলিন সম্বন্ধে আমার মনে যে দাবাগ্নি সেদিন জ্বলে উঠেছিল, দেখলুম এক চাম্‌চে ছাই ছাড়া তার আর কিছুই পড়ে নেই। সুতরাং চাফী যে ষাট মাইল বেগে তার দিকে ছুটে চলেছে, তাতে আমার আপত্তি করবার কিছুই নেই···বরঞ্চ বন্ধু হিসাবে আমার কর্তব্য, যাতে পলিনকে সে সহধর্মিণীরূপে পাশে পেতে পারে তারি চেষ্টা করা এবং আমি বার্টাম উষ্টার, আমার রক্তে আছে সেই শীভাল্‌রী···আমি প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনে, এ নিঃস্বার্থ পরোপকার আমি করবোই।

পলিন সম্বন্ধে আমার মনের পট-পরিবর্তনের হেতু বিশ্লেষণ করে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, দেখলুম, আমার স্বভাব-চরিত্র আর অভ্যাসের সঙ্গে পলিন মোটেই খাপ খায় না। পলিন হলো চাফীর মতনই ডিনামিক, তুরন্ত ডিনামিক। পলিন সুন্দরী, চোখ-ঝলসে-দেওয়া সুন্দরী, তাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু আমি পরে দেখলুম, তার একটা মস্ত বড় দোষ আছে—রোগ বল্লেও হয়। পলিন হলো আজকের যুগের সেই জাতীয় মেয়ে, যারা সকাল-বেলা ব্রেকফাষ্ট খেতে বসবার আগে, তোমাকে আদর করে টেনে নিয়ে যাবে সমুদ্রের ধারে, একঘণ্টা সমুদ্রের জলে মাইল খানেক সাঁতার কাটতে হবে তার সঙ্গে—তারপর ব্রেকফাষ্ট শেষ হতে না হতেই টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে নাচতে নাচতে তোমাকে হাত ধরে টেনে মাঠে নিয়ে যাবে—ডার্লিঙ, এসো, গোটা পাঁচেক সেট্ টেনিস্ খেলা যাক্! আমার কল্পনায় যে মিসেস্ বাট্রাম উষ্টার বাস করেন, তিনি কতকটা জেনেট গেনারের মত শান্ত···শিষ্ট কোমল···

তাই আজ আর আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই···উল্টে একটা পরম স্বস্তি অনুভব করি···ভগবান আমাকে চরকী-ঘোরা থেকে রক্ষা করেছেন। চাফীর কথা আলাদা। পলিনের মত সে-ও তুরন্ত ডিনামিক। এই ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, এই সাঁতার কাটছে, এই বন্দুক নিয়ে শেয়ালের পেছনে তাড়া করছে ···সব সময় একটা হুল্লোড় আর হৈ চৈ হলেই সে সুস্থ থাকে। তাই মনে মনে খুব খুশীই হলুম, পলিন আর চাফীর মিলন যদি হয়, সেটা আদর্শ মিলনই হবে এবং চাফীর বন্ধু হিসেবে, আমার যতদূর সাধ্য এই ব্যাপারে বেচারা চাফীকে আমি সাহায্য করবো···নিশ্চয়ই···

মনে মনে যখন এই শপথ উচ্চারণ করছি, ঠিক সেই সময় দেখি, বাগানের অপর প্রান্ত থেকে একটা রঙীন স্বপ্ন দ্রুত আমার দিকে যেন উড়ে আসছে ···কাছে আসতে চিনলাম, স্বয়ং পলিন। নাচতে নাচতে আমার কাছে এসে

বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে টেনে তুল্লো···

এ জায়গাটা ভাল নয় ঐ দেখ···সামনে কি সুন্দর রডোডেনড্রেন গাছটা···
ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে···

সেই গাছতলায় সবুজ ঘাসের ওপর আমাকে যেভাবে পাশে নিয়ে বসলো তাতে ভেতর থেকে বিচলিত হয়ে উঠলাম। এই দৃশ্য যদি চাফী হঠাৎ দেখতে পায়, তাহলে সে কি আর বিশ্বাস করবে যে, আমি নিঃস্বার্থভাবে এখানে বসে আছি এবং মনে মনে তাকে সাহায্য করবারই মতলব খুঁজছি? হঠাৎ এভাবে পলিনের এত কাছাকাছি···এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত? নিউ ইয়র্কে যখন পলিনের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয় তখন সাক্ষাৎভাবে পলিনের সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি। দেখাও হয়নি। ডাক মারফৎ এই বিচ্ছেদ ঘটে এবং বিচ্ছেদ ঘটায় তার বাবা। তার আগে, সে ছিল আমার বাগদত্তা প্রেমিকা। তারপর এই দেখা। এহেন ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব প্রেমিক বা হতে-পারতো-স্বামীর কি কথা বলা উচিত, কি রকম ব্যবহার করা সমাজ-সঙ্গত, মনে মনে তারই নজীর খুঁজছিলাম। কোন ঐতিহাসিক নজীরের সন্ধান না পেয়ে ঠিক করলাম, চাফীর কথাই তোলা যাক্···যদি চাফী সম্বন্ধে ছ'একটা ভাল পয়েন্ট তোলা যায়···

আমাকে নীরব দেখে পলিন নিজেই আরম্ভ করলো, কি ব্যাপার? কি ভাবছো? উঃ, তোমাকে যে এখানে দেখতে পাবো···তা কল্পনাতেও আশা করতে পারি নি···এখানে কি করছো বার্টি?

পলিনের কথার ভিতর যে অন্তরঙ্গতার সুর বেজে উঠলো, তাতে মনের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাক্ করে উঠলো।

পলিনের প্রশ্নের জবাবে বল্লুম; সাময়িক বিশ্রামের জন্যে এখানে এসেছি··· উত্তর দেবার সময় চেষ্টা করলুম যাতে আমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন আবেগ ফুটে না ওঠে।

সাময়িক বিশ্রাম···মানে?

একটা নির্জন জায়গা খুঁজছিলুম; যেখানে নিশ্চিন্ত মনে ব্যাঞ্জোলিলি বাজাতে পারি···এখানে একটা কটেজ পেয়ে গেলুম···

কটেজ? কোথায়?

সমুদ্রের ধারেই···এখান থেকে বেশী দূর নয়···

আমাদের দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছ···না?

হঁ্যা···তা হয়েছি!

নিশ্চয় তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছ?

খুশী···? তা হাঁ···তোমাকে দেখে···খুশী হওয়াই স্বাভাবিক···কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার বাবা আর স্যার রডারিক গ্লসপ্‌কে দেখে···

পলিন প্রাণ খুলে হেসে ওঠে। বল্লে, স্যার রডারিক···আমি জানি, তোমার ভক্ত নন্‌···তিনি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন···আচ্ছা, ভালই হয়েছে, তাঁর কাছে শুনেছি, তুমি নাকি তোমার শোবার ঘরে বেড়াল ছানা পোষ ?

আমার সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে এলো। গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, বেড়ালছানা নিয়ে স্যার রডারিকের সঙ্গে একবার আমার একটা গণ্ডগোল বাধে বটে, কিন্তু স্যার রডারিকের ভুল ধারণা···সে বেড়ালছানা আমার নয়···আমি তোমাকে সব ব্যাপারটা যদি খুলে বলি, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে···

আমি বুঝেছি···ও সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলবার আর কোন দরকার নেই··· পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল, ধরে নাও···কিন্তু ··বাবা যেদিন একথা শুনলেন, তুমি যদি বাবার মুখখানা দেখতে, তাহলে হেসে লুটিয়ে পড়তে···

ওয়াসবার্ণ ষ্টোকারের মুখ দেখে যে আমি কোন অবস্থায় হাসতে পারি, এ ধারণা যে কোথা থেকে পলিনের হলো, তা জানি না। বুড়ো ষ্টোকারের হাঁড়ির মতন মুখে গোল গোল ভাঁটার মতন চোখের দিকে চাইলেই আমার মনে পড়তো মধ্যযুগের স্পেনীয় জলদস্যু সর্দারদের কথা···তাই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই, মনে হতো, আমার মেরুদণ্ডটা যেন হঠাৎ রবারের মতন হয়ে যাচ্ছে।

আমাকে দু'হাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরে পলিন বলে উঠলো, জান, বাবার বিশ্বাস যে আমি এখনো পর্যন্ত তোমার আশায় বসে আছি···

আমার বুকের ভিতরটা এবার যেন কেঁপে উঠলো···বল্‌লুম···ওদের কথা বাদ দাও···

যা বলেছ···বাবা এখনো সেই ভিক্‌টোরিয়ার যুগে পড়ে আছেন···সে যুগের নীতিবাগীশ বাপদের মতন তিনি আমাদের দু'জনকে আমাদের অজ্ঞাতে আলাদা করে দিয়ে ভেবেছেন, আমাদের ভালবাসাকেও বুঝি···

পলিন···আমি বলছিলুম···আমি তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করি···

পলিন চমকে ওঠে। একেবারে মুখোমুখী আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে, কি বল্লে ? শ্রদ্ধা করো ? ওই সব বাজে কথা তুমি আবার কোথা থেকে আমদানী করলে ?

শ্রদ্ধা···মানে ভালবাসা···জীভ্‌সই একদিন আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল··· জীভ্‌সের ভাষা-জ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নেই···

জীভ্‌স্‌…কে তিনি ?
আমার ভূতপূর্ব ভৃত্য…
ভূতপূর্ব…মারা গিয়েছে বুঝি ?
না…জীবিতই আছে…তবে আমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে…আমার অপরাধ, আমি ব্যাঞ্জোলিলি বাজাই…সে এখন চাফীর কাছে আছে, শুনছি
…চাফী আবার কে ?
…যাঁর অতিথি তোমরা, লর্ড চাফ্‌নেল…
ও…তাই নাকি ?
হঠাৎ পলিন থেমে গেল। আমিও বলবার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। নীরবে কেটে যায় কয়েক মুহূর্ত। পলিন জিজ্ঞাসা করে, লর্ড চাফ্‌নেলের সঙ্গে কি তোমার অনেক দিনের আলাপ ?
হাঁ…তা…অনেকদিনই বলতে হবে বইকি !
তাহলে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ?
যাকে বলে গভীর বন্ধুত্ব…
ভালোই হলো…লর্ড চাফ্‌নেল সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই…বার্টি, আমি আশা করতে পারি, একথা তুমি গোপন রাখবে ?
নিশ্চয়ই !
সে আমি জানি…যদিও আমাদের এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে গিয়েছে, তবুও আমি জানি, আমি তোমার কাছ থেকে…
নিশ্চয়ই ভায়ের সব স্নেহ, ভালবাসা…
আপাতত তাই পেলেই যথেষ্ট…এখন সোজা বল দেখি, তোমার এই ডিউক বন্ধুটী কি রকম বস্তু ?
এই সুযোগের জন্যেই আমি অপেক্ষা করেছিলুম…বন্ধুর কাজ এইবার খানিকটা এগিয়ে দিতে পারবো। বল্‌লুম…চাফী সম্বন্ধে একটা বিরাট সুখবর তোমাকে দিতে পারি আমি তার কথাবার্তা থেকে, তার চোখের দৃষ্টি থেকে বুঝেছি, সে তোমাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে…
তুমি একটা ইডিয়ট…এটা আবার একটা খবর নাকি ? কে তাকে ভালবাসে, তা জানতে, একটা মেয়ের ক'মিনিট লাগে ?
তাহলে ভাবনা কিসের ?
ভাবনা আছে বই কি…লোকটীকে বুঝতেই পারছিনা…তুমি বলছো, আমার প্রেমে তিনি হাবুডাবু খাচ্ছেন…কিন্তু মুখ দিয়ে তিনি ভুলেও সে-সম্বন্ধে একটা কথাও বলেন না…কেন ?

সে কি কথা? কোন কথা বলে নি?
একটা অক্ষরও না!
তুমি জান না পলিন, আমাদের দেশে, সম্ভ্রান্ত সমাজে, এই বিষয় সম্পর্কে কতকগুলো ভব্যতা, কতকগুলো রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। মাত্র তো তোমার সঙ্গে দিন পাঁচেক হলো তার দেখা হয়েছে। বেচারাকে একটু সময় দাও। তুমি এই বিষয়ে আমাকে যা করতে বলবে, আমি করতে প্রস্তুত আছি!
তুমি তো তার বিশেষ বন্ধু···তুমি তাকে জানিয়ে দিও, এতে ভয় করবার কিছু নেই···
ভয় নয়, পলিন, ভব্যতা। আমরা হয়ত খুব তাড়াতাড়ি প্রেমে পড়ে যাই··· কিন্তু···তাই বলে তাড়াতাড়ি কোন মেয়েকে জোর করে তার মতামত···
ননসেন্স! আমার সঙ্গে দেখা হবার ঠিক দু'হপ্তা পরে তুমি আমাকে সোজা বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে।
হাঁ···তা···তা বটে কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ···আমরা উষ্টাররা স্বভাবতই একটু উদ্দাম, বন্য···
কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলুম না। দেখি, আমরা আর দুজনে নিভৃতে দাঁড়িয়ে নেই। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তৃতীয় এক ব্যক্তি, সম্ভ্রমে নতমস্তক ···সূর্যকরে দীর্ঘ দেহের সুস্পষ্ট রেখাগুলো তার স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে··· সামনে দাঁড়িয়ে জীভ্‌স্‌!

যদিও জীভ্‌সের সঙ্গে আজ আর আমার কোন সম্পর্কই নেই, তবুও যখন দেখলুম, নীরবে সে আমাকে অভিবাদন করলো; তখন আমিও ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার না করে পারলুম না। উষ্টাররা সব অবস্থাকেই হাসিমুখে স্বীকার করে নিতে পারে।
এই যে জীভ্‌স্‌!
গুড আফ্‌টারনুন্‌, স্যার!
জীভ্‌সের নাম শুনে পলিন সচকিত হয়ে উঠলো।
এই তোমাদের জীভ্‌স্‌?
এই হলো জীভ্‌স্‌!
পলিন সোজা জীভ সৃকে প্রশ্ন করে বসলো,

তোমার মনিব ব্যাঞ্জোলিলি বাজায় বলে, তুমি মনিবকে ছেড়ে গেলে?
ব্যাঞ্জোলিলির বাজনা তোমার বুঝি ভাল লাগে না?
না, আদৌ ভাল লাগে না!
আমি চাইনা, এই নিয়ে এখানে আর কোন আলোচনা হয়, তাই গম্ভীর-ভাবে জীভ্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম, কি ব্যাপার জীভ্‌স্‌?
মিঃ ষ্টোকার, স্যার! তিনি অনেকক্ষণ মিস্‌ ষ্টোকারকে দেখতে পান নি, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন খবর নিয়ে আসতে।
আমি জানি, বুড়ো নিশ্চয়ই ছটফট করছে। আত্মরক্ষা করবার জন্যে তাই পলিনকে বল্‌লুম, তুমি তাহলে এখন সরে পড়!
যাচ্ছি...কিন্তু যা বল্লাম, তা যেন মনে থাকে।
নিশ্চয়ই মনে থাকবে...যত শিগ্‌গির সম্ভব, আমি সে-বিষয়ে যথাযোগ্য তদ্বির করছি জানবে।
পলিন চলে গেল। দেখলুম, নীরবে জীভ্‌স্‌ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্রী নীরবতা। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বার করে ধরালুম। অন্যমনস্ক-ভাবে বলে উঠলুম, তাহলে জীভ্‌স্‌?
স্যার!
তাহলে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হলো!
হাঁ স্যার।
তোমার নতুন মনিব...চাফীর সঙ্গে আশা করি বেশ ভালই আছ...
কোন অসুবিধা নেই স্যার! বেশ চমৎকার আছি...আপনার নতুন লোকটী বোধহয় বেশ করিৎ-কর্মা...
নতুন লোকটী? অদ্ভুত...চমৎকার...
শুনে বড় সুখী হলাম স্যার!
আবার কয়েক মুহূর্তের সেই বিশ্রী নীরবতা। আবার আমাকেই বলতে হয়; তাহলে জীভ্‌স্‌...?
বুঝছি, পরিস্থিতিটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। ভেবেছিলুম, দু'একটা এমনি কথা বলে আর ঘাড় নেড়ে চলে যাবো। কিন্তু কার্যত দেখছি, বহুদিনের, বহু বৎসরের অভ্যাস হঠাৎ এক নিমেষে ভুলে যাওয়া রীতিমত একটা কঠিন ব্যাপার। যখনি কোন সমস্যা এসেছে, আমার মনের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, জীভ্‌সকে ডেকে তখুনি সে-সমস্যার কথা জানানো, তার সঙ্গে পরামর্শ করা এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, বরাবরই দেখে এসেছি যে-সমস্যার সমাধানের কোন পথই আমি খুঁজে বার করতে পারিনি, জীভ্‌সের

হেড-অফিস থেকে তক্ষুণি তার একটা-না-একটা সমাধানের ব্যবস্থা বেরিয়েছে। আজ এই মুহূর্ত, সেই রকম একটা সমস্যা হঠাৎ দেখা দিয়েছে, সেই জীভ্‌স্‌ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ জাগতিক নিয়মে কোথাও এমন একটা বাধা পড়ে গিয়েছে যার জন্যে ভেবে ঠিক করতে পারছি না; এহেন অবস্থায় জীভ্‌সের মস্তিষ্কের সাহায্য নেবার কোন অধিকার আমার আছে কি না; অথচ দু'একটা আজে-বাজে কথা বলে তার কাছ থেকে সরে পড়ার যে সঙ্কল্প মনে জেগেছিল দেখলুম তাকেও কার্যকরী করে তুলতে পারছি না। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে যেন আমার কোন কাটান-ছাড়ান হয় নি, এখুনি তার সঙ্গে পরামর্শ করি···

বলছিলুম কি জীভ্‌স···

কি স্যার ?

যদি তোমার অবকাশ থাকে, ভাবছিলুম তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা নিয়ে ··

নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই স্যার !

আমার বন্ধু চাফী সম্বন্ধে তোমার মতামতটা একটু জানতে চাই !

বলুন স্যার !

বলবো আর কি···তুমি তো বুঝতেই পারছো, পঞ্চম লর্ড চাফ্‌নেল সম্বন্ধে আমাদের এখন কিছু করা উচিত নয় কি ?

কি সম্বন্ধে স্যার ?

জীভ্‌স্‌···তোমার মস্তিষ্কের কি এরি মধ্যে এত অধঃপতন হয়ে গিয়েছে যে আমার কথা সত্যিই তুমি বুঝতে পারছো না ? এক হপ্তা হলো তুমি চাফীর কাজে নিযুক্ত হয়েছো···এক হপ্তা তাকে প্রতিদিন দেখছো, আর তুমি এখন আমাকে বোঝাতে চাইছো যে, আমি কি বলছি তা তুমি বুঝতেই পারছো না ! জীভ্‌স আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করো না !

মাফ করবেন স্যার ! আপনি কি মিস্‌ ষ্টোকার সম্বন্ধে লর্ড চাফ্‌নেলের মনোভাবের বিষয় উল্লেখ করতে চাইছেন ?

ঠিক তাই !

অবশ্য আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি, এই ক'দিন লর্ড-বাহাদুর মিস ষ্টোকার সম্পর্ক যে মনোভাব পোষণ করছেন, তা খুবই গভীর এবং রীতিমত যাকে বলে উষ্ণ···সাধারণ বন্ধুত্ব বলে বোধহয় তাকে চালানো যায় না।

আমার ধারণা, তোমার মনিব প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন···আমার ধারণা কি ভুল ?

না স্যার, ভুল নয়···

তা যদি না হয়, তাহলে জীভ্স, মন দিয়ে শোন আর একটা কথা···মিস্ ষ্টোকারও চাফীকে ভালবেসে ফেলেছে···

তাই নাকি স্যার ?

তুমি এসে দাঁড়াবার ঠিক আগেই, মিস্ ষ্টোকার নিজে আমার কাছে সেকথা স্বীকার করেছে···চাফীকে দেখে তার নিদারুণ ভাল লেগে গিয়েছে। চাফী যে তাকে ভালবাসে, সে কথা বুঝতে অবশ্য তার কোন কষ্ট হয়নি কিন্তু সমস্যাটা হলো, চাফী মুখ ফুটে একটা কথাও এ পর্যন্ত বলেনি···মেয়েদের ব্যাপার, তুমি বোঝ তো জীভ্স···তারা চায় অপর পক্ষের কথা আগে শুনতে কিন্তু তোমার মনিব তার মনের কথাকে লুকিয়ে রেখেছে ঠিক সেই ···সেই যে, কি একটা উপমা তুমি প্রায়ই দিতে···

কুসুম-কোরকের ভিতর কীটের মতন···

ঠিক তাই, এখন কথা হচ্ছে, এ রকম তো চলতে পারে না। চাফী ভালবাসে মিস্ ষ্টোকারকে। মিস্ ষ্টোকার ভালবাসে চাফীকে। অথচ কোথায় যেন আটকাচ্ছে। মিস ষ্টোকার তাই নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েছে। সে বুঝে উঠতে পারছে না, ব্যাপারটার মধ্যে গণ্ডগোলটা কোথায়, যার জন্যে তোমার মনিব মুখ দিয়ে কোন কথা না বলে সব কথাই চোখের চাউনি দিয়ে বলতে চাইছে। আমি অবশ্য এতক্ষণ মিস ষ্টোকারকে বোঝাচ্ছিলুম যে, এই নীরবতার কারণ হলো, ইংরেজ আভিজাত্যের ভব্যতা···কিন্তু আমি মনে মনে জানি, ব্যাপারটা তা নয়, চাফীকে আমি ভাল করেই চিনি। সে এমন ঢিমে-তালে চলবার ছেলেই নয়···রীতিমত করিৎ-কর্মা···তাই ভাবছি, আসল কারণটা কি ?

আসল কারণ হলো, লর্ড বাহাদুর এক জায়গায় বিশেষ একটা সঙ্কোচ অনুভব করছেন···এখন তিনি যে-আর্থিক অবস্থার মধ্যে আছেন, তাকে স্বচ্ছল বলা যায় না···সেই জন্যে তিনি মনে করেন, মিস ষ্টোকারের মতন সুন্দরী ও ধনী তরুণীর কাছে প্রেম-নিবেদন করবার তাঁর অধিকার নেই···

দূর হোক্ ছাই আর্থিক স্বচ্ছলতা! প্রেম যখন জেগেছে...তখন কিসের ভাবনা ? আর তা ছাড়া, মিস ষ্টোকাররা···এমন কি ধনী ?

এ সম্বন্ধে হুজুরের সংবাদে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। মিস ষ্টোকারের বাবার সম্পত্তির পরিমাণ হলো, পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার !

কি ! কি বল্লে ? পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি ? আমি কি নিউ ইয়র্কে ওদের সঙ্গে মিশি নি ?

হুজুর যখন মিস্ ষ্টোকারদের সংস্রব ত্যাগ করে আসেন, তার কিছুদিন পরে

মিঃ ষ্টোকার তাঁর আত্মীয় জর্জ ষ্টোকারের বিপুল সম্পত্তির সমস্তই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন!

হঠাৎ আমার সমস্ত দেহ যেন হিম হয়ে এলো। আপনার মনে বলে উঠলুম এতক্ষণে বুঝলুম···এই ভীষণ টাকা না থাকলে কেউ কি এই নির্জন বনের ভিতর ভাঙ্গা প্রাসাদ কিনে বেড়ায়!

বন্দরে দেখলুম, দোতলা একটা শাদা নৌকো বাঁধা রয়েছে···

ওটা মিঃ ষ্টোকারের নৌকো! সম্পূর্ণ নিজস্ব···

হুঁ···তা ভালই···খুবই ভাল···কিন্তু জীভস্···আমি তো জানি, জর্জ ষ্টোকারের নিকটতম্ সব আত্মীয়বর্গ ছিলেন···

তিনি তাঁদের দেখতে পারতেন না, তাই উইল ক'রে সমস্ত সম্পত্তি মিস্ ষ্টোকারের বাবাকেই দিয়ে গিয়েছেন।

তুমি এত খবর পেলে কোথা থেকে?

হুজুরের সঙ্গে যখন নিউইয়র্কে ছিলাম, তখন জর্জ ষ্টোকারের ব্যক্তিগত ভৃত্য বেনষ্টেডের সঙ্গে আমার আলাপ হয়...তার কাছ থেকেই এই সব খবর সংগ্রহ করি···

একটা কথা জীভ্স, জর্জ ষ্টোকারের কিন্তু মাথার কিছু গোলমাল ছিল···

ঠিক তা নয় স্যার! তবে বলতে পারেন, একটু বেশী বাতিক গ্রস্ত···

আচ্ছা, জর্জ ষ্টোকারের কোন নিকট-আত্মীয় এই উইলের ব্যাপার নিয়ে মামলা করতে পারে না?

মনে হয় না তার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে। যদি কোন আত্মীয় জর্জ ষ্টোকারের মস্তিষ্ক বিকৃতির দোহাই দিয়ে মামলা করতে যায়, তাহলে মিঃ ষ্টোকার স্যার রডারিক গ্লসপের সার্টিফিকেটে প্রমাণ করবেন যে, কতকগুলো ব্যাপার জর্জ ষ্টোকারের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, আসলে তাঁর মাথার কোন গোলমালই ছিল না···তিনি রীতিমত সুস্থ-প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্যার রডারিকের মতন জগৎ-বিখ্যাত স্পেশালিষ্টের সার্টিফিকেট কোন আদালতই অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

এখন বুঝেছি···স্যার রডারিকের জন্যে হাসপাতাল করে দেবার এত উৎসাহ কেন মিঃ ষ্টোকারের! তাহলে জীভ্স, মিস্ ষ্টোকার হলো এই পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী···কি বল?

নিশ্চয়ই স্যার!

হুঁ···তাহলে দেখছি, চাফীর পক্ষে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া রীতিমত একটা দুঃসাহসিকতার ব্যাপার! মিঃ ষ্টোকার যদি তার বাড়ীটা না কেনে, তাহলে

ফুটো পকেট নিয়েই তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে! এতক্ষণে নাটকের মুল সূত্রের সন্ধান পেলুম! কিন্তু জীভ্‌স, এরকম ফুটো পকেট নিয়ে রাজকন্যের গলায় মালা দিতে তো দেখা গিয়েছে!

সে রকম উদাহরণ যে নেই, তা নয় স্যার। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে আমার লর্ড বাহাদুর অত্যন্ত ভদ্রলোক···সেখানে তিনি তাঁর আদর্শকে ত্যাগ করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

ভাবিয়ে তুল্লে। সত্যি কথাই। আমি জানি, টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে চাফ্‌নেলদের এমন একটা আভিজাত্য আছে যে, সেখানে কোন-আপোষ করতে তাদের বংশ-গর্বে রীতিমত আঘাত লাগে। আমি নিজে মাসের পর মাস চেষ্টা করেছি, কিছু টাকা ধার বলে তাকে দিতে, কিন্তু দেখেছি, যত বড় প্রয়োজনই থাক, চাফী কোন মতেই সে বঁড়শী গিলতে রাজী হয় নি!

তবুও বল্‌লুম, জীভ্‌স, ব্যাপারটা বেশ শক্ত বলেই মনে হচ্ছে! কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি হয়ত তোমার মনিবের মনের খবর ঠিক জান না···হয়ত এ ব্যাপারে···

আমার পরম সৌভাগ্য, তিনি এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন···

তাই নাকি?

হাঁ, স্যার! এর পেছনে অবশ্য আর একটা কারণ ছিল। আমার পরম বরাৎক্রমে মিঃ ষ্টোকারের সু নজরে আমি পড়ে যাই। মিঃ ষ্টোকার আমাকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর কাজ করতে আমি রাজী আছি কি না। লর্ড বাহাদুরকে এই খবর আমি জানাই। তখন তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, ঝুলিয়ে রাখো জীভ্‌স···যতদিন না বাড়ীটা বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত স্পষ্ট করে হাঁ-না কিছুই বলো না!

বুঝেছি জীভ্‌স···চাফী যে মতলব করেছে, তা মন্দ নয়। যতক্ষণ না বুড়ো দলিলের কাগজে সই করছে, ততক্ষণ তুমি বুড়োকে তাতিয়ে রাখবে এই তো!

ঠিক তাই! এই থেকে লর্ড বাহাদুর নিজেই অনুগ্রহ করে আমাকে জানালেন, মিস ষ্টোকার সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন,···সেটা হলো, যতক্ষণ না আর্থিক দিক থেকে তিনি নিজেকে সুস্থ মনে করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মিস্ ষ্টোকারের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করা থেকে বিরত থাকবেন।

একটা আসল গর্দভ!

আপনি অবশ্য আপনার বন্ধু সম্বন্ধে যে কোন বিশেষণই ব্যবহার করতে পারেন···তবে স্যার, আমিও মনে করি, লর্ড বাহাদুরের এই সিদ্ধান্ত খুব সুস্থ-মস্তিষ্কের পরিচয় নয়।

ঠিক বলেছ জীভ্‌স! এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে তর্ক করে, তার ভুল বুঝিয়ে দিতে হবে!

আমার মনে হয়, তা সম্ভব হবে না। আমি আমার যতদূর শক্তি, চেষ্টা করে দেখছি, তাতে কোন লাভই হয় নি। লর্ড বাহাদুরের মনে এই সম্বন্ধে একটা কম্‌প্লেক্‌স জন্মেছে···

কি জন্মেছে? কম্‌প্লেক্‌স? সে আবার কি?

কথাটা স্যার, আধুনিক মনস্তত্ব-বিজ্ঞানের তৈরী একটা নতুন কথা···উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন! লর্ড বাহাদুর কিছুদিন আগে থিয়েটারে একটা নাটক দেখেন, সেই নাটকের বিষয় বস্তু ছিল, একজন ইংরেজ লর্ড, আমাদের লর্ড বাহাদুরের মতই আভিজাত্য ছাড়া আর কোন সম্বল যাঁর ছিল না, তিনি একজন ধনী আমেরিকান তরুণীর প্রেমে পড়ে যান এবং তাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠেন। নাটকটিতে সেই লর্ডের যে চরম দুরবস্থা ও লাঞ্ছনা দেখানো হয়, সে কথা আমাদের লর্ড বাহাদুরের মনে স্থায়ীভাবে একটা আতঙ্কের ছাপ রেখে যায়। মিস্ ষ্টোকারের সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে তাঁর মনে সেই নাটকের নিঃস্ব প্রেমিক লর্ডের কথা জেগে ওঠে এবং সেই জন্যে যতই তীব্র তাঁর অনুরাগ হোক না কেন, তিনি নিজেকে সেই নিঃস্ব প্রেমিকের ভূমিকায় দেখতে কিছুতেই রাজী নন্!

কিন্তু জীভ্‌স···ধর, যে কোন কারণে বুড়ো ষ্টোকার যদি শেষ মুহূর্তে বাড়ীটা কিনতে রাজী না হয়?

সেক্ষেত্রে স্যার...আমার আশঙ্কা হচ্ছে···

কুসুম কোরকের কীট···

কোরকেই থেকে যাবে, ফুল আর ফুটবে না।

তাহলে কি করা যায় জীভ্‌স? একটা কিছু মতলব তো বার করতে হয়।

ঠিক এই মুহূর্তে, স্যার, আমার মাথায় কোন মতলব আসছে না!

সে কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল জীভ্‌স?

মতলব হয়ত দিতে পারি···কিন্তু যতক্ষণ লর্ড বাহাদুরের মনে সেই নাট্যোল্লিখিত লর্ড বাহাদুরের পরিণামের স্মৃতি জাগ্রত থাকবে, ততক্ষণ মনে হয় না কোন মতলব কার্যকরী হবে!

তুমি একথা বলছো জীভ্‌স? একটা সামান্য কমপ্লেক্‌সের ভয়ে জীভ্‌স

পিছিয়ে যাবে ? আসলে দরকার···একটা ভাল রকম ধাক্কা···

ধাক্কা ! কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, স্যার !

আমি বিশ্বাস করি না, তুমি বুঝতে পার নি। তোমার মনিবের মন থেকে এই সামান্য কম্‌প্লেক্‌সের ভয়কে তাড়াবার জন্যে দরকার শুধু একটা ধাক্কা। ও যদি জানতে পারে, মিস ষ্টোকারের জন্যে আর একজন কেউ ওরই মতন উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তাহলে দেখবে ঈর্ষার জ্বালায় সমস্ত কম্‌প্লেকসের কথা ভুলে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়বে···তখন দেখবে ষাঁড়ের মতন মুখ-চোখ নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটেছে···

জানি স্যার···এসব ক্ষেত্রে ঈর্ষা রীতিমত একটা প্রবল কার্যকরী শক্তি এনে দেয় !

আমি কি মতলব ঠিক করেছি, জান জীভ্‌স ?

কি মতলব স্যার ?

আমি মিস ষ্টোকারকে চুম্বন করবো এবং এমনভাবে করবো যাতে চাফী দেখতে পায়···

কিন্তু স্যার···আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সেটা···

রেখে দাও তোমার আশঙ্কা···আমি পেয়ে গিয়েছি···এইমাত্র বিদ্যুৎ-ঝলকে আমার মনে পুরো প্লানটাই জেগে উঠেছে···শোন আমি কি করবো··· লাঞ্চের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেই, আমি মিস্‌ স্টোকারকে সোজা এখানে ডেকে নিয়ে আসবো···তুমি শুধু দেখবে, চাফী যাতে উঠে এসে মিস্‌ ষ্টোকারকে অনুসরণ করে···তারপর, যেই দেখবো চাফী কাছাকাছি এসে পড়েছে, তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠছে, অমনি পলিনকে আলিঙ্গন করবো ···তুমি দেখে নিও, আমার এই ব্যবস্থা একেবারে অকাট্য···

কিন্তু স্যার, আমার মনে হচ্ছে, আপনি বড় বেশী ঝুঁকি নিচ্ছেন···এই রকম মুহূর্তে অনেক সময় উল্‌টো বিপদ দাঁড়িয়ে যায়···বিশেষ করে লর্ড-বাহাদুর এখন মনের দিক থেকে যে-রকম অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে আছেন, তাতে যদি হঠাৎ এই রকম একটা দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেন তাহলে···

হবেটা কি ! না হয়, আমার মুখে সজোরে একটা ঘুষি এসে পড়বে। এই তো ! বন্ধুর একটা ঘুষিতে উষ্টাররা বিচলিত হয় না···এ নিয়ে আর তর্ক করোনা জীভ্‌স, এর আর নড়চড় হবে না। এখন শুধু দরকার ঠিক সময়মত ব্যাপারগুলো ঘটিয়ে তোলা···একেবারে ঘড়ি ধরে লাঞ্চ শেষ হতে আমার মনে হয়, আড়াইটে বাজবে···হাঁ, ভাল কথা আমি কিন্তু লাঞ্চে যাচ্ছি না···

সে কি স্যার ?

ঐ দলকে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না জীভ্‌স! আমি বাইরে এইখানেই বসে থাকবো, তুমি আমার জন্যে গোটাকতক স্যাণ্ডউইচ আর ভাল দেখে যা হোক্‌ একটা আধ-বোতল মতন নিয়ে আসবে, বুঝলে ?

তাই হবে স্যার !

আর একটা কথা…কান খাড়া করে পরিবেশন করবে…হয়ত বিশেষ দরকারি কোন কথা কানে আসতে পারে, আর আমার স্যাণ্ডউইচে বেশ মোটা করে মাষ্টার্ড দিয়ো…বুঝলে ?

আচ্ছা স্যার !

আর ঠিক আড়াইটার সময় মিস্‌ ষ্টোকারের কাছে গিয়ে জানাবে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এই গাছতলায় অপেক্ষা করে আছি, বিশেষ কি দরকারি কথা আছে। মিস ষ্টোকার বেরিয়ে গেলে চাফীকেও গিয়ে বলবে, কি একটা দরকারি কথা বলবার জন্যে আমি এই গাছতলায় তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি…তারপর, যা করবার, সে আমি করবো…তাই হবে স্যার !

নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরে দেখি জীভ্‌স আমার খাবার নিয়ে আসছে।

এত দেরী হলো যে ?

আপনার আদেশ মত, আমি এতক্ষণ অতিথিদের কথা শুনতেই ব্যস্ত ছিলাম স্যার !

তাই নাকি ? কিছু শুনতে পেলে ?

বাড়ী কেনা সম্পর্কে মিঃ ষ্টোকারের মুখ দিয়ে একটা কথাও শুনতে পেলাম না, তবে তাঁর কথাবার্তা থেকে মনে হয় তিনি খুব খুশ-মেজাজে আছেন।

সেটা সুসংবাদই বলতে হবে…খুব খুশী দেখলে ?

হ্যাঁ স্যার…খুশীর খেয়ালে তিনি সবাইকে তাঁর নৌকোতে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন করলেন।

তাহলে বুড়ো এখন কিছুদিন এখানে থাকছে ?

মনে হচ্ছে দু'একদিন থাকবেন। তার কারণ, শুনে যা বুঝলাম, নৌকোটার প্রোপেলারের বোধ হয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। তাছাড়া, কাল নাকি মাস্টার ডিউইট ষ্টোকারের জন্মদিন। সমস্ত পার্টিই তার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়েছে।

তাহলে সকলেই যাচ্ছে···

মনে তো তাই হয়···সবাই সেই সংবাদে খুবই উল্লসিত। তাই নিয়ে মাস্টার ডিউইট আর আমাদের সিব্যারীর মধ্যে একটা ছেলেমানুষীর লড়াই বেঁধে গেল।

কি রকম ?

মাষ্টার ডিউইট নাকি সিব্যারীকে বলে, জীবনে তো কখনো এই রকম নৌকোতে চড়িস্ নি, এবার আবার আমার জন্মদিনে সে সৌভাগ্য হয়ে যাবে···

তাতে সিব্যারী কি উত্তর দিলো ?

তিনি গম্ভীরভাবে জানালেন যে, এই রকম নৌকোয় সে কম্‌সে কম লক্ষবার উঠেছে·· ঠিক মনে পড়ছে না, লক্ষবার বল্লো, না কোটীবার বল্লো !

তারপর ?

মাষ্টার ডিউইটের গলার ভেতর দিয়ে একটা বিচিত্র আওয়াজ বেরিয়ে এলো ···সে আওয়াজের একমাত্র মানে হলো, সিব্যারীর কথা সে আদৌ বিশ্বাস করে না। ব্যাপারটা আর বেশীদূর এগুতে পারলো না, ঠিক এই সময় মিঃ ষ্টোকার ঘোষণা করলেন যে, কালকের উৎসবে তিনি নিগ্রো বাজিয়েদের নিযুক্ত করবেন বলে ঠিক করেছেন। স্যার বোধহয় শুনে থাকবেন, একদল ভ্রাম্যমান নিগ্রো শিল্পী এখন আমাদের গাঁয়ে রয়েছে···

হাঁ, তা শুনেছি। তারপর ?

সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম মাষ্টার সিব্যারী ডিউইটের কাছে গিয়ে বললেন,আমি বাজী রাখতে পারি, জীবনে তুই কোন দিন নিগ্রো বাজিয়েদের গান শুনিস্ নি ! মাষ্টার ডিউইট কোন কথা না বলে একটা আস্ত আলু ছুঁড়ে সিব্যারীকে এর উত্তর দেন।'তার ফলে, পরিস্থিতিটা হঠাৎ বিশ্রী মোর নেয়। দুটো ছোঁড়াই সমান পাজী···ওদের জিভে তালা না লাগালে দেখছি, ওদের জন্যেই সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

অবশ্য এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। মাষ্টার ডিউইট ক্ষমা চেয়ে বললেন যে তিনি ইচ্ছা করে এ কাজ করেন নি, তার হাত ফসকে আলুটা চলে গিয়েছিল। সবাই সহজভাবে সেই ক্ষমা প্রার্থনাকে স্বীকার করে নিল।

যাও···এখানে আর সময় নষ্ট করতে হবে না···ফিরে গিয়ে দেখ, আর কিছু শুনতে পাও কি না।

যে আজ্ঞে···স্যার !

জীভ্‌সের চলে-যাওয়ার পর খাদ্যের সদ্ব্যবহার করে পুরো আধবোতলটা

গলায় ঢেলে দিলুম। তারপর মৌজ করে একটা সিগারেট ধরালুম। মনে পড়লো, জীভ্‌সকে এক কাপ কফি আনতে বললেই হতো, সারা জীবনের অভ্যাস। কিন্তু না বললে কি হবে, দেখি জীভ্‌স কফির পট হাতে করে এগিয়ে আসছে। ধুমায়মান কাপটা আমার হাতে তুলে দিয়ে জানালো,...

এই মাত্র লাঞ্চ শেষ হয়ে গেল স্যার!

তাই নাকি! মিস্‌ ষ্টোকারকে বলেছ?

হাঁ স্যার! আমি তাঁকে জানিয়েছি, তাঁর সঙ্গে কি একটা দরকারি কথা বলবার জন্যে আপনি অপেক্ষা করে আছেন। তিনি হয়ত একটু পরেই আসছেন।

একটু পরে কেন?

মিস্‌ ষ্টোকার চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড চাফ্‌নেল দেখলাম, মিস্‌ ষ্টোকারের কাছে গিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন···

তুমি চাফীকে বলো নি যে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি?

হাঁ, স্যার, বলেছি!

ইস্‌, বোধ হয় সব গোলমাল হয়ে গেল জীভ্‌স···আমার মনে হচ্ছে, তারা দুজনে একসঙ্গে এখানে আসবে—কি করলে জীভ্‌স?

কোন ভয় নেই স্যার···যদি দেখি মিস্‌ ষ্টোকারকে সঙ্গে নিয়ে লর্ড বাহাদুর এদিকে আসছেন, তাহলে আমি পথের মাঝখানে যা হোক একটা অছিলা করে লর্ড বাহাদুরকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আটকাবো···

কিন্তু কি অছিলায় আটকাবে?

সেজন্যে ভাবতে হবে না স্যার···

কিন্তু দেখো, বেশীক্ষণ আটকে রেখো না···আমি তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলতে চাই! বুঝলে?

বুঝেছি স্যার!

কতক্ষণ আগে মিস্‌ ষ্টোকারের সঙ্গে কথা বলেছিলে?

প্রায় পনেরো মিনিট হবে!

আশ্চর্য! কই, সে তো এখনো এলো না? এতক্ষণ ধরে তারা কি কথা বলছে?

সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, স্যার!

তাহলে?···

এমন সময় অদূরে ঝোপের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো শাদা যেন নড়ে উঠলো। ক্রমশ সেই এক টুকরো শাদা একটা সম্পূর্ণ তরুণীর মূর্তিতে আমার দিকেই

এগিয়ে আসতে লাগলো···পলিন আসছে! সত্যি পলিনের রূপ যেন ভরা নদীর মত উচ্ছল হয়ে উঠেছে···বিশেষ করে; তার চোখ দুটো, যেন দুটো যমজ তারার মতন জ্বলছে। তবুও, আমার মনে আজ আর কোন ব্যথা নেই···কোন ব্যথা আমি থাকতে দেবো না···আমি আজ সুখী, আমার বন্ধু চাফীর সঙ্গেই দু'দিন বাদে তার বিয়ে হবে, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি কোন নতুন গণ্ডগোল না বাধে।

পলিন আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলো, হ্যালো বার্টি! কি ব্যাপার! শুনলুম যে মাথা ধরেছে বলে তুমি খেতে এলেনা।···কিন্তু তোমার দিকে চেয়ে তার তো কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিনা!

পলিনের কথায় জবাব না দিয়ে আমি জীভ্‌সকে বল্‌লুম, জীভ্‌স, এগুলো এখান থেকে নিয়ে যাও!

জীভ্‌স তাড়াতাড়ি কাপ ডিসগুলো তুলে নিলো।

জীভ্‌স; মনে থাকে যেন, যদি চাফীর সঙ্গে দেখা হয়, তাকে বলো, আমি এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি!

এখুনি বলছি, স্যার!

জীভ্‌স দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীভ্‌স্ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে একটা বিচিত্র চাঞ্চল্য জেগে উঠলো। অদ্ভুত একটা অবস্থা। একটা বিরাট কিছু করবার আগে সমস্ত নার্ভগুলো যেন চড়াপর্দায় হঠাৎ বাঁধা পড়ে গেল।

পলিন আদর করে আমার হাতটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে, একান্ত অন্তরঙ্গ সুরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। শুধু আরম্ভ করেছিল, বার্টি···

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঝোপের আড়াল থেকে চাফীর মাথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো···চাফী দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে···এই সেই মুহূর্ত··· যা করবার এখুনি ক'রে ফেলতে হবে, নইলে আর কখনো করা সম্ভব হবে না, আর দেরী করা চলে না। পলিনের পাতলা সরু কোমর ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার ডান চোখের ভ্রূর ওপর এঁকে দিলাম একটা চুম্বন। অবশ্য, খুব গাঢ় চুম্বন সেটা হোল না, তবে দূর থেকে দেখলে তার গাঢ়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়। মনে হয় নাটকীয় প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের পক্ষে তা যথেষ্ট, এবং নাটকীয় প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডভাবেই ঘটতো, যদি ঝোপের আড়াল থেকে যে ব্যক্তিটী বেরিয়ে এলো, সে চাফী হতো! আমার দুর্ভাগ্যবশত উত্তেজনার বশে আমি দেখতে ভুল করেছিলুম, সে

ব্যক্তি চাকী নয়। টুপি দেখেই আমি টুপির মালিককে ধরে নিয়েছিলাম। তখন মনে হয়নি যে একরকম টুপি ছ'জন মানুষের মাথায় থাকতে পারে। তাই চাকীর পরিবর্তে, যে উত্তেজিত মূর্তিটী এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো, তার বর্ণনা করা খুবই কঠিন।

যে-নীতিবাগীশ বাপ বার্টাম উষ্টারকে সুস্থ সমাজের পক্ষে একটা আতঙ্ক বলে মনে করে এবং মনে মনে জানে যে তার মেয়ে এখনো তার সেই ঘৃণ্য জীবটির প্রতি আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে পারে নি, তাই সব সময়েই মেয়েকে আগলে থাকতে চেষ্টা করে যাতে বার্টাম উষ্টারের দূষিত সংস্পর্শের মধ্যে তার মেয়ে ভুলক্রমেও না গিয়ে পড়ে ···মনে করে দেখুন, তার মনের অবস্থা কি হয়, একপেট উত্তম মধ্যম খেয়ে দেহটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেবার জন্য যেই বেড়াতে বেরিয়েছে, অমনি সর্বপ্রথম তার চোখে পড়লো, সেই বার্টাম উষ্টার তার মেয়েকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে নিভৃতে চুম্বন করছে! যে কোন বাপই এই দৃশ্য দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে এবং যে বাপের পকেটে পঞ্চাশ মিলিয়ান ডলার রুণঝুন্ করে, সে কোনো কারণেই ব্যাপারটাকে দেখতে-না-পাওয়ার ভাণ করে না; এবং সে যতখানি রেগেছে, ঠিক ততখানি রাগই তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে। তাই আমার সামনে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখমুখের চেহারা থেকে আমার বুঝতে এতটুকু দেরী হলো না, তিনি আমাকে কিভাবে নিরীক্ষণ করছেন।

আমার সৌভাগ্য যে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টির অতিরিক্ত কিছু আর প্রাপ্য আমার বরাতে ঘটে উঠলো না। এই জন্যেই সভ্যতাকে আমি এত ভালবাসি। বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে লোকে যাই বলুক না কেন, আমি জানি, এই জাতীয় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সভ্য মানুষের মুখোমুখি হওয়া ঢের বেশী নিরাপদ। একই জায়গায় নিমন্ত্রিত হয়ে যখন বাপ দেখে যে তার চোখে ধুলো দিয়ে এক অবাঞ্ছিত লোক তার মেয়েকে নিভৃতে চুম্বন করছে, তখন যে ভব্যতার খাতিরে সে তার কন্যার চুম্বনকারীকে পাদুকাঘাত করে না, সে ভব্যতা নিতান্ত মৌখিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম সভ্যমানুষের এই সব মৌখিক ভব্যতার কি অসাধারণ সার্থকতা!

শুধু এক মুহূর্তের জন্যে লক্ষ্য করলাম বুড়ো ষ্টোকারের স-বুট পা-টা যেন একবার আদিম ওয়াসৃবার্ণ ষ্টোকারের প্রেরণায় ঈষৎ নড়ে উঠলো···মনে হলো যেন সেই পায়ের ঈষৎ চাঞ্চল্যের ভেতর দিয়ে আদিম অসভ্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শতাব্দীর আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেইখানেই তা শেষ হয়ে গেল। মাত্র ছ'একবার আমার

দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে বুড়ো ষ্টোকার কন্যাকে হাত ধরে পাশে টেনে নিয়ে নীরবে চলে গেল। নির্জনে নিজের পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় আমি একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম এ কি হয়ে গেল!

চিন্তাকে সুসংবদ্ধ করবার জন্যে একটা সিগারেট বার করে ধরালুম। কয়েকটান দেবার পর দেখি, চাফী লাফাতে লাফাতে আমার দিকে আসছে। তার মুখের চেহারা দেখে মনে হলো, তারও ভাগ্যে অভাবিত কিছু একটা ঘটে গিয়েছে।

কোনরকম ভূমিকা না করেই চাফী বলে উঠলো, শোন বার্টি, এ সব কি শুনছি?

কি সব শুনছো বন্ধু?

কেন তুমি আমাকে আগে বল নি যে, তোমার সঙ্গে মিস্ ষ্টোকারের এন্‌গেজ-মেণ্ট হয়ে গিয়েছিল?

বেশ বুঝতে পারলুম, আমার ভ্রূটা আপন থেকে ওপরের দিকে উঠে গেল। বুঝলুম, এখন আর নরম হলে চলবে না। তাই কড়া সুরেই জবাব দিলুম, তুমি কি বলতে চাও চাফী, পোস্টকার্ড লিখে সে-সংবাদ তোমাকে জানানো আমার উচিত ছিল?

তা কেন? সেদিনের কথা বলছি না⋯আজ সকালে যখন পলিন সম্পর্কে তোমার সঙ্গে কথা হলো, তখনও তো বলতে পারতে!

বলবার কোন উপলক্ষ্যই ছিল না। কিন্তু তুমি শুনলে কার কাছ থেকে?

স্যার রডারিক গ্লপ্‌স আমাকে বললেন!

ও, তাই নাকি! এ বিষয়ে ঐ পাজী বুড়ো হলো অথারিটী⋯স্পেশালিষ্ট! ঐ বুড়োর জন্যেই তো সেই এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে যায়!

তার মানে?

পলিনের সঙ্গে যখন আমার এনগেজমেণ্ট হয়, তখন ঐ বুড়ো হঠাৎ নিউ ইয়র্কে গিয়ে হাজির হয়⋯খবরের কাগজে আমাদের এন্‌গেজমেণ্টের খবর পড়ে বুড়ো তক্ষুণি ছুটে গিয়ে ষ্টোকারকে কি ফুস্‌-মন্ত্র দিলো আর ষ্টোকার তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখে আমাদের এনগেজমেণ্ট বরখাস্ত করে দিলে! আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এন্‌গেজমেণ্ট আর বিচ্ছেদ সব সারা হয়ে গেল।

চাফীর সন্দেহ তবুও যেন ঘুচলো না। আড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লো, এ সব সত্যি?

একেবারে ধ্রুব সত্য!

মাত্র আট চল্লিশ ঘণ্টা?

হয়ত এক-আধঘণ্টা কম হতে পারে!
এখন তাহলে তোমাদের দুজনের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই?
কিছুই নেই।
ঠিক জান?
বেঠিক হবার এতে কিছু নেই বন্ধু! তুমি নিঃসন্দেহে ঝাঁপিয়ে পড়তে পার।
বড়ভাই-এর মতন তার কাঁধ চাপড়ে বল্‌লুম, হৃদয় যা আদেশ করছে নির্ভয়ে তা পালন কর বন্ধু···আমি বলছি, অপর পক্ষ তোমার জন্যে একেবারে তৈরী!
সেকথা তুমি কি করে জানলে?
অপর পক্ষ নিজেই আমার কাছে তা স্বীকার করেছে।
নিজের মুখে?
নিঃসন্দেহে!
সত্যি বলছো, পলিন আমাকে ভালবাসে?
ভালবাসে নয়···গভীরভাবে ভালবাসে···প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে!
চাফীর মুখের রেখাগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল···ফুটে উঠলো প্রশান্তি। কপালে হাত বুলিয়ে যেন দুর্ভাবনাগুলোকে সে মুছে ফেল্‌লো। তারপর শান্ত কণ্ঠে বল্‌লো, তাহলে অবশ্য বলবার কিছু নেই। ক্ষমা করো ভাই; হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পার, যে মুহূর্তে একজন লোক কোন মেয়ের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড হলো, তার পরের মুহূর্তেই যদি সে শোনে···মাত্র দুমাস আগে সেই মেয়েটী তার নিকটতম বন্ধুর সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড হয়েছিল, তখন তার মনের অবস্থা কি রকম হয়!
চাফীর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। বল্‌লুম, পলিনের সঙ্গে তোমার এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে গিয়েছে?
হাঁ!
কখন?
লাঞ্চের পরই···
আশ্চর্য!
কেন?
তোমার মনে যে কি কম্‌প্লেক্‌স্‌ ছিল শুনলুম! কি একটা নাটক দেখে, তুমি নাকি···
কে বল্লে এসব কথা?
জীভ্‌স্‌!

বড় বেশী কথা বলে লোকটা। সে কম্‌প্লেক্‌সের কথা এক্ষেত্রে ওঠেই না, কারণ পলিনের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ষ্টোকার আমাকে ডেকে বল্লেন, বাড়ীটা কিনে ফেলা সম্বন্ধে তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন!

সত্যি?

নির্জলা সত্য! লাঞ্চের সময় বুড়োকে রীতিমত একটা ভাল পোর্ট খাইয়েছিলাম…তারই ফল।

রীতিমত বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলে…

জীভ্‌স্‌ সেই পরামর্শই দিয়েছিল…

আপনা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস এসে গেল। বল্‌লুম, সত্যি জীভ্‌স্‌ অদ্ভুত!

অদ্ভুত নয়, অপরূপ!

একটা মাথা বটে!

রীতিমত প্রমাণ-সাইজের মাথা!

প্রচুর মাছ খায়…ফস্‌ফরাস! একটা দুঃখ, শুধু গান শোনবার মতন কান ওর নেই!

জীভ্‌সকে হারাণোর দুঃখ আমাকে পেয়ে বসছে দেখে, তাড়াতাড়ি মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলে দিলুম। বন্ধুর সৌভাগ্যের বিষয়ে মনকে ফিরিয়ে আনলুম। বল্লুম, তাহলে এখন পথ পরিষ্কার! এবার মনের আনন্দে নিশ্চিন্তে জীবনকে উপভোগ কর বন্ধু! আমি অকপট অন্তরে বলবো, যত মেয়ের সঙ্গে আমি এন্‌গেজ্‌ড্‌ হয়েছি, তাদের মধ্যে পলিনের তুলনা হয় না!

কিন্তু পলিনের সঙ্গে তোমার এন্‌গেজ্‌ড্‌ হওয়ার কথাটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাই বা বল্লে!

ঠিক কথা!

আমি ভুলতে চেষ্টা করছি যে, তোমার সঙ্গে পলিন একদিন এন্‌গেজ্‌ড্‌ হয়েছিল…

ঠিক…ঠিক…

যখন ভাবি, এমন একদিন ছিল, যখন তুমি ইচ্ছা করলে…

বন্ধু, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই, আমাদের এই এন্‌গেজমেন্টের আয়ু হচ্ছে উর্ধ্বপক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং এই আটচল্লিশ ঘণ্টাই আমি আমার ফ্ল্যাটে একলা নিদারুণ সর্দিতে শয্যাশায়ী হয়ে ছিলুম।

কিন্তু এন্‌গেজমেন্ট যখন হয়েছিল, তখন কি তুমি একবারও…

না, একবারও না। এন্‌গেজমেন্টের কথা যে মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল, ঠিক

সেই মুহূর্তে হোটেলের বয় একটা ট্রে তে করে একরাশ স্যাণ্ডউইচ নিয়ে হাজির হলো, সুতরাং সেই দিব্য মুহূর্তটা ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।
চাফী কি যেন ভেবে নিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু পলিন নিশ্চয়ই খুব মেতে উঠেছিল। এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে গেলে কোন্ মেয়েই না মেতে ওঠে? তুমি রাগ করো না বন্ধু আমি কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারি না, কি করে পলিন এত তাড়াতাড়ি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল!
এ ধাঁধা যে আমারও মনে জাগে নি, তা নয়। আমিও ভেবে ঠিক করতে পারি নি, কেন এত তাড়াতাড়ি পলিন আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। এ নিয়ে নিভৃতে অনেক গবেষণাও করেছি। গবেষণার ফলে এইটুকু বুঝেছি, আমার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু আছে, যা এই জাতীয় দুরন্ত মেয়েদের মনে সহজেই সাড়া জাগিয়ে তোলে। স্যার রডারিক গ্রস্‌পের মেয়ে অনোরিয়ার সঙ্গেও এই রকম খুব কম সময়ের মধ্যেই আমার বিয়ের এন্‌গেজমেণ্ট ঠিকঠাক হয়ে যায়।
বন্ধুর দুর্ভাবনার উত্তরে বললুম, এই সম্পর্কে আমি একবার একজন ঝুনো প্রেমতত্ত্ববিদকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সে ভদ্রলোক আমার চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করেছিল, দলভ্রষ্ট মেষশাবকের মতন মেয়েদের আশে-পাশে আমাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে, মেয়েদের মনে নাকি নারীর সহজাত মাতৃ-অনুকম্পা জেগে ওঠে। হয়ত ভদ্রলোকের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন গভীর সত্য থাকতে পারে।
চাফী গম্ভীরভাবে বল্লে, তা হয়ত হতে পারে। সে যাই হোক, এখন আমাকে যেতে হচ্ছে, মিঃ ষ্টোকার হয়ত বাড়ী-কেনার ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করবার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। তুমি আসবে নাকি?
না···ধন্যবাদ! তোমার ঐ দলের সঙ্গে আমাকে মোটেই মানাবে না। এবং আমারও মনে তাদের দলে মেশবার ক্ষীণতম বাসনাও নেই। আমি তোমার মার্টিল খুড়ীকে সহ্য করতে পারি···এমন কি সিব্যারীকেও পারি···কিন্তু তাদের সঙ্গে যদি ষ্টোকার আর গ্রসপকে যোগ কর, তাহলে আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমি ততক্ষণ তোমার রাজত্বটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নি!
সত্যি, বিরাট বনের ভিতর এই বিরাট বাড়ী···বেড়াবার পক্ষে নিতান্ত খারাপ জায়গা আদৌ নয়।···এই বাড়ী চাফী বেচে ফেলছে···বেচে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি, জায়গাটা যত ভালই হোক না কেন, এইখানে যদি রোজ মার্টিল খুড়ী আর সিব্যারীভাই-এর সঙ্গে দুবেলা

মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হতে হয়, তাহলে এ জায়গার আর কোন মাধুর্য থাকে না। প্রায় দু-ঘণ্টা এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়িয়ে হঠাৎ বিকেলের চায়ের তৃষ্ণায় বন থেকে বাড়ীর দিকে ফিরতে বাধ্য হলুম। বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে সন্তর্পণে ঢোকবার চেষ্টা করলুম, কারণ পেছনে কোথাও নিশ্চয়ই রান্নাঘর আছে আর সেখানে জীভ্‌সের দেখা পাওয়া যেতে পারে।

ঢুকতেই একজন পরিচারিকার সঙ্গে দেখা হলো। তার কাছে জীভ্‌সের আড্ডার খোঁজ নিয়ে খান কতক ঘর পেরিয়ে জীভ্‌সের ঘরে গিয়ে উঠলুম, চাফীর সমস্যা যে এমন সুন্দরভাবে মিটে গেল, তাতে মনটা রীতিমত খুশীই হয়ে ছিল, সেক্ষেত্রে এক কাপ গরম চা আর খানকতক কড়া টোষ্ট হলে আর বলবার কিছুই থাকে না।

জীভ্‌স্ চা নিয়ে আসতেই বল্‌লুম, সত্যি জীভ্‌স্ এতদিন পরে বেচারা চাফী যে, সৌভাগ্যের বন্দরে এসে নিশ্চিন্ত মনে নোঙর ফেলতে পারলো; তাতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। শুনেছো তো, ষ্টোকার বুড়ো বাড়ীটা কিনতে রাজী হয়েছে?

শুনেছি স্যার!

চাফীর সঙ্গে মিস্ ষ্টোকারের এন্‌গেজমেণ্টও ঠিক হয়ে গিয়েছে…জান তো!

হাঁ স্যার!

এখন তোমার মনিব রীতিমত উল্লসিত, কি বল?

মনে তো হয় না স্যার!

সে কি কথা?

আমার শেষ সংবাদ হলো, একটা অভাবিত ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ গণ্ডগোল বেঁধেছে…

গণ্ডগোল! অসম্ভব! পলিনের সঙ্গে এরি মধ্যে গণ্ডগোল…কখনই হতে পারে না…

মিস্ ষ্টোকারের সঙ্গে নয় স্যার, আমার ধারণা, গণ্ডগোলটা বেঁধেছে মিঃ ষ্টোকারের সঙ্গে…

হে ভগবান্! কি ব্যাপার! জান কিছু?

একটা দৈহিক প্রতিযোগিতার ব্যাপার নিযে হঠাৎ এই নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, মাষ্টার ডিউইট ষ্টোকার এবং মাষ্টার সিব্যারী সকলের অজ্ঞাতে নিভৃতে পরস্পরের দৈহিক শক্তি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে ঠিক এই সময়টাকেই শুভলগ্ন বলে নির্ধারিত করে…

নির্ধারিত করে? তার মানে?

ঠিক করে…
জীভ্‌স্‌, তোমার সাধু-ভাষা রেখে দিয়ে, সোজা করে বল ব্যাপারটা…
মাফ্‌ করবেন স্যার…বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষা যদি গুরুত্বসম্পন্ন না হয়, তাহলে প্রকাশের দৈন্য থেকে যায়…
জীভ্‌স্‌! দোহাই তোমার…
আপনার বোধহয় মনে আছে, আমি বলেছিলাম, লাঞ্চের সময় মাষ্টার ডিউইট আর মাষ্টার সিব্যারী যেভাবে সেদ্ধ আলুর মারফৎ ভাব-বিনিময় করেছিলেন, তাতে তাঁদের সম্পর্কটা ঠিক মধুর ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠবার অবকাশ পায় নি…
কিন্তু তুমি তো বল্লে, সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল…
হাঁ স্যার, তখন তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু লাঞ্চ শেষ হবার ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে, হঠাৎ আবার উভয় পক্ষই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খাওয়া দাওয়ার পর খেলা করবার জন্যে উক্ত দুজন ভদ্রলোককে একটা আলাদা-ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে নাকি, খেলতে খেলতে আমাদের মাষ্টার সিব্যারী মাষ্টার ডিউইটের কাছে নিরাপত্তা বাবদ এক শিলিঙ ছ'পেন্স জরুরী দাবী করে বসে ··অর্থাৎ বাড়ীতে নিরাপদে থাকতে হলে, মাষ্টার সিব্যারীকে উক্ত দক্ষিণা দিতে হবে…
কি কাণ্ড!
এই জরুরী দাবীর বিরুদ্ধে মাষ্টার ডিউইট হাত পা ছুঁড়ে জোর প্রতিবাদ করেন এবং তার পাল্টা জবাবে মাষ্টার সিব্যারী যে-সব কথা ব্যবহার করেন তার ফলে ঘরের ভেতর থেকে নানা রকমের বিচিত্র আওয়াজ বাইরে বাড়ীর প্রবীণদের কানে গিয়ে পৌঁছয়…তাঁরা ছুটে গিয়ে দেখেন, ঘরের মধ্যে চীনা-মাটির যে-সব আসবাব-পত্র সাজানো ছিল, সেগুলো স্থানচ্যুত হয়ে টুকরো টুকরো অবস্থায় ঘরের মেঝেতে চারিদিকে ছড়ানো…আর তার মাঝখানে ভদ্রলোক দুটি পরস্পর পরস্পরের গলা মুঠো করে ধরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন… সঠিক বর্ণনা করতে হলে বলতে হয়, প্রবীণেরা যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন, সিব্যারী একটু যেন কাবু হয়ে পড়েছেন, আর সেই সুযোগে ডিউইট তাঁর বুকের ওপর চেপে মাথাটা নিয়ে কার্পেটের ওপর ঠুকছেন।
সংবাদটার তাৎপর্যে আমার ভেতরটা তীব্রভাবে আলোড়িত হয়ে উঠলো বটে কিন্তু সেই সঙ্গে যখনি মনে পড়লো, একজন কেউ সিব্যারীর মাথাটা নিয়ে মেঝেতে ঠুকছে, এই ঐতিহাসিক সুবিচারের ন্যায্যতায় আমার অন্তর

খানিকটা খুশী না হয়ে পারলোনা।

জীভ্স্, এ যে যাচ্ছেতাই কাণ্ড!

হাঁ স্যার!

তারপর কি হলো?

যে-সংঘর্ষটা দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটা ব্যাপক হয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো।

বুড়ো ধাড়িগুলো ঝগড়ায় মেতে উঠলো?

হাঁ স্যার···এবং এই বুড়োদের দলের একপক্ষের অগ্রনায়িকা হলেন লেডী চাফ্নেল, সিব্যারীর জননী···

সে আমি জানি···চাফীর মুখ থেকেই শুনেছি সিব্যারীর ব্যাপারে লেডী চাফ্নেল একেবারে বাঘিনী ··সিব্যারীকে যদি কেউ ছুঁতে যায়, লেডী চাফ্নেলের থাবার নোখগুলো নাকি আপনা থেকে সোজা হয়ে ওঠে··· তারপর···কি হলো?

সেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যোদ্ধাদের সেই সময়কার অবস্থান লক্ষ্য করে লেডী চাফ্নেল চীৎকার করে উঠলেন এবং মাতৃ-হৃদয়ের উদ্বেলতায় সোজা ডিউইটের কাছে গিয়ে ভদ্রলোকের ডান কান ধরে সর্বশক্তি দিয়ে আকর্ষণ করলেন।

তাতে নিশ্চয়ই···

সে আর বলতে স্যার! মিঃ ষ্টোকার তৎক্ষণাৎ পিতৃ-অভিমানে সজোরে মাষ্টার সিব্যারীকে পদাঘাত করলেন।

বেশ ভাল করে···কি বল জীভ্স্···রীতিমত সমঝে দিয়ে তো?

হাঁ স্যার···সে-পদাঘাতের ফলে মাষ্টার সিব্যারী বেশ কয়েক গজ দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু যেভাবে সেই আঘাত হজম করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাতে মনে হয় এজাতীয় আঘাত সইবার মতন ক্ষমতাও তাঁর আছে। ঠিক সেই সময় লেডী চাফ্নেল আর মিঃ ষ্টোকারের মধ্যে তুমুল বাক্-যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষেই পরাজয়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অবশেষে লেডী চাফ্নেল কাতরভাবে স্যার রডারিক গ্লস্পের সাহায্য প্রার্থনা করলেন···স্যার রডারিক একটু যেন ইতস্তত করতে লাগলেন···কিন্তু নারীর প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে, একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি মিঃ ষ্টোকারকে মৃদু ভৎর্সনা করে উঠলেন। তার ফলে, কথার মাত্রা আরো উঁচুতে চড়ে গেল এবং শেষ-পর্দায় এসে যখন পৌঁছল তখন শোনা গেল রাগে কাঁপতে কাঁপতে মিঃ ষ্টোকার স্যার গ্লস্পকে বলছেন, আজকের এই ব্যাপারের পর স্যার গ্লস্প যদি ভেবে থাকেন যে এই পোড়ো বাড়ী

আমি কিনবো, তাহলে বলবো তিনি আহাম্মুক।

আমি জানতাম, এই সর্বনাশা কথাটাই জীভ্সের কথার শেষে আসছে। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে পড়লুম। বন্ধুর দুঃখে, অন্তর থেকে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস।

জীভ্স্…সব গেল!

তাই মনে হচ্ছে স্যার…সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে গ্রীক ট্রাজেডীর অনিবার্য ভবিতব্যতার করাল ছায়া যেন ফুটে উঠেছে।

চাফী কি বল্লো?

লর্ড বাহাদুর কাতরভাবে মিঃ ষ্টোকারকে আবেদন করলেন, তাঁর উক্তি ফিরিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু তাতে ফলোদয় না হওয়ায় তিনি বলে উঠলেন, মিঃ ষ্টোকার…চাফ্নেল হাউস কেনবার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন, এবং কোন ভদ্রলোকেরই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত নয়। লর্ড বাহাদুর বিশেষ উত্তেজিত হয়েছিলেন, তা না হলে, তাঁর বোঝা উচিত ছিল, এই জাতীয় কথাতে কাজের ক্ষতিই হয়। মিঃ ষ্টোকার আরো উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, আমি জানতে চাই না, আমি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম…আমার ইচ্ছে, আমি সে প্রতিশ্রুতি রাখি বা না-রাখি আমার একটা পয়সাও আমি এই বাড়ীর পিছনে খরচ করবো না…

তারপর?

লর্ড বাহাদুরও এতদূর উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে, তিনি মিঃ ষ্টোকারের চেহারা থেকে আরম্ভ করে তাঁর চরিত্র, তাঁর ব্যবসায়-নীতি সম্পর্কে যে-সব উক্তি করলেন, হয়ত সেগুলো তাঁর অন্তরের কথা…কিন্তু বাড়ীটা বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত সে কথাগুলো তাঁর অন্তরে থাকলেই ভাল হতো। মিঃ ষ্টোকার মিস্ ষ্টোকার ও মাষ্টার ডিউইটের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা তাঁর নৌকোতে গিয়ে উঠলেন! স্যার রডারিক গাঁয়ে যে সরাইখানাটা আছে, সেখানে রাত্রির মতন থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে কি না, দেখতে চলে গেলেন। লেডী চাফ্নেল সিব্যারীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে সারা গায়ে আর্নিকা মাখাচ্ছেন এখন। লর্ড বাহাদুর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের পশ্চিম দিকে যে পার্কটা আছে, সেখানে নিভৃতে চিন্তা করতে গিয়েছেন।

হঠাৎ একটা কথা মনে এলো।

জীভ্স, মিঃ ষ্টোকার কি জানেন যে, মিস্ ষ্টোকারের সঙ্গে চাফীর এনগেজমেণ্ট হয়ে গিয়েছে?

না স্যার···লর্ড বাহাদুর সে কথা মিঃ ষ্টোকারকে জানাবার অবকাশই পান নি···

কিন্তু···অবকাশ পাবারও তো আর কোন উপায় দেখছিনা···

অবকাশ পেলেও, মিঃ ষ্টোকার এই সংবাদকে হাসিমুখে গ্রহণ করবেন বলে তো মনে হয় না !

তা হলে দেখছি, বুড়োকে লুকিয়ে ওদের দুজনের দেখাশোনা করতে হবে ! তারও যে কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আমি এরি মধ্যে মিঃ ষ্টোকার আর তাঁর কন্যার মধ্যে টুকরো টুকরো যেসব কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি, তাতে অনুমান করছি মিঃ ষ্টোকার যতদিন এই বন্দরে থাকতে বাধ্য হবেন, ততদিন মিস্ ষ্টোকারকে তিনি নৌকো থেকে নামতে দেবেন না··· নৌকোতে একরকম নজরবন্দী অবস্থায় মিস্ ষ্টোকারকে থাকতে হবে !

কেন ? তুমি তো বল্লে, বুড়ো এনগেজমেণ্টের কথা জানে না ? তবে কেন মেয়ের ওপর এ কড়া নজর ?

মিস্ ষ্টোকারকে নৌকোতে আটকে রাখবার কারণ, লর্ড বাহাদুর নন্··· মিস্ ষ্টোকার যাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। একেই মিঃ ষ্টোকারের ধারণা ছিল যে, তাঁর মেয়ে এখনো পর্যন্ত মনে মনে হুজুরকে ভুলতে পারে নি, তার ওপর আজ নিভৃতে আপনাকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে, তাঁর ধারণা কঠিন সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে।

তুমি নিজের কানে শুনেছো বুড়ো ষ্টোকার পলিনকে নৌকোতে আটক করে রাখবে বলেছে ?

হাঁ স্যার, যখন মিঃ ষ্টোকার আপনাদের দুজনের সামনে এসে পড়েন, সেই সময় আমিও এই দিকে আসছিলাম···ব্যাপার দেখে, আমি একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকি···আপনার কাছ থেকে মিস্ ষ্টোকারকে টেনে নিয়ে মিঃ ষ্টোকার ঠিক সেই ঝোপটার সামনে দাঁড়িয়ে মিস্ ষ্টোকারকে ভৎ´সনা করছিলেন···তাই শুনতে আমার কোন ভুলই হয় নি।

ভেতরটা হঠাৎ যেন শিউরে উঠলো।

জীভ্স্, এসব কথা তুমি চাফীকে বলছো ?

হাঁ স্যার !

আমি যে মিস্ ষ্টোকারকে চুম্বন করেছিলাম, সেকথাও ?

হাঁ স্যার !

তাতে চাফী খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তো ?

হাঁ স্যার !
কোন কথা বলে নি ?
বলেছিলেন···
কি ?
ঠিক ভাষাটা মনে নেই···তবে, তার মানেটা দাঁড়ায়, কাউকে যেন সামনে পেলে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলতেন···
কথাটা মোটেই ভাল শোনাচ্ছে না।
তাইতো মনে হচ্ছে স্যার !
কি করা যায় জীভ্‌স ?
আমার মনে হয়, আপনি লর্ড বাহাদুরকে বুঝিয়ে বলুন, আপনি যে মিস্‌ ষ্টোকারকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেছিলেন, সেটা একান্ত ভ্রাতৃ-ভাবে।
ভ্রাতৃ-ভাবে ? চাফী বিশ্বাস করবে ?
না করবার কি আছে স্যার ! আপনি লর্ড বাহাদুরের যেমন পুরনো বন্ধু, তেমনি মিস্‌ ষ্টোকারেরও পুরনো বন্ধু। আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে মিস্‌ ষ্টোকারের এন্‌গেজমেণ্টের খবর পেয়ে স্বভাবতই আপনি খুশী হয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে মিস্‌ ষ্টোকারকে মাত্র একবার চুম্বন করা এমন কিছু অস্বাভাবিক কাজ নয়।
মনে হচ্ছে, কথাটাতে কাজ হবে। অন্তত একবার বলে দেখা যেতে পারে। জীভ্‌স, আমি তাহলে এখন উঠি···নিভৃতচিন্তায় খানিকটা বল-সঞ্চয় করতে হবে এ অবস্থায় চাফীর সামনে যাওয়ার জন্যে খানিকটা বল সঞ্চয় করা দরকার···
আমার বিশ্বাস, আপনি হয়ত কটেজে ফিরে গিয়ে দেখবেন যে, লর্ড বাহাদুর আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছেন !
জীভ্‌স ঠিকই অনুমান করেছিল। মানুষের চরিত্র আর গতিবিধি সম্বন্ধে আমি দেখেছি, অনেক সময় বৈজ্ঞানিকের মতন অঙ্ক কষে সে বলে দিতে পারে।

কটেজের দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই মনে হলো, ঘরের ভেতর সশব্দে কি যেন ফেটে পড়লো। দেখি, ইজিচেয়ারের ভেতর থেকে চাফী দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলো !
ওহ্‌ ! কতক্ষণ ধরে বসে আছি !
জানি বন্ধু···সব শুনেছি···জীভ্‌স সব কথাই আমাকে বলেছে। অত্যন্ত খারাপ···ভয়াবহ ! পলিনের মুখে তোমাদের এনগেজমেণ্টের কথা শুনে

আনন্দে আমি বড় ভাই-এর মতন পলিনকে সস্নেহে যখন চুম্বন করি, তখন কল্পনাও করতে পারিনি বন্ধু, এত শিগগির এইরকম দুর্ঘটনায় সব ভেঙে যাবে !

চাফী ইজিচেয়ারে বসেই আমাকে দু'চোখ দিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলো।

কি বল্লে ? বড় ভাই-এর মতন ?

নিশ্চয়ই···

কিন্তু মিঃ ষ্টোকার তা মনে করেন না !

বন্ধু, এখন তো তোমার জানতে বাকি নেই, বুড়ো ষ্টোকারের মন কতখানি জঘন্য !

চাফী সেকথায় কর্ণপাত না করে আবার আমার দিকে চেয়ে জেরা সুরু করলো।

বড় ভাই-এর মতন ?···হুঁম্···

বুঝলাম, চাফীর মন সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বল্‌লুম, যদি জানতাম তুমি এতে মর্মাহত হবে, তাহলে এ-কাজ আমি করতুমই না··· তোমার বরাৎ ভাল···আমি দেখতে পাইনি···

না, জীভ্‌সের লাইনে আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা দরকার। তাই চাফীকে বুঝিয়ে বল্লুম,

ধর, কোন পুরনো বন্ধু, যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছ, যদি শোন তার সঙ্গে কোন মেয়ের, যে-মেয়েকে তুমি বোনের মতন ভালবাস, তার এনগেজমেণ্ট ঠিক হয়ে গিয়েছে···তোমার মন আপনা থেকে উচ্ছল হয়ে ওঠে না ?

বুঝলাম, যুক্তিটা একেবারে ফেলা যায়নি। চাফীর বুকের ভেতর চলছে রীতিমত হাঁ-না-এর দ্বন্দ্ব। ইজিচেয়ার থেকে উঠে কয়েক পা পায়চারি করে ···কয়েকবার ঘাড় তুলে আমাকে দেখে নেয়···আবার কয়েক পা পায়চারি করে···একটা পা-দানিতে পা আটকে যায়···লাথি মেরে সেটাকে সরিয়ে ফেলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে দেখলুম, খানিকটা যেন শান্ত হলো। আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্লো,

বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে এ-রকম ভ্রাতৃ-ভাবের প্রকাশ আর হবে না বোধহয় ?

সে-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক বন্ধু !

এবং যদি কখনো মনে ভ্রাতৃ-ভাবের প্রেরণা প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে

অঙ্কুরেই তাকে উপড়ে ফেলো।

সেকথা আর বলতে!

যদি ভবিষ্যতে ভগ্নীর প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্যত্র খোঁজ করবে…কেমন?

তাই করবো!

বিয়ে করার পর, খেটে খুটে বাড়ী ফিরে এসে দেখবো আমারই ঘরের মধ্যে ভাই-বোনের খেলা হচ্ছে, সে সম্ভাবনা থেকে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

নিশ্চয়ই…নিশ্চয়ই! তাহলে তুমি এখনো পলিনকে বিয়ে করতে প্রস্তুত?

প্রস্তুত মানে? পলিন ছাড়া আর কোন মেয়েকেই আমি বিয়ে করতে রাজী নই। পলিনের সঙ্গে যদি বিয়ে না হয়, তাহলে আমি একটা গাধা!

কিন্তু তোমার অবস্থা এখন যা দাঁড়ালো, তাতে…

কি বলতে চাইছো?

বুড়ো ষ্টোকার তো তোমার বাড়ী কিনবে না বলে শপথ করেছে…সেক্ষেত্রে তোমার অবস্থা ঠিক আগেকার মতনই অপরিবর্তনীয় থেকে যাচ্ছে এবং তুমিই বলেছিলে, এই দরিদ্র অবস্থায় প্রেম নিবেদন করতে তোমার মর্যাদায় আঘাত লাগে…তাই না?

দেখলাম আমার কথাটা বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। চাফী যেন ভেতর থেকে একেবারে শিউরে উঠলো।

বার্টি, দোহাই তোমার, ও-কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিও না…আমি সে মতবাদকে সম্পূর্ণ রকমে বাতিল করে ফেলে দিয়েছি। এবং এখন সরকারিভাবে ঘোষণা করছি, প্রেম-নিবেদন সম্পর্কে আমার মত একদম বদলে গিয়েছে। আজ আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসার ক্ষেত্রে, যদি আমার পকেটে একটা পয়সাও না থাকে, আর আমার ভাবী পত্নীর সিন্দুকে সোনা ভরা থাকে, তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি কোন রকমে বিয়ের লাইসেন্সের খরচের দরুণ সাত শিলিং বা ছ'শিলিং জোগাড় করতে পারি, তাহলে বিয়ে আর কেউ আটকাতে পারবে না।

চমৎকার।

সত্যি বার্টি, ভালবাসার ক্ষেত্রে টাকার কথা আসে কি করে?

সত্যিই তো!

প্রেম হলো প্রেম স্রেফ্ ভালবাসা…

এর চেয়ে বড় কথা তুমি জীবনে বোধহয় আর বলোনি। তোমার অবস্থায় যদি আমি পড়তুম তাহলে এখুনি আমি কাগজ-কলম নিয়ে পলিনকে চিঠি লিখতে বসে যেতুম এবং প্রাণের রঙ দিয়ে এই প্রেমের আদর্শকে তার মনে

গেঁথে দিতুম। চিঠি লেখার কথা কেন বলছি জান? যদি পলিন মনে করে যে, টাকা-পয়সার যখন কোন ব্যবস্থা হল না, তখন তুমি হয়ত সরে পড়তে পার…

ঠিক কথাই বলেছো! পলিন তো সেকথা মনে করতে পারে! আমি এখুনি তাকে চিঠি লিখছি, ঠিক বলেছো…

লিখবে?

নিশ্চয়ই…জীভ্‌সের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবো—তাহলে বুড়ো আর আটকাতে পারবে না…

কিন্তু জীভ্‌স কি করে নিয়ে যাবে?

সে-ব্যবস্থা ঠিকই হবে…তোমাকে বলবার সময় পায় নি, বুড়ো ষ্টোকার আমার কাছ থেকে জীভ্‌সকে ভাঙ্গিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল…তখন আমি জীভ্‌সকে বারণই করেছিলাম, কিন্তু এখন মতলব করেছি, জীভ্‌স ঐ বুড়োর কাজই করুক। তাতে আমার প্রচুর সুবিধা হবে!

বুঝলাম, চাফী মতলব মন্দ করেনি।

বুঝেছি তোমার মতলব। ষ্টোকারের পতাকা জীভ্‌স হাতে থাকলে তোমারি সুবিধে! জীভ্‌স তখন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে…

নিশ্চয়ই!

তোমার চিঠি নিয়ে তখন অনায়াসে পলিনকে দিতে পারবে, পলিনের চিঠি নিয়ে আবার তোমাকে পৌঁছে দিতে পারবে, আবার তোমার উত্তর নিয়ে পলিনকে পৌঁছে দেবে…আবার…

ঠিক তাই। এবং এই ভাবে পত্র-চলাচল থেকে ক্রমশ একটা পরিকল্পনা খাড়া হয়ে উঠবে, যার সাহায্যে আমরা বুড়োকে লুকিয়ে দেখাশোনা করতে পারবো। ভাল কথা…একটা জিনিস তোমার কাছে জানতে চাই। আসল বিয়ের কাণ্ডটা সেরে ফেলতে ঠিক কতটা সময় লাগে জান?

সে-সম্বন্ধে অবশ্য আমার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমি শুনেছি, একটা কি স্পেশাল লাইসেন্সের ব্যবস্থা আছে, যা পলক ফেলতে না ফেলতেই পাকাপাকি হয়ে যায়।

আমি সেই স্পেশাল লাইসেন্সেরই ব্যবস্থা করবো। তারপর বুড়োকে দেখে নেবো। এতক্ষণ পরে ভেতর থেকে যেন একটা নতুন প্রেরণা পাচ্ছি! কোন ভাবনা নেই আর আমার। এখুনি একবার জীভ্‌সের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। আজ সন্ধ্যাবেলায় ষ্টোকারের নৌকোতে ওকে থাকতে হবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল! কপালটা আবার কুঁচকে উঠলো।

যেন উচ্ছ্বাসের মুখে কোথা থেকে একটা মস্ত বড় পাথর এসে পড়লো। আমার দিকে আবার সেই আগেকার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্থির হয়ে চেয়ে রইলো। গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করে উঠলো,
তোমার কি মনে হয়, পলিন নিশ্চয় আমাকে ভালবাসে ?
আবার ঐ প্রশ্ন ! আরে, পলিন তো নিজের মুখে সেকথা তোমাকে বলেছে, বলেনি ?
হাঁ, তা বলেছে। তা বলেছে বটে। কিন্তু মেয়েদের মুখের আলগা কথায় কি বিশ্বাস করা যায় ?
চার্লী !
আমি দেখেছি…ওরা অনেক সময় কথা নিয়ে খেলা করে…পলিন আমার সঙ্গে বোধহয় সেই রকম…
চার্লী, মনস্তত্ব-বিজ্ঞানে তোমার এই চিন্তাধারাকে বলে "মরবিড্"…
চার্লী গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবে।
একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। পলিন কি করে তোমাকে চুম্বন করবার অধিকার দিতে পারলো !
আরে মুর্খ ! অধিকার সে দেবে কেন ? আমি উচ্ছ্বাসের মাথায় ঐ কার্য করে ফেলি !
তাতে সে তো চটে গিয়ে তোমার কান মলে দিতে পারতো ?
কেন চটে যাবে ? সে বুঝতে পেরেছিল, আমি সেটা নিছক ভ্রাতৃ-ভাবে করেছি…
বুঝতে পেরেছিল…বলছো ! ভায়ের মতন ?
একেবারে ভায়ের মতন !
হতেও পারে ! বার্টি…তোমার নিজের কোন বোন আছে ?
না !
যদি থাকতো, তাহলে তাদের তুমি এই রকম ভাবে চুম্বন করতে ?
প্রয়োজন অনুসারে…বারবার…
তাই নাকি ! তা হলে ঠিকই হয়েছে…কি বলো ?
উষ্টারদের কথা তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পার ! বিশ্বাস করতে পার না ?
তা যদি বল, তাহলে উষ্টারদের ঠিক অতখানি বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, অক্সফোর্ডে যখন আমরা পড়তাম, বার্ষিক বোট-রেসের সকালবেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে তুমি

একটু-ও মুখ না কুঁচকিয়ে বলেছিলে, তোমার নাম হলো, ই, এইচ, গ্রিমসোল, তোমার ঠিকানা হলো ওয়েষ্ট ডালউচের আলিয়েন রোডে, কি একটা বাড়ীর নাম বলেছিলে, যার অস্তিত্বই ছিল না!

আরে, সে হলো একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার···যৌবনের, স্পোর্টের, সে একটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস...তা হতে পারে···

আলাদা জিনিস···স্পোর্টের ব্যাপার···সে-সময়···তা হতে পারে···তাহলে তুমি বলছো, এখন কোন গণ্ডগোল নেই। আচ্ছা, তুমি শপথ করে বলতে পার, পলিন আর তোমার মধ্যে এখন কোন-রকম-কিছু বিন্দুমাত্র নেই।

বিন্দুমাত্র কিছু নেই। আরে, আমরা দুজনে সেই সময়কার সেই সাময়িক উত্তেজনার কথা মনে করে কত হাসাহাসি করেছি···নিছক একটা মুহূর্তের পাগলামী!

মুহূর্তের পাগলামী··তাই···সই···মেনে নিলাম···কিন্তু দূর হোক্‌গে ছাই··· ও কথা আমি আর মনে করতে চাই না···চল্লুম···এখুনি চিঠিটা লিখে ফেলতে হবে!

চাফীর চলে যাওয়ার পর, কিছুক্ষণ আমি নীরবে চেয়ারের ওপর পা তুলে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে বসে রইলাম। একটার পর একটা, এই ক'ঘণ্টার মধ্যে যেসব প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা সহ্য করতে হয়েছে, তার ফলে রীতিমত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। বিশেষ করে, চাফীকে বোঝাতে আমাকে যে কসরৎ করতে হয়েছে, তাতেই আমি অনেকখানি ঘায়েল হয়ে গিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে আমার নতুন ভৃত্য ও সঙ্গী ব্রিঙ্কলে যখন এসে জিজ্ঞাসা করলো, রাত্তিরের ডিনারে কি খেতে চাই, তখন এই কটেজে বসে একলা সেই এক ঘেয়ে ষ্টিক আর ডিম খেতে মন চাইল না। বল্‌লুম, আজ রাত্তিরে আমি বাইরেই খাবো!

জীভ্‌স্ আমাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর আমি লণ্ডনের পরিচারক সাপ্লাই এজেন্সীকে একটা নতুন লোকের জন্যে লিখে পাঠাই এবং তার উত্তরে তারা এই বস্তুটিকে পাঠিয়ে দেয়। যদি লোক বেছে নেবার সময় ও সুযোগ থাকতো, তাহলে কখনই আমি এই বস্তুটিকে নির্বাচিত করে নিতাম না। আমি যে ধরণের লোক চাই, এ-লোকটি তার জীবন্ত প্রতিবাদ। জীভ্‌স আমার অভ্যাস একেবারে খারাপ করে দিয়েছে। প্রভু আর ভৃত্যের গুরু-গম্ভীর সম্পর্কের মধ্যে জীভ্‌স্ সম্পূর্ণ নতুন একটা আবহাওয়া এনে দিয়েছে এবং আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই আবহাওয়াকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে জীভ্‌সের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করাই ছিল আমার

দৈনিক অস্তিত্বের প্রধানতম আকর্ষণ এবং জীভ্‌সের ছিল সেই সদানন্দময় অনন্যসাধারণ প্রতিভা, যার প্রেরণায় সে মুখের আলাপকে জীবন্ত করে তুলতে পারতো। তাই জীভসের সঙ্গে আমার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল না, সে আমার অস্তিত্বের, আমার চিন্তার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এই নতুন লোকটি বোধহয় জীবনে ভুলে কখনো হাসে নি, কালো মেঘের মত একটা বীভৎস ছায়া সব সময়ই গম্ভীর হয়ে তার মুখে চেপে বসে আছে। সারা-মুখে-লাল-লাল দাগ, চোখ দুটো যেন নিত্য দুর্ভাবনায় ঘোলাটে, গাঁয়ের ছোট ছোট ডোবাগুলো যেমন সব সময় কাদায় ঘোলাটে হয়ে থাকে। যত-বার তার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ করতে গিয়েছি, সে মুখ বুঁজে থেকে আমাকে বারণ করেছে, তার সঙ্গে যেন কথা না বলি। যেদিন থেকে সে পদার্পণ করেছে, আমি মনিব হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছি তার সঙ্গে একটা হৃদ্যতা স্থাপন করবার জন্যে কিন্তু তার মনের দরজা যে কি দিয়ে বন্ধ, একটুও সেখানে ফাঁক আজও পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। বাইরের দিক থেকে অবশ্য তার শ্রদ্ধা-ভক্তির এতটুকু অভাব কোথাও ফুটে ওঠে না, কিন্তু আমি জানি ভেতরে ভেতরে রাতদিন সে কামনা করছে, কবে আসবে সাম্যবাদী বিপ্লবের বিজয়-লগ্ন···যেদিন রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে বার্টাম উষ্টার জাতীয় মনিবদের তারা ঝুলিয়ে রাখতে পারবে।

কি ভাবছো ব্রিঙ্কলে? আজ রাত্তিরে আমি বাইরে খেয়ে নেবো, বুঝলে?

কোন উত্তরই দিল না। শুধু আমার দিকে চেয়ে দু'একবার ঘাড় নাড়লো, যেন মনে মনে মেপে দেখছে, আমাকে ঝোলাতে যে ল্যাম্প পোষ্ট লাগবে, তার দৈর্ঘ্য কতটুকু হলে চলবে।

সারাটা দিন বড় ঝামেলায় কেটেছে, সমস্ত নার্ভগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে··· তাই রাত্তির বেলা, একটু আলো একটু ভালো রঙীন জল হলে নার্ভগুলো আবার সতেজ হয়ে উঠতে পারে···এবং আমার বিশ্বাস, এই দুটি জিনিসই ব্রিষ্টলে পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া, একটু গান, নাচ বা বাজনা যদি থাকে···যদি থাকে কেন, নিশ্চয়ই থাকবে···ব্রিষ্টল শহরে একটা না একটা দল বাইরে থেকে এসে জোটেই···কি বল?

ব্রিঙ্কলে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লো। বোধহয়, আমার এই হোটেলে আনন্দের সন্ধানে যাওয়ার ব্যাপারটার সঙ্গে তার এই দীর্ঘশ্বাসের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। হয়ত নীরবে মনে মনে ভাবছে, কবে সেদিন আসবে যেদিন সে দেখতে পাবে, রাস্তায় রক্তাক্ত ছুরিকা নিয়ে আমার পেছনে ছুটে চলেছে ক্ষুধিত বঞ্চিত সর্বহারার দল···

আমি গাড়ী নিয়ে বেরুবো···অতএব সন্ধ্যাবেলা তুমি ইচ্ছা করলে ছুটি নিতে পারো!

ব্রিস্কলের গলার ভেতর থেকে এতক্ষণ পরে আওয়াজ বেরিয়ে এলো, ধন্যবাদ স্যার!

এর বেশী তার কাছ থেকে আশা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সে সারাক্ষণ ধরে মনে মনে চিন্তা করুক, কি করে বুর্জোয়াদের সমূলে ধ্বংস করা যায়, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই কিন্তু বুর্জোয়া ধ্বংসের এই পরিকল্পনা সে কেন হাসিমুখে করতে পারে না?

আর কালবিলম্ব না করে গাড়ীতে গিয়ে বসলাম···এখান থেকে ব্রিষ্টল প্রায় ত্রিশ মাইল হবে···সুতরাং একটু সময় থাকতে যাওয়াই ভাল! সৌভাগ্য-বশত ব্রিষ্টলে পৌছে যেয়ে দেখি, একটা থিয়েটারে ভাল নাচগানের বই-এর অভিনয় শিগ্‌গিরই সুরু হবে! আর দু'একটা ভাল সীট্ তখনো পর্যন্ত খালি আছে।

ভোঁতা নার্ভগুলোকে শানিয়ে তুলে আবার যখন আমার গ্রাম্য নির্জনতায় ফিরলুম, তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে···গাড়ীটা গ্যারেজে রেখে দিয়ে, শোবার জন্যে পোষাক বদলাতে বদলাতে, রাত্রির কোমল শয্যার উষ্ণ স্পর্শের কথা ভেবে আপনা থেকে কণ্ঠে সুর বেরিয়ে এলো···আনন্দে গুন্‌গুন্ করতে করতে শোবার ঘরে ঢুকলুম···বাতিটা জ্বাল্‌লুম···সমস্ত শরীর ঘুমে ভারি হয়ে আসছে···মধুর নিদ্রা···শয্যার দিকে এগিয়ে চলি···বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে মধুর আবেশে দেহটাকে একবার আড়মোরা ভেঙ্গে নেই···এমন সময় মনে হলো, আমার বিছানায় কে যেন উঠে বসলো···

বাতিটা আনতে গিয়ে হাতের কাঁপুনিতে পড়ে গেল···অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘর··· ক্ষণিক আলোকে আমি স্পষ্ট দেখলুম আমার রামধনুরঙা পা-জামাটা পরে আমার বিছানায় বসে পলিন ষ্টোকার···অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পা-জামার সোনালী রঙের দড়িটা···

নিশীথ রাত্রিতে নির্জন ঘরে শুতে গিয়ে কেউ যদি অকস্মাৎ দেখে তার শয্যায় আগে থাকতে শুয়ে আছে এক তরুণী, তাহলে সে ব্যক্তির মনের ভাব কি হবে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ, এহেন ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কারুর ভাল লাগে,

কারুর ভাল লাগেনা। আমার অন্তত ভাল লাগেনা। তার কারণ, উষ্টার রক্তের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে পিউরিট্যান্‌ আদি পুরুষের আদর্শের বীজ, যেটা আজও মরে যায় নি। তাই যতদূর সম্ভব, নিজের ভাবভঙ্গীকে সযত্ন চেষ্টায় সংযত করে নিলুম এবং চোখের দৃষ্টিতে যতখানি ভৎ´সনা আনা সম্ভব, তা এনে নীরবে নিস্পৃহভাবে পলিনের দিকে চেয়ে রইলুম। পরমুহূর্তেই বুঝলুম, আমার এতখানি মানসিক ও দৈহিক চেষ্টার কোন সার্থকতাই নেই কারণ ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। আমার চোখের দৃষ্টিতে ভৎ´সনা, না উচ্ছল আনন্দ, তা অনুমান করা ছাড়া, বোঝবার আর কোন উপায় নেই। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলুম,

একি…একি…একি ব্যাপার ?

শান্ত কণ্ঠে উত্তর এলো, চমৎকার ব্যাপার !

চমৎকার ?

নিশ্চয়ই।

ও…তাই নাকি…

কণ্ঠস্বরে যতখানি তিক্ততা আর গাম্ভীর্য মানুষ চেষ্টা করে আনতে পারে, আমি শপথ করে বলছি, আমার কণ্ঠস্বরে তার এক বিন্দুও কম হতে দিইনি। আমি সত্যি সত্যি পলিনকে বোঝাতে চাই, এ ব্যাপারে আমার সমর্থন নেই।

ঘরের অন্ধকারটা আগে দূর করা দরকার। তাই পড়ে-যাওয়া মোমবাতিটা তোলবার জন্যে অন্ধকারে মেঝেতে হাতড়ে দেখতে গিয়ে, ভয়ে চীৎকার করে উঠলুম…

পলিন ধমকে উঠলো, আঃ, চীৎকার করছো কেন ?

চীৎকার করবো না ? বলছো কি…মেঝেতে একটা মড়া পড়ে রয়েছে !

কখনই নয় তাহলে আমি তা দেখতে পেতাম…

তা জানি না…কিন্তু বিশ্বাস কর…সত্যি সত্যি আমার হাতে একটা ঠাণ্ডা হিম আল্‌গা চামড়া লাগলো…সটান পড়ে আছে…

পড়ে তো আছেই…আমার সাঁতার কাটবার রবারের স্যুটটা…

সাঁতার কাটবার স্যুট ?

ইডিয়ট, তুমি কি ভেবেছো, নৌকো থেকে আমি এরোপ্লেনে উড়ে এসেছি ?

না, তা আসা সম্ভব ?

তুমি নৌকো থেকে সাঁতরে এসেছ ?

হাঁ !

কখন ?

প্রায় আধঘণ্ট. হলো।

লোকের ধারণা আমি নাকি রোমান্টিক। কিন্তু আমি জানি, জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে আমি একেবারে হিসেব করে চলি। তাই সেই হিসেবী বুদ্ধিতে জিজ্ঞাসা করে উঠলুম, কিন্তু কেন এলে ?

ততক্ষণে মোমবাতিটা খুঁজে পেয়েছি···দেশলাই-এর সাহায্যে মোমবাতিটা ধরাতেই অন্ধকার দুর হয়ে গেল। বুঝলুম নিজের সাঁতারের ভিজে স্যুটটা খুলে ফেলে পলিন আমার পা-জামা পরে বসে আছে···সত্যি, সেই আবছা আলোয় পলিনকে অপরূপ দেখাচ্ছে। প্রশংসা যেখানে প্রাপ্য, সেখানে প্রশংসা করতে উষ্টাররা কোনদিনই ভয় পায় না।

সত্যি পলিন, এই পা-জামাটায় তোমাকে অপরূপ মানিয়েছে।

ধন্যবাদ !

পলিনের কণ্ঠস্বর যেন হঠাৎ বদলে গেল···অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, কি মনে হচ্ছে জান বার্টি, তোমার একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার ?

তার মানে ?

তোমাকে আর বাইরে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়···এখনো যদি তোমাকে কোন পাগলা গারদে রাখা যায়, তাহলে হয়ত একদিন সেরে উঠতে পার !

পলিন কি বলতে চাইছে, কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে আছে।

আমি জানতে চাই, বাবার সামনে তুমি যে আমাকে অমনি করে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলে, তার মানে কি ? তারপর···এখন ব্যস্···চুপচাপ···স্যার রডারিক তোমার সম্বন্ধে যেকথা বলেছিলেন, এখন দেখছি, সেটা ভুল কথা নয়···সত্যি তোমাকে কোনরকমে আটক করে রাখা দরকার···

এতক্ষণে বুঝলুম, আসল গণ্ডগোলটা কোথায় বেঁধেছে···সেদিনকার সেই নিরীহ চুম্বনের রহস্যটা পলিনকে বুঝিয়ে বলা দরকার।

তুমি এই মাত্র যে-ঘটনার কথা উল্লেখ করলে, সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হলো, আমি জানতুম না, যে-ব্যক্তিটী এগিয়ে আসছিল, তিনি তোমার পিতা···আমি ভেবেছিলুম, সে ব্যক্তি হলো চাফী।

চাফীকে দেখতে কি বাবার মতন ? তোমার চোখও তাহলে দেখছি খারাপ হয়ে গিয়েছে ! তাই যদি হয়, তবুও ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না···চাফীর সামনে আমাকে চুম্বন করবার এ আবেগ তোমার কি করে এলো ?

সমস্ত ব্যাপারটা তখন আমাকে বুঝিয়ে বলতে হলো।
আমি চেয়েছিলুম চাফীকে জাগিয়ে তুলতে···তাই এই চুম্বন আর আলিঙ্গনের অভিনয় করি। ভেবেছিলুম, তোমাকে আমার বক্ষসংলগ্ন দেখে তার অন্তরের ভীরু মৌন ভালবাসা একটী নিমেষের আঘাতে সুতীব্র হয়ে উঠবে যার প্রেরণায় সে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার জন্যে ছুটে আসবে!
পলিনের চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখলুম একটু যেন কোমল হয়ে এলো।
এ মতলব কি তোমার নিজস্ব? তোমার ঐ দামী মাথা থেকেই এসেছে?
হাঁ, সম্পূর্ণ আমার!
পলিনের এই প্রশ্নের পিছনে যে-ইঙ্গিতটা ছিল, তাতে মনে মনে ক্ষুণ্ণই হলুম। বল্লুম, আমি ভেবে পাইনা, কি করে লোকের ধারণা হলো যে, জীভ্‌সের সাহায্য ছাড়া আমি নতুন কোন আইডিয়াই ভাবতে পারি না··· আশ্চর্য···
সত্যি, বন্ধুর জন্যে এই রকম ভাবে···সত্যি, তোমাকে প্রশংসা করতেই হয়!
আমরা উষ্টাররা বন্ধুর জন্যে অনেকখানি করতে পারি অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে পারি।
আজ আমি বুঝতে পারছি কেন সেদিন নিউইয়র্কে, যে-মুহূর্তে তুমি বিয়ের প্রস্তাব করলে, সেই মুহূর্তেই আমি তোমাকে স্বীকার করে নিলাম··· তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়, তোমার মধ্যে একটা বেশ নধর মাংসল ভেড়া জাতীয় বস্তু আছে···যদি তোমার ডিউকের জন্যে এতটা পাগল না হতাম, তোমাকে অনায়াসে বিয়ে করতে পারতাম···সত্যি বলছি বার্টি···
ভীতকণ্ঠে বলে উঠলাম, না না···ওকথা তুমি স্বপ্নেও ভেবো না···মানে··· আমি···
ভয় নেই···আমি তোমার ঐ ডিউককেই বিয়ে করবো ··এবং আজ এখানে সেইজন্যেই এসেছি!
এই তো···এতক্ষণ পরে ঠিক রাস্তায় এসে পড়া গেল কিন্তু দোহাই তোমার আমাকে বুঝতে দাও, এই রাত্তিরে নৌকো থেকে সাঁতরে এসেছো কেন? আর এলেই যদি, দয়া করে আমার বিছানাতেই বা আশ্রয় নিলে কেন?
তার একমাত্র কারণ, ভিজে সুইমিং সুট পরে তো চাফীর বাড়ী যাওয়া যায় না···সুতরাং এমন একটা জায়গায় আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে, যেখানে আমি দরকার মত আবার পোষাক আনিয়ে নিতে পারবো।
তাহলে তুমি চাফীর জন্যেই সাঁতার কেটে এসেছো?

নিশ্চয়ই! বাবা তো আমাকে নৌকোতে একেবারে নজরবন্দী করে রেখেছেন···আজ সন্ধ্যা বেলা তোমার সেই লোকটা···জীভ্স্···

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম, আমার কাছে সে এখন ভূতপূর্ব!

বেশ তাই হলো, তোমার সেই ভূতপূর্ব লোকটী সন্ধ্যা বেলা ডিউকের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে হাজির হয়···সত্যি···কি ছেলে!

ছেলে? কে? জীভ্স্?

না···চাফী। একখানা চিঠি লিখেছে বটে···পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়লো···এক জায়গায় জড় করলে ছ'টা পাইন্ট বোতল ভর্তি হয়ে যেতো!

চাফী···চিঠি লিখেছে···?

চিঠি নয়, তপ্ত প্রাণের আগুন···

একেবারে আগুন?

তার আঁচে মধু ফেটে পড়ছে···অক্ষরে অক্ষরে কবিতা···

সত্যি?

সত্যি!

চাফীর চিঠিতে কবিতা?

হাঁ···মনে হচ্ছে যেন তুমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ!

সত্যিই অবাক না হয়ে পারিনা। চাফী যে এ-রকম আগুন-ভরা কবিত্বময় চিঠি লিখতে পারে, সেকথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন।

তাহলে, চিঠিটা তোমাকে মাতিয়ে তুলেছে বল?

সেকথা আর বলতে! চিঠিটা পড়ে মনে হলো, একটা রাতও তাকে না দেখে থাকতে পারবনা। আমার মনের ভেতর সেই যে একটা কবিতা···কে একজন নারী এক দৈত্যের প্রেমে পড়ে যায়···সেই দৈত্যের জন্যে সে বিলাপ করে ···কি সেই কবিতাটা?

ওখানেই তো আমার বিপদ। এসব ব্যাপারে জীভ্সই আমার প্রধান সহায় ছিল···

আমার অবস্থা সেই নারীর মতন হয়ে ওঠে, হাঁ ভাল কথা···জীভ্সের কথা যখন উঠলোই···সত্যি আমি স্বীকার করছি, এরকম লোক পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়···কি সহানুভূতি! কি মমতা। লোকটার গা দিয়ে যেন মমতা ঝরে পড়ছে!

তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে জীভ্সের কাছে তুমি মনের কথা সব খুলে বলেছ?

নিশ্চয়ই···আমি যা করবো, তা-ও জানিয়েছি তাকে!
সে তোমাকে তাতে বাধা দিলো না?
বাধা দেবে? সে ষোল আনা সাহায্য করতে রাজী!
সত্যি?
তুমি যদি তার মুখের হাসি দেখতে! কি খুশী! আমাকে সাহায্য করবার জন্যে সে পাগল···
পাগল?
সত্যি···তোমার সম্বন্ধেও অনেক কথা বল্লে।···তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে···
তাই নাকি? কি রকম?
তোমাকে সে যে কতখানি শ্রদ্ধা করে, তা তার একটা কথা থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কথাটা এখনো আমার মনে আছে। তোমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বল্লো, মিঃ উষ্টারের মস্তিষ্কের শূন্যতা অন্তরের পরিপূর্ণতায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে···তাঁর হৃদয়টা একেবারে খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী!
জীভ্‌স আমার সম্বন্ধে বল্লো, মস্তিষ্কের শূন্যতা?
বার্টি···ও নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছো? তুমি তো জান, জীভ্‌স সত্যি কথাই বলেছে···
রাবিশ্‌!
কি বল্লে?
রাবিশ্‌!
কেন?
কেন আবার কি? তোমার পুরনো চাকর যদি চারদিকে বলে বেড়ায়, তোমার মগজে কিছু নেই, তাহলে রাবিশ্‌ ছাড়া আর কি বলতে পার?
কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, তার পরের কথাটা···খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী হৃদয়।
হৃদয়ের ভিতর সোনা আছে কি তামা আছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আসল কথা হলো, যে-লোককে আমি কোনদিন ভৃত্য বলে দেখি নি, যাকে আমি খুড়ো-জ্যাঠার মতন মর্যাদা দিয়ে এসেছি, সে লোকটা কিনা বাইরে গিয়ে চতুর্দিকে আমার মস্তিষ্কের শূন্যতা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে··· আর আমারই ঘরে রাত্রিবেলায় আমারই বিছানায় মেয়ে এনে জড় করছে···
বার্টি···তুমি চটে গিয়েছো দেখছি···
চটে গিয়েছি মানে?
তোমার কথা থেকেই বুঝেছি তুমি ভীষণ চটে গিয়েছো। কিন্তু কেন যে চটছো বুঝতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে সাহায্য

করতে পারলে সুখীই হবে···সেই জন্যে তোমার সোনা দিয়ে তৈরী হৃদয়ের কথাটা···

কথাটা তা নয়। অনেক লোকের হৃদয় হয়ত সোনা দিয়ে তৈরী কিন্তু তাদের কেউ বাড়ী ফিরে এসে যদি দেখে তার বিছানায় তারই পা জামা পরে বসে আছে একজন তরুণী, তাহলে সে বিভ্রান্ত না হয়ে পারেনা। একটা কথা তুমি বুঝতে পারছো না···তুমি আর তোমার ঐ জীভ্‌স লোকটা যে কথাটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে পারোনি···সেটা হলো, আমার একটা সুনাম আছে, যে-সুনামকে আমার জীবন দিয়েও রক্ষা করতে হয়, আমার নামের গায়ে এতটুকু ময়লা দাগ আমি কোনদিন লাগতে দিইনি,···এবং সেই নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাকে বজায় রাখতে আমাকে রীতিমত মেহনৎ করতে হয়। ভোর রাত্তিরে ঘরে বিছানার ওপর আমারই পা-জামা পরে যদি তরুণী নারীরা শুয়ে থাকে, তাহলে সে-সুনাম বজায় রাখা চলে না···

তাহলে বার্টি, তুমি বলতে চাইছো, আমি সারারাত ঐ ভিজে সুইমিঙ সুট পরে বসে থাকবো ? এই কিছুক্ষণ আগে···তুমি নিজের মুখে বলেছো, পা-জামাটায় আমাকে অপরূপ মানিয়েছে···

সেকথা আমি এখনো বলছি···কিন্তু আমার পয়েণ্টটা তুমি এখনো বুঝতে পারছো না। আমার পয়েণ্ট হলো···

আমি তো আঙুল দিয়ে গুণেই চলেছি এক দুই করে তোমার প্রায় এক ডজন পয়েণ্ট দাঁড়াচ্ছে···

মোটেই না···আমার শুধু একটা পয়েণ্ট···সোজা কথায় বল্লে বলতে হয়, যদি এই অবস্থায় তোমাকে আর আমাকে লোকে দেখে, তাহলে তারা কি বলবে ?

কিন্তু লোকে দেখতে পাবে কি করে ? এখানে আর লোক কোথায় আছে ?

তাই বটে ! তুমি কি জান না এই বাড়ীতে, একটি জীব থাকে যার নাম ব্রিঙ্কলে !

কে সে ?

আমার নতুন চাকর। সকাল বেলাতেই চা নিয়ে এই ঘরে সে হাজির হবে ! এবং যখন দেখবে, আমার বিছানায় তুমি শুয়ে আছ, তখন ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যে স্কাণ্ডাল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, তাতে সমগ্র মানবতা সজাগ হয়ে উঠবে !

কিন্তু আমি বলছি, এ বাড়ীতে আর কেউ নেই···

কেউ না থাকুক···একজন ব্রিঙ্কলে থাকলেই যথেষ্ট !

ব্রিস্কলে বলেও কেউ নেই !

সে কি !

যদি কেউ থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সে বদ্ধ কালা। বাড়ীর দরজায় এসে আমি যে চীৎকার করেছি, তাতে একটা বড় পাড়া জেগে উঠতে পারতো··· যখন তাতেও কারুর সাড়া ভেতর থেকে পেলাম না, তখন বুঝলাম বাড়ীতে কেউ নেই···পেছন দিককার একটা জানলার কাঁচ ভেঙ্গে তবে বাড়ীর ভিতর ঢুকি···এবং আমার সেই কার্যের প্রতিবাদ করবার জন্যে কোন ব্রিস্কলেই আসে নি !

জানালার কাঁচ ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকেছো ?

বা-রে···তা না হ'লে ঢুকতাম কি ক'রে···খুঁজতে-খুঁজতে পেছন দিক দিয়ে দেখি···একটা ঘর···কাঁচের জানলা···

সেইটেই তো ব্রিস্কলের শোবার ঘর !

সে ঘরে কেউ ছিল না !

ছিল না ! তার মানে ? তাকে আমি সন্ধ্যাবেলাটুকু ছুটি দিয়েছিলাম বটে··· কিন্তু তাকে সারারাতের ছুটি তো দিই নি !

তাহলে ঠিকই হয়েছে···তোমার সে লোক নিশ্চয়ই কোথাও স্ফূর্তিতে রাত কাটাচ্ছে···

তাই যদি হয়ে থাকে, মন্দের ভাল···

সুতরাং এতক্ষণ তুমি যে চেঁচালে, সেটা স্রেফ্ অকারণে গেল···বুঝতে পারছো ?

কিন্তু সেকথা বোঝাবার আগেই, অন্য আর একটা জিনিস এসে পড়লো। মনে হলো, বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে।

সেই গ্রীষ্মের নিঃস্তব্ধ নিশীথলগ্নে কড়া নাড়ার শব্দটা যে-মাত্রায় ও যে-ছন্দে জেগে উঠলো, তাতে ঘরের ভিতর আর রসালাপ করা সম্ভব হলোনা। এবং এই নিশীথ-আগন্তুক সম্বন্ধে আমাদের দুজনের সিদ্ধান্তই দেখলুম মিলে গেল।

পলিন অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো, নিশ্চয়ই বাবা ! এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের প্রেরণায় হাতের ঝাপ্টা দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলো।

হঠাৎ সেই অন্ধকারে আমি আরো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলুম, এটা কি করলে

পলিন?

ঠিক করেছি…বাইরে থেকে বাবা যদি আলো দেখতে পায়, তাহলে আর ফিরে যাবে না…অন্ধকারে কারুর সাড়া না পেলে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।

কড়ানাড়াটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল। আবার দ্বিগুণ জোরে জেগে উঠলো।

পলিন আমার কানের কাছে এসে বল্লো, তুমি না হয় নীচে নেমে গিয়ে দেখা কর…কিংবা…দাঁড়াও একটা কাজ করলে, কি হয়? ওপরের সিঁড়ির জানলা থেকে যদি কয়েক বালতি জল বাবার মাথায় ঢেলে দেওয়া যায়…

আমি আঁৎকে উঠলুম। পলিনের কথার সুর থেকে মনে হলো, জল-ফেলার যে মতলবটা হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, সেটা যেন নেহাৎ সহজ এবং তার ধারণা তাতেই যেন এই বিপদ থেকে অনায়াসে উদ্ধার পাওয়া যাবে! যে-মেয়ের মগজে বাবার মাথায় রাত্রিবেলা বালতির ঠাণ্ডা জল ফেলার প্রেরণা একান্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়, তাকে রাত্রিবেলায় একলা ঘরে আশ্রয় দেওয়া যে কতখানি উন্মাদের কাজ, তা বুঝতে আমার আর বাকি রইলো না। আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েদের উন্মাদ কাণ্ড-কারখানার যে-সব গল্প শুনেছিলুম, সেগুলো যেন সজীব হয়ে আমার সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কানে কানে চাপা গলায় বল্লুম, স্বপ্নেও ও কার্যের কথা কল্পনা করো না! মন থেকে একেবারে কেটে বাদ দাও!

পলাতক কন্যার খোঁজে শুকনো জামা কাপড় পরা ওয়াস্‌বার্ণ ষ্টোকারের মূর্তি কল্পনা করতেই আমার হৃদকম্প হচ্ছিল, তার ওপর যদি কয়েক-বাল্‌তি ঠাণ্ডা এইচ-টু-ও তাতে পড়ে, তাহলে সে-বস্তু যে কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। অবশ্য নীচে গিয়ে সেই বৃদ্ধের সামনা সামনি দাঁড়াতেও আদৌ আমার মন সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু তা না করলে যদি তাঁর মেয়ে বাল্‌তির জলের সাহায্য গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে ভেবে দেখলাম, আমার নীচে যাওয়াটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তাই বল্লুম,

নীচে যেতেই হবে দেখছি।

কিন্তু খুব সাবধান!

কিসের জন্যে সাবধান হবো?

এমনি বল্লাম মানে…যদি…না…বাবা নিশ্চয়ই বন্দুক নিয়ে আসেন নি!

হঠাৎ গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো। বল্লুম, তুমি ঠিক জান, তোমার বাবা বন্দুক নিয়ে আসেন নি?

পলিন মনে মনে যেন কি ভাবে।

কি ভাবছো ?

ভাবছিলাম, বাবা দক্ষিণ-অঞ্চলের লোক···না···

কেন ?

দাঁড়াও মনে করি···বাবা যে-জায়গায় জন্মেছিলেন, তার নাম হলো কার্টারভিল ভূগোল পড়েছো ? কার্টারভিল আমেরিকার কোন্ দিকে ?

তাতে কি যায় আসে ?

অনেক কিছু...যদি দক্ষিণ দিকে হয়, তাহলে বাবার হাতে নিশ্চয়ই বন্দুক থাকবে···কারণ শুনেছি, দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা নাকি বংশের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য কথায় কথায় বন্দুক ব্যবহার করে।

কিন্তু আমি···আমি তো তোমাদের বংশের মর্যাদার কোন হানি করিনি।

বাবা যদি এই নির্জন রাত্তিরে আমাকে এই অবস্থায় তোমার ঘরে দেখেন, তাহলেই তিনি ধরে নেবেন যে তাঁর বংশের মর্যাদা নষ্ট করা হয়েছে ?

মনে মনে ভেবে দেখলুম, ধরে নেওয়াই সম্ভব। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তাই নিয়ে ভাবা সম্ভব হলো না···নীচে মনে হচ্ছিল যেন দরজাটা এবার ভেঙ্গে পড়বে।

দূর হোক্ গে ছাই···তোমার বাবা যেদিকে খুসী জন্মান্, আমাকে নীচে যেতেই হবে···

যাও, কিন্তু যতখানি সম্ভব দূরে দূরে থাকতে চেষ্টা করো !

বুঝেছি।

সবটা বোঝনি···বাবা যৌবনে রীতিমত কুস্তি লড়েছিলেন···

তোমার বাবা সম্বন্ধে আর কোন নতুন তথ্য শোনবার আর দরকার নেই।

তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য...বাবার হাতের নাগালের মধ্যে না যাওয়াই ভাল ! আর একটা কথা···গা-ঢাকা দিয়ে লুকোতে পারি, এমন কোন জায়গা···

এখানে নেই !

বারে···কেন নেই !

আমি জানি না, কেন নেই !

রাগত কণ্ঠেই জবাব দিতে হলো, তারা যখন এই সব গেঁয়ো কুটীর তৈরী করেছিল, তখন তাদের মাথায় আসেনি যে এই সব কটেজে মাটীর তলায় গুপ্ত কক্ষ আর সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করে রাখা দরকার···

এই বলে দ্রুত নীচে নেমে গেলুম এবং সজোরে দরজা খুলে দিলুম···অবশ্য

সজোরে খুল্লেও, দু'ইঞ্চির বেশী ফাঁক করি নি। সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলুম,

হ্যালো···হ্যালো

সেই মুহূর্তে, সেই দু'ইঞ্চি ফাঁকের ভেতর দিয়ে বাইরে যে-ব্যক্তিটাকে দেখলুম, সে আর যেই হোক, ওয়াসবার্ণ ষ্টোকার নয়···তাতে নিমেষের মধ্যে আমার মনে একটা পরম শান্তি নেমে এলো···বহুদিন এমন শান্তি পাইনি।

বাইরে থেকে আওয়াজ এলো, উঃ···কি কাণ্ড! বলি, এতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি···কি ব্যাপার হে ছোকরা! কালা হয়ে গিয়েছো নাকি? এমন অন্তরঙ্গভাবে কে ছোকরা বলে সম্বোধন করে? তাই বাধ্য হয়েই সম্ভ্রম ভরে বলতে হলো,

দরজা খুলতে একটু দেরী হয়ে গেল···মাফ করবেন···একলা বসে এটা-সেটা ভাবতে ভাবতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম···তাই···

বাইরে থেকে এবার যে-জবাব এলো, দেখলুম, কণ্ঠস্বরটা আমারই মতন হঠাৎ নরম হয়ে গিয়েছে

মাফ করবেন স্যর—আপনি—আমি·ভেবেছিলাম, ব্রিঙ্কলে—

বুঝলুম, ব্রিঙ্কলেরই কোন বন্ধু। রাগে মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। মনে মনে ঠিক করলুম, একবার ব্রিঙ্কলে ফিরে আসুক···গভীর রাত্রিতে লুকিয়ে আমার বাড়ীতে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া বার করে দেবো!

গম্ভীরকণ্ঠে বল্লুম, ব্রিঙ্কলে তো বাড়ী নেই! কিন্তু···তুমি কে?

সার্জেণ্ট ভুলে···স্যর!

দরজাটা নিশ্চিন্ত মনে পুরোপুরি খুলে দিলুম। বাইরে ঘুটঘুটে ঘন অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যেই আগন্তুকের জামার হাতায় আইন ও শান্তির রাজচিহ্ন স্পষ্ট চোখে পড়লো।

ও···তাই বলো···সার্জেণ্ট ভুলে!

এখন আর বার্টাম উষ্টারের মনে দুর্ভাবনার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। সমস্ত পৃথিবীকে এখন বন্ধু বলে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত বার্টাম উষ্টার।

সার্জেণ্ট ভুলে! বল ভাই, আমি কি করতে পারি তোমার জন্যে?

এতক্ষণ অন্ধকারে চেয়ে থাকার দরুণ, অন্ধকারটা অভ্যস্ত হয়ে আসছিল। মনে হলো, অদূরে যেন আরো একটা কি দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন পুলিশের লোক। লম্বা, রোগা···

আমার ভাইপো স্যার! কনষ্টবল্ ডব্‌সন!

সার্জেণ্ট ভুলে আর তার পরিবারে যত পুলিসের লোক আছে তাদের সঙ্গে আলাপ করবার মতন যদিও সে-সময় আমার মনের অবস্থা ছিল না, তবুও নিজের বিরক্তিকে চেপে দ্বিতীয় মূর্তির উদ্দেশ্যে বলে উঠলুম,

ও···কনষ্টবল ডব্‌সন···ভাল !

এমন সময় সার্জেণ্ট ভুলে বলে উঠলো, আপনি কি জানেন স্যার, কিছুক্ষণ আগেই আপনার বাড়ীর নীচের তলার একটা কাঁচের জানলা কে বা কারা ভেঙ্গেছে ? আমার ভাইপো রাতে টহল দিতে দিতে ভাঙ্গা জানলাটা লক্ষ্য করে···গোলমাল সন্দেহ ক'রে আমাকে খবর দেয়···তাই তদারক করতে আসতে বাধ্য হয়েছি।

তাই···নাকি ? আরে···ব্যাপারটা গোলমাল কিছু নয়···পরশুদিন ব্রিস্কলে হঠাৎ জানলাটা ভেঙ্গে ফেলে···ব্রিস্কলেটা একেবারে অপদার্থ···একটা আস্ত গাধা !

আপনি তাহলে ভাঙ্গা জানলাটার খবর জানেন ?

জানি বই কি···নিশ্চয়ই ঠিক আছে সার্জেণ্ট !

আপনি যদি স্যার মনে করেন যে ঠিক আছে, তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই। তবে, একথাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য, এই রকম ভাঙ্গা জানলা দিয়েই চোর-ডাকাতেরা বাড়ীর ভেতর ঢোকে !

এমন সময় দ্বিতীয় যে পুলিশটী এতক্ষণ অন্ধকারে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল, নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলো,

খুড়ো আমার মনে হলো, আমি যেন দেখলাম, একটা চোর ঐ জানলা দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো···

সার্জেণ্ট ভুলে গর্জে উঠলো,

ডব্‌সন, তোমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, ডিউটীর সময় কখনো আমাকে খুড়ো বলে ডাকবে না···আর ষ্টুপিড···যদি তুমি দেখে থাক যে বাড়ীতে চোর ঢুকেছে, এতক্ষণ আমাকে সে-কথা বলোনি কেন ? স্যার, কিছু যদি মনে না করেন, এক্ষেত্রে বাড়ীর ভেতরটা এখুনি খুঁজে দেখা বিশেষ দরকার !

বুঝলুম, বাড়ীর মালিক হিসাবে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে ! সার্জেণ্ট, আমার বাড়ী···আমি যখন বলছি, কোন হাঙ্গামা ঘটেনি···তখন এত রাতে এ নিয়ে আর আমাকে জ্বালাতন করবার কোন দরকার নেই !

একবার খুঁজে দেখতে পারলে ভাল হতো স্যার !

কোন দরকার নেই সার্জেণ্ট ! এখন তা হতে পারে না।

শেষ কথাটা না বল্লেই ভাল হতো। বুঝলুম, সার্জেণ্টের কর্তব্যপরায়ণতায়

আঘাত লেগেছে।

মাফ্ করবেন স্যার···পুলিশের কাজ পুলিসকে করতে দেওয়াই হলো আপনার মতন নাগরিকের কর্তব্য···দুঃখের বিষয়, আজকাল এই জাতীয় ব্যাপারে আমরা আপনাদের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পাচ্ছি না··· এই নিয়ে কালকের কাগজে রীতিমত লেখালেখি হয়েছে···দেখে থাকবেন নিশ্চয়ই!

না, দেখিনি!

মেইলের মাঝখানের পাতায় বড় বড় অক্ষরে হেড লাইন দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে···পুলিসকে তার কর্তব্য-পালনে সাহায্য করুন! আমি কেটে আমার আল্‌বামে রেখে দিয়েছি···প্রতি বছরই স্যার, এই জাতীয় ছিঁচ্‌কে চুরির সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে সারা ইংলণ্ড সচকিত হয়ে উঠেছে ···খুন-জখমের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে···

সেটা নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ!

ধরুন স্যার, আমাদের সঙ্গে কথা বলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার বিছানায় গিয়ে শুলেন···আপনি জানেন না যে আপনার বিছানার তলাতেই শাণিত ছোরা বার করে খুনী শুয়ে আছে, আপনি যেই ঘুমিয়ে পড়লেন, অমনি বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে আপনার গলাটা দেহ থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালালো···

আমি বলছি, আমার শোবার ঘরে এই মর্মান্তিক নাটকের অভিনয় হবার কোন কারণই নেই···আমি বেশ ভাল করেই খাটের তলা এই মাত্র দেখে এসেছি···

খাটের তলায় না হোক···বাড়ীর ভিতর অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে··· ভাইপো ডব্‌সন যোগান দেয়, অন্ধকারে ওৎ পেতে আছে···

আমরা স্যার, যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, যাতে আপনার কোন ক্ষতি না হয়, কারণ আপনি আমাদের জমিদার লর্ড চাফ্‌নেলের বিশেষ বন্ধু! একান্তই যদি আপনি আমাদের বাড়ীর ভিতর খুঁজে দেখতে না দেন···

সার্জেন্ট, আমি বল্‌ছি চাফ্‌নেল রেজিসের মতন জায়গায় ও-সব ভয়ের কোন কারণই নেই!

আপনি বলছেন বটে স্যার। কিন্তু···চাফ্‌নেল রেজিসের আর সেদিন নেই। আমাদের থানার কাছেই একদল নিগ্রো গাইয়ে-বাজিয়ে বাইরে থেকে এসেছে। আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না!

কি রকম?

যেদিন থেকে তারা এসেছে, আশেপাশের লোকের মুরগী চুরি যেতে আরম্ভ হয়েছে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। তা যাই হোক্…আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না…ডব্‌সন…এসো…গুড্‌নাইট স্যার।

গুড্‌ নাইট!

দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। পলিন উৎকণ্ঠিত হয়ে বিছানার ওপরই বসেছিল!

কে এসেছিল?

পুলিশের লোকেরা!

তারা কেন?

তারা দেখেছে, তুমি জানলা ভেঙে বাড়ীতে ঢুকেছো!

সত্যি বার্টি, আমার জন্যে তোমাকে কত যে জ্বালাতন সইতে হলো!

না না…জ্বালাতন আর কি, মোটেই না…তা হলে তুমি তো এখন শোবে… আমি বাইরে কোথাও…

বাইরে কোথায় শোবে?

বাড়ীর বাইরে। গ্যারেজে…

নীচে…শোবার মতন আর একটা শোফা নেই?

একটা আছে…সেটা আদিম জল-প্লাবনের সময় নোয়া তৈরী করেছিল… তার চেয়ে আমি গ্যারেজ আমার গাড়ীর ভেতর পরমানন্দে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবো…

সত্যি বার্টি আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই কষ্ট দিলাম!

পলিনের কথার ভেতর থেকে যেন একটা সত্যিকারের সমবেদনার সুর কানে এসে লাগলো। মনটা আপনা থেকে নরম হয়ে গেল। সত্যিই তো, বেচারা পলিন! তার কি দোষ? সে যা কিছু করেছে, তা ভালবাসার প্রেরণাতেই করেছে ভালবাসা স্রেফ্‌ ভালবাসা। চাফীর কথাই ঠিক। তাই সান্ত্বনার মতন করে বলি,

পলিন, তুমি আমার আজকের বন্ধু নও…ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করবার কোন দরকার নেই! দুটো প্রাণ খুশী হবে, তার জন্যে আমরা উষ্টাররা বহুদূর যেতে পারি। এখন বালিসে কোঁকড়ানো চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ো…আমি ঠিক আছি…

একটা ছোট্ট হাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে দরজায় এসে পৌঁছলুম…তারপর দরজা খুলে…বাইরে… অন্ধকারে বুনো গন্ধভরা রাত্রি…এগিয়ে চল্‌লুম গ্যারেজের দিকে। মাত্র দশ

বারো গজ গিয়েছি…এমন সময় একটা ভারী হাত কাঁধে এসে পড়লো…বেশ সজোরে…

অন্ধকারে কে বলে উঠলো, থামো !

থামতেই হলো। দেখি সামনে দীর্ঘদেহ, সেই কর্তব্য-পরায়ণ পুলিসবাহিনীর একজন…চিনতে কষ্ট হলো না, কনষ্টবল ডব্‌সন। ডব্‌সনও আমাকে চিনতে পারলো।

মাপ করবেন স্যার…অন্ধকারে চিনতে পারি নি…আমি ভেবেছিলাম, সেই চোরটা…

মেজাজটাকে হাল্কা করে নিয়ে বল্‌লুম, ঠিক আছে…কনষ্টেবল…সব ঠিক আছে…একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছি, বুঝলে কি না !

হঁা স্যার…বড় গুমোট !

যা বলেছ…গুমোট…

গুড্‌নাইট স্যার !

ট্রা…লা…লা

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লুম। গ্যারেজের দরজা-খোলাই ছিল, সোজা মোটরে গিয়ে গা এলিয়ে দিলুম। বাঁচলুম…একলা শুধু আমি। এক-এক সময় বুঝতে পারা যায়, একলা থাকতে পারাটা কত বড় একটা সৌভাগ্য। আবার এমন সময়ও আসতে পারে যখন কনষ্টবল ডব্‌সনের সঙ্গও কাম্য হয়ে ওঠে কিন্তু আজ…এই মুহূর্তে… কিছুতেই নয়।

গাড়ীর ভেতর দেহটা যেভাবে ভেঙ্গে তুমড়ে নিলে ঘুমের সুবিধা হতে পারে, সেইভাবে পুরনো দেহটাকে ঠিক করে নিয়ে ঘুমের জন্যে চোখ বুজলাম। কিন্তু দু-সীটার গাড়ী যারা তৈরী করেছিল, তারা এই সম্ভাবনার কথাটা বাদ দিয়েই গাড়ীর ভেতরটা গড়েছিল। গাড়ীর যন্ত্রপাতিগুলো চারদিক থেকে খোঁচা দিতে লাগলো। যন্ত্রগুলোকে যখন সরাবার উপায় নেই তখন বাধ্য হয়ে নিজের দেহটাকেই মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হলো।

এমন সময় দেখি, সামনে আবার এক ছায়ামূর্তি ! সেই আইন ও শান্তি রক্ষার প্রহরী ! ইচ্ছা করেই গলার সাড়া দিই…

আঃ…সার্জেণ্ট

বুঝতে পারলুম, আমার গলার আওয়াজ পেয়ে অপর পক্ষও অস্বস্তি অনুভব করছে।

আপনি…স্যার ?

হ্যাঁ, আমি…

ক্ষমা করবেন স্যার, আপনাকে বিরক্ত করলুম।

না···না···বিরক্ত আর কি···

আমি ভাবতে পারিনি, যে আপনি এত রাত্তিরে এই গাড়ীতে

গাড়ীতে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করছি···

ভাল কথা স্যার!

লোকটার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট ভব্যতা আর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু বুঝতে পারলুম, আড়চোখে আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখছে···আমার মাথায় ছিট্ আছে, না, হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গিয়েছি। অন্ধকারে উভয় পক্ষই চুপ চাপ এই ভাবে চুপ করে থাকা আরো অস্বস্তিকর লাগে। তাই বললুম,

বাড়ীর ভেতরটা···বড় গরম···অসহ্য···

তা হবে, স্যার!

গ্রীষ্মকাল এলে তাই মাঝে বাইরে গাড়ীতে ঘুমুই!

তা ভাল স্যার!

গুড্ নাইট সার্জেণ্ট!

তা হলে গুড্ নাইট স্যার।

ঠিক যে সময়টা চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে, সে-সময় যদি কেউ এসে চোখে খোঁচা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তারপর যত চেষ্টাই পরে কর না কেন, ঘুম আর আসতে চায় না। আমারও সেই অবস্থা হলো, বুঝলুম, বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাত্রির মত ঘুমকে বিদায় দিতে হবে। নতুবা অন্যত্র কোন ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে পড়লো, আমার এলাকার মধ্যেই একটা শেডের মতন জায়গা আছে। একদিন বৃষ্টির মধ্যে সেখানে আশ্রয়ে নিয়েছিলুম। জায়গাটা বোধহয় কোন মালীর আড্ডা হবে। বাগান-করার ছোটখাট যন্ত্রপাতি, গোটা কতক মাটির টব···আরো কি কি সব ছিল। কিন্তু তার মধ্যে মনে পড়লো, কতকগুলো লম্বা লম্বা খালি বস্তা দেখেছিলুম। দুঃসময়ের পক্ষে মন্দ বিছানা হবে না। অন্তত হাত পা ছড়িয়ে খানিকটা বিশ্রাম করবার মতন জায়গা পাবো। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে শেডের দিকে চললুম। কাছেই।

সত্যি, বস্তাগুলোর ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে স্বস্তি পেলুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মনে হলো, একটা কিসের যেন দুর্গন্ধ আসছে। কারা যেন অন্ধকারে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। ইঁদুর। বড় বড় মোটা গেছো ইঁদুর। তা হোক্। ইঁদুর আর পচা সারের গন্ধ···একসঙ্গে মিশে একটা নতুন রকমের দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে। ক্রমশ তার ভেতর থেকে আর একটা যেন তৃতীয় গন্ধের স্বাদ

পেতে লাগলুম। বুঝলাম, যে-বস্তার ওপর শুয়েছি, তৃতীয় গন্ধটা সেই বস্তা থেকেই আসছে। কিন্তু সারাক্ষণের ক্লান্তির পর, হাত-পা-ছড়িয়ে শুতে পেয়েছি। দেহ তার নিজের প্রয়োজনে দুর্গন্ধকে তুচ্ছ করে ঘুমে এলিয়ে পড়লো। আঃ···ঘুম···

এমন সময় তীব্র লণ্ঠনের আলো সোজা মুখে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠলো, শুধু একটা শব্দ,

ওহো!

বুঝলাম সার্জেন্ট ভুলের কণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো তার প্রতিধ্বনি, ওহো! ডব্‌সনের কণ্ঠ।

না···আর ভদ্রতা নয়। এরা দুজনে কিছুতেই আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেবেনা দেখছি। এদের রীতিমত সমঝিয়ে দিতে হবে। এবার আভিজাত্যের ভরাট কণ্ঠস্বরে বলে উঠলুম, কি ব্যাপার? আবার কি!

বিস্মিতকণ্ঠে সার্জেন্ট বলে ওঠে, কি সর্বনাশ! আবার সেই আপনিই···

বিরক্তকণ্ঠে গর্জে উঠলুম, হঁ্যা, আমিই! তা হয়েছে কি! এভাবে আমার পেছনে লাগার মানে কি? এরকম করলে কোন ভদ্রলোক ঘুমুতে পারে?

ক্ষমা করবেন স্যার···আমরাও কম হায়রাণ হচ্ছিনা···আমরা ভাবতেই পারিনি যে অন্ধকারে চুপি চুপি আপনিই এখানে এসে শুয়েছেন···

কেন ভাবতে পারনি?

আপনি···স্যার···শেডের তলায়···

তাতে কি হয়েছে···এই শেডটা আমার কটেজের এলাকার মধ্যেই পড়ে ···জান?

তা পড়তে পারে স্যার···কিন্তু···

কিন্তু আবার কি?

কি রকম যেন বেয়াড়া মনে হয়···

কি বল্লে? বেয়াড়া?

ভাইপো ডব্‌সন খুড়োর কথার ক্রুটী সেরে নেবার জন্যে বল্লে, মানে, খুড়ো বলতে চাইছে যে···

সার্জেন্ট ধমকে ওঠে, ডব্‌সন, ফের তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ডিউটীর সময় খুড়ো বলে ডাকবেনা···আমি বেয়াড়া মানে বলতে চাইছি স্যার, সাধারণত লোকে যা করে না···

আহত আভিজাত্যে বলে উঠি, সার্জেন্ট, তোমার কথা মেনে নিতে পারলুম না।

আমার যেখানে খুশী আমি সেখানে ঘুমোবো···আমি জানতে চাই আমার সে-অধিকার আছে কিনা?

নিশ্চয়ই আছে স্যার!

তাহলে যদি অনুগ্রহ করে এখন আমাকে ঘুমোতে দাও, কৃতার্থ হবো।

আপনি কি সারা রাত এইখানে থাকবেন বলে মনে করেছেন স্যার?

নিশ্চয়ই···তাতে তোমার আপত্তির কি কারন থাকতে পারে, তাতো বুঝতে পারছি না!

সার্জেন্ট নীরবে কি যেন ভাবে।

অবশ্য, যদি এখানে থাকতে আপনার ইচ্ছে হয়ে থাকে, আপনাকে কেউই বাধা দিতে পারেনা···তবে···নিজের ঘর ছেড়ে···নিজের বিছানা ছেড়ে··· এইভাবে···শেডে···বস্তার ওপর···

না, আর সহ্য করা চলে না। রেগে বলে উঠি, বিছানায় শুতে মাঝে মাঝে আমার গা জ্বালা করে···একদম সহ্য করতে পারি না···

যা বলেছেন স্যার···এক-একদিন এমন গরম পড়ে, সত্যি বিছানায় থাকা যায় না···আমার ভাইপো ডব্‌সনেরও আজ ডিউটী করতে গিয়ে রীতিমত তাত লেগে গিয়েছে।

সার্জেন্ট, তোমার ভাইপোর সম্বন্ধে যাবতীয় খবর তুমি সকালবেলা এসে আমাকে জানিয়ো···আপাতত···আমাকে একলা থাকতে দাও! দোহাই তোমার!

তাহলে গুড্‌ নাইট স্যার!

গুড্‌ নাইট সার্জেণ্ট!

আর একটা কথা স্যার···রোদ লাগার খুব ভাল ওষুধ আমার জানা আছে··· আপনার কপালটা দপ্‌ দপ্‌ করছে, না জ্বলছে?

দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মাথার ভেতর···

যন্ত্রণা সুরু হয়েছে···ক্রমশই বাড়ছে···কথা বল্লে মনে হচ্ছে আরো বাড়বে···

ওঃ, মাফ করবেন তাহলে স্যার···গুড্‌ নাইট!

গুড্‌ নাইট!

শেডের ভাঙ্গা দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে দেখলুম, তারা দুজনে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। ফিস ফাস করে দুজনে কি পরামর্শ করলো। হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে রোগীকে শুইয়ে স্পেশালিষ্টরা যেমন বাইরে গিয়ে পরামর্শ করে। কিছুক্ষণ পরে, মনে হলো, তারা সরে পড়েছে। বাতাসে

ভেসে আসে তীরে ঢেউ আছড়ে-পড়ার শব্দ। জানিনা তীরের কাছে আছড়ে-পড়া এই ঢেউ এর শব্দে কি যাদু আছে, শুনতে শুনতে আপনা থেকে চোখ ভারি হয়ে আসে। মার ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে চঞ্চল শিশু যেমন ঘুমে আপনা থেকে ঢলে পড়ে, তেমনি কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম জানতেই পারি নি। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম, তাও বলতে পারিনা। দেখি, সেই লণ্ঠনের আলো আবার মুখে পড়েছে, কে যেন আমার হাত ধরে টানছে।

উঠে বসলুম। রাগে সর্বশরীর কাঁপছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে চীৎকার করে উঠলুম, অত্যাচারের একটা সীমা আছে···কিন্তু এ দেখছি···

কি যে দেখছি তা আর বলা হলো না। দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টানছে আমার বন্ধু চাফী।

বার্ট্রাম উষ্টারের একটা খ্যাতি আছে যে, যে-কোন সময়ই হোক্, বন্ধুর দেখা পেলে সে হাসি মুখেই সেই বন্ধুকে গ্রহণ করতে পারে। কথাটা যে মিথ্যা তা নয়। তবে, নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকের ওপর। বর্তমান ক্ষেত্রে, পারিপার্শ্বিক ছিল সম্পূর্ণ বিরূপ। কয়েক হাত দূরে আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমারই পাজামা পরে শুয়ে আছে বন্ধুর প্রেয়সী···হয়ত যে কোন মুহূর্তে ইঁদুরের ভয়ে পলিন আমাকে জানলা থেকে চেঁচিয়ে ডাকতে পারে। এহেন অবস্থায় মুখে হাসি আনা বাট্রাম উষ্টারের পক্ষেও সম্ভব হলো না!

কি যে বলবো, কি যে বলা উচিত, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। সকলের চেয়ে বেয়াড়া লাগছিল, চাফী এখানে এলো কি করে, কেন এলো ···কিছুই ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছিলুম না। দেখলুম, চাফী নীরবে আমার পাশে এসে বসলো। এবং শান্ত কণ্ঠে বল্লো, ভয় নেই বার্টি, এই যে আমি!

এমন সময় কানে এলো সার্জেন্টের পরিচিত কণ্ঠ।

ডিউটিতে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, লর্ড বাহাদুর একলা সমুদ্রের তীরে বসে আছেন!

এতক্ষণ পরে যেন কার্যকারণ সংযোগের খানিকটা সূত্র পেলুম। বুঝলুম, কিসে কি হয়েছে। চাফীর মতন প্রেমিকের কাছ থেকে যদি জোর করে তার প্রেয়সীকে কেউ দূরে আটক করে রাখে, তাহলে স্বভাবতই দগ্ধ-হৃদয়

প্রেমিক প্রেয়সীর জানলার তলাতেই ঘুরে বেড়াবে। এক্ষেত্রে প্রেয়সী সমুদ্রের জলে ভাসমান বন্দরের নৌকোতে আটক, সুতরাং সমুদ্রের তীরটাই জানলার তলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং বিধাতা-পুরুষ যদি একটু সদয় হতেন, অর্থাৎ পলিন যে-সময় সাঁতরে তীরে উঠেছে, চাফী যদি তার এক মিনিট আগেও তীরে এসে দাঁড়াতে পারতো তাহলে আজকের রাত্রির এই বিরাট ঝঞ্ঝাটের কোন অবকাশই থাকতো না। আমার মৌন চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন করে চাফী বলে উঠলো, বার্টি, সার্জেণ্টের মুখে তোমার কথা শুনে এখানে আসতে বাধ্য হলাম! তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে সার্জেণ্ট রীতিমত দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে! ধন্যবাদ সার্জেণ্ট!

ধন্যবাদ···মিলর্ড!

ঠিক করেছ সার্জেণ্ট! যদি আমাকে খবর না দিতে, বা এখানে নিয়ে না আসতে, তাহলে খুবই ভুল করতে!

ধন্যবাদ···মিলর্ড!

ওদের কথাবার্তা কাঁটার মতন আমাকে বিঁধতে থাকে।

চাফী আমার কাছ ঘেঁসে এসে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করে, কি করে এই রকম রোদ লাগলো বার্টি?

রোদের চোদ্দপুরুষ আমার ল্যাগেনি!

সার্জেণ্ট তো আমাকে সেই কথাই বল্লো···

তোমার সার্জেণ্টটি একটী গর্দভ!

মনে হলো, অন্ধকারে সার্জেণ্ট ভুলে যেন দু-কদম পিছু হটে গেল।

ক্ষমা করবেন স্যার···আপনি বল্লেন, আপনার কপাল দপ্‌দপ্‌ করছে··· জ্বলছে···তা থেকে আমি অনুমান করলাম, নিশ্চয়ই আপনার মাথাতেও

সার্জেণ্টের অসমাপ্ত সিদ্ধান্তকে চাফী সম্পূর্ণ করে বল্লো, মাথার গোলমাল নিশ্চয় হয়েছে···বার্টি, এ তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারনা···নইলে, নিজের ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে এই শেডে···কোন মানে হয় না বার্টি!

কেন মানে হয় না?

দেখলাম চাফী আর সারর্জেণ্ট নীরবে দৃষ্টি-বিনিময়ের দ্বারা পরস্পরকে সমর্থন করবার চেষ্টা করছে।

মানে হয় না এই জন্যে যে, তোমার একটা আলাদা বাড়ী আছে···সে-বাড়ীতে তোমার আলাদা একটা শোবার ঘরও আছে···এবং সে-শোবার ঘরটীও চমৎকার···

বুঝলুম, আত্মরক্ষার জন্মে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হয়। বললুম, আমার শোবার ঘরে একটা মাকড়সা এসে জুটেছে···বড্ড জ্বালাতন করছে···
মাকড়সা? কি রঙের?
ঈষৎ গোলাপী!
খুব লম্বা লম্বা পা?
তা লম্বা বই কি!
পায়ে কাঁটা আছে?
তা আছে বোধ হয়!
দেখলুম, চাফী উঠে গিয়ে সার্জেণ্টের সঙ্গে কি পরামর্শ করলো। তাদের ধারণা যে তাদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু অধিকাংশ কথাই কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। চাফী সার্জেণ্টের পিঠ চাপড়ে বল্লো, ঠিক আছে সার্জেণ্ট। মনে হচ্ছে, ভুর্ভাবনার কিছু নেই।
তারপর চাফী কি বল্লো, কানে এলো না। শুধু কানে এলো সার্জেণ্টের বিস্মিত প্রশ্ন, তাই নাকি মিলর্ড?
তার উত্তরে চাফী বল্লে, কলেজে যখন এক সঙ্গে পড়তাম···তখন একদিন রাত্রিবেলা আকণ্ঠ পান করার পর ওর খেয়াল হলো যে ও জল-পরী হবে··· কলেজের মাঠের পাশে যে ফোয়ারা ছিল, তার জলের ভেতর বসে বীণা বাজাবে···
সার্জে'ণ্ট বিজ্ঞের মত বল্লে, যৌবনকালে, মিলর্ড, সব লোকই এক-আধবার জল-পরী সাজে।
সে যাই হোক্···এখন কোন রকমে ও'কে ও-র শোবার ঘরে নিয়ে যেতেই হবে।
চাফীর সিদ্ধান্ত শুনে আমি লাফিয়ে উঠলুম। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কি সর্বনাশ!
না···না···আমি এখন ওই ঘরে যাবো না!
চাফী আমার কাছে এসে অতি-সুকোমল সান্ত্বনার সুরে বল্লে, বার্টি···বন্ধু ···আমি বুঝছি···আমি জানি, তোমার মত অনেকেই মাকড়সা সহ্য করতে পারে না···বিশেষত যদি মাকড়সা আবার গোলাপী রঙের হয়···আমি জানি, গোলাপী রঙের মাকড়সাগুলো অতি ভয়ঙ্কর···যে কোন লোকই ভয় পাবে···তবে তোমার কোন ভয় নেই, আমি আছি, সার্জে'ণ্ট ভুলে আছে··· আমরা ভুজনে গিয়ে আগে সেই মাকড়সাটার ব্যবস্থা করবো···তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বন্ধু···কি বল সার্জে'ণ্ট?

ঠিক কথা মিলর্ড!

শুনছো বার্টি! সার্জেন্ট ভুলে, যত বড়ই মাকড়সা হোক্‌, ঠিক জব্দ করবে ···মাকড়সা সম্বন্ধে ও একটা স্পেশালিষ্ট···তাই না সার্জেন্ট! ভারতবর্ষে যখন ছিলে, তখন এক রাতে কতগুলো মাকড়সা একবারে মেরেছিলে···?

ছিয়ানব্বুইটা মিলর্ড!

শুনলে তো বার্টি! সার্জেন্ট ভুলের কীর্তি···তুমি নির্ভাবনায় থাক কোন মাকড়সার সাধ্য নেই তোমার কাছে আসে···সার্জেন্ট, তুমি এই হাতটা ধর···আমি আর একটা হাত ধরছি···বার্টি, জোর দিয়ো না···আমরা তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি কোন ভয় নেই!

আজ পেছনের দিকে চেয়ে মনে হয়, বোধহয় সেদিন ভুলই করেছিলুম ···সার্জেন্ট ভুলে আমার হাত ধরে টানতেই, সজোরে তার বৃহৎ ভুঁড়িতে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলুম। এবং কোন কিছু না ভেবে ছুটতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু অন্ধকারে যে-শেডের চারদিকে মালীর সাজ-সরঞ্জাম চার-দিকে ছড়ানো, তার ভেতর দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া, বুঝলুম খুব সহজ ব্যাপার নয়। একটা জলের বালতিতে ঠোক্কর লেগে সটান পড়ে গেলুম সশব্দে এবং কিছুক্ষণের মত সব ভাবনা-চিন্তা হঠাৎ ডুবে গেল। যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন বুঝলুম আমার দেহটার সঙ্গে মাটীর সংস্পর্শ নেই, চাফী আমার হাতের দিক ধরেছে আর সার্জেন্ট আমার পায়ের দিক ধরেছে, আমি ঝুলতে ঝুলতে চলেছি। সেইভাবে কটেজের ভেতর ঢুকলুম···সিঁড়ি দিয়ে ওপর উঠলুম···শোবার ঘরের দরজার কাছাকাছি এসে পড়েছি···মনের মধ্যে বিদ্যুৎঝলকে জেগে উঠলো শুধু একটা ভাবনা, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে চাফী ঘরের ভেতর যে বস্তুটীকে পাবে, তাতে তার মনের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

কণ্ঠস্বরে যতখানি প্রতিবাদ আনা সম্ভব, তা এনে বলে উঠলুম, চাফী, দোহাই তোমার, ঘরের ভেতর ঢুকো না!

কিন্তু যে-মানুষের দেহ অসহায়ভাবে শূন্যে ঝুলছে এবং যার কণ্ঠ দুর্ভাবনায় শুকিয়ে এসেছে, তার কথা কেউ-ই গ্রাহ্য করে না। দরজা ঠেলে চাফী ঘরের ভেতর আমাকে নিয়ে ঢুকলো। মনে হলো, বাছা-বাছা শব্দ প্রয়োগ করে গালাগাল দিয়ে উঠি কিন্তু পরিস্থিতির চাপে দেখলুম একটা শব্দও জিভের ডগায় এলো না। সশব্দে তারা দুজনে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো। নীরবে স্পর্শ দিয়ে বিছানার অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলি অনুভব করবার চেষ্টা করলুম, একটা বালিশ, আর নরম লেপটা রয়েছে বুঝলুম, তা ছাড়া, পা জামা-পরা

সজীব কোন বস্তু যে বিছানায় আছে, তা মনে হলো না।
শুয়ে শুয়ে অবাক হয়ে ভাবছি, মাকড়সাটা কোথায় গেল ?
ইতিমধ্যে চাফী অন্ধকারে হাতড়ে মোমবাতির সন্ধান পেয়েছে…আলো জ্বেলেছে। সেই আলোতে ভাল করে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলুম। দেখলুম, পলিন ষ্টোকার বেমালুম ঘরের ভেতর থেকে সরে পড়েছে! সে যে ছিল, তার ক্ষীণতম চিহ্নও কোথাও নেই। জীভ্সের ভাষায় বল্তে হয়, উবে গিয়েছে।
চাফী সাহায্যকারীকে বিদায় দেয়।
ধন্যবাদ সার্জেণ্ট! এখন আমি একাই দেখাশোনা করতে পারবো!
দেখুন, একা পারবেন তো ?
হাঁ…হাঁ…ঠিক পারবো…আমি দেখেছি, এই রকম ব্যাপারের পর ও আপনা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে।
তাহলে আমি যেতে পারি, মিলর্ড ?
স্বচ্ছন্দে…গুড্ নাইট!
গুড্ নাইট মিলর্ড!
শব্দ শুনে বুঝতে পারলুম সার্জেণ্ট সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে চলে গেল। চাফী আমার বিছানায় এসে কাতরা জননীর মতন আমার পা থেকে বুট-জুতোটা খুলে দিলো।
দুষ্টু ছেলে! এখন চুপটী করে ঘুমিয়ে পড়…সব ঠিক আছে!
চাফীর কথার ভেতর যে মুরুব্বিয়ানার সুর ছিল, তা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠলো। ভাবলুম, চুপ করে থাকার আর কোন মানে হয় না। এবার তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, বাধ্য হয়েই এতক্ষণ তার অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়েছে এবং এমনভাবে তাকে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে সে সহজে ভুলে না যায়। মনে মনে তাই তার উপযুক্ত ভাষা খুঁজছিলুম, এমন সময় ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল…পলিন ষ্টোকার ঘরে প্রবেশ করলো, যেন জগতে কোথাও কিছু হয়নি।
ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পলিন বলে উঠলো, ইস্, একটা রাত্তির বটে…বহুদিন মনে থাকবে…কারা এসেছিল বাটি ? মনে হলো, যেন তোমার খুব অন্তরঙ্গ কেউ…
এমন সময় হঠাৎ পলিনের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো চাফীর ওপর…সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ প্রেমের আলোয় জ্বলে উঠলো।
আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে বলে উঠলো, আমার ডিউক!

বিছানায় শুয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমার বাল্যবন্ধুর সমস্ত চোখ-মুখ যেন হাঁ হয়ে গেল। জীবনে আমি বহু লোককে বহু অবস্থায় হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে চাফীকে যেভাবে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখলুম, তাতে হাঁ-করাদের মধ্যে অনায়াসে তাকে প্রথম স্থান দিতে পারা যায়। চোখের ভ্রূ সোজা ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে, গালটা ঝুলে পড়েছে, চোখের মণি দুটো ভেতর থেকে প্রায় ইঞ্চি কয়েক যেন বাইরে ঠিকরে চলে এসেছে, মনে হলো যেন কি বলবার চেষ্টা করলো কিন্তু মুখের ভেতর থেকে স্পষ্ট কোন শব্দই বেরিয়ে এলো না। রেডিও খোলবার সময় যে-রকম ভাঙাভাঙা বিচিত্র আওয়াজ শোনা যায়, সেই রকম শুধু টুকরো টুকরো শব্দ শোনা গেল।

চাফীর সেই বিভ্রান্ত মূর্তি দেখে পলিনও হটাৎ যেন নিভে গেল···একপা দু'পা করে প্রিয়তমের দিকে এগিয়ে আসে···পলিনের দিকে চেয়ে আমার এই উষ্টার দেহের ভেতর পুরনো হৃদয়টা অনুকম্পায় দুলে ওঠে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, চাফীর সেই বিভ্রান্ত মূর্তি দেখে পলিন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, সে সম্পূর্ণ ভুল একটা ধারণা করে নিয়েছ। চাফীকে দেখে স্বভাবতই তার মনে যে-আনন্দ জেগে উঠেছিল, সে ভেবেছিল তাকে দেখে চাফীও ঠিক সেই রকম আনন্দিত হয়ে উঠবে কিন্তু চাফীর চোখ মুখের চেহারা থেকে সে-আনন্দের সম্ভাবনা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। চাফীর গলার ভেতর থেকে গমকে গমকে যে অস্ফুট আওয়াজ বেরুচ্ছিল, তাকে কোন মেয়েই প্রেমের অস্ফুট কাকলি বলে ভুল করতে পারে না। আমি অবশ্য সেই আওয়াজের মানে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম···নিশীথরাত্রে অপর পুরুষের শোবার ঘরে রামধনু-রঙা পা-জামা পরে যদি নিজের প্রেয়সীকে কেউ হঠাৎ আবিষ্কার করে, তাহলে তার গলা দিয়ে স্বভাবত এই রকম আওয়াজই বেরোয়।

তবুও দেখলুম, পলিন দুহাত বাড়িয়ে চাফীর দিকে এগিয়ে এলো কিন্তু চাফী সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে দু-পা পিছিয়ে গেল, পলিনের চোখে কে যেন একটা জলন্ত কাঠি দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দিলো।

পলিন রুদ্ধকণ্ঠে ডেকে উঠলো, ডিউক! আমার ডিউক!

চাফীর মুখে আর এক ঝলক তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল। এতক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো শুধু দুটী কথা, ও ভাই···

পলিন আকুলকণ্ঠে বলে উঠলো, ভাই···মানে? কি বলতে চাইছো তুমি? অমন করেই বা চেয়ে আছ কেন?

না···আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা শোভা পায় না। পলিন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছানা থেকে উঠে পড়েছিলুম মনে হলো, বাইরে খোলা জায়গায় গিয়ে একটু দাঁড়াই। সেইজন্যে দরজার দিকে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছিলুম। কিন্তু দরজার সামনে গিয়ে আর পা বাড়াতে পারলুম না··· উষ্টার বংশের কোন লোকই এইভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে নি···তাছাড়া, দেখলুম, আমার পা খালি, পায়ে জুতো নেই। সুতরাং ঘর ছেতে চলে যাওয়া সম্ভব হলো না।

গলাটা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে নিয়ে বল্‌লুম, চাফী, বন্ধু, আমার কথা হলো, এসব ক্ষেত্রে একমাত্র দরকার যে জিনিসের তার নাম হলো বিশ্বাস। কবি টেনিসন এই সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন···

চাফী গর্জে উঠলো, খুব হয়েছে, থামো! তোমার কাছ থেকে কোন কথা শুনতে চাইনা।

বেশ শুনোনা···কিন্তু তবুও আমি বলবো, আভিজাত্যের নীল রক্তের চেয়ে ঢের বড় জিনিস হলো বিশ্বাস স্রেফ্‌ বিশ্বাস···

পলিন যেন কিছু বুঝে উঠতে পারে না বলে, বিশ্বাস স্রেফ্‌ বিশ্বাস এ সব কথার মানে···ওহ্‌ বুঝেছি!

কথা বলতে বলতে পলিন হঠাৎ থেমে যায়। দেখলুম, তার দু'গালে হঠাৎ দু'ঝলক রক্ত জমে উঠেছে।

সে আপনার মনে আবার বলে ওঠে, ও, বুঝেছি!

কিন্তু লক্ষ্য করলুম, দ্বিতীয়বার যে-কণ্ঠে সে "ও বুঝেছি" বল্লো, সেটাকে খুব নরম গলা বলা চলে না। প্রথমবার যখন সে ঐ দুটী শব্দ ব্যবহার করে, তার ঠিক আগে তার নজর হঠাৎ গিয়ে পড়ে, তার নিজের অঙ্গের পা-জামার ওপর···এবং মুহূর্তের মধ্যেই তার মনে জেগে ওঠে চেতনা, পা-জামাটী আমার! আমার ঘরে নিশীথ রাত্রিতে আমার পা-জামা পরে আবির্ভূত হওয়ার মধ্যে যে সন্দেহজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, সে-সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে অতি নরম সুরে একান্ত কুণ্ঠিত "ও বুঝেছি" বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সে সেই দুটী শব্দই আবার উচ্চারণ করলো, তখন সেই শব্দের পেছনে যে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠলো, সে হলো ভীমরুলের চেয়েও ক্ষিপ্ত আহত নারীর কণ্ঠ।

ক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক! মনে করুণ, একটী অপরূপ সুন্দরী তরুণী একান্ত সজাগ তার মন···ছেলেবেলা থেকে শিখেছে মাথা-উচু করে থাকতে···কিন্তু প্রেমের দায়ে পরম বাঞ্ছিতের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যেচে গ্রহণ করে

দুরন্ত বিপদ···বাপের পাহারা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরের জলে···রাত্রির ঠাণ্ডা হিম জলে সাঁতার কেটে অন্ধকারে একা ওঠে তীরে···জানলা ভেঙ্গে ঢোকে অপরের বাড়ীতে···নিজের ভিজে সুইমিং সুট ছেড়ে পরতে বাধ্য হয় অপর পুরুষের পা-জামা···তারপর যখন কণ্টক-অভিসারের শেষে দেখা দেয় প্রিয়-মিলনের বাঞ্ছিত লগ্ন···সামনে এসে দাঁড়ায় প্রিয়তম···দু'বাহু প্রসারিত করে ছুটে চলে প্রিয়তমের দিকে, না জানি, কি তীব্র আনন্দের আলোয় ঝলসে উঠবে প্রিয়তমের মুখ, তাকে বুকে টেনে নিয়ে কানে কানে মৃদুস্বরে বলবে সোহাগভরা কথা···কিন্তু তার বদলে দেখে, প্রিয়তমের চোখের ভ্রূ উঠে গিয়েছে উপরের দিকে, দুটী ঠোঁট যেন সেলাই করা, ঠোঁটের কোণে সন্দেহের বাঁকা রেখা মুখে শুধু, "ও, তাই"···তখন স্বভাবতই সে অভিসারিকা নারী ভীমরুল না হয়ে পারে না।

চাফীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে পলিন দাঁত দাঁত চেপে বল্লে, আমার সম্বন্ধে তুমি এই ভাবছো ?

পলিনের কণ্ঠস্বরে চাফীর মাথাটা শক্-লাগার মতন দ্রুত নড়ে উঠলো। বল্লো, আমি তা ভাবছি না !

নিশ্চয়ই তুমি তাই ভাবছো !

ককৃখনো না !

নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই···তাই ভাবছো !

না···আমি তা ভাবিনি···আমি জানি, বার্টি···ব্যবহারিক দিক দিয়ে একেবারে সন্দেহাতীত ! আমি জানি, বার্টি এতক্ষণ বাইরে শেডে বস্তার ওপর শুয়ে ছিল। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। আজই বিকেলবেলার তুমি আমার সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড্‌ হয়েছ এবং তার জন্যে তুমি আমাকে বুঝিয়েছো যে তোমার দুনিয়া খুশীতে রাঙা হয়ে উঠেছে কিন্তু তার কয়েকঘণ্টা যেতে না যেতেই দেখছি, তুমি বার্টিকে এখনো এতখানি ভালবাস যে একটা রাতও তাকে না দেখে থাকতে পার না। তুমি মনে করছ, আমি জানিনা যে এখানে আসবার আগে নিউ ইয়র্কে বার্টির সঙ্গে তুমি এন্‌গেজ্‌ড্‌ হয়েছিলে, অবশ্য···আমি অভিযোগ করছিনা···যাকে খুশী তাকে ভালবাসার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে···

বাধা দিতে বাধ্য হলুম, চাফী !

চাফী গর্জে উঠলো, দয়া করে তোমার মুখটা একটু বন্ধ করে রাখবে ?

দয়া কেন বলছো বন্ধু !

ফের কথা বলছো ?

বেশ…চুপ্ করলুম !
চাফী কটমট করে একবার আমার দিকে চায়, আবার পলিনের দিকে দেখে। সে-দৃষ্টির একমাত্র অর্থ হলো, হাতের সামনে যদি কোন অস্ত্র থাকতো, তাহলে তা প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হতাম না।
এইভাবে পালা করে কয়েকবার আমার আর পলিনের দিকে চেয়ে দেখার পর, চাফী আবার বলতে সুরু করে, কিন্তু আমার কথা হলো…মানে…যে কথাটা বলতে চাই…
পলিন চাফীর দিকে এগিয়ে এলো। বুঝলুম, এবার তার বলবার পালা। স্থিরদৃষ্টিতে চাফীর দিকে চেয়ে পলিন বল্লে,
তোমার কথা শুনলাম। এবার অনুগ্রহ করে আমার কথা কিছু শুনবে ? দু'একটা কথা যদি বলি, আশা করি, আপত্তি করবে না ?
নিশ্চয়ই না, চাফী বল্লে।
আমিও বলে উঠলুম, আপত্তি ? না…না…আপত্তি কিসের ?
পলিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, আমার প্রথম কথা হলো, তোমাকে দেখে আমার গায়ে জ্বর আসছে !
তাই নাকি ?
হাঁ, ঠিক তাই ! দ্বিতীয় কথা হলো, আমার বাসনা, যেন এই জগতে কিম্বা পরবর্তী কোন জগতে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা না হয়।
সত্যি ?
হাঁ, সত্যি ! আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা। তোমার এই পচা বাড়ীতে তুমি যে সব শূয়োর পুষেছো, তার মধ্যে সব চেয়ে সাঁচ্চা শূয়োর হলে তুমি নিজে !
আমি জানতুম না, চাফী শূয়োর পোষে।
তাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আরে, কি ব্যাপার ! তুমি শূয়োর পোষ নাকি ?
অন্যমনস্কভাবে চাফী জবাব দেয়, হাঁ…কালো বার্কশায়ার জাতের ! কিন্তু পলিন…এই যদি আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা হয়…তা হলে এইখানেই থামতে হয়…
থামতে কে বারণ করছে ? পলিন বল্লে।
ও…বেশ…
চাফী রেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু একটা ভাঙা রেলিঙে পা লেগে ছিটকে পড়ে গেল। রীতিমত শব্দ হলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে

দেখি, কয়লার বস্তার মতন সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে চাফী ইতিমধ্যে নীচে পৌঁছে গিয়েছে।

সিঁড়ির ওপর থেকে গলা বার করে পলিন জিজ্ঞাসা করে, লাগলো নাকি?

চাফী আর্তনাদ করে বলে, উঃ, ভয়ানক!

পলিন জবাব দেয়, ঠিক হয়েছে···বেশ হয়েছে!

তারপর শুনলাম, চাফী ঝড়ের মতন সশব্দে দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে বেরিয়ে গেল।

সত্যিকারের একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। দু'জন পুরুষমানুষ থাকাতে এতক্ষণ যে অসহ্য গুমোটের সৃষ্টি হয়েছিল, একজনের বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বাতাসটা আপনা থেকে খানিকটা হাল্কা হলো বটে। জীবনে অনেকবার চাফীকে দেখেছি, অনেক অবস্থায়, কোন সময়ই সে বেতালের মত ব্যবহার করতো না; কিন্তু এইমাত্র যে-অভিনয় সে দেখিয়ে গেল, বন্ধু হিসাবে তার তারিফ করা সম্ভব নয়!

দেখলুম, পলিন হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো তখনো জ্বলছে। খাটের তলা থেকে সুইমিং সুটটা তুলে নেয়।

বার্টি···ঘর থেকে বেরিয়ে যাও!

আমি তখন ভাবছিলুম, ধীরে সুস্থে একথা সেকথা বলে যদি কোন রকমে তাকে একটু ঠাণ্ডা করা যায়। তাই বল্‌লুম,

কিন্তু···তোমার সঙ্গে যে একটা কথা···

আঃ···পোষাক বদলাবো···

কেন?

যেহেতু এখনি আমাকে আবার সাঁতার কাটতে হবে!

এই রাত্তিরে তুমি নৌকোয় ফিরে যাবে?

হাঁ, এই রাত্তিরেই আমি নৌকোয় ফিরে যাব!

কিন্তু চাফী সম্বন্ধে গোটাকতক কথা তোমাকে বলবার ছিল···!

আমার সামনে আর কোন দিন যেন ওর নাম কেউ না উচ্চারণ করে?

আঃ পলিন···রেখে দাও···

কি রেখে দেবো?

মানে, তোমার এই রাগ। সামান্য এই ব্যাপার···প্রেমে এ-রকম হামেশাই

হয়…তার জন্যে তুমি চিরদিনের মত একটা ফাঁসীর হুকুম দেবে? তুচ্ছ একটা প্রেমের ঝগড়া…
কি বল্লে? তুচ্ছ?
হাঁ…তুচ্ছ নয় তো কি! আমি তো জানি, রাগের মাথায় তোমরা দু'জনে যা বলেছ, তার একটা কথাও তোমরা দুজনে বিশ্বাস কর না!
মোটেই তা নয় আমি যেকথা বলেছি, তার প্রত্যেকটী ভেবে চিন্তে বলেছি এবং আমি জানি তার প্রত্যেকটী আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি! আমি চাফীকে বলেছি, তার সঙ্গে আর জীবনে কোন কথা বলতে চাই না। আর আমি জীবনে ককৃখনো বলবোও না। তাকে বলেছি, আমি তাকে ঘৃণা করি। সত্যিই তাকে আমি ঘৃণা করি। আমি তাকে শূয়োর বলেছি। সে একটি আস্ত শূয়োর।
কোথা থেকে আবার শূয়োরের কথা তুলতে গেলে? আমি তো আজও জানি না যে চাফী শূয়োর পোষে…
শূয়োর ছাড়া ওর কাছে আর কে থাকতে পারে?
একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?
তার মানে?
চাফীর ওপর মনে হয় তুমি ঠিক সুবিচার করছো না!
কিসে?
তোমাকে এ অবস্থায় রাত্রিতে একা আমার ঘরে দেখে, তার মাথাটা গুলিয়ে যায়…রীতিমত একটা কঠিন ধাক্কা লাগে…
বার্টি!
কি?
কেউ কখনো তোমার মাথায় চেয়ার আছড়ে ভেঙেছে?
না তো!
তাহলে প্রস্তুত থাকো…সে-অভিজ্ঞতার সৌভাগ্য এখুনি ঘটতে পারে।
বুঝলুম, তার মনের অবস্থা এখন কতখানি সাংঘাতিক হয়ে আছে।
একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আপনার মনে বলে উঠলুম, কি কাণ্ড!
কাণ্ডটা আবার কি?
অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার…একান্ত শোচনীয় কাণ্ড…দুটি প্রেম-ভরা অন্তর, হঠাৎ এক নিমিষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল…যাক্…
হাঁ…যাক্…
তা না হয় গেল, কিন্তু এই রাত্তিরে তুমি আবার সাঁতার কেটে নৌকোয়

যাবে···এটা কেমন যেন বেয়াড়া লাগছে।

এখানে এখন আর কিসের জন্যে থাকবো? থাকা সম্ভব কি?

না···তা সম্ভব নয়···তবে মাঝরাতের হিম জলে সাঁতার কাটা···কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা লাগবে···

লাগুক···আমি কেয়ার করি না।

কিন্তু জল থেকে নৌকোতে উঠবে কি করে?

তার জন্যে তোমাকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে না। নৌকো থেকে নোঙরের যে দড়ি ঝুলে থাকে, তাই বেয়ে উঠতে পারবো। অনেকবার উঠেছি। আমার অভ্যেস আছে। আমি চল্লুম তাহলে···তোমাকে আর কষ্ট করে এগিয়ে দিতে হবেনা···

নিতান্তই যখন যাবে, তখন আর কি করে তোমাকে ধরে রাখতে পারি বল!

নীচে দরজা পর্যন্ত তবু এলুম। এতক্ষণ উত্তেজনার বশে বুঝতে পারি নি, বাইরে কি ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডায় হিম জলে সাঁতার কাটা···ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। দেখলাম নির্বিকার চিত্তে পলিন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে বিছানায় ফিরে এলুম। ঘুমুবার জন্যে শুয়ে পড়লুম। ভেবেছিলুম, ক্লান্তিতে ঘুম এসে যাবে। কিন্তু যতই চোখ বুঁজে থাকতে চেষ্টা করি, ততই মনের ভেতর সদ্য-ঘটা ট্রাজেডীর কথা ধাক্কা মারতে থাকে এবং অকারণে এই ট্রাজেডীর মধ্যে আমি যেভাবে জড়িয়ে পড়লুম, তাতে মনের ভেতর অস্বস্তি বাড়তেই থাকে। সত্যি, বেচারা চাফীর জন্যে মনে নিদারুণ যন্ত্রণা হয়। পলিনের জন্যেও। তাদের দু'জনের জন্যেই মনটা ব্যথায় টন্‌টন করতে থাকে।

শুয়ে শুয়ে ভাবি, অকারণে···স্রেফ্ অকারণে একি নিদারুণ ট্র্যাজেডী ঘটে গেল। দুটী নিটোল ডিম···তাজা, গরম···দুদিন বাদেই তা থেকে বেরুবে ডানা ঝাপটা দিতে দিতে দুটী পাখী···অনন্ত আকাশে অনন্তকাল ধরে পাশাপাশি তারা উড়বে···হঠাৎ···কোথাও কিছু নেই···পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। কোন মানে হয় না। যতই ভাবি, ততই বারে-বারে এককথাই জেগে ওঠে, কোন মানে হয় না এ ট্রাজেডীর।

মানে হয় না ঠিকই কিন্তু ঘটে তো গেল। মন তো ভাঙলো। কথার ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে সব উড়ে তো গেল। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলুম, এহেন ক্ষেত্রে এই ট্রাজেডীর দর্শকের পক্ষে একটী মাত্র করণীয় কাজ আছে, নিশ্চিন্তভাবে বিছানায় শুয়ে চোখ বোঁজবার আগে যেটা করা একান্ত

দরকার এবং যা না করলে লোকে পাগল বলতে পারে। বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে এলাম। কাবার্ডের ভেতর থেকে বার করলাম হুইস্কীর বোতলটা। পাশেই ছিল ঢালবার গ্লাস। পান-পাত্রও। মেপে একটা মোটা দেখে বড় ঢাললুম। এবং এক চুমুকে গলার ভেতর ফেলে দিলুম।

পাত্রটা নামিয়ে রাখতেই দেখি, একটা যেন চিঠি পড়ে রয়েছে। খুলে দেখি, পলিনের লেখা চিঠি।

প্রিয় বার্টি,

ঠাণ্ডা হিম জল সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে, তা দেখলাম সত্যি। সাঁতার কাটার কথা ভাবতে পারলাম না। বরাৎক্রমে দেখলাম, একটা ছোট বোট। সেটাতে চড়েই যাবো। তারপর সেটাকে ভাসিয়ে দেবো, যেখানে গিয়ে পৌঁছয়। তোমার ওভার-কোটটা ধার করবার জন্যে ফিরে আসতে হলো। তোমাকে আর বিরক্ত করতে চাইনা, তাই ভাঙা জানলাটা দিয়েই বাড়ীতে ঢুকেছি। ওভার কোটটা নিয়ে গেলাম। মনে হচ্ছে, ওটা তোমার গেল নৌকোতে উঠে ওভার-কোটটা জলে ফেলে দিতেই হবে। নিরুপায়।

পলিন ষ্টোকার

চিঠির [illegible]য়ার ভঙ্গী দেখে বোঝা যায়, পলিনের মন তখনও পর্যন্ত ভারী হয়ে আছে। তখনও যন্ত্রণা সমানে চলেছে। খোঁচাখোঁচা কথা···নিছক দরকারী সংবাদ।···অলংকারহীন। একটা কথা ভেবে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলুম ···ঠাণ্ডা হিম জলে বেচারা নিউমোনিয়ার হাত থেকে তবু বাঁচলো। আমার কোট-টা সম্বন্ধে···যাক্‌গে পলিনের জন্যে না হয় একটা কোটই গেল। তবে কোটটা সবে কিনেছিলুম···দামী···সিল্ক দিয়ে মোড়া।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে ওপরে ট্রাজেডীর শূন্য রঙ্গমঞ্চে আবার ফিরে এলুম। জীবনে অভ্রান্ত রূপে যে দুটী সত্যের পরিচয় পেয়েছি, তার মধ্যে একটী হলো, বেশ বড় দেখে একটা ঝাঁঝালো হুইস্কী আর সোডা উত্তেজিত কিম্বা ভেঙ্গে-পড়া নার্ভের পক্ষে একেবারে পরমৌষধি। পনেরো মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এবার যদি বিছানার শরণাপন্ন হই, তাহলে ঘুম আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিছানার দিকে পা বাড়াবো, এমন সময়··· আবার···নিশীথ রাত্রে সেই দরজায়-কড়া-নাড়ার শব্দ!

নিমেষের মধ্যে আমার চেতনায় জেগে উঠলো, এই নিশীথ আগন্তুক আর কেউ নয়···অবধারিত সার্জেণ্ট ভুলে। এবং সার্জেণ্ট ভুলের মূর্তি মনের মধ্যে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পরমৌষধির সমস্ত প্রভাব কর্পূরের মতন

উবে গেল…মুখটা কাঠের মতন শক্ত হয়ে উঠলো…চোখের সমস্ত দীপ্তি পুড়ে-যাওয়া কয়লার মতন নিভে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঠিক করে নিলুম, দরজা খুলেই কি বলবো… ভুলে, যা অসহ্য, তা অসহ্যই। পুলিস হয়েছো বলে সারারাত ধরে এই ভাবে নির্যাতন করে চলবে, তা হতে পারেনা। দেশটা ইংলণ্ড, রাশিয়া নয়…

দরজা খুলতেই যে-মূর্তি চোখে পড়লো, তাতে আর কোন কথা বলাই সম্ভব হলো না…সমস্ত জিভটা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। দেখি আমার দরজার সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ ওয়াসবার্ণ ষ্টোকার! অন্ধকারেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আগন্তুকের দেহ থর্‌থর্ করে কাঁপছে…তার দেহের ভেতর থেকে বিচিত্র একরকম হুম্-হাম্ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

স্থির কণ্ঠে বল্‌লুম, কি ব্যাপার!

কণ্ঠস্বরের সাহায্যে এই একটী কথার মধ্যে আমি যে বিস্ময় ও যে বিরক্তির উদ্রেক করতে পেরেছিলুম, তাতে আর যে কেউ হতো, লজ্জিত হয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াতো। কিন্তু ওয়াসবার্ণ ষ্টোকার আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো বিরাট মুঠো দিয়ে আমার কাঁধের জামা ধরে টান দিল। সেই মুঠো থেকে বহুকষ্টে নিজেকে মুক্ত করলুম কিন্তু জামাটা তার হাতেই রয়ে গেল। আমারই মতন স্বল্প অক্ষরে গর্জে উঠলো,

তাহলে…এখন…?

মাফ্ করবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, আপনি কি বলতে চাইছেন?

আমার মেয়ে…কোথায়?

আপনার মেয়ে…মানে…পলিন?

হাঁ…হাঁ…আমার একশো গণ্ডা মেয়ে নেই…একটীই মেয়ে আছে…

সেই একটী মেয়ে কোথায় আছে…তাই কি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?

আমি জানি সে কোথায় আছে।

তবে কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন!

তার কারণ…তোমার বাড়ীতে এইখানেই সে আছে!

তাই যদি জানেন, তাহলে দয়া করে আমার জামাটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে, সোজা ওপরে গিয়ে মেয়েকে ডেকে নিয়ে আসুন!

ওয়াসবার্ণ ষ্টোকারের মুখের মাস্‌ল্‌গুলো ঘন ঘন নড়ে উঠতে থাকে, যেন চিউইং গাম্ খাচ্ছে…দাঁতের সঙ্গে দাঁতের ঘর্ষণে অবিরাম একটা দন্তস্বর বেরিয়ে আসে…যদি কিছুক্ষণ আগে মোটা করে ঐ হুইস্কীটুকু না খেতাম তবে এই ভয়াবহ দৃশ্য সজ্ঞানে দাঁড়িয়ে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে বুড়ো আবার গর্জে উঠলো, সে এই বাসাতেই আছে! কোথায় আছে বলো?

এ ধারণা আপনার কি করে হলো?

নৌকোতে যে-ঘরে সে থাকে, এই কিছুক্ষণ পূর্বে, আমি সেই ঘরে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছি, ঘর খালি…

তা হতে পারে…কিন্তু তা থেকে আপনি কোন্ আইনে মনে করতে পারেন যে, সে আমার বাড়ীতেই আছে?

আমি জানি, সে-বেটী তোমার জন্য পাগল!

মোটেই না…পলিন আমাকে বড় ভায়ের মতন দেখে…

রাবিস্! আমি এই বাড়ী সার্চ করে দেখতে চাই!

স্বচ্ছন্দে…এখুনি!

দুরন্ত বেগে বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে ওপরে গিয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরেই দেখি নেমে আসছে। ওপরে যাবার সময় মনে হয়েছিল একটা মত্ত সিংহ, নামবার সময় দেখলুম নামছে একটা নিরীহ ভেড়া। বুড়োর শ্লথ ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলুম, এতক্ষণ ধরে তার ভেতরে যে গ্যাস জমা হয়েছিল, তা এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই উড়ে গিয়েছে কারণ সে বুঝতে পেরেছে, যে-সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে সে ধরে নিয়েছিল, শূন্য ঘর প্রমাণ করে দিয়েছে যে সেটা ভুল! রাত দুপুরে অবিবাহিত মেয়ের খোঁজে পরের বাড়ী চড়াও হয়ে যদি কেউ দেখে যে সে-বাড়ীতে তার মেয়ের চিহ্ন ত নেইই, এমন কি কোন মেয়েরই চিহ্ন নেই, তখন সে-মানুষটি স্বভাবতই লজ্জিত হয়ে পড়ে। সিঁড়ির নীচে এসে বুড়ো কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্লে, মিঃ উষ্টার, মনে হচ্ছে তোমার কাছে ক্ষমা…প্রার্থনা করা দরকার!

না…না…আমার কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন…সে কি কথা! ওসব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

যখন দেখলাম পলিনের ঘর খালি, তখন আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে…

ওসব কথা আর তুলবেন না। ও রকম অবস্থা সকলেরই হতে পারে…উভয়-পক্ষেই দোষগুণ আছে…এখন একটু সুস্থির হন্…

ভেবে দেখলুম, বুড়োকে যদি আরো কিছুক্ষণ এখানে আটক করে রাখা যায়, তাহলে পলিন নিশ্চিন্তভাবে নৌকোতে গিয়ে ওঠবার সময় পাবে। তাই বল্লুম, একটা…যাহোক্…দেবো কি? এক চুমুক…

বুড়ো সে কথায় কোন সাড়াই দিলে না। বুঝলুম, এদিকে নজর দেবার মত মন এখন বুড়োর নেই।

বুড়ো আপনার মনে বলে ওঠে, কিন্তু গেল কোথায় ? ভেবে তো কিছুই ঠিক করতে পারছি না।
বুড়ো এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে বল্লে যেন আমি তার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিপদে-আপদে আমার পরামর্শ না হলে বুড়োর চলেনা। বোঝা গেল, ওয়াসবার্ণ ষ্টোকার এখন একবারে একটা ফুটো বেলুনের মত হয়ে গিয়েছে ···বেচারা। একটা ছোট ছেলে ইচ্ছা করলে এখন তাকে অনায়াসে নাচাতে পারে। না, এ সময়ে বুড়োকে একটু খুশী করবার চেষ্টাই করা উচিত। বল্‌লুম, আমার কি মনে হয় জানেন···
কি ? কি মনে হয় ?
সে নিশ্চয়ই জলে সাঁতার কাটতে নেমেছে।
এই গভীর রাত্রিতে···এই ঠাণ্ডায় ?
আজকালকার ছেলে মেয়েদের কাণ্ডই ঐরকম।
তা, যা বলেছে···আমার পলিন আবার একটু বিচিত্র ধরণের মেয়ে··· অস্বাভাবিক···নইলে ধর না কেন, তোমার ওপর এখনো তার এতখানি মোহ !
আপনার এ ভুল ধারণাটা এখনো যায় নি দেখছি। ওটা আপনি শুধরে ফেলুন। আপনি জেনে সুখী হবেন যে, আমাকে দেখলেই পলিনের উৎকট হাসি পায় !
কিন্তু আজ বিকেলবেলা যা দেখলাম, তাতে তো মনে হয় না !
ও···আজ বিকেল বেলার সেই ব্যাপার···ওটা স্রেফ্ ভাই-বোনের ব্যাপার ···ফিরে-ফিরতি আর কখনো ঘটবেনা।
বুড়োর পিঠ চাপড়াবার জন্যে হাতটা তুলেছিলুম কিন্তু পিঠের কাছাকাছি গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিলুম। বাতাসে হাত বুলিয়েই ক্ষান্ত হলুম।
স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বুড়ো বলে উঠলো, ফিরে-ফিরতি আর কখনো না ঘটলেই ভাল। যাক্ গে, মিঃ উষ্টার আর তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা, এভাবে রাতদুপুরে এসে উত্তক্ত করার দরুণ আমি ক্ষমা চাইছি !
না···না···সে কি কথা ! আমার আর কি কষ্ট ! ওকথা ভাববেন না !
বুড়ো গম্ভীরভাবে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লো। বুকের ভেতর থেকে আপনা হতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। গ্লাসে আর একটা বড় গোছের ঢেলে গলায় নামিয়ে দিলুম। তার পর ওপরে গিয়ে উঠলুম একেবারে বিছানায়।
এরপর ঘুম না আসবার আর কোন কারণই থাকতে পারেনা। শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ভারি হয়ে এলো···ডুবে গেলুম ঘুমে।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙলো তখন ক্রুদ্ধ পিতার অভিশাপ-বাণীর বদলে কানে এসে বাজলো প্রভাত-পাখীর কাকলি। অন্ধকারে সার্জেণ্ট ভুলে আর কনষ্টেবল ডব্‌সনের প্রেতমূর্তির বদলে চোখে ফুটে উঠলো সূর্যালোকে ঝলমল একখানি সুন্দর প্রভাত।

প্রভাত বটে কিন্তু ঘড়িতে দেখলুম, সাড়ে দশটা। তাড়াতাড়ি কোন রকমে দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, নিজেই ছুটলুম রান্নাঘরের দিকে।

প্রাতরাশ সেরে কটেজের সামনে বাগানে আপনার মনে ব্যাঞ্জোলিলিটা নিয়ে বাজাতে বসলুম। কিছুক্ষণ পরেই মনের ভেতর কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে তিরস্কার করে উঠলো। ব্যাঞ্জোলিলির সুর ছাড়িয়ে সেই তিরস্কার-বাণী যেন ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে। বাজনা থামিয়ে মনের দিকে ফিরে চাইলুম। তাই তো···একি করছি! কাল রাত্তিরেই আমার ঘরে, আমার চোখের সামনে, আমারই একান্ত প্রিয় দুটি প্রাণ দুরন্ত ট্রাজেডীর কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে জন্মের মত দুজনে দুদিকে ভেসে চলে গিয়েছে, আর আমি কিনা তার পরের দিন সকালে নিশ্চিন্ত মনে ব্যাঞ্জোলিলিতে প্রেমের গান বাজিয়ে চলেছি! অত্যন্ত অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়।

ব্যাঞ্জোলিলিতে একটা বিষাদের গান ধরলুম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা যেন বিষাদের আবেশে ছেয়ে গেল। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো একটা কিছু করা দরকার। এ রকম হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা হোক একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে ভাঙ্গা-মন জোড়া দেবার পথ।

তবে একথা স্বীকার করতেই হয়, ব্যাপারটা রীতিমত জটীল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এর আগে এই জাতীয় যে সব অভিজ্ঞতা আমার জীবনে ঘটেছে, তাতে দেখেছি আমার কোন বন্ধু বা তার প্রেয়সী যখন রাগ করে সাময়িক-ভাবে জন্মের মত সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতো তখন তারা হয় এক বাড়ীর মধ্যেই থাকতো, কিংবা এক পাড়ার মধ্যে বা একই শহরের মধ্যে, সেই জন্য তাদের পুনর্মিলনের যোগাযোগ করতে, হাসিমুখে তাদের হাতে হাত মিলিয়ে দিতে কোন ভৌগোলিক অসুবিধায় পড়তে হতো না। কিন্তু চাফী আর পলিন ষ্টোকারেব এই বিচ্ছেদ ট্রাজেডীর মধ্যে একটা বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধানের সমস্যা রয়েছে। পলিন ষ্টোকারকে থাকতে

হচ্ছে জলের ওপর, বাবার নৌকোয়, এক রকম নজরবন্দী অবস্থায়। আর চাফীকে থাকতে হচ্ছে, তিন মাইল দূরে ডাঙ্গায়, তার প্রাসাদে। সুতরাং তাদের হাতে হাত যে মিলিয়ে দেবে, তার পক্ষে এই ব্যবধানকে জয় করবার উপযুক্ত মাল মশলা থাকা চাই। অবশ্য, একটা সুবিধার কথা যে, গতরাত্রিতে বুড়ো ষ্টোকারের কাছে আমার দাম খানিকটা বেড়েছে কিন্তু তাই বলে এমন কিছু বাড়েনি, যাতে আমি স্বচ্ছন্দে তার নৌকোতে গিয়ে উঠতে পারি। সুতরাং আমার পক্ষে পলিন সমুদ্রের ওপারে আমেরিকায় থাকাও যা, আর চাফ্‌নেল রেজিসের বন্দরে তার বাপের নৌকোয় থাকাও তাই।

রীতিমত একটা কঠিন সমস্যা। গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। এমন সময় গেটের কাছে একটা শব্দ হলো। ঘাড় তুলে দেখি, জীভ্‌স এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। আপনা থেকে বলে উঠলুম, আহ্‌…জীভ্‌স।

একটু বিরক্তভাবেই কথাটা উচ্চারণ করেছিলুম এবং ইচ্ছা করেই করেছিলুম। আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে পলিনের কাছে যে অশোভন উক্তি সে করেছে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। শুধু পলিনের কাছে নয়, এর আগেও দু'একবার আমার অসাক্ষাতে সে আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করেছে, তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না।

আমার এই তাচ্ছিল্য যে জীভ্‌স লক্ষ্য করে নি তা নয়, কিন্তু তার ভাবভঙ্গী থেকে সেকথা আমাকে বুঝতে দিলে না। সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দভাবে আমার কাছে এসে অভিবাদন জানালো, গুড্‌ মর্ণিং স্যার!

কি ব্যাপার? নৌকো থেকে আসছো নাকি?

হাঁ, স্যার!

মিস্ ষ্টোকার নৌকোতে আছেন?

হাঁ স্যার। ব্রেকফাষ্ট টেবিলে তাঁকে দেখে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা, তিনি রাত্রির মতন এদিকেই থাকবেন এবং লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করবেন।

মৃদু হেসে উঠলুম। যোগাযোগ হয়েছিল ··ঠিকই!

স্যার?

ব্যাঞ্জোলিলিটা রেখে দিয়ে জীভ্‌সের দিকে কড়া করেই চেয়ে বলে উঠলুম, কাল রাত্তিরের সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে তুমিই দায়ী!

স্যার!

স্যার বল্লেই ভেবোনা যে আমি গলে যাব। কাল রাত্তিরে মিস ষ্টোকার যখন সাঁতরে ডাঙ্গায় আসতে চেয়েছিলেন, সে-সময় তাঁকে সাহায্য না করে

তোমার উচিত ছিল বাধা দেওয়া !···

স্যার, আপনি একটু ভুল করছেন···একজন তরুণীর হৃদয়-মন যে-ব্রত-সাধনের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে, তাতে বাধা দেবার মতন শক্তি বা অধিকার বোধ হয় আমার ছিল না···

তা না থাকতে পারে কিন্তু আমি সেই তরুণীর মুখ থেকেই শুনেছি তুমি নাকি তাঁকে এই কার্যে রীতিমত উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছে !

না, স্যার ! আমি যেটুকু করেছিলাম, তা থেকে এই মাত্র বলা যায় যে, এই কার্যে আমার সহানুভূতি ছিল।

তুমি পলিনকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে আমার এখানে যদি সে রাত কাটায়, তা হলে আমি বেশ খুশীই হব।

আমার আশ্বাস দেবার আগেই তিনি স্থির করে ফেলেছিলেন যে আপনার এখানে এসে উঠবেন। সেক্ষেত্রে আমি শুধু তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, আপনার এখানে এলে, আমি যতদূর জানি, আপনি তাঁকে সাহায্য করবারই চেষ্টা করবেন !

জান, তার পরিণামে কাল কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ? সারারাত ধরে পুলিস আমাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে !

সে কি কথা স্যার ?

আমার মাথা মুণ্ডু···শুতে গিয়ে কেউ যদি দেখে বিছানার ওপরে, লেপের তলায় পা-জামা-পরা অবিবাহিত মেয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, কোন ভদ্রলোকই নিশ্চিন্ত মনে সে-ঘরে ঘুমোতে পারে না। তাই ভাবলুম, গ্যারাজে গিয়ে মোটরেই রাতটা কাটিয়ে দেবো। মিনিট দশেক মোটরে গিয়ে বসেছি, ব্যস্ সামনে এসে হাজির সার্জেণ্ট ভুলে···

জীভ্‌স্ বল্লে, সার্জেণ্ট ভুলের সঙ্গে এখনো আমার আলাপ হয়নি স্যার !

···এবং তার সঙ্গে তার ভাইপো কনষ্টবল ডব্‌সন !

ডব্‌সনের সঙ্গে অবিশ্যি আলাপ হয়েছে। চমৎকার লোক স্যার ! আমাদের ওখানে মেরী বলে যে ঝিটা আছে, তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব।

গম্ভীরভাবে বলতে বাধ্য হলুম, জীভ্‌স্, তোমাদের বাড়ীর ঝি-র সংবাদ শোনবার মতন মনের অবস্থা আমার নয়। তাছাড়া, ও-প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ অবান্তর। আসল কথা যা, তা হলো, কাল সারারাত নিদ্রাহীন অবস্থায় আমাকে পুলিসের তাড়া খেয়ে বেড়াতে হয়েছে।

সত্যি স্যার, বড়ই দুঃখের কথা···

তারপর, ঘটনাচক্রে চার্ফীও ঠিক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আমার অবস্থা

দেখে পরম-বিজ্ঞের মত ধরে নিলো যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমাকে চ্যাংদোলা করে ঘরে নিয়ে গেল···বিছানায় শুইয়ে দিলো···পা থেকে জুতো খুলে নিলো···পিসীমার মতন আমাকে ঘুম-পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। ঠিক সেই নাটকীয় লগ্নে আমারই পা-জামা পরে মিস্ পলিন ষ্টোকার ঘরে প্রবেশ করলো!

সত্যিই তো স্যার, বড় বিদঘুটে পরিস্থিতি!

একেবারে বিপজ্জক পরিস্থিতি। বুঝতেই পারছো তারপর···তাদের দুজনের মধ্যে লেগে গেল তুমুল ঝগড়া।

তুমুল ঝগড়া?

তুমুল বলে তুমুল? চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়লো, কণ্ঠস্বর সব পর্দা ছাড়িয়ে একেবারে নি-তে গিয়ে ঠেকলো···তার ফলে বেচারা চাফী ঠোকর খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে পড়ে গেল···সেখান থেকে গম্ভীরভাবে, নিশ্চয়ই খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জীভ্‌স্ গম্ভীরভাবে বল্লে, তাহলে যা দেখছি স্যার, বিশেষ চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে!

জীভ্‌সের দিকে চেয়ে বলে উঠলুম, তুমি বলতে চাইছো, এ ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি এখনো পর্যন্ত কিছুই জান না?

না স্যার! এই আপনার মুখে শুনে সব বুঝতে পারছি!

আজ সকালে মিস্ ষ্টোকারের সঙ্গে তোমার কোন কথাবার্তা হয় নি?

না স্যার!

তাহলে শোন জীভ্‌স্, এখন চাফীর কাছে গিয়ে কোনো কাজই হবে না। আমি বেশ ভাল করেই ভেবে দেখেছি, এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দরকার হচ্ছে, মিস্ ষ্টোকারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা। দরকার হলে, মিস্ ষ্টোকারের পায়ে কিছু তেল ঢালতে হবে, বেশ কিছু তেল। কাল রাত্তিরে চাফী যেসব কথা বলেছিল, সেগুলো মিস্ ষ্টোকারের আঁতে গিয়ে আঘাত করেছে। সুতরাং তাকে ঠাণ্ডা করে ফিরিয়ে আনতে হলে রীতিমত ভেবেচিন্তে অনেক কিছু করতে হবে। মানে ধর, হয়ত আবার নতুন করে সুরু করতে হবে। চাফী সম্বন্ধে আমি ভাবছি না, তাকে ঠাণ্ডা করতে বিশেষ কিছুই মেহনৎ করতে হবে না। আমার বিশ্বাস, বোধ হয় এতক্ষণে তার চৈতন্য ফিরেও এসেছে একলা ঘরে নিশ্চয়ই নিজের হাত-পা কামড়াচ্ছে। একদিন তাকে আলাদা নিরিবিলি পেলেই বোঝাতে পারবো, সে কতদূর অন্যায় করেছে। সুতরাং,

এখন চাকীর কাছে গিয়ে এই নিয়ে আলোচনা করার কোন দরকার নেই… শুধু সময় নষ্ট হবে মাত্র। এখন তোমার উচিত, নৌকোয় ফিরে গিয়ে অপর পক্ষকে কিভাবে শান্ত করতে পারা যায়, তার চেষ্টা করা…
জীভ্‌স্‌ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বল্লে, আমি লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নৌকো ছেড়ে আসিনি। আপনি স্যার, ভুলে যাচ্ছেন যে আমি এই ব্যাপারের কিছুই জানতাম না, এই আপনার কাছে এসে সব জানতে পারলাম। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি, অন্য একটা কাজে। মিঃ ষ্টোকার আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন, সেইটে দেবার জন্যেই আমার এখানে আগমন!
ভড়কে গেলুম। বল্‌লুম, মিঃ ষ্টোকার…আমাকে…চিঠি দিয়েছেন?
এই যে, দেখুন স্যার!
খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়লুম। পড়ে আরো যেন সব গুলিয়ে গেল।
আশ্চর্য, জীভ্‌স্‌!
কি ব্যাপার স্যার?
মিঃ ষ্টোকার আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন!
বটে?
পরিষ্কারভাবে সেই কথাই লেখা রয়েছে। শোন,
প্রিয় মিঃ উষ্টার, যদি আজ রাত্তিরে আমার নৌকোয় এসে গরীবের সঙ্গে দু'এক গ্রাস যা হয় কিছু উদরে দেন, তাহলে ভংয়কর খুশী হবো। পোষাকের আড়ম্বর করবার কোন দরকার নেই। যে কোন পোষাকেই এলে চলবে।—জীভ্‌স্‌ আশ্চর্য।
আশ্চর্য না হোক্‌, অভূতপূর্ব স্যার!
অভূতপূর্ব…মানে?
যা আগে কখনো ঘটে নি!
ঠিক! ঠিক কথা! হাঁ…আর একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। কাল রাত্তিরে আমি যাঁদের দর্শন পেয়েছিলুম তাঁদের মধ্যে মিঃ ষ্টোকারও ছিলেন। তিনি লাফাতে লাফাতে এসে হাজির…একেবারে মারমূর্তি…তার মেয়েকে নাকি আমি এই বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি…তিনি সার্চ করে দেখবেন!
তাই নাকি স্যার?
আরো বলো কেন…বুড়ো সারা বাড়ী সার্চ করলো কিন্তু মেয়েকে কোথাও দেখতে পেলে না, মেয়ে তখন সাঁতরে আবার নৌকোতে ফিরে চলেছে! বুড়ো মহালজ্জায় পড়ে গেল আমার সামনে…তার ফলে, যা আমি কোনদিন

কল্পনাও করতে পারিনি, আমার সঙ্গে বুড়ো রীতিমত ভদ্রলোকের মতন কথাবার্তা বল্লো···অবশ্য সে-কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ ছিল না, যা থেকে আজকের এই অযাচিত নেমন্তন্নকে আশা করা যেতে পারে। দায়ে পড়েই বুড়োকে কাল রাত্তিরে আমার সঙ্গে নরম সুরে কথা বলতে হয়েছিল। তাই ভাবছি···কেন হঠাৎ এই নেমন্তন্ন ?

জীভ্‌স্ ঘাড় নেড়ে বল্লে, আজ সকালে মিঃ ষ্টোকারের সঙ্গে আমার যে-আলাপ হয়···তাতে আপনার প্রসঙ্গটাই প্রধান ছিল···

তাই বল ! তা হলে এই নেমন্তন্নও তোমার কীর্তি ! তুমিই বুড়োর বাট্রাম-বিরোধিতাকে শেষ আঘাত হেনেছো !

প্রাতরাশের পর মিঃ ষ্টোকার আমাকে ডেকে পাঠালেন স্যার। আপনার কথা তুল্লেন, জিজ্ঞাসা করলেন আমি একদিন আপনার চাকরী করতাম কিনা। নিউইয়র্কে আপনার সঙ্গে আমাকে যেন দেখেছেন, সে কথাও বল্লেন। আমি যখন জানালাম যে তাঁর অনুমান সত্যি, তখন তিনি আপনার অতীত জীবনের দু'একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করলেন···

শোবার ঘরে বেড়াল পোষা সম্বন্ধে কি ?

হ্যাঁ, আর সেই হট্‌-ওয়াটার বোতলের ব্যাপার সম্বন্ধেও···

টুপি-চুরির কথা জিজ্ঞাসা করেননি ?

নিশ্চয়ই···বাড়ীর নল ধরে ওপরে ওঠার বিষয়ও জিজ্ঞাসা করলেন !

তুমি কি বল্লে ?

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্লাম, স্যার রডারিক গ্লস্‌প ব্যাপারগুলোকে যেদিক দিয়ে দেখেছেন, সেটাই একমাত্র দিক নয়···ভেতরকার ব্যাপার যা যা ঘটেছিল, সমস্তই তাঁকে খুলে জানালাম।

বুড়ো শুনলো ?

শুনে তিনি খুশীই হলেন। তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তিনি অনুতপ্ত···হুজুরকে যে তিনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন, তা স্বীকার করলেন। এবং সেই সঙ্গে বল্লেন, স্যার রডারিকের মতন লোকের কথায় বিশ্বাস করে তিনি আহাম্মুকেরই কাজ করেছেন। এই সূত্রে স্যার রডারিকের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি তাঁকে কিসের বাচ্চা বলে অভিহিত করলেন, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। হয়ত সেই অনুতপ্ত মুহূর্তেই তিনি আপনাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে এই চিঠি লিখেছেন।

জীভ্‌সের কথা শুনে মনটা খুশীই হলো। বাট্রাম উষ্টারের মন একটু সহানুভূতি স্পর্শেই খুলে যায়। মানুষই ভুল করে, মানুষই আবার সেই

ভুলের ওপরে গিয়ে ওঠে।

খুশী হয়েই জীভ্‌সকে বল্‌লুম, ধন্যবাদ, জীভ্‌স্‌!

এতে আমার ধন্যবাদ পাবার কিছু নেই স্যার!

আছে বৈকি। ষ্টোকারের এই হৃদয়-পরিবর্তনের ব্যাপারে তোমার কৃতিত্বকে আমি অস্বীকার করতে চাই না। তবে, একথা ঠিকই, বুড়ো ষ্টোকার আমার মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণাই করুক না কেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সেদিক দিয়ে আমি কিছুই বলতে চাই না কিন্তু অকারণ একটা ভুল বোঝাবুঝি যদি মিটে যায়, তাতে আপত্তি করবারও কিছু নেই। বুড়ো ষ্টোকারের এই হৃদয়-পরিবর্তনকে আমি খুশী মনেই স্বীকার করছি। ঠিক সময়েই এটা ঘটেছে। ভালই হয়েছে। জীভ্‌স্‌, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। কেন গ্রহণ করলুম জানো? এর ফলে মিস্‌ ষ্টোকারের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হওয়া সহজ হবে এবং চাফীর বিষয় নিয়ে ওকালতী করতে পারবো।

বুঝলুম স্যার!

অবশ্য ওকালতী করা যে খুব সহজ হবে তা নয়। কোন্‌ লাইনে যাবো, সেটা রীতিমত ভেবেচিন্তে বার করতে হবে। এখন তো তার কোন হদিসই পাচ্ছি না। বুঝলে, আমি কি বলছি?

জীভ্‌স্‌ কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভেবে নেয়। তারপর বলে, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি একটা লাইনের কথা বলতে পারি···

হাঁ, হাঁ, অনুমতির কোন দরকার নেই।

আমি বলছিলাম কি, মিস্‌ ষ্টোকারের কাছে লর্ড বাহাদুরের কথা উত্থাপন করবার সময় আপনি যদি তাঁকে জানান যে সেদিন রাত্রিতে লর্ড বাহাদুরের শরীর খুব অসুস্থ ছিল ··

অসম্ভব···চাফীর শরীরে কোথাও কোন রোগের চিহ্ন নেই···

আমার কথাটা আপনি ঠিক ধরতে পারেন নি স্যার! মিস্‌ ষ্টোকারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার ফলে তাঁর মন এমন ভেঙ্গে পড়ে যে···

এবার বুঝেছি, তুমি কোন্‌ দিক দিয়ে যাচ্ছ···

লর্ড বাহাদুর সেদিন রাত্রিতে···

একা একা···আত্মহত্যা করবার কথা ভাবছিল ··

ঠিক তাই, স্যার!

তুমি বলছো, সেকথা শুনলে তার কোমল নারীঅন্তর আপনা থেকেই সাড়া দিয়ে উঠবে?

খুব সম্ভব স্যার !
মন্দ নয়···ঐ লাইনেই কথা পাড়বো। চিঠিতে দেখছি সন্ধ্যা সাতটায় সময় ডিনার। আর একটু দেরীতে হলে ভাল হতো, না ?
আমার মনে হয়, মাষ্টার ডিউইটের জন্যেই সময়টা সন্ধ্যার মুখেই স্থির করা হয়েছে। আপনাকে মাষ্টার ডিউইটের জন্মতিথি-উৎসবের কথা বলেছিলাম মনে আছে বোধহয়···এই ডিনার সেই উপলক্ষ্যেই হচ্ছে।
হাঁ, হাঁ, তাই বটে। শুনেছিলুম, নিগ্রো বাজিয়েরাও আসবে···আসবে তো ?
হাঁ স্যার ! নিগ্রো বাজিয়েরাও থাকবে।
আচ্ছা জীভ্স নিগ্রো বাজিয়েদের সঙ্গে একটু আলাপ করবার, বিশেষ করে তাদের দলে যে লোকটা ব্যাঞ্জো বাজায়, তার সঙ্গে কি করে আলাপ করা যায় বলতো ? তু'একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।
সে ব্যবস্থা করা বোধহয় কঠিন হবে না স্যার।
জীভসের কথার সুর থেকে বুঝলুম, ঠিক মন থেকে কথাগুলো আসছে না। মিস্ ষ্টোকার থেকে হঠাৎ ব্যাঞ্জোর কথা এসে পড়ায় যেন সে বিব্রতই বোধ করছে। এই বাজনার ব্যাপার নিয়েই তো তার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ ! এসব ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। তাই বল্লুম, জীভস, একটা খবর তোমাকে জানানো হয় নি···ব্যাঞ্জোলিলি বাজনাটাকে আমি প্রায় তুরস্ত করে এনেছি !
তাই নাকি, স্যার ?
তুমি যদি শুনতে চাও, আমি এখুনি তোমাকে বাজিয়ে শোনাতে পারি !
এখন ? এখন নয় স্যার !
তা হলে দেখছি, ব্যাঞ্জোলিলি সম্বন্ধে তোমার মতের কোন পরিবর্তন ঘটে নি ?
না স্যার !
আশ্চর্য ! এই একটা ব্যাপারে আমরা তুজনে একমত হতে পারলুম না !
পারা সম্ভব হলো না স্যার !
তাতে অবশ্য মনকে তিক্ত করবার কোন কারণ আছে কি ?
মোটেই না স্যার !
কিন্তু···তবুও···বড় তুঃখের বিষয়···
আমারও একান্ত তুর্ভাগ্য স্যার !
যাক্‌গে ওসব কথা···তুমি বুড়ো ষ্টোকারকে জানিয়ো, আমি ঠিক ঘড়ি ধরে

সাতটার সময় গিয়ে হাজির হব।

ঠিক আছে স্যার!

তুমি মুখে বলবে? না, আমি দু'কলম লিখে দেবো? অন্তত ভদ্রতার দিক থেকে...

তার দরকার নেই স্যার। মিঃ ষ্টোকার আমাকে আপনার মুখের জবাবই নিয়ে যেতে বলেছেন!

তা হলে তো ঠিক আছে!

হাঁ, স্যার!

জীভ্‌স্ যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

আমি ঘড়ি ধরে ঠিক সাতটার সময় নৌকোয় গিয়ে উঠলুম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই টুপি আর ওভারকোটটা একজন ভৃত্যের হাতে সমর্পণ করলুম। মনের ভেতরে তখনো চলছিল একটা অস্বস্তিকর দ্বন্দ্ব। আমি জানি, বুড়ো ষ্টোকার যখন লোককে নিমন্ত্রণ করে তখন রীতিমত ভূরি-ভোজনেরই আয়োজন করে, চাফ্‌নেল রেজিসের সমুদ্র বায়ুতে ওজন থাকার ফলে সারা দেহে রীতিমত ক্ষুধার একটা আবেগ জেগে উঠেছে। আবার সেই সঙ্গে মনে আশঙ্কাও হতে থাকে, বুড়ো ষ্টোকারের সামনে আমি কিছুতেই সুস্থির মনে থাকতে পারি না...খাবার টেবিলে অনেকক্ষণ তার সামনে বসে থাকতে হবে...না জানি কি ঘটে উঠবে। আসন্ন সুখাদ্যের লোভে বাট্রাম উষ্টারের উদর-অংশ উল্লসিত হয়ে ওঠে কিন্তু বুড়ো ষ্টোকারের সঙ্গ আশঙ্কায় বাট্রাম উষ্টারের আন্তরিক অংশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, প্রৌঢ় আমেরিকানদের মধ্যে দুটো আলাদা জাত আছে। একজাতের লোক, দেখলেই চেনা যায়, হৃষ্টপুষ্ট, চোখ মুখ দিয়ে খুশী ফেটে পড়ছে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কাছে টেনে নেবে, যেন তুমি তার একমাত্র সন্তান...তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কক্‌টেল শেকারকে নাড়তে সুরু করে দেবে...কোন কথার জবাব দেবার আগেই, তুমি জানতেই পারবেনা কখন হাসতে হাসতে তোমার গলার ভেতর দিয়ে অন্তত দুটো পেগ্ কক্‌টেল চালিয়ে দিয়েছে। প্রকাণ্ড হাত তুলে তোমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে আইরিশম্যানদের সম্বন্ধে রসের গল্প সুরু করে দিয়েছে, নিমেষের মধ্যে তোমার সামনে জীবনটাকে রঙে, রসে, রূপে জাগিয়ে তুলেছে...

দ্বিতীয় জাতের প্রৌঢ় আমেরিকানদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই, সারা দেহে একটা নিঃশব্দ হিমেল স্পর্শ এসে লাগে...অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবে,

সামনে ছুটো চোখ তোমার দিকে চেয়ে আছে, সেই চাউনীর প্রাণহীন হিমেল স্পর্শই দেহ ভেদ করে মনে গিয়ে লাগে। তোমার সঙ্গে কথা বলবার আগে মনে মনে ভাবছে তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিত কি না ; তুমি হয়ত চোখ ঘুরিয়ে নিলে কিন্তু হঠাৎ কখন আবার চোখাচোখি হয়ে গেল, তখনও দেখবে, সেই চোখ ঠিক তেমনি ভাবে তোমার দিকে চেয়ে আছে।

মিঃ ওয়াসবার্ন ষ্টোকার এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই জন্যে টেবিলে বসে সেদিন যখন দেখলুম ওয়াসবার্ন ষ্টোকার আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছে, তখন ভেতর রীতিমত একটা স্বস্তি অনুভব করলুম। অবশ্য সে-মূর্তির মধ্যে এমন আর কিছু ছিলনা, যা দেখে মনে হতে পারে যে লোকটী তোমার সঙ্গে মেশবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, তবে একথা মনে হতে পারে যে, চেষ্টা করলে হয়ত লোকটি তোমার সঙ্গে মিশতেও পারে।

আমার দিকে চেয়ে মিঃ ষ্টোকার বলে উঠলো; সামান্য ঘরোয়া ডিনার; হৈ চৈ নেই···আশা করি মিঃ উষ্টার তাতে তোমার কোন আপত্তি···

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, আপত্তি? মোটেই না। বরঞ্চ এই ঘরোয়া ডিনারে আমাকে নেমন্তন্ন করে আপনি আমাকে যে কতখানি ধন্য করেছেন, তা ভাষায় বলা কঠিন !

শুধু তুমি, ডিউইট আর আমি···শুধু এই তিনজন। আমার মেয়ে থাকলে ভালই হতো কিন্তু তার এমন মাথা ধরেছে যে বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না !

এ সংবাদের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। যার জন্যে এই দুঃসাহসিক অভিযান, সে-ই যদি না থাকে, তাহলে কিসের জন্যে এখানে আসা ? কোন মানে হয় না বুড়ো ষ্টোকারের সামনে বসে ভদ্রতার বুলি কপ্‌চানো !

নিজের অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো শুধু একটা অব্যয় শব্দ···ও ! বেশ ভাল করে বুড়ো ষ্টোকারের চোখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সেই মাছের মতন গোল গোল চোখে প্রাণহীন স্থির দৃষ্টি, মুখের মধ্যে সেই নির্বাক ক্রুরতা।

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বুড়ো বল্লো, কাল রাত্তিরের বাড়াবাড়ির দরুণই শরীরটা খারাপ হয়েছে···অত বাড়াবাড়ি কি ভাল ?

বুড়োর মুখের চেহারা এবং কথার ভঙ্গী থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, পলিনকে বিছানায় শুতে বাধ্য করা হয়েছে, শাস্তি স্বরূপ। এবং সেই সঙ্গে

তাকে ডিনার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। বুড়ো ষ্টোকার হলো ফিউডাল যুগের বাপ, যাদের ধারণা কড়া হাতে ছেলে-মেয়েদের শাসন না করলে ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে যায়। আধুনিক যুগের দরাজ-মন-ওয়ালা বাপেদের একেবারে উল্টো। ইংলণ্ড থেকে যে-সব গোঁড়া পিউরিটানরা আমেরিকায় এসে বসবাস স্থাপন করে, বুড়ো ষ্টোকার হলো তাদেরই যোগ্য উত্তরাধিকারী। হাস্যহীন তার বিরস বদনের দিকে চাইলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

এ হেন অবস্থায়, পলিন কেমন আছে সে কথা জিজ্ঞাসা করতেও সাহসে কুলোচ্ছিল না। অথচ ভব্যতার খাতিরে কিছু একটা বলাও দরকার।

তা হলে···আপনি···মানে···পলিন তাহলে···

তুমি ঠিকই বলেছিলে···পলিন কাল রাতে সাঁতার কাটতে জলে নেমেছিল!

বেচারা পলিন! তার সম্বন্ধে এখন কি-ই বা বলতে পারি? অথচ চুপ করেই বা থাকি কি করে! এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করলো বাবুর্চি এসে···ঘোষণা করলো, ডিনার তৈরী।

নীরবে বুড়ো ষ্টোকার উঠে দাঁড়ালো, আমিও উঠে বুড়োকে অনুসরণ করে চল্‌লুম।

ডিনারের সময় মনে হলো, মুখে সুখাদ্য বলে যে সব জিনিস তুলে দিচ্ছিলুম, মুখের ভেতর গিয়ে কেন জানি না, সেগুলো শুকনো ছাই-এর মতন হয়ে যাচ্ছিল। যতক্ষণ ডিনার টেবিল বসেছিলুম, বুড়ো ষ্টোকারের মুখ থেকে একটা কথাও শুনতে পাইনি···সারাক্ষণ ঘাড়টা আড়ষ্ট করে গম্ভীর মুখে খাদ্য চিবিয়ে চলেছিল। ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কোন কঠিন প্ল্যানের কথা ভাবছে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ডিউইট উঠে চলে গেল।

তখন খানিকটা যেন মনে জোর পেলাম। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বল্‌লুম, সত্যি মিঃ ষ্টোকার আপনার এই বোট-টা চমৎকার।

এই প্রথম লক্ষ্য করলুম, বুড়ো ষ্টোকারের মুখ থেকে কালো মেঘটা যেন একটু নড়ে উঠলো। বুঝলুম, এই লাইনেই কথা বল্লে সুবিধা হবে।

সত্যি, এত বড় বোটে এর আগে আমি আর কখনো উঠিনি!

কালো মেঘটা বোধ হয় সরে যাচ্ছে···

একটা বোট থাকা···বুঝলে, খুব সুবিধের!

সুবিধাটা কিসের তা বুঝতে পারিনা, তবুও বলি, নিশ্চয়ই, সুবিধে বইকি!

বন্ধু-বান্ধবদের রীতিমত আপ্যায়িত করা যায়, বুড়ো বলে।

নিশ্চয়ই—অঢেল্ জায়গা।

বুড়ো বলে, তা শুধু নয়, ইচ্ছা করলেই কেউ পালাতে পারে না!

বুঝলুম; বুড়ো বুঝেছে যে বন্ধু-বান্ধবেরা তার সঙ্গ থেকে পালিয়েই বাঁচতে চায়। বন্ধুদের আটক করে রাখবার মন্দ ফন্দী নয়!

হেসে বলি, তা বটে।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করে, বোট-টা ঘুরে ফিরে দেখবে না কি?

নিশ্চয়ই। এ সৌভাগ্য আবার কবে হবে…

বেশ…এসো…আমি নিজেই দেখাচ্ছি…এইটে হলো প্রধান সেলুন…যেখানে বসে আমরা ডিনার খেলুম…

ও!

এবার এসো অন্য ঘরগুলো দেখাচ্ছি! একটা সরু বারান্দার মতন পথ ধরে বুড়োকে অনুসরণ করে চলি। একটা দরজার সামনে এসে বুড়ো দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা বোতাম টিপতেই দরজাটা খুলে গেল। বুড়ো ঘরে ঢুকে নিজেই আলো জেলে দেয়।

এইটে হলো অতিথি-অভ্যাগতদের থাকবার ঘর।

বাঃ…চমৎকার!

দেখ…ভাল করে, ঘুরে ফিরে দেখো!

ভাল করে ঘুরে ফিরে কি যে দেখবো তা বুঝতে পারলুম না। বুড়োকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ঘরের ভেতরে গিয়ে এটা-সেটা দেখি, বিছানার কাছে গিয়ে আঙুল দিয়ে গদিটা টিপে দেখি…

বাঃ…চমৎকার গদি…তো…

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখতে গিয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই দরজা বন্ধ করে বুড়ো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

তারাতারি ছুটে গিয়ে দরজাটা খোলবার জন্যে হাণ্ডেলটা ঘোরাই। ঘোরে না। বুঝলুম দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

চীৎকার করে ডাকলুম, কে আছ? ওহে!

কোন সাড়া নেই।

এই—কে আছে? মিঃ ষ্টোকার!

কোন সাড়া নেই কোন শব্দ নেই। একেবারে নিস্তব্ধ।

চলতি কথায় যাকে বলে হতভম্ব, তখন আমার অবস্থা দাঁড়ালো ঠিক তাই। কি যে হয়ে গেল, ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারি না। নৌকোটা যদি কোন

সমবয়সী বন্ধুর হতো, তাহলে অবশ্য এত দুর্ভাবনার কিছুই ছিল না; কারণ বন্ধু মহলে এই জাতীয় কাবুলী-রসিকতা মাঝে মধ্যে ঘটে থাকে। এবং আমারও তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে নেই তা নয়। কিন্তু বুড়ো ষ্টোকারের সঙ্গে আমার যে-জাতীয় সম্পর্কই গড়ে উঠে থাকুক না কেন, সেটা কোন মতেই রসিকতার সম্পর্ক নয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ষ্টোকারের দাদা জর্জে´র কথা। যদিও খুড়তুতো ভাই কিন্তু একই রক্ত তো। দেহ রক্ষা করবার আগে কয়েক বছর ধরে জর্জ´ নানা রকম খেলা খেলতেন, যে-জাতীয় খেলাকে ডাক্তাররা বলে থাকেন, পাগলামি,—উৎকট বাতিকগ্রস্ত লোকের পাগলামি। জর্জে´র এই জাতীয় নানারকমের উৎকট পাগলামি ছিল, তার কিছু কিছু গল্প আমিও শুনেছিলাম! বিদ্যুৎ-ঝলকে মনের মধ্যে জেগে উঠলো, ষ্টোকারের মধ্যেও বোধ হয় এই জাতীয় কোন পাগলামির লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। কিছুই অস্বাভাবিক নয়, জর্জে´র যখন ছিল, তখন এটা তাদের বংশগত বৈশিষ্ট্য হতে পারে। হয়ত দেখবো, মাঝরাতে মাংস-কাটা ছোরা হাতে ষ্টোকার রক্ত চক্ষু করে আমার ঘরে ঢুকছে···পাগলামির যে সীমা কোথায়, তা তো কেউ বলতে পারে না!

এমন সময় মনে হলো, বাইরে থেকে কে যেন চাবির কল ঘোরাচ্ছে। সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। দরজা খুলে গেল। দেখলুম, দরজা আগলে ষ্টোকার দাঁড়িয়ে। এখুনি যদি আক্রমণ করে, খালি হাতে যতখানি আত্মরক্ষা করা যায়, সেইভাবে প্রস্তুত হয়েই দেয়াল ঘেসে দাঁড়ালুম।

কিন্তু ষ্টোকারের চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হলো না যে তার পকেটে ছোরা আছে। রক্ত-চক্ষু তো নয়ই···বরঞ্চ চোখের কোলে কোলে যেন একটুখানি হাসির রঙ লেগে আছে। বোকা-বোকা ফোলা মুখের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখলুম, না, আজই-তোকে-শেষ-করে-ফেলবো জাতীয় কোন ভাব নেই। মুখেতে তখনও সিগারটা আছে। আস্তে আস্তে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দেখে শুনে খানিকটা আশ্বস্তই বোধ করলুম।

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ষ্টোকার বলে উঠলো, তা হলে···মিঃ উষ্টার···?

প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলুম না। বোকার মতন হাঁ করে ষ্টোকারের দিকে চেয়ে থাকি।

হঠাৎ এই ভাবে তোমাকে একলা রেখে চলে গেলাম···তার জন্যে তোমার কাছে বোধ হয় ক্ষমা চাওয়া দরকার···কিন্তু কি করবো···হঠাৎ মনে পড়লো কনসার্টের লোকেরা বসে আছে···সেটা সুরু করে দিয়ে আসা দরকার!

বল্‌লুম, ভালই করেছেন, কনসার্ট-টা শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি !
সেটা সম্ভব হবেনা ! মাফ করতে হবে মিঃ উষ্টার !
দেখি, অর্থপুর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ আমার দিকে চেয়ে আছে।
আমারও একদিন ছিল যখন আমি তোমারই মতন যুবক ছিলাম···তখন অবশ্য অনায়াসে তোমার মত ছোকড়ার ঘাড় দুমড়ে ভেঙ্গে ফেলতে পারতাম···
হঠাৎ কথাবার্তাটা যে এইরকম ভাবে মোড় ফিরে গেল, তাতে আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। মানুষ ইচ্ছা করলেই আবার নিজেকে যুবক মনে করতে পারে···অনেকে সেই জন্যে বলেন যৌবনটা হলো মনেরই বয়স। আমার এক কাকা ছিলেন, ছিয়াত্তর বছর বয়স···যেদিনই তিনি বেশি মাত্রায় পান করতেন, সেদিনই তিনি ভুলে যেতেন যে তিনি বৃদ্ধ নিমেষের মধ্যে যৌবনে ফিরে যেতেন···এবং তিনি যে যুবকই আছেন তার প্রমাণ দেবার জন্য সটান গাছে উঠবার চেষ্টা করতেন। যদি ষ্টোকারের সেই রকম যৌবন ফিরে আসে ?
বাধ্য হয়ে কণ্ঠস্বরে ভব্যতা-মাফিক খানিকটা দৃঢ়তা এনে বল্‌লুম, শুনুন··· যদিও আপনার বহুমূল্য সময়ের খানিকটা নষ্ট করা হবে, তবুও আমি না জিজ্ঞাসা করে পারছি না, এসব আপনি কি বলছেন ?
গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে, কি বলছি, বলতে চাও তুমি জান না ?
দিব্যি করে বলছি, আমি কিছুই জানি না !
অনুমান করতেও পারছো না ?
মোটেই না !
তাহলে গোড়া থেকে আমাকে স্বুরু করতে হয়। মনে আছে বোধ হয় কাল রাত্তিরে তোমার বাড়ীতে আমাকে যেতে হয়েছিল ?
এখনো তা ভুলে যাইনি !
আমি ভেবেছিলাম, মেয়েটা তোমার বাড়ীতেই আছে। খুঁজে দেখলাম নেই।
আমি খুশী হয়েই বল্‌লুম, তাতে কি হয়েছে। মানুষ মাত্রেই ভুল করে !
আমার কথা শুনে বুড়ো অর্থপূর্ণভাবে দু'বার শুধু ঘাড় নাড়লো।
হাঁ···ভুল মানুষ মাত্রেই করে। সেই ভেবেই তোমার বাড়ী থেকে চলে আসছি। তারপর কি হলো, জান ? তোমার বাগানের গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই এখানকার পুলিস সার্জেণ্ট আমার পথ আগলে দাঁড়ালো।
বুড়োর প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্যে মুখের সিগারেটা বার করে বলি, ঐ সার্জেণ্ট ভুলে···একটা আপদ···ও-র ভাল রকম একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে তো ?

মোটেই না···অত্যন্ত ভদ্রলোক···কর্তব্যপরায়ণ, তার যা কর্তব্য সে তাই করেছে।

বুকের ভেতর আবার স্বুরু হয় দ্রুত স্পন্দন। বুড়ো বলে, যখন সে জানলো, বন্দরের নৌকো থেকে আমি আসছি, আমাকে জানালো, একবার আমাকে থানায় যেতে হবে!

ইস্! কি আস্পর্দ্ধা! আপনাকে থানায়···

বুড়ো ধমক দিয়ে ওঠে, থামো! আমাকে কি থানায় ধরে নিয়ে গেল নাকি? যেতে অনুরোধ করলো। কে একজন ধরা পড়েছে, তাকে সনাক্ত করতে হবে।

সে কি কথা! আপনি বলছেন, এটা অত্যাচার নয়? কে কোথায় থানায় ধরা পড়ল···আর রাত দুপুরে আপনাকে গিয়ে সনাক্ত করতে হবে?

বুড়ো তেমনি শুষ্ক গম্ভীর কণ্ঠে বল্লো, হাঁ তার দরকার ছিল···কারণ যে বস্তুটী ধরা পড়েছে, সে আমারই কন্যা পলিন।

কি বল্লেন?

চীৎকার করো না···শোন! কাল রাত্তিরে এই সার্জেণ্টটা তোমার বাড়ীর আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল···সে নিজের চোখে দেখেছে, তোমার বাড়ীর নীচের তলার ভাঙ্গা জানলার ভেতর দিয়ে কে একজন লাফিয়ে রাস্তায় পড়লো। তখুনি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে। এবং যাকে ধরলো, সে আমারই মেয়ে পলিন। তার কাঁধে, তোমার ওভারকোট। পরনে সুইমিঙ স্যুট। এখন কি কিছু বুঝতে পারছো?

আমার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বৃদ্ধ অতি সযত্নে সিগারের ছাইটা ফেলে দেয়।

তাহলে এখন বুঝতে পারছো···ভুল আমি করিনি···আমি যাবার আগেই আমার মেয়ে তোমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। তাই বলছিলাম, মিঃ ডষ্টার, যদি যৌবনের সেদিন থাকতো, তাহলে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলতে আমার বিশেষ অসুবিধা হতো না!

আমার আর বলবার কিছু ছিল না। মাঝে-মধ্যে এমনিই হয়, সব কথাই কেমন যেন হঠাৎ ফুরিয়ে যায়।

তেমনি অনুত্তেজিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে, অবশ্য, যৌবন দিনের সে রাগ আমার আর নেই···এখন অনেক বুঝে সুঝে চলতে হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তাই ভেবে চিন্তে দেখলাম, জামাই পছন্দ করার ব্যাপারে যখন আমার হাত পা বাঁধা, তখন যা জুটেছে তাকেই স্বীকার করে নিতে হবে।

তবে তুমি শুনেই হয়ত খুশীই হবে, এক সময়ে তোমাকে যে রকম একটা অপদার্থ ইডিয়ট ভাবতাম, এখন অবশ্য তা ভাবি না। তোমার যে সব কীর্তির কথা শুনে তোমার সঙ্গে পলিনের এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, পরে শুনলুম সেগুলো সত্যি নয়। সুতরাং তিন মাস আগে নিউ ইয়র্কে তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক এখনও বজায় আছে বলে তুমি ধরে নিতে পার। এনগেজমেণ্ট রদ করে যে চিঠিটা তোমাকে পাঠানো হয়েছিল, মনে কর, সে চিঠিটা লেখা হয় নি !
দাঁড়িয়ে থাকলে অবশ্য পড়ে যেতাম, কিন্তু বিছানার বসে, পড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মনে হলো, ভেতর থেকে কে যেন আমার হৃদপিণ্ডটাকে মুঠো করে চেপে ধরলো।
মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, আপনি কি তাহলে বলতে চাইছেন যে···
দেখলুম, দুটো গোল চোখ আমার দিকে বিচিত্র কৌতুকভরে চেয়ে আছে। অনুকম্পার দৃষ্টি। অফিসের কর্তা যে অনুকম্পার দৃষ্টিতে কেরাণীর দিকে চেয়ে থাকে।
নির্লিপ্ত কণ্ঠে বুড়ো বলে, আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে চাও, তারই জন্যে এত কাণ্ড। এই তো ?
কি উত্তর দেবো, ঠিক করে উঠতে পারি না। এহেন ক্ষেত্রে সোজাসুজি হাঁ কিম্বা না বলা দুই-ই শক্ত। উত্তর দেবার কোন চেষ্টাই করিনা। মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে পড়ে, ওহ্···আহ···
গলার সুর একটু চড়িয়ে বুড়ো বলে, ওহ্···আহ···এ থেকে কোন কথাই বোঝা যায় না···তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও, এই সোজা কথাটা বলতে তোমার এত কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই। আমার কথা হলো, তাতে আমি যে খুশী হয়ে মত দিচ্ছি তা নয়, তবে, এ সংসারে যা যাওয়া যায়, তা তো সব সময় পাওয়া যায় না। অনেক কিছুই স্বীকার করে নিতে হয়। তাহলে, এনগেজমেণ্ট সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা আমার জানা দরকার !
বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠি, এনগেজমেণ্ট সম্বন্ধে ধারণা···মানে ?
বুড়ো ধমক দিয়ে ওঠে, এনগেজমেণ্টের পরই তুমি বিয়ে করতে চাও, না, এনগেজমেণ্ট হয়ে যাওয়ার কিছুকাল বাদে বিয়ে করতে যাও ?
দেখুন···এ সম্বন্ধে···
আমার মত যদি নিতে চাও, তাহলে কোন এনগেজমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে হওয়া ভাল···সেই জন্যে আমি ঠিক করেছি বিয়েটা যত শিগ্‌গির হয়ে যায়, ততই ভাল। সেই জন্যে তোমার পক্ষে কতটা শিগ্‌গির সম্ভব সেটা আমার

না দরকার। অবশ্য; আমাদের দেশে এক মিনিটের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এখানে তা আমি করতে চাই না। কতকগুলো ক্রিয়া কাণ্ড আছে, সেগুলো করতে হবে। যতক্ষণ সেগুলো না শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ তুমি এই নৌকোতে আমার অতিথি রূপেই থাকবে। নিতান্ত বাধ্য হয়েই তোমাকে জানাচ্ছি, নৌকোতে থাকবে বলেই, তুমি বেপরোয়া ভাবে নৌকোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

কারণ, তোমাকে আমি যতটুকু চিনেছি, তাতে অন্তত এইটুকু বুঝতে পেরেছি, তুমি হলে অত্যন্ত পিছল প্রকৃতির লোক···নৌকোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হঠাৎ তোমার মনে পড়ে গেল, কালই অন্য আর একটা মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা করবার কথা আছে এবং দেখা করবার জন্যে তুমি পিছলে সরে পড়লে। সেটি আমি হতে দেবো না। অবশ্য বিয়ের জন্যে যে কদিন এই ঘরে তোমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার কোন বিষয়ে কোন অসুবিধাই হবে না। আলমারিতে বই রয়েছে, অবসর সময়ে পড়তে পার—লেখা পড়া কিছু শিখেছ তো? কৌটো ভর্তি সিগারেট আছে···আমার লোককে বলে দিয়েছি, এখুনি তোমার জন্যে কয়েক জোড়া পাজামা আর যা যা দরকার, সবই এনে দেবে। এখন তা হলে মিঃ উষ্টার···আপাতত গুড্‌নাইট···কনসার্টের ওখানে এখুনি যেতে হবে···আমার ছেলের জন্মদিনের পার্টি···তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার যতই ভাল লাগুক না কেন, তা থেকে অনুপস্থিত থাকা নিশ্চয়ই উচিত নয়···গুড্‌নাইট!

ঠিক আগেকার মতই দেখলুম, দরজাটা একটু ফাঁক করে যেন গলে বেরিয়ে গেল। আবার সেই ঘরে আমি একা।

এর আগে অবশ্য মাত্র দুবার এ-রকম নির্জন ঘরে একলা আটক থাকার অভিজ্ঞতা আমার ঘটেছিল। একেবারের কথা চাফী একটু আগেই উল্লেখ করেছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিজের মিথ্যে পরিচয় দেওয়ার জন্যে থানায় নিয়ে আটক করে রাখে। আর একবার হঠাৎ সখ যায়, পুলিস কনষ্টবলের মাথায় যে ঝকঝকে লোহার টুপি থাকে তাই একটা সংগ্রহ করে রাখবো। কিন্তু টুপি তুলতে গিয়ে দেখি, টুপির তলায় একটা প্রকাণ্ড মাথা রয়েছে। সেবারেও থানায় আটক হতে হয়, তবে সামান্য কিছু জরিমানা দিয়েই সে দু'যাত্রা রেহাই পেয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমান বন্দীদশায় দেখছি, যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা···

অবশ্য, সাধারণ লোকে আমার কথা শুনে বলতে পারে, আমার এ রকম

ব্যথিত হবার কোন কারণই নেই। পলিনের মত রূপলাবণ্যময়ী মেয়ে, তার ওপর সে-মেয়ে আবার অর্ধেক রাজত্বের মালিক হবে, তাকে বিয়ে করতে যে কোন লোকই উল্লসিত হবে···তাতে এত ভয় কিসের হে বাপু? কিন্তু লোকে যাই বলুব না কেন, আমি রীতিমত ভীত হয়েই পড়েছি, কারণ আমি তো আমাকে জানি। তাছাড়া একটা মস্ত বড় কথা হলো, আমি তো জানি, পলিন আমাকে বিয়ে করতে চায় না। আমিও আজ আর তাকে বিয়ে করতে চাইনা। চাফীর সঙ্গে অবশ্য ঝগড়ার মুখে অনেক কথাই পলিন বলেছে কিন্তু আমি জানি তার মনের ভেতর চাফীর প্রতি তেমনি সজাগ হয়েই আছে, একটু নাড়াচাড়া করলেই আবার ওপরে ভেসে উঠবে। আর একটা ব্যাপার, চাফীর বন্ধু হিসাবে চাফীর কথাটা আমি ভুলতে পারি না। পলিনের জন্যে বেচারা সিঁড়ি থেকে গড়াগড়ি দিয়ে নীচে পড়েছে খোঁড়া পা নিয়ে অন্ধকারে উন্মাদের মতন ছুটেছে···এসব উৎকট প্রেমেরই লক্ষণ। সুতরাং কাগজ কলম নিয়ে যদি জমা খরচ হিসেব করে মিলিয়ে দেখা যায়, তাহলে ঘাটতির অঙ্কটাই অক্লান্তভাবে বড় হয়ে উঠবে। পলিনকে বিয়ে করে আমি তো সুখী হবই না, বেচারা চাফীর হৃদরও কাঁচের বাসনের মতন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এহেন ক্ষেত্রে যদি যন্ত্রণা না ভোগ করতে হয় তাহলে যন্ত্রণার আর কি বিষয় হতে পারে, ভেবে ঠিক করতে পারিনা।

এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে এক টুকরো এক আলোর রশ্মি দেখতে পেলুম, বুড়ো ষ্টোকার বলেছে, এখুনি তার লোককে জিনিস-পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। একমাত্র ভরসা যদি সে-লোক জীভস্ হয়।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কাশির আওয়াজ কানে এলো। এ কাশি শুধু একজনই কাশতে পারে। চোখ তুলে দেখলুম, হাতে রাজ্যের পোষাক-পত্র নিয়ে জীভস্ দাঁড়িয়ে। ধীরে ঘরের ভেতর এসে জিনিসগুলো টেবিলের ওপর রাখে এবং আমার দিকে চেয়ে দেখে, সে-দৃষ্টিতে আমি স্পষ্ট দেখলাম করুণা মাখানো।

মিঃ ষ্টোকার এই জিনিসগুলো আপনাকে দিতে বললেন, স্যার!

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললুম, জীভস্, এখন আমার পাজামার দরকার নেই, দরকার হচ্ছে দুখানা পাখা, পাখীর মত দুটো পাখা। ব্যাপার কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার খবর কিছু রাখ?

রাখি স্যার!

কার কাছ থেকে খবর পেলে?

আমার সংবাদ-দাতা হলেন স্বয়ং মিস্ ষ্টোকার।

তাহলে এ নিয়ে পলিনের সঙ্গে তোমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে ?

হাঁ স্যার ! মিঃ ষ্টোকার যে-ব্যবস্থা ঠিক করেছেন, সংক্ষেপে তিনি আমাকে তার একটা আভাস জানালেন।

জীভস্, এ থেকে আমাকে উদ্ধার পেতেই হবে। আমি তো প্রথমে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলুম, এখন যেন একটু আশা হচ্ছে।

কি রকম স্যার ?

বুড়ো তো পলিনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা জানিয়ে গেল···কিন্তু তা হতে পারে না জীভস্ ! আমি জানি মিস্ ষ্টোকার কিছুতেই এ বিয়েকে স্বীকার করে নিতে পারে না। তুমিই তো বলতে, ঘোড়াকে জোর করে বেদীতে হয়ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তেষ্টা না পেলে জোর করে তাকে জল খাওয়ানো যায়না !

কিন্তু সম্প্রতি আমার তরুণী মনিব-কন্যার সঙ্গে আমার যে আলাপ-আলোচনা হয়, তা থেকে এ কথা আমার মনে হয় নি যে এই বিয়ের ব্যবস্থায় তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হবেন।

কি ব্যবস্থা জীভস্ ?

মিস্ ষ্টোকারের ভাবভঙ্গী দেখে আমার মনে হলো, লর্ড চাফীকে সমঝে দেবার জন্যেই তিনি এই বিয়েকে স্বীকার করে নেবেন !

কিন্তু জীভস্, এটা হলো একেবারে পাগলামী। একজনকে আঘাত দেবার জন্যে আর একজনকে বিয়ে করা···নারীর মনস্তত্ব···

বড়ই বিচিত্র স্যার ! সেইজন্যে মহাকবি পোপ বলেছেন···

চুলোয় যাক তোমার পোপ···আর তিনি যা বলেছেন। জীভস্, একটা সময় আসে, যখন তোমার পোপ আর তিনি যা বলেছেন, তা শুনতে ভাল লাগে···আবার এমন সময়ও আসে, যখন তা শুনতে মোটেই ভাল লাগে না।

তা খুব সত্যি স্যার !

এখন কথা হলো, আমি এ বিয়ে কিছুতেই করতে প্রস্তুত নই। পলিনের যদি মাথায় ঢুকে থাকে যে আমাকে বিয়ে করে চাফীকে জব্দ করবে, তাহলে তো তুমি ধরে নিতে পারো যে আমি মরেই গিয়েছি। এখন উপায়···

একমাত্র উপায়···

কি উপায় ! বল, বল, জীভস্ !

এই সমস্ত অপ্রীতিকর সম্ভাবনার হাত থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়

হলো, এই নৌকো থেকে আপনার সরে পড়া!

নৌকো থেকে সরে পড়া···কি করে তা সম্ভব হতে পারে? তুমি কি ভাবছো, আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়বো?

তা নয় স্যার! আপনি যদি রাজী হন, তাহলে একটা উপায় বার করা যেতে পারে···তবে আপনাকে খানিকটা অসুবিধা ভোগ করতে হবে···অবশ্য সাময়িক ভাবে···

বলি তোমার মাথায় কোন রেডীমেড মতলব আছে, না, এমনি বকে চলেছে? থাকে তো, বল!

বলতে একটু ইতস্তত কেন করছি, জানেন স্যার? আপনি কি সারা মুখে জুতোর কালি মাখতে পারবেন?

জুতোর কালি!

জুতোর কালির কথা বলতাম না স্যার! তবে এক্ষেত্রে সময় হলো প্রথম ভাববার বিষয়। যা করতে হবে, তা তাড়াতাড়ি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। তা নাহলে, জুতোর কালির বদলে কাঠ কয়লার ভূষি যোগাড় করতে পারতাম!

জীভস্, আরো স্পষ্ট করে বল!

একবার কেসে নিয়ে জীভস্ বলল, নৌকোতে, আপনি জানেন, নিগ্রো গাইয়ে বাজিয়েরা এসেছে। তাদের গানবাজনা এখুনি শেষ হয়ে যাবে। এবং তারা তক্ষুনি এই নৌকো ছেড়ে চলে যাবে···

তাতে আমার কি সুবিধে হবে? তোমার মাথায় মরচে পড়ে গিয়েছে জীভস্!

তা হয়ত পড়তে পারে স্যার! কিন্তু আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। আমার পকেটেই একটা জুতোর কালির কৌটো আছে আমার মনে আশঙ্কা হয়েছিল, এই রকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। তাই আগে থাকতেই সংগ্রহ করে রেখেছি। আমি এইখানে বসেই আপনার মুখে হাতে ভাল করে সেই কালি মাখিয়ে দেবো, সেটা অবশ্য খুব শক্ত কাজও হবেনা। তখন যদি আপনি বুড়ো ষ্টোকারের সামনেও পড়ে যান, তিনি আপনাকে নিগ্রোদেরই একজন মনে করবেন···

হাঁ হাঁ; তা নিশ্চয়ই। তারপর···তারপর জীভস্?

আমার স্কীম হলো, নিগ্রোরা যখন দল বেঁধে সবাই নৌকো ছেড়ে চলে যাবে, তখন আমি নৌকোর ক্যাপটেনকে গিয়ে জানাবো, ভুলক্রমে একজন নিগ্রো এখনো রয়ে গিয়েছে, আমার বিশেষ বন্ধু···আমার সঙ্গে কথা বলতে

বলতে বেচারা মোটর লঞ্চে উঠতে পারে নি। তখন আমি জানি, ক্যাপটেন নিশ্চয়ই আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে ছোট বোটটা আমাকে ব্যবহার করতে দেবে আর আমি নিজে আপনাকে তীরে পৌঁছে দিয়ে আসবো!

অবাক হয়ে জীভসের দিকে চেয়ে থাকি। বলি,—জীভস্, এইমাত্র তোমার সম্বন্ধে যে ভুল উক্তি করেছিলাম, তা ফিরিয়ে নিচ্ছি এবং তার বদলে বহুবার সেকথা বলে এসেছি, আবার এখন তা বলছি,—জীভস্, জগতে তুমি অদ্বিতীয়!

ধন্যবাদ স্যার!

তোমার তুলনা, শুধু তুমি-ই!

ধন্যবাদ স্যার! আমি শুধু চেষ্টা করি, আমার সামান্য শক্তি মত মানুষকে খুশী করতে!

তাহলে তুমি বলছো—এই স্কীমে ঠিক উদ্ধার পেয়ে যাবো?

মনে হচ্ছে তো পাবেন স্যার!

তুমি তোমার সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে জোর করেই বলছো?

হাঁ, স্যার!

জুতোর কালি তোমার পকেটেই আছে?

হাঁ স্যার!

তাহলে, আর বিলম্ব নয় জীভস্, লাগাও,—প্রাণের আনন্দে আমার মুখে জুতোর কালি লাগাও!

চেয়ারে গিয়ে উঠে বসি। জীভসের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করি।

জীভস্ যে-কাজের ভার নেয়, সে-কাজ যে একেবারে ঘড়ি ধরে নির্বিঘ্নে সমাধা হবে, তার মধ্যে কোন ভুলচুক, কোন হঠাৎ-বাধা, কোন গণ্ডগোল ঘটবার কোন অবকাশই থাকে না, একথা বলাই বাহুল্য। তাই ষ্টোকারের নৌকোয় বন্দী অবস্থা থেকে আমি কি করে আবার স্বাধীন, মুক্ত হয়ে মাটীতে পা দিলাম, তা বর্ণনা করবার কোন দরকার নেই।

মাটীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীভস্‌কে সেই কথাই জানালাম, তুমি যখন ভার নিয়েছ, তখন আমি জানতাম আমি মুক্ত হবই!

জীভস্ তার স্বাভাবিক নম্রতায় বললে, আমাকে ভালবাসেন বলেই আপনি আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণা পোষণ করেন।

মোটেই না জীভস্ তোমার কাজ দেখে সবাই এই কথা বলবে। বিশেষত তোমার এই শেষ কীর্তি···যে রকম নিখুঁতভাবে তুমি সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করলে। আমি বলতে বাধ্য, অপূর্ব!

ধন্যবাদ স্যার!

ধন্যবাদ আমার নয়, তোমারি প্রাপ্য জীভস্! তারপর এখন?

সমুদ্রের তীর ঘেষে যে-রাস্তাটা আমার কটেজের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে, তারই একধারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাথার ওপরে নিস্তব্ধ আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন···একেবারে একেলা। কেউ কোথাও নেই। এমন কি পুলিস সার্জেণ্ট ভূলে কিম্বা কনষ্টবল ডব্‌সন, কারুর অস্তিত্বের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কিন্তু হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম, রাত্রি তেমন কিছু বেশী হয় নি, ন'টা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। অথচ আমার কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, বোধ হয় রাত শেষ হয়ে আসছে।

জীভসকে নীরব দেখে আবার বলে উঠলুম, তাহলে জীভস্, এখন···

দেখলুম, জীভসের খোদাই করা মুখের রেখা যেন ঈষৎ হাসিতে বেঁকে গেল। ঐ হাসিতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েই উঠলুম। অবশ্য, আমি জীভসের কাছে কৃতজ্ঞ, এইমাত্র সে আমাকে যে-অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে, মৃত্যুর চেয়ে তা কম ভয়ংকর নয়। তবুও···সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে তো। আমার চোখের দৃষ্টিতে সেকথা তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম।

তবুও জীভস্ কোন কথা বলে না। অগত্যা বলতে বাধ্য হই, কি ব্যাপার জীভস্? মনে হচ্ছে যেন মনের ভেতর কি একটা ঘুরপাক খাচ্ছে···

জীভস্ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, মাফ করবেন স্যার! আপনার এখন যে চেহারা হয়েছে, তা দেখে,—অবশ্য আমার যে দেখতে ভাল লাগছে তা নয় তবে···হাসি বন্ধ করে রাখতে পারছিনা···কেমন যেন···উদ্ভট···

মুখেতে বুট পালিশ মাখলে সব মানুষকেই উদ্ভট দেখায়!

তা দেখায় স্যার!

এমন কি তোমার গ্রেটা গার্বোকেও!

তা সত্যি স্যার!

কিম্বা লর্ড বিশপকেও!

খুব সত্যি স্যার !

তাহলে আমার বর্তমান চেহারা সম্বন্ধে গবেষণাটা বন্ধ করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও !

মাফ করবেন…কি বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করেছিলেন…ঠিক তো স্মরণে আসছে না ?

আমার প্রশ্ন হলো…তাহলে, এখন ?

অর্থাৎ আপনি জানতে চাইছেন, এখন আপনার পরবর্তী কি কর্তব্য হতে পারে ?

হাঁ…তাই !

আমার পরামর্শ হলো, এখুনি আপনার কটেজে ফিরে গিয়ে মুখ থেকে জুতোর কালিটা তুলে ফেলুন !

সে তো জানি…

তারপর…যদি স্যার আমাকে বলতে হুকুম দেন, তবে বলতে পারি…ষ্টেশনে গিয়ে সামনে লণ্ডনে যাবার যে ট্রেন পাবেন, তাতে উঠে বস্থন !

বেশ…আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে…তারপর ?

লণ্ডনে পৌঁছে,—আমার পরামর্শ হলো—টাইম-টেবল দেখে, ইংলণ্ড ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে প্যারিস, কিম্বা বার্লিন, কিম্বা ইতালীর কোন স্বাস্থ্য নিবাসে একটা ভাল হোটেল দেখে বাস করুন।

যদি স্পেনে যাই ?

হাঁ…তা-ও যেতে পারেন…

মিশরে ?

এখন অবশ্য মিশরে গেলে, সেখানে নিদারুণ গরম…কষ্ট পাবেন স্যার !

তুমি কি বলতে চাও, ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী গরম লাগবে সেখানে ? যে ইংলণ্ডে বুড়ো ষ্টোকার আমাকে জামাই করবার জন্যে ঘুরে বেড়াবে ?

সেটা অবশ্য সত্যি কথা স্যার !

তুমি ষ্টোকারকে কতটুকু চেনো ? একেবারে যাকে বলে কড়া মাল…ওরাই কাঁচ চিবিয়ে খায়…নিজের গলায় নিজের হাতে পেরেক ঠুকে বসায়…

জীভস্ গম্ভীরভাবে বলে, হাঁ স্যার, মি. ষ্টোকারের ব্যক্তিত্বকে রীতিমত কড়া ও মজবুত বলা যেতে পারে ! সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই স্যার !

জীভস্, এক সময় আমি মনে করতুম…সভ্যসমাজে স্যার রডারিক গ্লসপই বুঝি শেষ নর-খাদক ! আগাথা খুড়ীকেও তাই বলে সন্দেহ হতো। এখন দেখছি, ষ্টোকারের কাছে এরা দুজন এক সঙ্গেও পাল্লা দিয়ে উঠতে

পারেনা। কিছুতেই নয়। সেই জন্যে তোমার কথাটাও ভেবে দেখা দরকার। তুমি কি আবার নৌকোতে ফিরে গিয়ে ঐ নরখাদকের খেদমৎগিরি করবে ?

না স্যার, তা বোধহয় আর সম্ভব হবে না। মিঃ ষ্টোকারও, আমার মনে হয়, আমাকে আর ঠিক আদর করতে পারবেন না। তিনি যখন দেখবেন, ঘর খালি করে আপনি পালিয়েছেন, তখন তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকের এটা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হবে না যে, এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আমি ছিলাম। তাই আমি ঠিক করেছি, লর্ড বাহাদুরের কাছেই ফিরে যাব !

তোমাকে ফিরে পেলে চাফী খুশীই হবে।

আপনি আমাকে ভালবাসেন বলেই এই কথা বলছেন !

না···না জীভস্···তোমাকে ফিরে পেলে যে কোন লোকই খুশী হবে !

ধন্যবাদ স্যার !

তাহলে তুমি এখন চাফ্‌লেন প্রাসাদেই যাচ্ছো ?

হাঁ স্যার !

বেশ···তাই যাও। অন্তর থেকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি···আমি যেখানেই থাকি বা যাই করি, দু-লাইন চিঠি লিখে তোমাকে জানাবো !

ধন্যবাদ স্যার !

ধন্যবাদ জীভস্ ! তুমি আজ আমার যে উপকার করলে, তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ খামে করে যৎকিঞ্চিৎ পাঠাবো···

আপনার অসীম অনুগ্রহ স্যার !

অনুগ্রহ নয় জীভস ! যদি তুমি না থাকতে, তাহলে একবার ভেবে দেখো, এখন আমি কোথায় থাকতাম ? ষ্টোকারের সেই পাইরেট নৌকোতে বন্দী হয়ে আতঙ্কে রাত কাটাতে হতো ! হাঁ ভাল কথা—বলতে পার, এখন লণ্ডনে যাবার কোন ট্রেন আছে ?

হাঁ স্যার, ১ -২১ মিনিটে একটা ট্রেন ছাড়ে। আপনি অনায়াসেই ধরতে পারবেন···তবে, বড় আস্তে আস্তে যায় !

তাতে আমার কোন আপত্তি নেই জীভস ! ট্রেন যদি চলে, তার চাকা যদি ধীরে, অতি ধীরে, ঘুরে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করেও এগিয়ে চলে, তাহলেই আমার চলবে। গুড্ নাইট, জীভস্ !

গুড্ নাইট, স্যার !

আজীবন বন্ধনের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে যখন আবার আমার কটেজে গিয়ে ঢুকলুম, তখন পুরনো অন্তরটা ডানাঝাপটা দিয়ে নেচে উঠলো।

দেখলুম ব্রিস্কলে তখনো পর্যন্ত ফেরেনি, কিন্তু অন্তরের নাচন তাতেও বাধা মানলো না। মনিব হিসাবে তার এই অন্যায় ব্যবহারে আমার রীতিমত অসন্তুষ্ট হওয়াই উচিত ছিল—তাকে আমি মাত্র সন্ধ্যায় কয়েকঘণ্টা ছুটি দিয়েছিলুম; সে তার সুবিধা আর ইচ্ছামত সেই কয়েকঘণ্টার ছুটিকে ত্রিশ ঘণ্টার ছুটিতে পরিণত করেছে—কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মনিবের হাতে মুখে জুতোর পালিশ মাখানো থাকার দরুণ, তার উপস্থিতির চেয়ে অনুপস্থিতিই অধিকতর বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে। এহেন ক্ষেত্রে, জীভসের কথায় বলতে হয়,—একলা থাকার একটা বিশেষ সুখ আছে।

তাড়াতাড়ি এক বালতি জল আর সাবান নিয়ে মেক্-আপটা তুলে ফেলবার জন্যে তৎপর হলুম। বেশ ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম···সর্বনাশ কালো মুখ তেমনি কালো হয়েই আছে!

এ হেন অবস্থায় প্রত্যেক মানুষই চিন্তাশীল হয়ে ওঠে। গভীর ভাবে চিন্তা করতে সুরু করে দিলুম, কি হলো ব্যাপারটা? কালি উঠলো না কেন? চিন্তার ফলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কোন্ এক মাসিক পত্রিকার যেন পড়েছিলুম এ হেন সমস্যায় জলের শরণ নিলে কিছুই হবেনা, শরণ নিতে হবে মাখনের। মনে পড়লো, নীচে খাবারের আলমারীতে খানিকটা মাখন পড়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবো, এমন সময় আবার দরজায় সেই নাড়ার শব্দ!

অবলীলাক্রমে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো বৃদ্ধ ষ্টোকারের মূর্তি! পলাতক বন্দীর পেছনে তাড়া করে এসেছে!

নীচে পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মাখনের কথা ভুলে গিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নামলুম। মনে হলো, নীচের বসবার ঘরে কে যেন ঢুকেছে। একেবারে সোজাসুজি বুড়ো ষ্টোকারের সামনে গিয়ে হাজির হতে সাহসে কুলোল না। জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলুম···

ঘরে টেবিলের ওপর একটা আলো জ্বলছে, সেই আলোর স্তিমিত জ্যোতিতে দেখলুম, ঘরের ভেতর আসবার পত্র সমস্ত উলোট পালট হয়ে আছে, আর একজন লোক সেই বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলি'ক যথাস্থানে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় টলে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে।

আমারই কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য ব্রিস্কলে···চব্বিশ ঘণ্টার ছুটির আনন্দে তখনো তার পা টলছে···এত মদ্য পান করেছে যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ···চেয়ারটাকে স্বস্থানে রাখতে গিয়ে নিজেই স্থানচ্যুত হয়ে পড়ছে···

রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠলো। জানলা থেকেই গর্জে উঠলুম, ব্রিস্কলে!

দেখলুম, ব্রিস্কলে আমার দিকে না চেয়ে, সামনে দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো···যেন ঘড়িটার ভেতর থেকেই তাকে কেউ ডাকছে!

দাঁতে দাঁতে চেপে আবার হেঁকে উঠলুম, ব্রিস্কলে!

এবার দেখলুম, সে শব্দের দিক-নির্ণয় করতে পেরেছে। দেয়ালের দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে জানলার দিকে চায়। স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়েই থাকে···তার পর চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে;

ভূত! ভূত!

দেখলুম, এক লাফে কোথা থেকে মাংস-কাটা একটা লম্বা ছুরি বার করলো ···ছুরিটা সামনে তুলে ধরে ভূতকে বধ করবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো!

তখন ভাববার আর কোন অবকাশই রইলো না। কোন রকমে ওপরের ঘরে গিয়ে খিল্ দেওয়া ছাড়া বাঁচবার কোন পথই নেই। স্রেফ্ আত্মরক্ষার প্রেরণায় সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ওপরে উঠলুম···পেছনে না চেয়েও বুঝতে পারলুম, ছুরি হাতে ব্রিস্কলে সমান ক্ষিপ্রতায় আমার পেছনে তাড়া করে আসছে। হার্ডল-রেসে এক সেকেণ্ডের জন্যে আমি ফার্স্ট হয়ে গেলুম, সেই এক সেকেণ্ডের মধ্যে শোবার ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দরজায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলুম। মনে হলো, আজ এই মুহূর্তে যদি লোহার চেন নিয়ে স্বয়ং বুড়ো স্টোকার এসে পড়তো, বাঁচতুম! জন্ম-জন্মান্তরের ভাই বলে বুড়ো স্টোকারকে বুকে জড়িয়ে ধরতুম।

দরজার চাবির ফাঁকের মধ্য দিয়ে ব্রিস্কলে ঘরে ভেতর চেয়ে দেখে, আর ঘন ঘন চীৎকার করে, বেরিয়ে আসুন স্যার···ভয় পাবেন না···এই ছুরি দিয়ে আমি সাবাড় করে দিচ্ছি!

জানি না, এই রকম ভাষা-বিভ্রাটে আর কখনো কেউ পড়েছেন কিনা! যে লোক শাণিত ছুরি তুলে আমাকে সাবাড় করে ফেলতে চাইছে, সে আবার আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করে কি করে? এবং জানি না, এ রকম আমন্ত্রণ আর কেউ কখনো পেয়েছেন কি না,···ছুরি দিয়ে আপনাকে সাবাড় করবো, ভয় পাবেন না!

এহেন অবস্থায়, স্থির করলুম, ব্রিস্কলেকে জানানো দরকার,···যদি সে আমাকে অন্য কোন লোক বলে ভুল করে থাকে! তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লুম,

ঠিক আছে ব্রিঙ্কলে! আমি!
আপনি বেরিয়ে আসুন স্যার, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে!
তার মানে?
আপনি এখন বুঝতে পারবেন না স্যার···আপনার ঘাড়ে নিগ্রো ভূত ভর করেছে···
খবরদার ব্রিঙ্কলে!
তার চেয়ে জোরে ব্রিঙ্কলে গর্জন করে ওঠে,
খবরদার শয়তান!
ব্রিঙ্কলে···আমি বাট্রাম উষ্টার
হাঁ স্যার আপনার ঘাড়ে যে নিগ্রো ভূতটা চেপেছে···আপনার রক্ত চুষে আপনাকে কালো করে ফেলেছে—
না, কালি মেখেছি—
ভেবেছিস শয়তান, এইভাবে ধাপ্পা দিয়ে আমার মনিবকে···খিল্ খুলে দিন্ স্যার···
ব্রিঙ্কলে দুম্ দুম্ করে দরজায় ধাক্কা মারতে আরম্ভ করে। পুরোনো বাড়ীর পচা খিল ভেঙে পড়ে বুঝি!
এমন সময় মনে হলো, সিঁড়িতে যেন ভারী পায়ের আওয়াজ হলো। গম্ভীর কণ্ঠে কে বলে উঠলো, কিসের এত চেঁচামেচি!
দরজার গর্তের ভেতর দিয়ে দেখি, আমার নিদ্রাহীন প্রতিবেশী, আইন ও শৃঙ্খলার চিরজাগ্রত প্রহরী সার্জেণ্ট ভূলে!
শুনলুম, শ্রেষ্ঠ বেতার-ঘোষকের কত নির্লিপ্ত আবেশ ভরে ব্রিঙ্কলে ঘোষণা করলো, মিঃ উষ্টারকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে···
সার্জেণ্ট ভূলে চীৎকার করে ওঠে, কে?
নিগ্রো ভূত। মিঃ উষ্টারের ঘাড়ে ভর করেছে···
মিঃ উষ্টার কোথায়?
ঘরের ভেতর···মিঃ উষ্টারকে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছে। রক্ত চুষে মেরে ফেলবে!
আমরা থাকতে তা হতে পারে না!
সার্জেণ্ট ভূলে গম্ভীরভাবে এসে দরজায় টোকা টোকা দেয়।
শুনলাম, ব্রিঙ্কলে বলেছে,
···যদি কিছু মনে না করেন স্যার, আমি একটু নীচে থেকে আসছি।
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। বুঝলুম, ব্রিঙ্কলে নীচে নেমে গেল। আবার

দরজায় টোকা মারার শব্দ···

মিঃ উষ্টার কি ভেতরে আছেন ?

হাঁ !

দরজাটা খুলবেন ?

ভাবছি, এ অবস্থায় ভূলের সামনে আত্মপ্রকাশ করা ঠিক হবে কি না ! কিন্তু আমার ভাবনাকে চমকে দিয়ে দরজার বাইরে থেকে ভূলে চীৎকার করে উঠলো, ব্রিঙ্কলে ! ও কি করছো ? আগুন ধরে যাবে যে !

কানে এলো ব্রিঙ্কলের উত্তর, নইলে ভূত কিছুতেই যাবে না !

সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম, ভূলে চীৎকার করে উঠলো, আরে, আগুন ধরে গিয়েছে যে !

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো···সার্জেণ্ট ভূলে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নীচে চলে গেল···কানে এলো সার্জেণ্ট ভূলের চীৎকার আগুন···আগুন ! সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে আবার দরজা বন্ধ হলো।

আর ঘরে খিল দিয়ে থাকার কোন মানে হয় না ! সত্যিই, এ এক ভুতুড়ে ব্যাপার !

দরজা খুলতেই দেখি, নীচে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সবেগে ওপরে উঠে আসছে এবং তার ভেতর থেকে লক্ লক্ করে উঠছে আগুনের শিখা।

নিমেষের মধ্যে আমার মনে একটা কথাই জেগে উঠলো, আমার ব্যাঞ্জোলিলি ···নীচের ঘরেই ছিল···

চেয়ে দেখি, ঘরের দরজা দাউ দাউ করে জ্বলছে···তার ভেতর থেকে আমার ব্যাঞ্জোলিলিকে উদ্ধার করা···অসম্ভব···অসম্ভব···

সুতরাং নিজেকে উদ্ধার করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। সিঁড়ি থেকে ঝুলে নীচে লাফিয়ে পড়ি এবং সামনের জানলা ভেঙে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বাড়ীটা জ্বলছে···এক পা দু-পা করে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাই···একটা ভাঙা গাছের গুড়ির ওপর বসে পড়ি···কানে আসে স্থানীয় দমকলের আওয়াজ···সামনের আকাশকে রক্তিম করে তখনো কটেজটা জ্বলছে···তার ভেতর জ্বলে ছাই হয়ে গেল আমার সাধের ব্যাঞ্জোলিলি···

নির্জনে বসে জমা-খরচ হিসেব করে দেখি, মোদ্দা ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো। মনের একদিকে জমার ঘর তৈরী করি, তার পাশেই রাখি খরচের ঘর। কাগজে কলমে তখন আমার চিন্তাপ্রণালীকে রূপ দিলে এই রকম দাঁড়াতো,—

জমা	খরচ
এই তো জ্যান্ত আমি বসে আছি। তবে?	বসে তো আছ। কিন্তু তোমার সাধের ঘর যে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।
আমার ঘর নয়। চাফীর।	তা জানি। কিন্তু তোমার জিনিস-পত্র সবই তো সেখানে ছিল।
বিশেষ দামী কিছুই ছিল না।	বটে? ব্যাঞ্জোলিলিটা?
ওহো? তাইতো!	অন্তত তার জন্যে তোমাকে রীতিমত কাঁদতে হবে।
কেন ওকথা মনে করিয়ে দিচ্ছো?	আমি শুধু তোমাকে জানাচ্ছি যে তোমার ব্যাঞ্জোলিলি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।
কিন্তু একটা সান্ত্বনা···বুড়ো ষ্টোকারের হাত থেকে বেঁচেছি।	কে বল্‌লে যে সেই বুড়োর হাত থেকে তুমি বেঁচেছো?
আরে, বুড়ো তো এখনো আমাকে ধরতে পারেনি!	এখনো পারেনি কিন্তু ভবিষ্যতে যে ধরতে পাবে না, সেকথা কি করে মনে করতে পার?
এখনো সময় আছে, আমি ১০-২১ মিনিটের ট্রেন ধরে পালাতে পারি।	তুমি একটা আস্ত গর্দভ! হাতে-মুখে কালি মেখে তুমি ট্রেনে চড়তে পার না।
মাখন দিয়ে কালিটা তুলে ফেলবো।	কিন্তু মাখন পাবে কোথায়?
কিনবো।	কি দিয়ে কিনবে? পকেটে তো একটাও পেনী নেই।
তাইতো! কেউ কি একটু মাখন আমাকে দেবে না?	কে দেবে?
কেন জীভস দেবে। আমি শুধু এখান থেকে সোজা চাফীর বাড়ীতে গিয়ে জীভসের সঙ্গে দেখা করবো এবং সমস্ত ব্যাপার তাকে খুলে বলে অনুরোধ করবো—জীভ্‌স, মাথাটা ভাল করে করে একবার ঘামাও! আমি জানি, দরকার হলে জীভস্‌ মাখনের সমুদ্র থেকে মাখন তুলে নিয়ে আসবে।	

অনেকক্ষণ ধরে ভেবে দেখলুম, শেষ জমার বিরুদ্ধে খরচে কিছু পড়ে কি না। না, একটা আঁচড়ও পড়লো না।
উঠে পড়লুম। একটা পথ পাওয়া গিয়েছে, তার দরুন মনটাও খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে চাফীর প্রাসাদের মহলের দরজায় গিয়ে টোকা মারতেই একজন স্ত্রীলোক ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল, বোধহয় বাসন-মাজা ঝি হবে···দরজা খুলে আমাকে দেখেই মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো···চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে···দাঁড়িয়ে থাকতে হঠাৎ ধড়াম করে মাটীতে পড়ে গিয়ে সজোরে পা ছুঁড়তে লাগলো। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছিল কি না, লক্ষ করিনি।

একথা স্বীকার করতেই হয়, অবস্থাটা ক্রমশ বিদঘুটে হয়ে দাড়াচ্ছে। স্ত্রীলোকটীর ভাবান্তর দেখে মনে রীতিমত একটা ধাক্কা লাগলো। বুঝলুম, গায়ের রঙের সাথে জীবনের কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শাদা মুখ নিয়ে যদি বাট্রাম উষ্টার চাফনেল রেজিসের পেছনের দরজায় এসে দাঁড়াতো, তাহলে অন্তত মহিলাটী একটা অভিবাদন জানাতো, কিন্তু বাট্রাম উষ্টারের মুখ এক পোঁচ জুতোর কালি মাখানো থাকার দরুণ মহিলাটি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বাট্রাম উষ্টারের কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব পালাতে চেষ্টা করেছে।
বুঝলুম এখন একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হলো সরে পড়া। ইতিমধ্যেই ভেতর থেকে একটা শোরগোল কানে আসছিল,—কি হলো রে? কি ব্যাপার? ওরে বাবা, এখুনি চাফ্‌নেল রেজিসের সমস্ত ভৃত্যবাহিনী ছুটে আসবে এবং তাদের সামনে···না···আর এক মুহূর্তও দেরী করা চলে না। কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে পড়বো ঠিক করলুম। কিন্তু তখুনি মনে পড়লো, এদিকে লুকানো নিরাপদ হবে না। নিশ্চয়ই তারা খোঁজাখুঁজি করবে। সেই জন্যে ছুটে একেবারে সামনের দিকে চলে গেলুম। বাড়ীর ফটকের কাছ বরাবর একটা ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে বসলুম।
মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে সুরু করলুম···এখান থেকে আর এক পা অগ্রসর হবার আগে, সমস্ত অবস্থাটা বিশ্লেষণ করে একটা সমাধান বার করতেই হবে। এভাবে সারা রাত গাঁ শুদ্ধ লোককে ভূতের ভয় দেখিয়ে বেড়ানো খুব নিরাপদ খেলা হবে মনে হচ্ছেনা।

অন্ধকারে এই ঝোপের ভেতর, যেখানে বোল্‌তারা গাছের ডাল মনে করে ঘাড়ে কাঁধে বসবার চেষ্টা করছে, যদি এখানে না বসে কোন আলোকিত ঘরে ফ্যানের তলায় আরাম-কেদারায় বসে সিগারেটের সুখটান দিতে দিতে এই অবস্থার বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেতুম, তাহলে হলফ করে আমি বলতে পারি, বাট্রাম উষ্টার এই ঘটনার অপঘাত রীতিমত উপভোগ করতো এবং এর ভেতর থেকে প্রচণ্ড হাসির খোরাক খুঁজে পেতো।

প্রায় দশ মিনিটকাল সেই বোল্‌তা-কণ্টকিত ঝোপের অন্ধকারে নিবিড় চিন্তা করার পর, চাফ্‌নেল রেজিসের সামনের দিককার ঘর থেকে একটা বিকট চীৎকার ভেসে এলো···গ্রীষ্মরাত্রির সেই বনগন্ধী নিস্তব্ধতা কে যেন হঠাৎ একটানে ছিঁড়ে ফেল্লো। দ্বিতীয়বার যখন সেই তীব্র চীৎকার কানে এলো; তখন আওয়াজ থেকে বুঝলুম, এ চীৎকার আসছে মাষ্টার সীব্যারির কণ্ঠ থেকে। অনেক দুঃখের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা পেলুম, অন্তত আজ এই রাত্তিরে সেই বিচ্ছু সীব্যারিও যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। কিছুক্ষণ পরেই আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অনুমান করলুম, বোধ হয় কেউ ওই শান্ত ছেলেটা:কে বিছানায় ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছিল, তাই তার প্রতিবাদে সীব্যারী অমন চীৎকার করছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কানে পায়ের শব্দ ভেসে এলো। কে যেন সামনের রাস্তা দিয়ে বৈঠকখানা ঘরের দিকে যাচ্ছে।

প্রথম আন্দাজে মনে হলো, এ নিশ্চয়ই কর্তব্যপরায়ণ সার্জেণ্ট ভুলে! চাফী হলো এই অঞ্চলের জাষ্টিস্ অফ্ পীস্, সার্জেণ্ট ভুলের বড়কর্তা। তাই সার্জেণ্ট অগ্নিকাণ্ডের খবরটা সদ্য সদ্য বড় কর্তাকে জানাতে এসেছে; ঝোপের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম।

না, আমার আন্দাজ ঠিক হয় নি। সার্জেণ্ট ভুলে নয়। অবশ্য লোকটা যে কে, তা সঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে সার্জেণ্টের চেয়ে ঢের বেশী লম্বা এবং সার্জেণ্টের মতন আদৌ গোলাকায় নয়, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে, লোকটা দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো। এবং রীতিমত জোরেই নাড়তে লাগলো। হঠাৎ কানে এলো, লোকটা কড়া নাড়তে নাড়তে সুর করে কি গাইছে··· কান খাড়া করে রইলুম, পরিচিত কণ্ঠস্বর গানের ভাষাও অতি পরিচিত··· কার্ডিন্যাল নিউম্যানের প্রার্থনা···শুনতে শুনতে মুখস্ত হয়ে গিয়েছে···যখনি ব্রিঙ্কলের মন কোন কারণে খারাপ হতো তখুনি সে এই প্রার্থনাটা গেয়ে উঠতো। নিঃসন্দেহে বুঝলুম, চাফনেল রেজিসের দ্বারপ্রান্তে যে আগন্তুক সজোরে কড়া নাড়ছে সে আর কেউ নয়, জগতে অমূল্যনিধি আমারই ভৃত্য,

ব্রিস্কলে। হঠাৎ সে যে কেন চাফনেল রেজিসের দরজায় এসে কড়া নাড়ছে বুঝতে পারলুম না।

দেখলুম, বাইরের ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। সশব্দে ভেতর থেকে কে দরজা খুলে দিলো।

গলার স্বর শুনে মনে হলো, চাফী নিজে। সাধারণত কড়া-নাড়ার আওয়াজ হলে চাফ্‌নেল রেজিস প্রাসাদের লর্ডরা ভৃত্যদেরই দরজা খুলে দেখতে পাঠান কিন্তু কড়া নাড়ার বহর দেখে বোধ হয় স্বয়ং প্রভুই দরজা খুলতে এসেছেন! কোন সন্দেহ নেই তাতে, স্পষ্ট শুনতে পেলাম চাফীর কণ্ঠস্বর…বিরক্তিতে যেন খন্‌ খন্‌ করে বাজছে…

কি ভেবেছ তুমি? কিসের জন্যে বাঁদরের মতন কড়া নেড়েই চলেছ?

ব্রিস্কলে সভয়ে বলে, গুড্‌ ইভ্‌নিং স্যার?

চাফী চীৎকার করে ওঠে, কিসের গুড্‌ ইভ্‌নিং? কি বলতে চাও তুমি? কি? কি?

চাফীর সেই উত্তেজনার গমক দেখে সত্যিই আমার হাসি পাচ্ছিল। হয়ত হেসেও উঠতুম কিন্তু ব্রিস্কলের কথায় হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

ব্রিস্কলে তেমনি ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ভূতটা কি আপনার এখানে এসেছে, হুজুর?

কয়েক মুহূর্ত কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপর কানে এলো চাফীর কণ্ঠস্বর, কে? কে এসেছে এখানে?

নির্বিকার কণ্ঠে ব্রিস্কলে বলে, স্যার ভূত…নিগ্রো ভূত!

আবার কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর আবার চাফীর কণ্ঠস্বর। শান্ত, সংযত ও গম্ভীর। বাড়ী যাও…মাত্রার বেশী খেয়ে ফেলেছ…মাথার কল বিগড়ে গিয়েছে বুঝলে?

হাঁ স্যার…

চাফী আর সহ্য করতে পারলো না। আমি চাফীর মনের অবস্থা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি। যে-মুহূর্তে সে প্রেয়সীর কথার ধাক্কায় সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ে গিয়েছিল, সেই মুহূর্ত থেকে তার মনে একটা নিরুদ্ধ জ্বালা ঘূর্ণীর মতন পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। ফলে তার মনের ভেতরটা গরম গ্যাসে এমন ভরপুর হয়ে উঠেছে যে কোন রকমে তাকে বার করে না দিলে চাফী নিজেই ফেটে পড়বে। কার ওপরে যে সেই নিরুদ্ধ আক্রোশ উগরে ফেলবে, চাফী তারই সুযোগ-সন্ধান খুঁজছিল, ভাগ্যক্রমে বিধাতাপুরুষ তার দরজার গোড়ায় তাকে এনে দিয়েছে।

তাই এবার আর কথাবার্তা নয়; একটা সবুট বিরাট পদাঘাত···সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম ব্রিঙ্কলের একটা ভাষাহীন আর্তনাদ···তারপর ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ব্রিঙ্কলে ছুটতে শুরু করলো এবং ঠিক সেই অনুপাত বেগে চাফীও তাকে তাড়া করে ছুটলো এবং তারা দুজনে আমার ঝোপের পাশ দিয়েই অতি দ্রুত বেরিয়ে গেল। ক্রমশ দূরে ফটকের বাইরে পদশব্দ ধীরে মিলিয়ে গেল। বুঝলুম, চাফী তাকে তাড়া করে সদর রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার পদশব্দ কানে এলো ··ধীর মন্থর পদক্ষেপ। ফটক পেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। যে আসছে, সে শিষ দিতে দিতে আসছে, মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেলে যে-আরামে লোকে শিষ দেয়।

ঠিক আমার ঝোপের সামনে এসে চাফী দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠলো, এই শুভলগ্ন, আত্মপ্রকাশ করো।

একমাত্র চাফীই আমার উদ্ধারকর্তা হতে পারে; কারণ সেই মুহূর্তে ইচ্ছা করলে শুধুমাত্র সে-ই আমার জন্যে এক তাল মাখন যোগাড় করে দিতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের বাইরে এসে ডাকলুম, চাফী!

আজ আমি বুঝতে পারি, আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাকে কোন পূর্বাভাস না দিয়ে সেই অন্ধকারে তাকে এতখানি অন্তরঙ্গভাবে আহ্বান করা আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজই হয়েছিল। অন্ধকার নির্জন বনের ভেতর থেকে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একেবারে ঘাড়ের কাছে কেউ যদি নাম ধরে ডাকে, তাহলে কোন ভদ্রলোকই তা পছন্দ করতে পারে না। কিন্তু তখন সে বিচার-শক্তি আমার ছিল না। তার ফলে, যা ঘটলো, ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগেকার ঝি-এর মূর্ছার মতন নাটকীয় না হলেও, প্রায় তার কাছাকাছি গেল! স্পষ্ট দেখলুম, বেচারা চাফী অন্ধকারে ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠলো, সদ্য ধরানো সিগারেটটা যেন হাত থেকে উড়ে পড়ে গেল···এবং অন্ধকার হলেও, বেশ বুঝতে পারলুম, বেচারা কাঁপছে।

কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে বল্‌লুম, চাফী, বন্ধু আমি!

কে তুমি?

বার্টি!

বার্টি? বার্টি উষ্টার?

হাঁ বন্ধু!

ওঃ!

ভীষন খুশী হয়েছি চাফী…এই মাত্র তুমি পায়ের যে কসরৎ দেখালে, তাতে সত্যিই খুশী হয়েছি আমি…তুমি পাজী শূয়োরটাকে যেভাবে আপ্যায়িত করলে, আমার অনেক দিনের সাধ ছিল ওকে ঠিক ঐ রকম একটা রাম ধোলাই দেবার। তুমি সত্যিই একজন খাঁটী বন্ধুর কাজ করেছ।
লোকটা কে ?
আমার খিদমৎকার ব্রিস্কলে।
এখানে কি করতে এসেছিল ?
বোধহয় আমাকে খুঁজতে !
কটেজে না খুঁজে…তোমাকে এখানে খুঁজতে এসেছিল কেন ?
বুঝলুম, কটেজের খবরটা এখনো চাফী পায়নি। এখন কি করে সেই দুঃসংবাদ তাকে জানাই ? কিন্তু বলতেই হলো, চাফী, তোমার ত অনেকগুলো কটেজ আছে তাই না, তার মধ্যে বোধ হয় সংখ্যায় একটা কমে গেল… আরে ঐ পাজী শূয়োর ব্রিস্কলেটার জন্যে। এই কিছুক্ষণ হলো তোমার ঐ কটেজটা পুড়ে গিয়েছে !
কি ! কি বল্লে ? পুড়ে গিয়েছে ?
কেন ? ইয়ে…ইনসিওর করা ছিল না ?
পুড়ে গিয়েছে ? ব্রিস্কলে পুড়িয়েছে ? কেন ? কিসের জন্যে ?
বোধহয় এটা তার কোন খেয়াল ! এছাড়া এখন আর কিছু ভেবে বার করতে পারছি না।
অন্ধকারে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সংবাদটাকে স্বীকার করে নিতে চাফীকে মনের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটা গভীর ভাবনার মধ্যে যেন হঠাৎ ডুবে গেল। এ-অবস্থায় তাকে তার খুশীমত বেশ কিছুক্ষণ ভাবতে দেওয়াই বন্ধুর কাজ হতো কিন্তু আমাকে দশটা একুশ মিনিটের ট্রেনটা ধরতেই হবে এবং তা যদি ধরতে হয়; তাহলে বেশীক্ষণ আর চাফীকে ভাবতে দেওয়া চলতে পারেনা। সময় বড় কম।
একটু কুণ্ঠিতভাবেই কথাটা আরম্ভ করলুম, একটা কথা…তোমাকে এ সময়ে অবশ্য বিরক্ত করা…
চাফী যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। জিজ্ঞাসা করে উঠলো, আমি জানতে চাই, জগতে এত কিছু করবার জিনিস থাকতে, তোমার লোকটা হঠাৎ কটেজ পোড়াতে গেল কেন ?
দেখ, ব্রিস্কলের মতন অপদার্থ লোকেদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। তারা যে-সব অদ্ভুত কাণ্ড করে বেড়ায়, কেন করে, কিভাবে

ের তা শুধু তারাই বলতে পারে কিম্বা হয়ত বলতে পারেও না। সেই জন্যে এ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই তোমাকে দিতে পারছি না। সে এই কাণ্ডটা করে ফেলেছে, এইটেই হলো মোদ্দা কথা।
হঠাৎ চাফী প্রশ্ন করে, তুমিই যে একাজ কর নি, সে সম্বন্ধে তুমি হলফ করে বলতে পার ?
আপনা থেকেই একটা সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বল্‌লুম, কি বলছো চাফী ? তুমি···
চাফীর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, আমার বিরুদ্ধে একটা গোপন আক্রোশ তার মনে জমে উঠেছে। তিক্তস্বরে বল্লো, সমস্ত ব্যাপারটা শুনে মনে হচ্ছে, এই জাতীয় অর্থহীন উদ্দেশ্যবিহীন মূর্খামি তোমার চরিত্রের সঙ্গেই খাপ খায়···তাছাড়া, এখানে অন্ধকারে এখন তুমি কি করছিলে ? এখানে এত রাত্তিরে তোমাকে আসতেই বা কে বলেছিল ? তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ, তার পরেও তুমি যদি মনে করে থাক যে যখন খুশী তুমি আমার এখানে বেড়াতে বা হাওয়া খেতে আসতে পার···তাহলে···
তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লুম, আর বলতে হবেনা। আমি বুঝতে পারছি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে একেবারে ভুল বুঝেছ। আমার সম্পর্কে সব বিষয়েই তোমার একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। কিন্তু···
চাফী বিরক্ত হয়ে বলে, ঐ 'কিন্তু' এখন মুলতুবী থাক···আপাতত তুমি বল, এই অন্ধকারে হঠাৎ তুমি কি করে গজিয়ে উঠলে ? কিছুক্ষণ আগেই এখান দিয়ে আমি গিয়েছি, কই, তখন তো তোমাকে দেখতে পাই নি !
বল্‌লুম, আমি এই সামনের ঝোপের ভেতর বসে ছিলাম !
চাফী চমকে ওঠে, ঝোপের ভেতর বসে ছিলে ? কেন ?
তার কণ্ঠস্বর থেকে মনে হলো, সে যেন আমার কোন গুরুতর অসৎ অভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ করছে। দেখলুম, তাড়াতাড়ি দেশলাই-এর বাক্স বার করে একটা কাঠি জ্বালিয়ে আমার সামনে ধরলো। যেন ভাল করে দেখে নিতে চায়, আমার হাতে কোন অস্ত্র-টস্ত্র আছে কিনা। আলো নিভে গেল। কয়েক মুহূর্ত চাফী যেন কি ভাবলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ! সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়ছে।
শোন বার্টি···তোমার অবস্থা বুঝেছি···এতটা বেশী মদ খাওয়া তোমার উচিত হয়নি···পুরাণো বন্ধুত্বের খাতিরে আমি বলছি, আপাতত আমার সঙ্গে এসো···শুয়ে পড়, ভাল করে একটা ঘুম না দিলে এ নেশা কাটবে না···
বল্‌লুম, অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু তুমি যা অনুমান করেছ, তা ঠিক নয়।

চাফী তবুও বলে, হাঁটতে পারবে তো ?
তখনি অন্ধকারে কুইক মার্চ করে দেখিয়ে দিলুম।
তাহলে, দেখছি ··সত্যিই তো, তুমি মাতাল নও ?
একটুও না !
কিন্তু ঝোপের ভেতর—কি···
এই···বসেছিলুম।
তোমার মুখে দেখছি কালি মাখানো···
সেই কথাটাই তোমাকে বলা দরকার···লাইনটা একটু কষ্ট করে ধরে থাক···সব বলছি···
কাউকে দীর্ঘ এক কাহিনী শোনাতে শোনাতে মাঝপথে যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে বক্তার প্রতি শ্রোতার বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও নেই, এ উপলব্ধিটা মোটেও আরামপ্রদ হয় না। দেখি চাফীর মুখ যেন ক্রমেই একটা কেমন অস্বস্তিকর পাশবিক বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে। আমি যতোই বলে চলি ততোই মনের মধ্যে এই বিশ্বাসটা দানা বাঁধে যে আমার ভাগ্যে জুটবে খালি নীরব অবজ্ঞা।
তবু দমলে চলবে না। সব ঘটনা মোটামুটি তাকে শোনাবার পর চাফীর কাছে আকুল কণ্ঠে নিবেদন করলুম, মাখন, বন্ধু একতাল মাখন চাই ! যদি উপকারের মতো একটা উপকার করতে চাও, তাহলে আমাকে মাখন দিয়ে বাঁচাও ! আমি এখানে পায়চারি করছি, তুমি দৌড়ে রান্না ঘর থেকে একতাল মাখন এনে দাও ! আর দেরি কোরো না ! সময় কোথায় ? ট্রেনটা তো ভাই আমাকে ধরতেই হবে···চাফী !
কয়েক মুহূর্ত সে গুম হয়ে রইল, তারপর যখন কথা বলল তার গলায় আওয়াজেই কেমন একটা নোংরা সুর প্রকাশ পেল। মনটা আমার দমে গেল।
বলল, ব্যাপারটা আমায় বুঝতে দাও ! তুমি চাও আমি তোমাকে এখন মাখন এনে দিই, এই না ?
এই তো···ঠিক বুঝেছ !
যাতে করে তুমি তোমার কালো মুখটা পরিষ্কার করে নিয়ে ট্রেনে চড়ে লণ্ডনে চম্পট দিতে পার !
খাঁটি কথা !
মিষ্টার ষ্টোকারকে কথা দিয়ে···
ঠিক···ঠিক ধরেছ আমার মনের কথা। গলায় পিঠ চাপড়ানো ভাব এনে

বল্‌লুম, এই না হলে চাফী ! আমার মনের কথাটি এমন চট্‌ করে আর কে বুঝবে ! কী বুদ্ধি ! তাহলে চাফী—

হুঁ ! এমন আবেগের সঙ্গে চাফী আওয়াজটা ছাড়ল যে আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল।

বুঝতে আমার একটুও দেরি হয়নি। আসল কথা হচ্ছে তুমি তোমার একান্ত পবিত্র দায়িত্ব এড়াতে চাইছ আর ভাবছ যে এতে আমি তোমাকে সাহায্য করব ?

অ্যাঁ ? তার মানে ?

তার মানে ! বুদ্ধি তোমারই বুঝি কম, তাই না ? বুঝতে পারছ না আমার কথা ! চীৎকার করে উঠল চাফী। অন্ধকারে মনে হোলো সে যেন হঠাৎ থর থর করে কেঁপেও উঠল।

চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলতে লাগল, তোমায় এই ঘৃণিত কাহিনী যখন বলছিল আমি বাধা দিই নি। কেন না আমি চাইছিলাম সব ব্যাপারটা জানতে। এবার আমার কথা বলার পালা।···লণ্ডনে যাবে ট্রেনে চড়ে, তাই না ? চমৎকার ! নিজের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা আমি জানিনা উষ্টার, কিন্তু তোমাকে আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? সম্পূর্ণ অমানুষ,···একটা বুনো কুকুর,···একটা পোকা, একটা কেন্নো, একটা···একটা নর্দমার শূয়োর ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! একটি সুন্দরী তরুণী তোমাকে ভালোবেসেছে। তার বাপ নিতান্ত ভদ্রতা করে তাড়াতাড়ি বিয়ের অনুমতি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। কোথায় এতে তুমি খুশী হবে,—শুধু খুশী কি, আহ্লাদে আটখানা হবে,···তা না সট্‌কে পড়ছ !

আহা, শোনো চাফী !

থামো তুমি ? সট্‌কে পড়বে তুমি ? তেলতেলে হয়ে পিছলে পালাবে তুমি ! গুঁড়িয়ে দেবে থেঁৎলে দেবে মেয়েটির হৃদয়, ফেলে দেবে তাকে অনাদরে অবহেলায়,···কী বলে, কী বলে, হ্যাঁ,···ময়লা দস্তানার মতো ?

কিন্তু চাফী···

প্রতিবাদ কোরো না বার্টি !

কি বিপদ ! চীৎকার করে চাফীর কানে পৌঁছে দিলুম, তুমি জানো না, সে মোটেই আমাকে ভালোবাসে না !

বটে ? আমি জানিনে ? প্রেমে যদি হাবুডুবু না খায় তো তোমার জন্যে বজরা থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে তীরে আসে ?

সে তোমাকে ভালোবাসে, আমি বলছি···

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলে চাফী। আর বেশি বাক্য ব্যয় নয়, গম্ভীর মুখে শুধু বলল, হুঁ!

শোনো আমার কথা…পলিন তোমাকেই ভালোবাসে। সেদিন যে সে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল সে তোমারই জন্যে। তুমি তার ওপর সন্দেহ করেছিলে তাই সে তোমায় জব্দ করবার জন্যে ভান করেছিল আমাকে বিয়ে করবে বলে। হোলো তো এবার! যাও ভায়া, লক্ষ্মী ছেলের মতো এবার মাখন নিয়ে এস।

নিস্পন্দ চাফী। আবার শুধু বলল, হুঁ।

হাত কচলিয়ে বল্‌লুম, তোমার এই হুঁ টা এবার বন্ধ কর। নড়ো, জাগো! আমি তোমার প্রাণের বন্ধু, সেই এতটুকু বয়সের ইস্কুলের বন্ধু চাফী, শুধু একটু মাখন চাইছি তোমার কাছে,…একদলাই হোক আর এক ফোঁটাই হোক; এনে দাও বন্ধু!

আমার কাঁধের ওপর চাফী হাত রাখল। মনে হোলো এবার অনেকটা গলেছে। কিন্তু হায় রে!

ঘেন্না-ধরানো মধু-মাখানো গলায় সে সুরু করল, আমার যা মনে হচ্ছে তা তোমাকে ভেঙে বলছি, বার্টি। অস্বীকার করব না যে ওকে আমি ভালোবেসেছি। যা ঘটবার তা ঘটেছে, তবু আমার সে ভালোবাসা মরবার নয়। যতোদিন বাঁচব এমনি ভালো ওকে বাসব। প্রথম যেদিন ওকে দেখলাম, সেদিন সেই মুহূর্তে চট্ করে ভালোবেসে ফেললাম! আহা, মার্টিনির গ্লাস হাতে স্যাভয় গ্রীলের বারান্দায় বাপের সঙ্গে সেই যেদিন বসেছিল! চুমুকের এক ফাঁকে আমার চোখে চোখ রাখল, আর এক লহমায় তীরের মতো এই কথাটি আমার মনে গেঁথে গেল, যে দুনিয়ায় আমার জন্যে আর দ্বিতীয় নারী নেই। আমি কি জানি যে ও মেয়ে তোমার জন্যে পাগল?

প্রবোধ দিয়ে বল্‌লুম, পাগল বটে চাফী, কিন্তু তোমার জন্যে!

কে শোনে আমার কথা? ঘোলাটে চোখ করে চাফী বলেই চলল, আজ আমি বুঝেছি ওকে আমি পাব না, কিছুতেই পাব না। কিন্তু এটুকু তো আমি করতে পারি? দেখতে পারি ও যেন সুখী হয়। ও সুখী হোক। এর বেশি আমি আর কিছু চাইনা। ভগবান জানেন তোমার কি দেখে ও মজেছে। কি পদার্থ আছে তোমার মধ্যে! তবু বেশ, তাই হোক। কিন্তু আশ্চর্য! এত লোক থাকতে আমার কাছেই তুমি এসেছ! ওর সৌভাগ্য-স্বপ্ন, মানুষের মহত্বের প্রতি ওর শিশুর মতো সরল বিশ্বাস, প্রেমের প্রতি

ওর আত্মনিবেদন…তা তুমি চুরমার করে ভেঙে দিতে চাও, আর আমি তোমাকে সেই কাজে সাহায্য করব? আমি দেব তোমাকে মাখন? ধিক্!

কিন্তু চাফী!—তার হাত চেপে ধরলুম আমি।

না, না! মেঘ গম্ভীর প্রতিবাদে সে বলল, ভাঙুক, ভাঙুক আমার বুক! তোমার বিয়ের নিত্‌বর হতেও আমি রাজি, কিন্তু মাখন? কিছুতে না।

আমার হাতটা সে ফেলে দিল…নোংরা দস্তানার মতো, তারপর হন্ হন্ করে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কতক্ষণ জানিনে, হয়তো কিছুটা সময়, হয়তো বা অনেকটা। হতাশার কালো কম্বল আমাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে, এমনি অবস্থায় কি আর ঘড়ি দেখা চলে?

সুতরাং পাঁচ, দশ, পনেরো, পঁচিশ,—যতো মিনিটই হোক কেটে যাবার পরে কানে এল ঠিক আমার পাশে কে যেন মৃদু সম্মানসূচক ভাবে একটু কাশল। ঠিক যেন পোষা ভেড়াটি, মালিকের গা ঘেঁসে জানাতে চায়, আমি আছি। চম্‌কে পাশ ফিরে তাকালুম। প্রাণে যেন চকিতে ছুঁয়ে গেল আশ্বাসের এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস…

জীভস্!

জীভস্! জীভস্ আমার সামনে! এ যে অলৌকিক ব্যাপার!

স্যার, আমি আশা করছিলাম, যে আপনি মাঠেই আছেন। তাই ওখানেই আপনাকে খুঁজছিলাম। তারপর খবর পেলাম যে বাড়ির পিছন দিকের দরজা খুলেই একটা কালো লোকের মুখ দেখে পরিচারিকাটি মূর্ছাগ্রস্ত হয়েছে,…তখনই ভাবলাম যে নিশ্চয়ই আপনি আমার খোঁজে গিয়েছিলেন। কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি স্যার!

কপালের ঘামটা হাতের তেলোয় মুছে আমি উত্তরে বল্‌লুম, জীভস্,… তোমাকে হঠাৎ দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মা-হারা যেন আবার মা খুঁজে পেয়েছে!

বলেন কি স্যার?

তবে অবশ্য, তোমাকে যদি মা বলে ডাকি…অর্থাৎ,…মার কথা আমার মনে পড়ে যায়, তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?

মোটেই না স্যার, কোনো আপত্তি নেই।

বাঁচলুম। ধন্যবাদ জীভস্!
স্যার! মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার কোনো অসুবিধের কারন ঘটেছে।
অসুবিধে? আমি তো পাঁকে পড়ে গিয়েছি জীভস্। ঐ যে শুদ্ধ ভাষায় কী যেন বলে,…গভীর পঙ্ক-সায়রে…
সেকি? কি হয়েছে স্যার?
সাবান জল দিয়ে মুখের এ কালি তো উঠল না!
না স্যার, এর একমাত্র প্রতিসেধক মাখন!
জানি, জানি জীভস্, মাখন। সেই মাখন যখন প্রায় আমার হাতের মুঠোয় সেই মুহূর্তে ব্রিঙ্কলে,…আমারই চাকর…কিনা আমার বাড়িটাকেই জ্বালিয়ে দিল দাউ দাউ করে!
ভারি দুর্ভাগ্য, স্যার।
দুর্ভাগ্য বললে তো কিছুই বলা হোলো না জীভস্, সুগভীর দুর্ভাগ্য। এখানে ছুটে এলাম তোমার সন্ধানে। কিন্তু ছাখো ঐ ঝি মেয়েমানুষটার কাণ্ড!
বলবেন না স্যার! মেয়েটা ভারি খেয়ালী। তাছাড়া ভবিতব্য দেখুন, ঠিক যে সময়টিতে আপনি গিয়েছেন সেই মুহূর্তে রাঁধুনীর সঙ্গে বসে বসে সে নাকি ভূত নিয়ে আলোচনা করছিল! হ্যাঁ, আপনিও দরজার ফাঁকে মুখটি বাড়ালেন, আর সেও দেখল সত্যি ভূত তার সামনে!
জীভসের কথা শুনে আমারই যেন কাঁপুনি এল। নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বল্লুম, রাঁধুনীরা যদি প্রেততত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রান্নাবান্না নিয়েই থাকে তাহলে পৃথিবীটা অনেক সুখের হয়।
সে আর বলতে স্যার!
তার পরে জানো জীভস্, ঠিক এখানেই চাফীর সঙ্গে দেখা। সে কিছুতেই রাজি হোল না আমাকে একটু মাখন দিতে…
সত্যি, স্যার?
শুধু তাই? যা মেজাজ দেখালে তা আর বলবার নয়।
আজকাল হুজুরের বড়োই মানসিক ঝঞ্ঝাট চলছে স্যার!
তা তো বটেই? নইলে এই রাত্রি বেলা আমাকে একলা ফেলে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়!
সবাই জানে স্যার, হৃদয়-বেদনার মস্ত ওষুধ শারীরিক পরিশ্রম!
অবশ্য চাফীর উপর রাগ আমি রাখতে পারিনে। ব্রিঙ্কলেকে যে লাথিটা সে কষিয়েছিল, চমৎকার। যাই হোক! তুমি এসে গেছ, আর ভাবনা নেই। সব ভালো যার শেষ ভালো। কী বলো?

কোনো ভুল নেই স্যার। মাখন আপনাকে আমি এনে দিচ্ছি।

কিন্তু দশটা একুশের গাড়িটা ?

ওটা বোধ হয় আর পাবেন না। তবে আমি জেনে রেখেছি আর একটা আছে,…এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস বুক থেকে বার হয়ে এল। আঃ! কি উদার মুক্তি!

বল্‌লুম, তাহলে জীভস্, রাস্তায় ট্রেনে খাবার জন্যে গোটাকতক স্যাণ্ডউইচ…

নিশ্চয়ই স্যার!

আর সেই সঙ্গে কিছু পানীয়…

বলবেন না স্যার, বলবেন না। তার ব্যবস্থাও করা যাবে বৈকি!

তাহলে আর দুঃখ নেই! তবে একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল, মানে, তোমার পকেটে সিগারেট এক-আধটা যদি থাকত…

আলবৎ আছে স্যার। টর্কিশ না ভার্জিনিয়ান, কোন্‌টে আপনার পছন্দ ?

দুইই, জীভস্, দুইই!

শান্ত পরিবেশের মধ্যে বহু-বাঞ্ছিত একটি সিগারেট ধরানোর মতো তৃপ্তিদায়ক আর কিছু নেই। পরম আরামে কয়েকটি টান উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠিকরে-বার-হওয়া জট-পাকানো স্নায়ুগুলো আবার আস্তে আস্তে স্বস্থানে আশ্রয় নিল। প্রাণে এল প্রশান্তি, দেহে এল শক্তি। খোসমেজাজে জীভস্‌কে বল্‌লুম, চার্ফীর সঙ্গে দেখা হবার একটু আগেই বাড়ির ভেতর থেকে ভীষণ চীৎকার কানে আসছিল…ঠিক যেন একটা জন্তু চেঁচাচ্ছে। মনে হোলো যেন সীব্যারির গলা। ব্যাপারটা কী হচ্ছিল বলো তো ?

ঠিকই ধরেছেন স্যার, আজ রাতে মাষ্টার সীব্যারির মনটা বড়ো উত্যক্ত হয়ে আছে।

আবার কী কামড়াচ্ছে ওকে ?

বজরাতে নিগ্রো শিল্পীদের উৎসবে যেতে পারলেন না, তারই দুঃখ আর কি!

তোফা হয়েছে! যেমন বোকা তা' তেমনি পুরস্কার! ডিউইটের জন্মদিনের উৎসবে যাবার আগ্রহ ষোলো আনা, অথচ তার সঙ্গে ঝগড়া করাও চাই,… তাও কিনা মোটে আঠারোটা পেনি বাগাবার মতলবে ? যাচ্ছেতাই!

খাঁটি কথা স্যার!

শেষ পর্যন্ত চীৎকার বন্ধ হোলো কিসে ? ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে ?

না স্যার, শুনলাম ছোটকর্তার আনন্দ বিধানের জন্যে নতুন রকম প্রমোদের আয়োজন করা হয়েছে।

তার মানে? এখানেও কি নিগ্রোর পাল আসছে নাকি?

আজ্ঞে না, তার খরচ সামলে ওঠা তো সোজা কথা নয়। তবে শুনলাম আমাদের লেডীশিপের অনুরোধে স্যার রডারিক গ্রসপ রাজী হয়েছেন···

গ্রসপ? বুড়ো গ্রসপ? সে আবার কি করবে?

আজ্ঞে, গলা তাঁর বেশ মিঠে আর যৌবনকালে আসরে বসে গান-টানও নাকি তাঁর চলত। তিনি নিজেই লেডীশিপকে একথা বলেছেন!

তাজ্জব হয়ে গেলাম আমি। বুড়ো গ্রসপ, তার পেটে এই বিদ্যে?

জীভস্ বলল, অবশ্য আমিও কম আশ্চর্য হইনি স্যার!

আমি বল্‌লুম, তাহলে ব্যবস্থাটা হচ্ছে এই যে বুড়ো গ্রসপ সীব্যারিকে গান শুনিয়ে ভোলাবে?

ঠিক ধরেছেন,···আর সঙ্গে পিয়ানো বাজাবেন আমাদের লেডীশিপ।

ভবী এতে ভুলবে না জীভস্!

কেন স্যার?

বাচ্চার বায়না হচ্ছে যে সে নিগ্রো শিল্পীদের গান-বাজনা শুনবে। তার বদলে কিনা গান গাইবে এক সাদামুখো আধপাগলা ডাক্তার বুড়ো আর তার সঙ্গে বাজনা বাজাবে মা। একি হয়?

সাদামুখো কে বল্লো?

অ্যাঁ?

আপনি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারেন নি স্যার। আমাদের লেডীশিপ গোড়াতেই উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানটিকেও কিছুটা নিগ্রোগন্ধী না করলে চলবে না। নইলে ছোটবাবু ভুলবেন কি দেখে?

হঠাৎ চমকের ধমকে সিগারেটের টানটা সোজা শ্বাসরন্ধ্রে গিয়ে ধাক্কা দিল। খক খক কাশির ফাঁকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারলুম, তাহলে বুড়ো গ্রস্‌পও মুখে ভুষো মাখাচ্ছে?

জীভস্ বল্লো, ঠিক ধরেছেন স্যার।

জীভস্, তোমার কি মাথাটাও খারাপ হোলো নাকি? বুড়ো গ্রসপ···মুখে কালি মেখে ভূত সাজছে সে? বলো কি?

সত্যিই বলছি স্যার!

এ যে অসম্ভব?

আপনার এও বোঝা উচিত যে স্যার রডারিকের এখন যা মনের অবস্থা তাতে তিনি রাজী তো হবেনই···
মানে, তুমি বলছ বুড়ো প্রেমে পড়েছে।
ঠিক ধরেছেন স্যার !
আর, আর, ঐ যে কি বলে,···প্রেম সর্বজয়ী !
ঠিক, স্যার।
তা না হয়তো হোলো, কিন্তু ধরো তোমার যদি এমনি অবস্থা হোতো, এমনি প্রেমে তুমি যদি পড়তে, তাহলে তোমার প্রেমাস্পদার ছেলের খেয়াল মেটাতে তুমি এমনি ভাবে মুখ কালা করতে পারতে ?
না স্যার, তা পারতাম না। তবে কি না দেখুন মানুষ সবাই তো আর এক ছাঁচে গড়া নয়।
তা বটে।
আর এটাও চিন্তা করুন স্যার, জীভস্ বুঝিয়ে বল্লো, ব্যবস্থাটা তো ভালোই হোলো। স্যার রডারিক এই যে রাজি হয়েছেন···অতি সদাশয়ের মতো কাজ···এর ফলে তাঁর সঙ্গে মাষ্টার সিব্যারীর মনান্তরটাও কাটবে। আমি জানি ছোট কর্তা স্যার রডারিকেব কাছ থেকে কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়েছেন, আর তার রাগটা মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন।
অ্যাঁ ? বুড়োর কাছ থেকেও টাকা আদায়ের তালে ছিল ?
আজ্ঞে হ্যাঁ, শিলিং দশেক। স্যার রডারিক কিন্তু সে পাত্রই নন, পকেটে হাত তো পোরেনই নি বরং উল্টে মাষ্টার সিব্যারীকে লম্বা এক লেকচার ঝেড়েছিলেন। ফলে ছোটবাবুর মেজাজটা ভালো নেই। মতলব ছিল এর প্রতিশোধ একটা নেবেনই !
বল কি ! এতটা বাড়াবাড়ি ? বুড়ো যে সৎ বাপ হতে চলেছে !
আজকালকার ছেলে ছোকরাদের মাথা স্যার বড্ড গরম···
তা বটে। তা বুড়োরও একটু জব্দ হওয়ার দরকার। তা ক্ষুদে শয়তানটা কি মতলব ভেঁজেছে জানো ?
আজ্ঞে হ্যাঁ। উদ্দেশ্য স্যার রডারিকের পদস্খলনের ব্যবস্থা করা···
পদস্খলন ?
তার মানে···মানে, তিনি যাতে হঠাৎ আচমকা পা পিছলে পড়েন আর কি ···অবশ্য নতুনত্ব কিছু নেই। নিতান্ত পুরোনো ঠাট্টা। এই যেমন হঠাৎ মাখনের তালের ওপর পা ফেলেই পিছলে গিয়ে তিনি দড়াম করে পড়ে গেছেন···এমনি আর কি ?

ঘৃণা হোলো আমার। অবশ্য স্যার রডারিক গ্রসপ জাতের লোকের যে কোন প্রকার বিড়ম্বনায় আমার প্রাণে পুলক শিহরণ জাগে, তবু মাখনে পা পিছলানো? এ যে নিতান্ত বস্তাপচা পুরোনো ঠাট্টা? সিব্যারী ছাড়া এমনি মোটা বুদ্ধি আর কার নিরেট মাথায় গজাবে?

কঠিন বিদ্রূপের হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। মাখন! নিমেষে মনে পড়ল জীবনের বাস্তবতা কতো কঠিন আর কাল কতো অনিত্য! চাপা গলায় বলে উঠলুম, মাখন! জীভস্, আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মাখনের গল্পই করছি, কোথায় তুমি একদৌড়ে গিয়ে মাখন নিয়ে আসবে আমার জন্যে, তা নয়···

এই যে স্যার, এক্ষুনি যাচ্ছি···

ঠিক পাবে তো!

নিশ্চয়ই স্যার!

আর মাখনে এ রঙ উঠবে তো?

নিশ্চয়ই স্যার!

তাহলে দৌড়ও জীভস্, আর এক মুহূর্ত দেরি কোরো না।

উল্টোনো একটা ফুলের টবের ওপর বসে আবার হলাম প্রতীক্ষামগ্ন। তবে আমার একটু আগেকার মনের অবস্থা আর এখনকার মনের ভাবে আকাশ পাতাল তফাৎ। তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন পাই-পয়সা-বিহীন সমাজচ্যুত সর্বহারা—সামনে শুধু আশাহারা অন্ধকার। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই অন্ধকার ভেদ করে আলো ফুটে উঠেছে। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে জীভস্ এল বলে। আবার আমার মুখের কালিমা ঘুচে লালিমা ফুটে উঠবে। যথা সময়ে এগারোটা পঞ্চাশের গাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় পাব, নির্বিঘ্নে গিয়ে পৌঁছব সর্ব বিপদের প্রান্তে···লণ্ডনে।

আশার আবেগে প্রাণ দুলে উঠছে···নিশ্বাস নিচ্ছি নিরুদ্বেগ আনন্দে। জুড়িয়ে যাচ্ছে বেদনাক্ষত।

হঠাৎ শুনি বাড়ির দিক থেকে আবার নানা কণ্ঠের মহা হট্টগোল। একটু কান পাততেই ধরতে পারলুম প্রধান গলাটা সিব্যারীর। গাঁক গাঁক করে সে চ্যাঁচাচ্ছে—একেবারে বুক ফাটা আর্তনাদ। সেই সঙ্গে লেডী চাফনেলের গলা···অনুযোগ আর বিরক্তিভরা খনখনে। এই দু' রকমের গলার আওয়াজকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মোটা পুরুষালি আস্ফালন ···স্যার রডারিক গ্রসপ ছাড়া আর কারো নয়। কোলাহলটা আসছে প্রাসাদের বসবার ঘর থেকে। অনেকদিন আগে একদিন হাইড পার্কে

বেড়াতে গিয়ে হটাৎ বেয়াড়া রকমের এক সমবেত সঙ্গীতদলের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলুম, এক মাত্র তার সঙ্গেই চলে এই ত্রিকণ্ঠের প্রবল হুঙ্কারের তুলনা।

অল্পক্ষণ পরেই বাড়ির সামনের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল ও সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ছিটকে বার হয়ে এল একজন লোক। দরজা আবার বন্ধ হোলো দড়াম করে। লোকটি চলল হন হন করে। হল ঘরের ক্ষণিক আলোয় আমার কিন্তু দেখতে ভুল হোলো না যে লোকটি আর কেউ নয়…স্যার রডারিক গ্লসপ। মহাত্মার সারা মুখটি ইস্কাবনের টেক্কার মতো কুচকুচে কালো।

আবার কি হোলো? মনের মধ্যে ব্যাপারটা তোলপাড় শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখি অদূরে আগন্তুক জীভসের ছায়ামূর্তি।

ব্যাপার কি, জীভস্?

এই গোলযোগটা স্যার?

আমার তো মনে হোলো সিব্যারীটাকে বুঝি কেউ খুন করছে! বেঁচে আছে নাকি ছোকরা? খতম হয়নি ত?

ছোট কর্তার ওপর প্রবল শারীরিক বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল স্যার। আর তার নায়ক স্যার রডারিক গ্লসপ। আমি অবশ্য ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না। তবে সব খবরটা জানলাম মেরী ঝির কাছ থেকে…

খুশিতে উচ্ছল হয়ে বল্লুম, বলো…বলো জীভস্, সব ব্যাপারটা খুলে বলো!

জীভস্ বল্লে, হলঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে স্যার রডারিক যখন মাষ্টার সিব্যারীর মাখনের ফাঁদে পা হড়কে আছাড় খেলেন তখনই ব্যাপারটা সুরু হোলো।

বটে? সিব্যারী তাহলে তার মতলবটা হাসিল করল—বলো?

হ্যাঁ স্যার!

আর বুড়ো গ্লসপ একেবারে পপাত ধরণী তলে?

হ্যাঁ স্যার, বেশ গুরুতর রকমের পপাত। মেরীকে এমন একটা কিছু কল্পনাপ্রবণ মেয়ে বলে আমি জানিনে কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনার সময় উত্তেজনায় তারও কবিত্ব এসে গিয়েছিল। সে বলল—এতো যে সে আছাড় নয়…পুরো এক টনের আছাড়…

চনমনে হয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। আজকের রাতটা বড় বিশ্রীভাবে সুরু হয়েছিল বটে কিন্তু এখন দেখছি শেষ হতে চলেছে বেশ ভালোভাবে।

জীভস্‌ বলতে লাগল, কোনো রকমে খাড়া হয়ে উঠেই স্যার রডারিক ড্রইংরুমে গিয়ে মাষ্টার সিব্যারীকে প্রচণ্ড প্রহার আরম্ভ করলেন। লেডী চাফনেল বৃথাই তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন স্যার, কিন্তু কে তখন সে বাধা মানে? ফলে তাঁর আর স্যার রডারিকের মধ্যে পাকাপাকি মনান্তর ঘটে গেল। লেডীশিপ বললেন তিনি জীবনে স্যার রডারিক মুখ দর্শন করতে চান না। উত্তরে স্যার রডারিক জবাব দিলেন, একবার প্রাণ হাতে নিয়ে এ বাড়ির চৌখাট যদি পার হতে পারেন, তাহলে তিনিও আর জীবনে এ মুখো হবেন না।

তাহলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার, জীভস্‌!

হ্যাঁ স্যার, শোচনীয়···

বিয়ের কথা তাহলে ভেস্তে গেল?

স্যার রডারিকের প্রতি লেডী চ্যাফ্‌নেলের যে প্রণয়বাষ্পটুকু জেগেছিল, আহত অপত্যস্নেহের ঝটিকা তাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল স্যার!

বা···বা, বেশ বলেছ, জীভস্‌!

ধন্যবাদ, স্যার!

তাহলে স্যার রডারিকের প্রেমের তরী ডুবল?

তাই তো মনে হচ্ছে স্যার!

কি মুস্কিল! মুস্কিলের পর মুস্কিল! বাড়িটার পেছনে যেন গ্রহ লেগেছে!

তা স্যার, কুসংস্কার যদি মানতেই হয়···বলতে হবে কুটিল দুর্গ্রহ লেগেছে।

এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই? আমি তো দেখলুম বুড়ো গ্লসপ সাতান্নটা অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেল···

তিনি খুবই বিচলিত হয়েছেন, তাই না স্যার?

নিশ্চয়ই, হবে না আবার?

ঠিকই তো! মনটা একেবারে ভেঙে না পড়লে অমনি অবস্থায় তিনি কিছুতেই পথে বার হতেন না!

অমনি অবস্থায় মানে?

মানে, স্যার···আপনিই কল্পনা করুন না···এমনি অবস্থায় তাঁর পক্ষে হোটেলে যাওয়াটা কি খুব যুক্তিসঙ্গত হবে? কতো কথা উঠবে। আবার যা ঘটে গেল, তাতে এ বাড়িতে ফিরে আসাও তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝলুম। এ তো উপলব্ধি নয়, এ যেন আত্মোপলব্ধি। বল্‌লুম···

তাজ্জব জীভস্‌! এ লাইনটা তো ভাবতেই পারিনি। দাঁড়াও দাঁড়াও! হোটেলে ঢোকা তো অসম্ভব আবার যে হাত জোড় করে লেডী চাফনেলের

কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবে সে পথও নেই। একদিকে গজের কিস্তি, অন্যদিকে নৌকোর কিস্তি! যাবে কোথায় লোকটা?

সত্যিই এটা একটা সমস্যা স্যার!

চুপ করে ভাবতে লাগলুম কিছুক্ষণ। আপনাদের মনে হতে পারে, গ্রসপের এই বিপদে আমার মনটা বুঝি খুশিতে মশগুল হয়ে উঠেছে। তা কিন্তু মোটেই নয়। আসলে কোথায় যেন একটু ফাটল ধরে সমবেদনার স্নেহরসই কিছুটা গলতে সুরু করেছে।

বুঝলে জীভস্, লোকটা আগে আমার সঙ্গে যতো খারাপ ব্যবহারই করুক না কেন, এখন ওর জন্যে আমার কিন্তু দুঃখই হচ্ছে! কি প্যাঁচেই পড়েছে বল দেখি? আমার কালি মুখে ততোটা এসে যায় না, কিন্তু গ্রসপের সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা আছে তো? মানে আমাকে এ অবস্থায় যদি সারা পৃথিবীর লোকও দেখে, বড়ো জোর একবার ভুরু কুঁচকোবে, বলবে···ছেলে ছোকরার খেয়াল! এর বেশি তো আর কিছু নয়?

ঠিকই তো স্যার।

কিন্তু ঐ বুড়ো? স্যার রডারিক গ্রসপ?

সমূহ বিপত্তি, স্যার।

ঠিক, ঠিক, ঠিকই তো যাই বলো এ কিন্তু দৈবের প্রতিশোধ। কি বলো?

তাই তো মনে হচ্ছে স্যার।

গ্রসপের এই অবস্থা থেকে কি শিক্ষা আমাদের হওয়া উচিত বলো তো জীভস,! হেয় করতে নেই, এমন কি যে অতি ক্ষুদ্র, তাকেও না। দ্যাখো··· কতো বছর ধরে আমার মুখের উপর এই গ্রসপ কাঁটাওলা বুট-জুতো পরে নেচেছে। ফলে হোলো তো এই! কিন্তু ধরো আমার সঙ্গে যদি ওর সদ্ভাব থাকত তাহলে ওর দুঃখ কি। আমি ওকে থামাতুম···বলতুম, দাঁড়ান্ দাঁড়ান্ স্যার রডারিক। বসুন আমার পাশে, এক্ষুনি জীভস মাখন নিয়ে আসছে, দু মিনিটে আপনার সব মুস্কিল আসান হয়ে যাবে। তাই বলতুম না জীভস?

আজ্ঞে, নিশ্চয়ই।

ফলে কি হোতো ভেবে দেখো! এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে কতো সহজে সে পরিত্রাণ পেয়ে যেত। এখন ভাবো ওর অবস্থা···সারা রাত্রি ধরে ঘুরে ঘুরে কোথাও মাখন পাবে না। তা ছাড়া পকেটে নিশ্চয় কানাকড়িও নেই। অথচ অতীতে যদি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারটুকু খালি করতো! হুঁ, ভাবনার খোরাক, তাই না?

যথার্থ, স্যার!

যাক্, এ নিয়ে আর কথা বলে কি হবে বলো! যা হবার তা হয়েছে!

অতি সত্য কথা স্যার! বিধাতাপুরুষ অমোঘ হাতে যা লিখবার লেখেন··· শত চেষ্টাতেও তার একটি লাইন বদলানো যায় না, শত অশ্রুজলেও তার একটি অক্ষর মোছা যায় না!

চমৎকার! ভারি সুন্দর করে কথাটা বলেছ, জীভস! যাক্, এবার কাজ শুরু করতে হয়। কই মাখন দাও!

সম্মানসূচকভাবে ঘাড়টা বেঁকিয়ে দাঁড়াল জীভস। ফেলল একটি মৃদু দীর্ঘশ্বাস। বল্লো···

গভীর দুঃখের সঙ্গে আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি স্যার, যে মাষ্টার সিব্যারীর ফাঁদে সবটুকুই ব্যবহার হয়ে গেছে···বাড়িতে আর একফোঁটাও মাখন নেই।

কাঁধের দুপাশ দিয়ে অনড় হাতদুটোকে মাটির দিকে ঝুলিয়ে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম কয়েকটা মুহূর্ত। যেন আমার কোনো সম্বিত নেই। নিউইয়র্কে থাকতে, মনে পড়ে, একদিন ওয়াশিংটন স্কোয়ারে পায়চারি করছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা চ্যাংড়া ইটালিয়ান ছোকরা পায়ে চাকা বেঁধে ছুটে আসতে আসতে প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা খেয়েছিল আমার বুকের ওপর! ঠিক আমার ওয়েষ্টকোটের ওপর দিককার তৃতীয় বোতামে লেগেছিল তার ঢুঁ-টা। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার যেমন লেগেছিল, তার সঙ্গে এই মুহূর্তের অবস্থার তুলনা চলে। ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক···রুদ্ধ নিশ্বাস···ভাগ্যের ওপর হঠাৎ পড়া আড়াই-মনী বালির বস্তা···কথা যখন ফুটল···

অ্যাঁ, কি বললে!

যথার্থ স্যার!

নেই? মাখন নেই?

না স্যার, নেই।

এ যে সাংঘাতিক, জীভস্···

তা স্যার, বেশ খানিকটা বিরক্তিকর।

জীভসের যদি কোনো দোষ থাকে তা হচ্ছে এই যে একটা বিশেষ অবস্থায় সে এমনিই অচঞ্চল তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে যেটা মোটেই আরামপ্রদ বলে

মনে হয় না। সাধারণত অবশ্য এ জন্যে অনুযোগ করা চলেনা কেননা অবস্থাটা মোটামুটি তার আয়ত্তের মধ্যেই থাকে, বুদ্ধির ঝুলি থেকে ফয়শালা বার করতে দেরী হয় না তার। তবু আমার মনে হয়েছে যে সময়ে সময়ে কিছুটা উত্তেজনার ভাব তার মুখে ফুটে উঠলে সেটা ভালোই লাগে। আমার ঠিক এই মুহূর্তের অবস্থাটাকে ভাবুন। এটাকে সে কিনা উড়িয়ে দিতে চাইল শুধু মাত্র বিরক্তিকর বলে? ব্যস, এইটুকু মাত্র?

রুদ্ধস্বরে আমি বললাম, কি হবে এখন?

আমার আশঙ্কা স্যার, যে আপনার মুখ পরিষ্কার করাটা এ অবস্থায় স্থগিত রাখতে হবে। কাল আপনাকে খানিকটা মাখন যোগাড় করে দিতে পারব।

কিন্তু আজকের রাতটা!

যেমন আছেন তেমনই থাকতে হবে। যথাপূর্বং…

অ্যাঁ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অপরিবর্তিতং…

তুমি বলছ, আজ রাত্রে আর কিছু করা সম্ভব নয়?

তাই তো আমার মনে হচ্ছে স্যার…বড়ই বিরক্তিকর…

বিরক্তিকর! এর বেশি তুমি আর কিছু বলবে না।

স্বীকার করতেই হবে স্যার, নিরতিশয় বিরক্তিকর!

জোরে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লুম। জীভসকে টলানো অসম্ভব। একটু ভেবে বললাম, তাহলে এখন কি করা যায়?

সন্ধ্যেবেলাটা আপনার যে রকম ধকল গিয়েছে স্যার, তাতে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি এখন নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়তে পারেন।

এই মাঠের মধ্যে?

কেন স্যার? ধরুন পার্কের মধ্যে দিয়ে কয়েক পা হেঁটে আপনি যদি ডাওয়ার হাউসে গিয়ে আশ্রয় নেন, সেখানে আপনার আরামের অভাব হবে না। বাড়িটাও খালি আছে…

নিশ্চয়ই কেউ না কেউ বাড়ি পাহারা দিচ্ছে…একেবারে খালি…

লেডী মহাশয়া আর মাষ্টার সিব্যারী এ বাড়িতে এলে তাঁদের বাড়ির পাহারায় একটি মালী থাকে। তবে এসময়ে সে আছে গ্রামের চাফনেল আর্মস্ পানশালায়। এই সুযোগে আপনার পক্ষে ওবাড়িতে ঢুকে ওপর তলার কোনো ঘরে আশ্রয় নেওয়া মোটেই শক্ত হবে না। তারপর কাল সকালে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে আমিই তো যাচ্ছি…

এর চাইতে ভালো কোনো মতলব তোমার মাথায় আসছে না?

না, স্যার।
ধরো আজ রাত্রিটা তোমার বিছানায় যদি—
না, স্যার।
চিন্তাকুল কণ্ঠে বল্লুম, তাহলে, এখন এখান থেকে আমার সরে পড়াই ভালো ?
হ্যাঁ, স্যার।
আচ্ছা, তাহলে···তাহলে, গুডনাইট জীভস্।
গুডনাইট স্যার।

ডাওয়ার হাউস পর্যন্ত পৌঁছতে আমার দেরি হোলো না। জীভসের ভাষায় আমার এই নিরতিশয় বিরক্তিকর অবস্থার জন্যে যারা যারা দায়ী···সিব্যারী পর্যন্ত···আপন মনে সকলের উদ্দেশ্যে ঘৃণা-স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে আমি চল্লুম। আসলে তাতে পথটা যতো দূর তার চাইতে অনেক কমই মনে হলো।
এই সিব্যারী ছোকরাটার কথা যতোই ভাবতে লাগলুম ততোই আমার অন্তরটা ক্লিষ্ট বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। তবে এই বিষচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে আবার স্যার রডারিক গ্লসপ সম্বন্ধে নতুন রকমের একটা অনুভূতিও জাগতে লাগল। অনুভূতিটা অনেকটা করুণারই কাছাকাছি।
এর কারণটা ধরতে আপনাদের মোটেই অসুবিধে হবে না। মনে করুন, বছরের পর বছর ধরে একজনের সম্বন্ধে আপনার নানা ধারণা গজিয়েছে, যে লোকটা জঘন্য একটা সমাজশত্রু, বিশ্রী নোংরা একটা বিষফোড়া। তারপর হঠাৎ একদিন আপনি শুনলেন সেই লোকটাই একটা মহৎ কাজ করে ফেলেছে। আপনি তখন মনে ভাববেনই,···আহা, লোকটার মধ্যে নিশ্চয়ই ভালো কিছুটা আছে। গ্লসপের ব্যাপারেও ঠিক তাই। প্রথম যেদিন তার সঙ্গে এক রাস্তায় আমার দেখা হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই গ্লসপের হাতে কম লাঞ্ছনা আমি সই নি। বাট্রাম উষ্টারের ভাগ্যকে ঘিরে বিধাতাপুরুষ যে সব মানুষের চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন, গ্লসপ হচ্ছে তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে সাংঘাতিক জন্তুবিশেষ,···আধুনিক যুগের মূর্তিমতী বিভীষিকা ঐ যে আমার আগাথা খুড়ী, সে বুড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতেও এ বুড়ো ওস্তাদ। কিন্তু তার সাম্প্রতিক ব্যবহার লক্ষ্য করার পর থেকে দেখছি তার প্রতি আমার মনটা বেশ খানিকটা নরমই হয়ে উঠছে।
হবে নাই বা কেন বলুন ? যে লোক সিব্যারী ছোকরাকে অমন করে ঠ্যাঙাচ্ছে

পারে, সে লোক কখনোই পুরোপুরি খারাপ হতে পারে না। খাদের মধ্যেও কিছুটা সোনা আছেই। তাই আমি মনে মনে ছকে ফেলেছি, যে আবার যখন আমার দিন আসবে, মুক্তপক্ষ হয়ে আবার যখন বিচরণ করতে পারব, তখন লোকটার সঙ্গে আমি দেখা সাক্ষাৎ করে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করবই। হাঁটছি আর কল্পনা করছি যে টেবিলের দুপাশের দুটি চেয়ারে বসে আছি মুখোমুখি আমি আর গ্লসপ, দুজনেরই হাতে কড়া-পানীয়ে ভর্তি পানপাত্র,···এমনি সময়ে দেখি পৌঁছে গেছি ডাওয়ার হাউসের দোরগোড়ায়।

চাফ্‌নেল বংশের বিধবাদের এই খোঁয়াড় বাড়িটি মাঝারি সাইজের পুরোনো ইঁটকাঠের একটি পাঁজা। বাড়ির সামনে মস্ত খানিকটা মাঠ। চারদিকে বেড়া ঘেরা, ঢুকতে হয় পাঁচ-তালা-লাগানো একটা গেট ভেদ করে। বাড়ি-বিক্রীর বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা যেতে পারে···মনোরম উদ্যান-বাটিকা। গেট পার হয়ে কাঁকর-বিছানো রাস্তা মাড়িয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যদি অসুবিধে হয়, তাহলে পেছন দিক দিয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ির আড়ালে আবডালে চুপিসাড়ে এগোতে এগোতে পেছন দিকের একতলার জানলা একটা নিশ্চয়ই মিলবে যেটাকে কায়দা করে ভাঙতে পারলেই হোলো।

দ্বিতীয় রাস্তাই বেছে নিলুম। সামনের দিক থেকে বাড়িটাকে ফাঁকা ঠেকলেও পাহারাদার মালী তো ভেতরেও থাকতে পারে। অতএব আমার দৃঢ় পদক্ষেপকে যতোটা সম্ভব সর্পিল করে চল্‌লুম পেছন দিকে।

সত্যি কথা বলতে কি,···অবস্থাটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। জীভস্‌ তো সোজা রাস্তাই দেখিয়ে দিল···বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়া আর উপরে উঠে বিছানায় লম্বা হয়ে তোফা ঘুম দেওয়া···কিন্তু এসব কাজে আমার পুরোনো অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। এ আমি দেখেছি যে যখনই কোনো চুরি বাটপাড়ির মধ্যে আমি গিয়েছি তখনই কোনো না কোনো একটা বিভ্রাট বাধিয়ে বসেছি। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় এক বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে তার স্ত্রীর ঘর থেকে কয়েকটি কাগজপত্র সরাবার দায়িত্ব একবার আমি নিয়েছিলুম। অবিস্মরণীয় ক্লেশকর সে অভিজ্ঞতা। ঝি চাকর কুকুর পুলিশ সব শুদ্ধ নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছিলুম তা আর বলবার নয়। তেমনি কেলেঙ্কারী,·· আবার একটা হোক এ আমি চাইনে।

অতএব অতিরিক্ত সন্তর্পণে আমি পিছনের দিকে পা বাড়ালুম, এবং গন্তব্য

স্থানে পৌঁছে প্রথমেই যখন চোখে পড়ল যে রান্নাঘরের দরজাটা হা করে খোলা রয়েছে তা দেখেও তার মধ্যে ছুট করে ঢোকবার বাসনা থেকে আমি বিরত রইলুম। কেননা মাত্র কয়েক বছর আগেকার সেই সরল আত্মভোলা মানুষ আমি আর নই, জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা আমাকে ক্রুর সন্দিগ্ধমনা করে তুলেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে রইলুম খোলা দরজার দিকে। হয়তো এটা সুযোগ! হয়তো এটা দুর্যোগ! কে বলবে?

পরমুহূর্তে বুঝলুম থমকে দাঁড়িয়ে কতোটা ভালোই না করেছি। বাড়ির মধ্যে থেকে কড়াস্বরে শিষের আওয়াজ কানে ভেসে এল। বুঝলুম মালঞ্চ-রক্ষকটি পানীয় রসের সন্ধানে চাফনেল আর্মসে যাওয়ার পরিবর্তে সন্ধ্যেবেলাটা বাড়ির মধ্যে বসে সাহিত্যরস পানে অতিবাহিত করবে বলে স্থির করেছে। জীভসের ঘরের খবর জানার এই তো পরিণতি!

চমকে ওঠা চিতাবাঘের মতো আমি একলাফে পিছন দিকে অন্ধকারে আত্মগোপন করলুম। মনটা বিষিয়ে উঠল জীভসের ওপর। বাজে কথা সে বলেছে। বিলকুল বাজে কথা!

পরমুহূর্তেই যা ঘটল, তাতে যারপরনাই জর্জরিত হলুম অনুতাপের কশাঘাতে। জীভসের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছি, অবিচার করেছি বেচারার ওপর।

কেন না, শিষ থামল। একটু খক্ খক্ কাসি···তারপরেই হেঁড়ে গলায় গান···কোথায় আলো, হে প্রভু কোথায় আলো!

ডাওয়ার হাউসে যে মহাত্মা বিরাজ করছেন তিনি মালী নন। তিনি ব্রিঙ্কলে! পরিস্থিতিটা অতএব সহজ নয়, ঠাণ্ডা মাথায় গুরুতর চিন্তার অপেক্ষা রাখে।

ব্রিঙ্কলের মতো মানুষগুলোকে নিয়ে বিপদ হচ্ছে এই যে এদের সঙ্গে টেক্সট বই-এর বাঁধা পদ্ধতিতে কারবার করা চলে না। বিচিত্র এদের লীলাখেলা। যেমন ধরুন আজ রাত্তিরেই মাত্র আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে একবার দেখেছি লোকটাকে বিরাট একটা কশাইয়ের ছুরি নিয়ে আস্ফালন করে বেড়াতে, আবার দেখেছি চাফনেল হলের রাস্তায় চাফীর বাঁ পায়ের লাথির পর লাথি নিঃশব্দে হজম করতে। অতএব কখন যে সে কোন মুডে আছে কিছুই বলা যায় না। এখন যদি দুঃসাহস করে বুক ফুলিয়ে সোজা ডাওয়ার হাউসে ঢুকি, বহুরূপী ব্রিঙ্কলের কোন রূপের সম্মুখীন হব? শান্তিকামী মহাত্মা, যে আমাকে দেখেই গদগদ হয়ে আসুন আসুন বলে অভ্যর্থনা করবে? না, উল্টে উন্মত্ত শত্রুর মতো মারমুখো হয়ে দৌড়ে আসবে, আর তাকে কয়েক

হাত পেছনে রাখবার জন্যে সারা বাড়ির একতলা দোতালায় হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে হবে সারারাত ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো, তাইত ? সেই কশাই-মার্কা ছুরিটার কি হোলো ! চাফীর সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন ব্রিঙ্কলের হাতে ছুরিটা ছিল না। কিন্তু তার থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না যে পরে সেটাকে আবার সে কুড়িয়ে নেয়নি। কিম্বা সেই কুড়ুলটাকে।

সমস্ত দিক থেকে ব্যাপারটা বিচার করার পর স্থির করলুম, যেমন আছি তেমনি থাকাই ভালো। পরমুহূর্তেই প্রমাণ পেলুম আমার সিদ্ধান্তটা কতো সঠিক। ব্রিঙ্কলের গান তখন সঞ্চারীতে পৌছেছে, এমন্ সময় হঠাৎ সে থামল। তারপরেই বিরাট হট্টগোল,…ছুটোপুটি, মারামারি,…আস্ফালন আর আর্তনাদের বিচিত্র সমন্বয়। সহসা ব্রিঙ্কলের সঙ্গীত সাধনা কেন বন্ধ হোলো তা বুঝতে না পারলেও নতুন রকমের আওয়াজ শুনে এটুকু বুঝলুম যে লোকটা ভোল পালটেছে…এবার তার আবার ছুরি-বাগানো মারমুখী রূপ।

ব্রিঙ্কলে টাইপের লোকেদের শহর বাজারের বাইরে পল্লীজননীর ক্রোড়ে বাস করার মস্ত সুবিধে আছে। সুবিধেটা হচ্ছে আত্মবিকাশের স্বাধীনতার। নইলে যেরকম গণ্ডোগোল এই রাত দুপুরে সে শুরু করেছে, এ যদি গ্রসভেনর স্কোয়ার বা ক্যাডোগান টেরাস্ হোতো তো দু'মিনিটের মধ্যে পুলিসের পাল পিল পিল করে ছুটে আসত। ফট ফট করে এ বাড়ি ও বাড়ির জানালা খুলে যেত, হুইস্‌ল বাজত ঘন ঘন তারস্বরে। কিন্তু চাফনেল রাজত্বের শ্যামল পটভূমিকায় এই ডাওয়ার হাউসের শান্ত পরিবেশে ব্রিঙ্কলের আত্মঘোষণার উদ্যম কিছুমাত্র বাধা পাচ্ছে না। এক মাইলের মধ্যে জনপ্রাণীর বাস নেই। চাফনেল প্রাসাদ থেকে যদি বা ব্রিঙ্কলের রাসভনিনাদ শোনা যাচ্ছে, শোনাচ্ছে মৃদু মশক-গুঞ্জনের মতো।

কিন্তু কার পেছনে সে এখন ছুটছে ? আবার তার খপ্পরে পড়ল কোন্ বেচারা ? হয়তো মালীটাই, যে এখন ভাবছে ভাঁটিখানায় না গিয়ে কি ভুলই না করেছি ? হয়তো,…হয়তো কিছুই না, কেউই না,…কেন না ব্রিঙ্কলের ব্রেনের অবস্থা যেরকম তাতে তার আক্রমণের কোনো স্থির লক্ষ্যের দরকার হয় না,…ছায়া হলেও চলে, মরীচিকা হলেও চলে, ভূত হলে তো কথাই নেই।

যার পেছনেই ব্রিঙ্কলে এখন দৌড়ুক,…মনে মনে এই কামনা করতে লাগলুম লোকটা যেন দোতলা থেকে নীচে ঘাড় মটকিয়ে পড়ে।

হুটোপাটির আওয়াজটা একটু কমেছিল, আবার বেড়ে উঠল। স্পষ্ট কানে এল সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ,…পর মুহূর্তেই বিরাট একটা ঝনৎকার। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজাটা ফাঁক হয়ে তার মধ্যে থেকে ছিটকে বার হয়ে এল একটা মনুষ্যদেহ। মূর্তিটা আমার দিকে দৌড়তে দৌড়তে হটাৎ হোঁচট খেয়ে একবারে আমার পায়ের সামনে গড়িয়ে এসে পড়ল। আর একটু হলে আমিও ভগবানের নাম নিয়ে মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলুম আর কি? কিন্তু কানে এল লোকটার গলা। অন্য গলা… ব্রিঙ্কলের চাইতে অনেকটা ভদ্র রকমের।

বাঁচলুম। এ ব্রিঙ্কলে নয়, ব্রিঙ্কলের শিকার। যা ভেবেছি তাই,…নিচু হয়ে দেখি চেহারাটা স্যার রডারিক গ্রসপের। আবার দড়াম করে দরজাটা খুলল, শুনলুম ব্রিঙ্কলের ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর…বেরো, বেরো, বেরো শয়তান!

সে গলা শুনে ভয় পেলুম না, বরং হঠাৎ একটু পুলক রোমাঞ্চ হোলো, যখন দেখলাম ব্রিঙ্কলে হাঁটুতে হাত বোলাচ্ছে। চোট খেয়েছে দেখছি সেও!

দরজা আবার বন্ধ হোলো, শুনলুম খিল পড়ার শব্দ। তারপরেই বাড়ির মধ্যে থেকে ভেসে এল হেঁড়ে গলায় হঠাৎ-থামা গানের পুনরাবৃত্তি। নাট্যমঞ্চ থেকে ব্রিঙ্কলে-চরিত্র অপসরিত হোলো নেপথ্যে।

ইতিমধ্যে স্যার রডারিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন আর মুখ দিয়ে ফোঁস ফোঁস হাঁপানির হাওয়া নিঃসরণ করছেন। সত্যিই, ধকলটা তো কম যায় নি!

কথোপকথন আরম্ভ করার এই উপযুক্ত মুহূর্ত! গলায় বিস্ময়ের ভাব এনে বল্‌লুম, কি ব্যাপার, কি ব্যাপার?

আজ রাত্রে এ পর্যন্ত আমার যার যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সবাই চম্‌কেছে… আঁৎকে উঠেছে…এমন কি ভাঁড়ার ঘরের ঝি পর্যন্ত। কিন্তু এবারে মনে হোলো শক্তিতে যেন আমার ভাঁটা পড়েছে। আমার দিকে চোখ পড়া মাত্র ঝিটার দাঁত কপাটি লেগেছিল, চাফী মাটি থেকে একহাত লাফিয়ে উঠেছিল, …সে আন্দাজে গ্রসপ সামান্য একটু শিউরে উঠল মাত্র। অবশ্য তার কারণ হয়তো এই যে তার বেশি কিছু করবার শারীরিক সামর্থ্য বেচারার ছিল না। একবার ব্রিঙ্কলের পাল্লায় পড়লে কোনো রকমে নিশ্বাসটুকু সামলে পার পাওয়া তো মুখের কথা নয়।

আমি অন্ধকারের কবন্ধ নাই, ভয় নেই আমাকে…এই আশ্বাস দেবার জন্যে আমি আবার বল্‌লুম, ঘাবড়াবেন না, আমি আর কেউ নই, মিঃ উষ্টার মাত্র…

মিষ্টার উষ্টার!

ঠিক ধরেছেন···আমিই সেই···

একটু সামলে নিয়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তি এক করে নিয়ে গ্রসপ আবার শুধু বল্লো, উফ্···

এর পর কিছুটা স্তব্ধতা। শুধু ফোঁস ফোঁস হাঁপানি। প্রতি নিশ্বাসে গ্রসপের ধড়ে প্রাণ ফিরে আসছে। চুপ করে রইলুম আমিও। এ হেন কালে উষ্টাররা ব্যাঘাত ঘটায় না।

হাঁপানির হাপর ক্রমে থেমে এল। মিনিট দেড়েক পরে সে যখন কথা বলল, তখন দেখি তার গলা ভয়ার্ত বেড়ালের মতো মিনমিনে। অনুকম্পায় গলে গিয়ে আমি আমার ডান হাতটা বাড়িয়ে তার কাঁধটা জড়িয়ে ধরি আর কি!

গ্রসপ বল্লো, আপনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছেন মিঃ উষ্টার, ভাবছেন এ আবার কি ব্যাপার!

কাঁধটা না জড়ালেও তার পিঠে মৃদু একটি চাপড় মারার হৃদয়াবেগকে সামলাতে পারলুম না। বল্লুম, কিচ্ছু না! আমি সব জানি। পুরোপুরি ওয়াকিবহাল! চাফনেল হলে আপনার কি হয়েছিল তা সব আমি শুনেছি। তারপর যখন আপনাকে ঐ দরজাটা দিয়ে ছিটকে বার হতে দেখলুম; তখনই অনুমান করলুম এখানেও কি ঘটেছে! রাতটা ডাওয়ার হাউসে কাটাবেন, এই মতলব করেছিলেন, না?

ঠিক বলেছেন। চাফনেল হলের ঘটনা আপনি যখন শুনেছেন তখন আমার দুর্ভাগ্যের কথাও নিশ্চয় অবগত আছেন···

মানে, আপনার কালো রঙ মাখার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই। তাতে কি হয়েছে? কালো রঙ তো আমিও মুখে মেখেছি···

অ্যাঁ, আপনিও?

যথার্থ। অবশ্য কাহিনীটা দীর্ঘ, গোপনীয়ও বটে। তাই এখন ভাঙা চলে না। তবে একটু জেনে রাখুন যে আপনার আমার একই দশা।

কি আশ্চর্য!

মোদ্দা কথা হোলো যে আপনিও হোটেলে ফিরতে পারেন না আর আমিও লণ্ডনে ফিরতে পারি নে যতক্ষণ না মেক আপ ধুয়ে মুছে তুলতে পারি,··· কেমন?

ডুকরে উঠল গ্রসপ, ইয়া ভগবান!

আমি বল্লুম, ইয়া ভগবান আমাদের ভাগ্যকে বড় কাছাকাছি টেনে এনেছে, তাই না স্যার রডারিক?

একজোড়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রসপ। বল্লো, মিঃ উষ্টার, অতীতে

আপনার আমার মধ্যে অনেক মনান্তর ঘটেছে। বলতে পারিনে, হয়ত আমারই দোষ। কিন্তু আশু এই সমস্যার মুহূর্তে আসুন আমরা সে সব ভুলে যাই,...আর...আর...

আপনি বলছেন, একযোগে সমস্যার সমাধান করি?

ঠিক বলেছেন, একেবারে আমার মনের কথা।

আন্তরিকতার সঙ্গে বল্‌লুম, কোনোই আপত্তি নেই আমার। আমার কথা বলতে পারি, যখনই আমি শুনেছি যে ব্যাটা সিব্যারীকে আপনি উত্তম মধ্যম দিয়েছেন তখনি আমি আপনার ব্যাপারে অতীতের জঞ্জালকে মন থেকে ঝাঁটিয়ে ফেলে দিয়েছি...

রাগে বিরক্তিতে ঘোঁৎ করে উঠল গ্রসপ, আপনি জানেন হতভাগা ছোঁড়াটা কি করেছে আমার ওপর?

জানি। আপনিও যে তাকে কি করেছেন তাও জানি। আপনি যখন চাফনেল হল থেকে বার হয়ে এলেন সে সময় পর্যন্ত আপনার সব ঘটনা আমার নখদর্পণে। তারপর কি হোলো?

চাফনেল হল পরিত্যাগ করে বাইরে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের সাংঘাতিক অবস্থাটা আমার হৃদয়ঙ্গম হোলো...

খুব ধাক্কা খেলেন তো?

ধাক্কা? এ রকম ধাক্কা আমি জীবনে খাইনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম একেবারে। এটুকু মাত্র জ্ঞান রইল যে রাত্রিবেলাটার মতো কোথাও আশ্রয় না পেলে চলবে না। মনে পড়ল ডাওয়ার হাউসটা খালি আছে।

আমি বল্‌লুম, তারপর?

থর থর করে কেঁপে উঠল গ্রসপ, জানেন না মিঃ উষ্টার, সীরিয়সলি বলছি,... ও বাড়িটা একটা নরককুণ্ড,...বিভীষিকার বাসা একেবারে...

কবার ফোঁস ফোঁস করে গ্রসপ আবার বল্লো, ও বাড়িতে একটা সাংঘাতিক উন্মাদ যে থাকে শুধু তাই সব নয়। আসলে নানারকম বিদ্‌ঘুটে বিদ্‌ঘুটে সব প্রাণীর আড্ডা। জানেন মিষ্টার উষ্টার...পাল পাল ইঁদুর, আর কুকুর বাচ্চা। আমার মনে হয় একটা বাঁদরও যেন...

আচ্ছা?

এখন আমার মনে পড়ছে লেডী চাফনেল আমাকে একবার বলেছিলেন যে তাঁর ছেলে এখানে জন্তুজানোয়ারের চিড়িয়াখানা বানাচ্ছে, তবে কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ভুলের প্রতিফল কম পাইনি...নি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মশাই...

হ্যাঁ হ্যাঁ, সিব্যারীও আমাকে বলেছিল তার চিড়িয়াখার কথা। কিন্তু হয়েছিল কি! চিড়িয়ারা সব তেড়ে এসেছিল আপনার দিকে?

অন্ধকারে একটু নড়ে চড়ে উঠল গ্লসপ। মনে হোলো কপালের ঘামটা সে একবার চট করে মুছে নিল।

শুনবেন আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মিঃ উষ্টার?

বলুন না? সারা রাতটাই তো এখনো পড়ে রয়েছে···

কপালে আবার সে রুমাল বোলালো। তারপর বল্লো,

বিভীষিকা মশাই, বিভীষিকা! পেছনের ঐ দরজা দিয়ে প্রথমেই যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা হচ্ছে রান্নাঘর। চারদিক ঝাপসা ঝাপসা, হঠাৎ ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেঁকে উঠল। বল্লো কি জানেন? বল্লো,···ঐ বুড়ো হাবাতেটা!

বাঃ বাঃ, চমৎকার! তারপর?

কি ভয় যে পেলাম ঐ ডাক শুনে কি বলব! চমকে নিজের জিবটাকেই সজোরে কামড়ে ফেললাম। পরমুহূর্তে বুঝলাম ওটা মানুষের ডাক নয় টিয়াপাখীর। দৌড়ে ঘর থেকে বার হয়ে পৌঁছলাম সিঁড়ির ধারে। ঠিক সিঁড়িটার মাথায় পা দিয়েছি, চোখে পড়ল কিম্ভূত একটা মূর্তি! বেটে কুঁদো মোটা একটা প্রাণী, পা'দুটো ধনুকের মতো বাঁকা,···কালো চামড়া-কুঁচকোনো শুকনো মুখ। গায়ে অদ্ভুত পোষাক, প্রাণীটা এধারে ওধারে হেলে দুলে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর কড়মড় করে আওয়াজ করছে। এখন ঠাণ্ডা মাথায় আমার মনে হচ্ছে সেটা বোধহয় একটা বাঁদর,···কিন্তু তখন···সেই মুহূর্তে···

সহানুভূতিসূচকস্বরে আমি বল্‌লুম, কি সাংঘাতিক বাড়ি, আবার এর ওপর যখন ওখানে সিব্যারী গিয়ে জোটে···উঃ ভাবাই যায় না!···হ্যাঁ তারপর? ইঁদুরের কথা বললেন না তো?

বলছি, বলছি মিঃ উষ্টার। তারা তো এল পরে! কিছু মনে করবেন না··· ঘটনাগুলো ঠিক একের পর এক করে করে সাজাতে দিন, নইলে সব গুলিয়ে যাবে, আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী ঠিক ভাবে বলে উঠতে পারব না। পরের যে ঘরটাতে আমি দৌড়ে ঢুকলাম, সেটা দেখি বাচ্চা কুকুরে ভর্তি। একসঙ্গে সবকটা কুকুর বাচ্চা তেড়ে এল আমার ওপর, কেউ চাটে, কেউ কামড়ায়। আবার পালালাম···ঢুকলাম আর একটা ঘরে। আশা হোলো এই ভয়াবহ বাড়িতে এবার বোধহয় একটু স্বস্তি পাব। ভাবতে না ভাবতে, মিঃ উষ্টার, আপনি বিশ্বাস করবেন না···কি যেন একটা সড়াৎ করে আমার

ট্রাউজারের মধ্যে ডান পা বেয়ে উঠে এল। লাফিয়ে উঠলাম, সরতে গেলাম বাঁ দিকে। অমনি মচাৎ···

মচাৎ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, মচাৎ। বাঁ পা'টা গিয়ে পড়ল একটা খাঁচা না কি যেন তার উপর। মচাৎ করে তার একটা তক্তা ভেঙে গেল। তারপর মশাই আর বলবেন না!

কি হোলো ?

সমুদ্র মশাই সমুদ্র, ইঁদুরের সমুদ্র। ইস্, সারা জীবন ধরে ঘেন্না করে এসেছি এই ইঁদুর জাতটাকে। লাখ লাখ ইঁদুর সারা গা বেয়ে পিল পিল করে উঠে একেবারে ডুবিয়ে দিল আমাকে? যতো ঝাড়ি, ততো জাপটে ধরে। সেই অবস্থায় মশাই ঘর ছেড়ে দৌড়ে যেই বার হয়েছি অমনি কিনা দেখা পাগলটার সঙ্গে। চোখের পলক ফেলতে হোলো না! ব্যাটা তাড়া করল পিছনে। সিঁড়ি দিয়ে নামছি আর উঠছি, উঠছি আর নামছি, সমানে পেছনে ছুটছে পাগলাটা! প্রাণ যায় মশাই···

আমি মাথা নাড়লাম, বল্লুম, এমনি অবস্থা আমারও একবার হয়েছিল।

অ্যাঁ, তার মানে ?

তখন আবার লোকটার হাতে ছিল একটা···মস্ত কুড়ুল···

ওঃ বাবা!

বুঝিয়ে বল্লুম, লোকটা ভোল বদলায়। কখনো হাতে মাংসকাটা ছোরা কখনো কাঠ কাটবার কুড়ুল। আর্টিষ্ট লোক···বহুরূপী···

আপনি চেনেন নাকি পাগলটাকে ?

চিনি না আবার ? আমার···আমার চাকর যে ও, আমার ভ্যালেট।

আপনার ভ্যালেট ?

ঠিক। নাম ওটার ব্রিস্কলে! তবে আমার চাকরী আর বেশী দিন করতে হবে না! এখন অবশ্য ভয়ানক তেতে আছে,···নির্ভয়ে ওর কাছাকাছি যেতে পারব এতটা ঠাণ্ডা যখন হবে, তখনই ওকে আমি নোটিশ দেব।

কথাটা বলতে বলতে হটাৎ একটা দার্শনিক চিন্তা আমার মগজটাকে আচ্ছন্ন করে দিল। একটু থেমে আবার বল্লুম, কি বিচিত্র! দেখুন, লোকটা এতদিন আমারই মাইনে খাচ্ছে! কি অপূর্ব বিধান! কখনো ছুরি হাতে কখনো কুড়ুল হাতে আমাকে তাড়া করে বেড়ানো ওর প্রধান কাজ, আর সেই কাজের জন্যে সে পাচ্ছে আমারই ট্যাকের টাকা! এ না হলে আর ভাগ্যের বৈচিত্র্য কি ?

ট্রাজেডীটা বুড়ো গ্রসপের গিলতে কিছুটা দেরী লাগল। তারপর সে বল্লো, আপনার চাকর…তা, ডাওয়ার হাউসে কেন ?
চালু লোক…এই এখানে এই সেখানে…কখন যে কোথায় আছে ঠিক নেই। একটু আগেই তো ছিল চাফনেল হলে…
এরকম কাণ্ড মশাই আমি জম্মে শুনিনি…
আমারও যে এরকম ব্যাপারে খুব একটা অভিজ্ঞতা আছে তা হলপ করে বলতে পারিনে। যাই হোক, আজ রাত্রিবেলাটা বেশ একরকম আপনার হোলো বলুন তা হলে। মানে, সঞ্চয় হোলো যথেষ্ট…কয়েকমাস আর কোন উত্তেজনার দরকার হবে…
দোহাই বলছি মিঃ উষ্টার, বাকি সমস্ত জীবনটা নিরবিচ্ছিন্ন মন্থরতার মধ্যে কাটুক,…না হয় বাতে ধরুক আমাকে…এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। জীবনের চরম আতংকের অভিজ্ঞতা আজ আমার হয়েছে। দেখুন তো, আমার গায়ে কোথাও আর ইঁদুর ঝুলছে কি না ?
ও সব খসে পড়েছে স্যার রডারিক। কসরৎ তো আর কম করেননি তারপর থেকে। আমি অবশ্য তখন আপনাকে চোখে দেখিনি, তবে আপনার আর্তনাদ তো কানে এসেছে ! আমার তো মনে হচ্ছিল আপনি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন…
তা বটে, এই ব্রিস্কলে লোকটার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কম দৌড় ঝাঁপ কি করতে হয়েছে ? তবু হটাৎ যেন কেমন মনে হোলো কি একটা যেন আমার বাঁ কাঁধে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে…
দারুণ অভিজ্ঞতা তাহলে হোলো আপনার বলুন !
দারুণ কি বলেন ? নিদারুণ ! হৃদয় বিদারক অভিজ্ঞতা ! মনের স্বাভাবিক অবস্থা বুঝলেন,…তা ফিরে পেতে এখনো অনেক দেরী ! উঃ মশাই, বুক ধ্বক ধ্বক করছে, নাড়ীটা ছুটছে সজোরে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রক্ষা যে পেলাম এই আমার সৌভাগ্য ! তার ওপর সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য যে আপনাকে পেলাম। বাকি রাতটার মতো আপনার কটেজে আশ্রয় পাব আর একটু সাবান জল পেলেই কালিটা ধুয়ে মুখটা পরিষ্কার করে নিতে পারব। কি বলেন ?
আমি বুঝলুম অবস্থাটা খুব সাবধানে আস্তে ভেঙে বলা দরকার, নইলে লোকটার নাড়ি আবার…
বললুম, সাবান জল দিয়ে ও কালি উঠবে না। আমি চেষ্টা করে দেখেছি। মাখন চাই।

না উঠুক সাবান জলে। মাখনও তো আপনার কাছে মিলবে, তাই না?
দুঃখের কথা, মাখন নেই।
বাঃ, আপনার বাড়িতে তো নিশ্চয়ই মাখন আছে?
আজ্ঞে, না, নেই। আর কেন নেই, জানেন? কারণ···বাড়িটাই নেই!
অ্যাঁ! তাই নাকি! কোথায় গেল?
পুড়ে গেছে!
বলেন কি? আপনার কথা ঠিক যেন বুঝতে পারছি নে···
ঠিকই বুঝছেন। ব্রিস্কলের কাজ।
আবার ব্রিস্কলে? হা ঈশ্বর!
কি করব বলুন, লোকটা বড় জ্বালায়···
হাঁ করে চুপ করে রইল কতক্ষণ গ্রসপ। ভাবতে লাগল। মন নিবিষ্ট করে উপলব্ধি করতে লাগল পরিস্থিতির এপিঠ আর ওপিঠ। তারপর নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বল্লো, সত্যিই আপনার কটেজটা একেবারে পুড়ে গেছে?
খাঁটি কথা। পড়ে আছে শুধু ছাই···
তাহলে···তাহলে আমার কি হবে?
বুঝলুম ঠিক এই মুহূর্তেই ওর মনে আশার আলোকসঞ্চার করা দরকার। নইলে হয়তো বেচারা···
বল্লুম, অতো মুশড়ে পড়বেন না। কটেজের অভাব হলে কি হয়, সুখের কথা, মাখনের পরিস্থিতিটা খুব মন্দ নয়। আজ রাত্রে হয়তো পাব না, কিন্তু নিশি অবসানে নির্ঘাত। ভোর হলেই চাফনেল হলে মাখনওয়ালা আসবে আর জীভস্ মাখন নিয়ে আসবে।
কিন্তু এমনি মুখে চুনকালি মেখে সারা রাতটা!
ভুল করছেন, চুনকালি নয়, শুধু কালি। কিন্তু ভেবে দেখুন···নান্য পন্থা···
চুপ করে ভাবতে লাগল গ্রসপ। অন্ধকারে ভালো ঠাহর হচ্ছিল না, তবে আমি বুঝলুম, তার মতো মেজাজী লোকের দাম্ভিক মন মোটেই অবস্থাটা বরদাস্ত করতে পারছে না। জট-পাকানো ভাবনার মধ্যে থেকে একটা সূত্র পেল গ্রসপ। বল্লো, আচ্ছা, আপনার কটেজটার সঙ্গে একটা মোটর গ্যারেজ ছিল না?
তা আছে?
আছে! মানে সেটা এখনো আছে?
আমার তো মনে হয় ব্রিস্কলের দাবানলের হাত থেকে সেটা বেঁচেছে। সেটা তো কটেজ থেকে বেশ কিছুটা দূরেই কিনা···
পেট্রোল আছে না আপনার গ্যারেজে?

তা আছে···টিন ভর্তি।

তাহলে আর ভাবনা নেই মিঃ উষ্টার! আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কালি তুলতে মাখনও যেমনি, পেট্রোলও তেমনি···

কিন্তু ও গ্যারেজে আপনি যেতে পারবেন না।

কেন পারবো না? বাধাটা কিসের বলুন তো!

মানে, না,·· আমি বলছি আপনার যেতে কোনো বাধা নেই। তবে আমার সেখানে যাওয়া চলবে না। কারণ কি জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি ঠিক করেছি এমনিই রাতটা কাটিয়ে দেব। চাফনেল হলের সামনের লনের বাগানবাড়িটায় গিয়ে বিশ্রাম করব।

আপনি তাহলে আমার সঙ্গে আসবেন না···

না, স্যার রডারিক, মাপ করবেন···

তাহলে, বিদায় মিঃ উষ্টার। আপনাকে আর আটকে রাখব না, আপনি বিশ্রাম করুন গে। আপনি এই বিপদের মুহূর্তে আমার বড়ো উপকার করেছেন। জীবনে একথা আমি ভুলব না। আরো আমাদের দেখাশুনো হবে কি বলেন? ধরুন, একদিন এক সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাক কদিন পরে···অ্যাঁ? প্রস্তাবটা মন্দ কি?···আচ্ছা, আপনার গ্যারেজে ঢুকব কি করে বলুন তো?

একটা জানলা ভাঙবেন। খুব অসুবিধে হবে?

কিছু না, কিছু না! জানলা ভাঙা তো? এমন শক্ত কি?

সমর্থ আত্মবিশ্বাসে পা চালাল গ্লসপ। আমি চিন্তাকুল মনে আস্তে আস্তে চল্‌লুম উদ্যান-বাটিকার উদ্দেশে।

আপনারা কেউ নিঃসঙ্গ বাগানবাড়ীতে একা রাত্রিবাস করেছেন কিনা জানিনে,···যদি না করে থাকেন তাহলে বলব,···ও পথে যাবেন না। অন্তত আমার কোনো বন্ধুকে তো এমনি দুঃসাহসে উৎসাহ কখনও আমি দেব না। বাগানবাড়িতে রাত কাটানোর গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার নির্ভীক মত উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে সামান্যতম দ্বিধা আমার নেই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্পষ্ট বলতে পারি যে এর মধ্যে বিন্দু মাত্র আকর্ষণীয় ব্যাপার কিছু নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, হি হি শীত, অতএব শারীরিক কষ্ট তো আছেই। সঙ্গে আছে মানসিক উৎকণ্ঠা। এমনি রাতে সারবন্দী হয়ে আপনার মনের সামনে মার্চ

করে বেড়াবে জীবনে যতোগুলো ভূতের গল্প শুনেছেন তার সবগুলো,… বিশেষ করে সেইগুলো যেগুলোতে সকালবেলা অন্বেষণকারীরা হতবাক বিস্ময়ে খুঁজে পায় নির্ঘাত একটা মৃতদেহকে যার শরীরে আঘাতের চিহ্ন মাত্র নেই, কিন্তু মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে অবিশ্বাস্য আতঙ্কের ভয়াল ছাপ ! এদিকে ওদিকে কোথায় জিনিষপত্র মচ মচ করে উঠবে, মনে হবে কানে আসছে কোন্ আড়াল থেকে কার যেন পায়ের শব্দ। আলবৎ উপলব্ধি করবেন অন্ধকার থেকে একপাল শীর্ণ-বিশীর্ণ হাত যেন আপনাকে ছুঁতে আসছে। এ ছাড়া যা বলেছি হাড়-মাংস-কাঁপানো ঠাণ্ডা তো আছেই। সবটা মিলিয়ে কেমন একটা পুরোপুরি চট্‌চটে অভিজ্ঞতা,…যার কিছুটা জ্ঞানগম্যি আছে, এমন অভিজ্ঞতাকে এড়ানোই তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

এমনি অভিজ্ঞতা আমার কাছে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল, যতোই ভাবতে লাগলুম,…সাহস করে যদি বুড়ো গ্রসপের সঙ্গী হয়ে গ্যারেজে যেতে পারতুম ! তাহলে তো আর এই দুর্গন্ধভরা কুঠরীতে একলা অন্ধকারে বন্দী হয়ে দেয়ালের কাঠের ফোকরে ফোকরে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনে সময় কাটাতে হোতো না। একবার যদি গ্যারেজে পৌঁছতে পারতুম তাহলে শুধু যে মুখটা সাফ করতে পারতুম তাই নয়, টুক করে আমার টু-সীটারটীতে চেপে এতক্ষণে সোজা লণ্ডনে পাড়ি জমাতাম তাইরে-নাইরে-না গাইতে গাইতে।

কিন্তু কিছুতেই সাহস হোলো না ! তার একমাত্র কারণ…গ্যারেজটা বিপদজনক এলাকার ঠিক মাঝখানে ! ভুলে-ডবসন কোম্পানীর খাস আওতায়। এই চেহারায় একবার যদি সার্জেন্ট ভুলের খপ্পরে পড়ি, তাহলে গেছি আর কি ! গত রাত্রে তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ফলে আমার মনের শিরদাঁড়াটা একেবারে ভেঙে গেছে,…লোকটা আইনের বুলডগ, রাতের অন্ধকারে বিনিদ্র সঞ্চরণ ওর পেশা, যখন ওকে এড়ানোই সবচেয়ে দরকার, ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ও উদয় হয় নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের মতো।

অতএব এই ভালো। সবচেয়ে ভালো যদি কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে একটু ঘুম আসে…স্বপ্নহারা সুখনিদ্রা।

কি আশ্চর্য ! বুঝতেই পারিনে এমনি অবস্থায় পড়লে লোকে ঘুমতে পারে কি করে ? প্রথম দিকটা আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম ! কখন দেখি আমার পাৎলুনের পিছন দিকটায় মোক্ষম একটা চিতাবাঘের কামড়। খুব কায়দা করে চিবুচ্ছে বাঘটা। প্রাণ বাঁচাতে লাফ মারতেই চোখ খুলে দেখি

স্বপ্ন দেখছিলুম। আসলে কোথায় চিতাবাঘ? আকাশে সূর্য, নতুন দিন, বাইরের সবুজে প্রথম জাগা পাখীটা সবে প্রাতরাশ শেষ করে সেই ফুর্তির ঢেকুরে খুব চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে! আবার আশ্চর্য! তাহলে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? এমনি পরিস্থিতিতেও ঘুম!

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকালুম। রাত ভোর, চমৎকার সকাল। মধুর বাতাস আর প্রান্তর জুড়ে দীর্ঘ গাছের লম্বা লম্বা ছায়া,... সবশুদ্ধ মিলে মনটাকে এমনি একটা নাড়া দিল যে আমার মতো অবস্থার লোকেরও হটাৎ মনে হোলো চট করে পায়ের জুতো মোজা খুলে ফেলে শিশির ভেজা সবুজ কার্পেটে পা ডুবিয়ে একটু নেচে আসি! সত্যি সত্যি না নাচলেও মনটা যে অনেকটা উচ্চমার্গে পৌঁছে গেল সে কথা মিথ্যে নয়।

কি রকম জানেন? আমি আর যেন আমাতে নেই, মুছে গিয়েছে বাস্তবতার জঞ্জাল, ঘুচে গিয়েছে দেহ-সর্বস্বতা। আমি যেন একটা নির্ভেজাল অন্তরীক্ষ-চারী পবিত্র আত্মা,...সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্বল জ্বল করে জ্বলছি! পর মুহূর্তেই ধাঁই করে একটা ধাক্কা...আর ধপাস করে পড়ে গেলাম মাটির পৃথিবীতে, ককিয়ে কেঁদে উঠলুম, যেন...আমি বাসনা-কামনাযুক্ত মানব, চারদিকে কত ব্যথা,...এখন কোথায় পাব শুধু এক কেটলি কফি, আর বড়ো একটা ডিস ভর্তি ডিম আর মাখন টোষ্ট!

প্রাতরাশের এই যে বেদনা, তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। ধরুন শুধু আঙুল টিপে ঘণ্টাটি বাজালেই হোলো...সঙ্গে সঙ্গে চাকর বাকর দৌড়োদৌড়ি করে এ হেন প্রাতঃকালীন খাদ্য নেই যা আপনার সামনে আনতে দেরী করবে না...ওটমীল বলুন, জ্যাম বলুন, ডিম রুটি, মার্মালেড, শুকনো মাংস কি না,...সে হেন শুভক্ষণে কিনা এক গ্লাস সোডা ওয়াটার আর এক টুকরো লেড়ো বিস্কুটের বেশি আর কিছু তাকিয়ে দেখবার অভিরুচিটুকুও আপনার নেই! আবার সেইটুকুই যখন মিলছে না, তখন আপনার মনের অবস্থা হয়ে উঠেছে চন্‌চনে ক্ষুৎপাগল খাঁচায় পোরা নেকড়ের মতো! অবশ্য আমার প্রকৃতিটা সোজাসুজি, ভরপেট প্রাতরাশের প্রতি লোভটা আমার নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে কিনা খালি পেটে এক পেয়ালা চা পড়ার আগে পর্যন্ত আমি বড় একটা এ সম্বন্ধে সচেতন হইনে। কিন্তু হঠাৎ আমার একি পরিবর্তন? একটা জোয়ান মোরগ চোখের সামনে মাঠের ঘাস খুঁটে খুঁটে একটা মোটাসোটা লালচে পোকা বার করে সেটাকে উদরস্ত করবার চেষ্টা করছে, আর আমার এখন মনে হচ্ছে আমিও ওটার সঙ্গে লেগে যাই!

হাতঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কটা বেজেছে বোঝবার জো নেই। আমার খোঁজে কখন যে জীভস্ ডাওয়ার হাউসে যাবে তাও ঠিক জানিনে। হয়তো এতক্ষণে সে চলতি,…সেখানে আমাকে না পেয়ে আশা ছেড়ে ফিরে এসে চাফনেল হলের মধ্যে একবার যদি সে ঢুকে পড়ে তাহলে আমার আর আশা নেই। আমি তাড়াতাড়ি বাগান-বাড়ি থেকে বার হলুম, শিকারী রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো ঝোপে ঝাপে আত্মগোপন করে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলুম গুটি গুটি।

চাফনেল হলের ধার দিয়ে বেড়ার গা ঘেঁসে এগোচ্ছি, হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে প্রভাতী ঘরের একটি দৃশ্য চোখে পড়তেই দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লুম।

ঘরের মধ্যে দেখি একজন পরিচারিকা একটা টেবিলের ওপর মস্ত একটা ট্রে সাজাচ্ছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মাথায়, জ্বলজ্বলে কটা রঙের চুল দেখেই মনে হলো এই নিশ্চয় সেই মেরী…কনেষ্টবল ডবসনের প্রণয়িণী। অন্য সময় হলে ঔৎসুক্যের অবধি থাকত না, ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখতাম ডবসনের পছন্দের বাহার কতোটা। এখন কিন্তু আমার সমস্ত আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হোলো ঐ ট্রে-টার ওপর।

চমৎকার ট্রে, মালে ভর্তি। একটা কফির কেটলি, একগাদা টোষ্ট, আবার একটা ঢাকা দেওয়া ডিশ। কল্পনার রাশ টেনে রাখা অসম্ভব…কি আছে ঐ ঢাকনার তলায়? ডিম না বেকন, সসেজ না কিড্‌নি? মাছও তো হতে পারে…মুচমুচে কিপার মাছ ভাজা। যাই হোক না কেন, বাট্রাম বেচারার পক্ষে এখন সবই সমান।

প্লান এঁটে ফেললুম, স্থির করে ফেললুম অভিযানের সমস্ত কলাকৌশল। মেয়েটি যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তারপরেই আমাকে কার্য সমাধা করতে হবে ঠিক পঞ্চাশ সেকেণ্ডের মধ্যে। ঢুকতে ধরো বিশ সেকেণ্ড, মাল কুড়োতে সেকেণ্ড তিনেক, ফিরে এসে ঝোপের মধ্যে লুকোতে পঁচিশ। আঃ, কাম ফতে!

যে মুহূর্তে দরজা বন্ধের আওয়াজ পেলুম, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সাঁ করে এগিয়ে গেলুম খোলা জানলার দিকে। কারুর চোখে পড়ে গেলুম কি না সে লক্ষ্য আমার ছিল না। কেননা জানতুম, যদি কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে পড়েই যাই সে চর্মচক্ষে মানুষ দেখবে না, দেখবে শুধু ঝাপসা একটা ছায়ার বিদ্যুৎ। অভিযানে প্রথম পর্যায়টা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সমাধা হোলো, কিন্তু যেই হাত বাড়িয়ে ট্রে-টা ছুঁতে যাচ্ছি অমনি শুনি দরজার কাছে পায়ের শব্দ।

মুহূর্তে কর্তব্য নির্ণয় করতে হবে, সময় নেই একফোঁটাও…বাট্রাম উষ্টারের প্রতিভার পরম বিকাশের এই তো প্রকৃষ্ট সুযোগ !

ডিউইট আর সিব্যারীর যুগান্তকারী লড়াই যে ঘরে ঘটেছিল, সেটা এ ঘর নয়। আসলে এটাকে প্রভাতী খাবার ঘর বললেও ভুল বলা হবে। এ ঘরটা অনেক বড়, বলা যেতে পারে কোনো অফিস বা পড়ার ঘর, এ ঘরে বসে চাফী হয়ত তার জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম করে। পাওনাদারের বিলের ওপর পেন্সিল বোলায়, চাযের জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে ভেবে মাথা চুলকোয় আর কোনো প্রজা খাজনা কমাবার তদ্বির করতে এলে বকাবকি করে। অতএব এমনি ঘরের অবশ্য-প্রয়োজনীয় আসবাব একটা মস্তো সাইজের টেবিল এখানে বর্তমান, ঘরের একটা কোণের প্রায় সব জায়গাটা জুড়ে।

আড়াই সেকেণ্ডের মধ্যে আমি আশ্রয় নিয়েছি ঐ টেবিলের পিছনে, মেঝের কার্পেটের ওপর গুঁড়ি মেরে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, কে যেন ঢুকল। আগন্তুকের পদদ্বয় সারা ঘরের মেঝে মাড়িয়ে এই টেবিলের কাছে এসে থামল, ক্লিক শব্দ শুনে বুঝলুম আগন্তুকের হাত ঠেবিল থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলছে।

গলা শুনলুম,…চাফনেল রেজিস, টু নাইন ফোর…

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের তটে এসে স্পর্শ করল স্বস্তির দমকা জোয়ার,… এ সেই গলা, যার সঙ্গে কতো দিনের পরিচয়, সেই বিপদহরণ কাণ্ডারী-কণ্ঠ !

টক্ করে টেবিলের পিছন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, ও জীভস্ !

জীভস্‌কে চমকে দেওয়া অসম্ভব। ঝি-এর মেয়েরা যে অবস্থায় মূর্ছা যায় আর লর্ডের ছেলেরা তুড়িলাফ মারে, সে অবস্থায় জীভস্ নির্বাত নিষ্কম্প ! স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে একটু তাকিয়ে সে আস্তে বলল, গুড মর্নিং। তারপর আটকে রইল নিজের কাজে। এলোমেলো ভাবে কাজ করা জীভসের পছন্দ নয়।

চাফনেল রেজিস, টু নাইন ফোর ? সী ভিউ হোটেল ? স্যার রডারিক গ্লসপ তাঁর ঘরে আছেন কি না বলতে পারেন ? এখনো ফেরেন নি ? আচ্ছা; ধন্যবাদ।

রিসিভারটা নামাল জীভস্। প্রাক্তন মনিবের ওপর নজর দেবার অবসর এবার মিলল তার। আবার বলল, গুড মর্নিং স্যার। আপনাকে ঠিক এখানে দেখতে পাব আশা করিনি।

আমি জানি, কিন্তু…

আমার মনে হয় এই রকমই স্থির ছিল যে ডাওয়ার হাউসে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে···

কেঁপে উঠলুম একটু।

জীভস, আমি বললুম, ডাওয়ার হাউস সম্বন্ধে একটামাত্র কথা আমাকে বলতে দাও, তারপর ও প্রসঙ্গে আমি ধামা চাপা দিতে চাই সারা জীবনের মতো। আমি জানি কাল তুমি যখন আমাকে ওখানে পাঠিয়েছিল তোমার উদ্দেশ্য ছিল নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছ। কিন্তু কোথায় পাঠিয়েছিলে আমাকে জানো? স্রেফ একটা আতংকপুরীতে···সেখানে ছিল ব্রিঙ্কলে···তার হাতে একটা ইয়া বড়ো কুড়ুল···

শুনে যারপরনাই দুঃখিত হলাম স্যার। তাহলে কাল রাত্রে আপনি সেখানে নিদ্রা যাননি নিশ্চয়ই···

না···জীভস্ না। কাল রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম···হ্যাঁ যদি ঘুম বলতে চাও তাকে···ঐ বাগানবাড়িতে। সকাল উঠেই তোমার খোঁজে বাইরের মাঠের ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে আমি এদিকে এগোচ্ছিলাম···এমন সময় চোখে পড়ল টেবিলটার ওপর খাবারের ট্রে সাজাচ্ছে এক পরিচারিকা···

লর্ড বাহাদুরের ব্রেকফাষ্ট, স্যার···

তোমার লর্ড বাহাদুর কোথায়?

এখুনি নেমে এলেন বলে। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য স্যার যে লেডী চাফনেল আমাকে এখুনি সী ভিউ হোটেলে টেলিফোন করতে বলেছিলেন। নইলে আপনার সঙ্গে এখন সম্পর্ক স্থাপন করা আমার পক্ষে খুবই দুরূহ হয়ে পড়ত···

ঠিক ঠিক! কিন্তু সী ভিউ হোটেলে টেলিফোন···কি ব্যাপার বলো দেখি?

স্যার রডারিকের ব্যাপারে লেডী চাফনেল এখন বেশ কিছুটা মনঃপীড়ায় আছেন স্যার! আমার মনে হয় সারারাত ধরে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কাল সন্ধায় তাঁর সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহার করেন নি।

মানে সকালবেলা অপত্যস্নেহের তাপটা নেমেছে বলো?

তা বলতে পারেন স্যার···

এখন মনের অবস্থাটা, মানে,···ফিরে এসো বঁধু···ফিরে এসো গোছের?

ঠিক ধরেছেন স্যার! কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে স্যার রডারিক এদিকে নিরুদ্দেশ··· কি যে তার হোলো তার কোনো হদিসই মিলছে না।

এ হেন ক্ষণে আমার পক্ষে চুপ করে থাকা উচিত নয়। বললুম···

তিনি ঠিকই আছেন, জীভস্। কাল রাত্রে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্রিঙ্কলের জবরদস্ত সঙ্গলাভের পরে তিনিও ডাওয়ার হাউস থেকে ছিটকে বার হয়ে আসেন, তারপর হাঁটা দেন আমার গ্যারেজের দিকে পেট্রলের খোঁজে। যেমন মাখন তেমনি পেট্রল, দুইই কালি তোলবার উপযুক্ত, ঠিক তো জীভস্?

আজ্ঞে হাঁ, ঠিক।

তাহলে এতক্ষণে তিনি লণ্ডনের পথে, হয়তো বা পৌঁছেই গিয়েছেন সেখানে···

এ সংবাদ এখুনি আমি লেডীশিপকে পৌঁছে দিচ্ছি স্যার! প্রতিটি মুহূর্ত বড়ো উৎকণ্ঠায় কাটছে তাঁর।

তুমি ঠিক বল্‌ছ জীভস্···এখনো লেডী চাফনেল বুড়ো গ্লসপের জন্যে পাগল ···আর একটা মিটমাটের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন?

মিটমাট? হ্যাঁ, স্যার, পুর্নমিলনও বলতে পারেন। তাঁর মুখ চোখের ভাবেই তা প্রকাশ। পুরানো প্রেম আর শ্রদ্ধা উপছে পড়ছে আবার···

খুশি মনে আমি বললুম, শুনে আমারও ভারি আনন্দ হচ্ছে জীভস্। খুলেই বলি তোমাকে···তোমার সঙ্গে কাল দেখা হওয়ার পর থেকে গ্লসপ লোকটার সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে বদলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে লোকটার মধ্যে যথেষ্ট ভালো পদার্থও আছে। কাল নির্জন রাতের অন্ধকারে লোকটার সঙ্গে আমার যা হয়েছে তাকে···হ্যাঁ···তাকে তুমি সুমধুর বন্ধুত্ব বলতে পারো। আমরা দুজনেই দুজনের গোপন মহত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। তার সঙ্গে কাল আমার শেষ কথা কি হয়েছে জানো? স্রেফ আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের আদান প্রদানের কথা।

বটে, স্যার!

একেবারে খাঁটি কথা, জীভস্। এবার থেকে গ্লসপের ঘরে বাট্রামের সাদর নিমন্ত্রণ আর বাট্রামের ঘরে গ্লসপের।

সুখবর স্যার।

নিশ্চয়ই, অতি সুখবর। তুমি সম্প্রতি যখনই লেডী চাফনেলের সঙ্গে গল্প-গুজব করবে, তাঁকে বলে দিয়ো যে তাঁর এ বিয়েতে আমার পুর্ণ সমর্থন আছে। যাই হোক, এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথাটা হচ্ছে আমার এখন কিছু খাওয়া ভয়ঙ্করভাবে দরকার, অতএব এই ট্রে-টা আমার চাই। ওটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে তুমি বাইরে একটু সরে পড়ো।

আমাদের লর্ড বাহাদুরের প্রাতরাশ···আপনি এটা খেয়ে ফেলবেন, এই কি আপনার প্রস্তাব স্যার?

জীভস্, গদগদ কণ্ঠে আমি সুরু করলুম। বলতে যাচ্ছিলুম এই কথায় যদি তার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস হয় তবে আমার পাশে এসে সে দাঁড়াক, দেখুক কেমন গবগব করে খাবারগুলো আমি গলাধঃকরণ করি,···কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে···তুয়ারের বাহিরে আবার চরণ ধ্বনি।

অতএব আর কথা সড়লনা, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল আমার, অবশ্য জুতোর কালি মাখা মুখের পক্ষে যতোটা হওয়া সম্ভব। বুঝলুম অপসরণই এখন বিধেয়।

পায়ের শব্দটা বেশ মোটা, ভারী, এগারো নম্বরের জুতোর টাইপের। আমার ধারণা হলো নিশ্চয় চাফী আসছে। চাফীর সঙ্গে এ অবস্থায় দেখা হওয়া আমার প্ল্যানের বাইরে। আগেই আমি স্পষ্ট উল্লেখ করেছি যে আমার বর্তমান কর্মনীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। কাল রাত্রে তার সঙ্গে যা কথাবার্তা আমার হয়েছে তাতে আমি বুঝেছি চাফীকে বন্ধু না ভেবে শত্রুপক্ষের লোক বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। আমাকে যদি এই মুহূর্তে একবার সে হাতে পায়, সোজা আমাকে সে জেল-পালানো আসামীর মতো কয়েদ করবে আর খবর দেবে বুড়ো ষ্টোকারকে।

অতএব দরজার হ্যাণ্ডেল ঘোরানোর আগেই আমি আবার হাঁসের মতো ডুব দিলুম টেবিলের পিছনে।

দরজা খুলে গেল। বামাকণ্ঠের একটি মাত্র ঘোষণা, এ কণ্ঠ নিশ্চয়ই ভাবী ডবসন-পত্নীর।

মিঃ ষ্টোকার।

মস মস শব্দ করতে করতে ভারী থপথপে একজোড়া পা ঢুকল ঘরের মধ্যে।

টেবিলরূপী তুর্গপ্রাকারের পিছনে আমি বেশ ভালো করে গুছিয়ে আত্ম-গোপন করলুম। মন বলতে লাগল,··· আপদ, এ আবার কি আপদ! যতো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা সম্ভব হতে পারে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্যাঁচালো। চাফনেল হল সম্বন্ধে যতো তুর্নামই করি না কেন, এবং সাম্প্রতিক ঘটনাঘটনে এর প্রতি আমার আকর্ষণ খুবই কমে গেছে একথা স্বীকার করলেও···অন্তত এটুকু সুখ্যাতি এ বাড়িটার বর্তমানে আছে বলেই আমি বিশ্বাস করেছি যে ওয়াসবার্ণ ষ্টোকারের আবির্ভাব এখানে হওয়া একেবারেই অসম্ভব। রিড়ম্বনা আর আতঙ্কে মনটা চট্চটে হয়ে থাকলেও

তারই মধ্যে থেকে বেশ টাটকা রকমের বিরক্তির দানা ভেসে উঠতে লাগল···অন্যায়, এমনি ভাবে ষ্টোকারের এ বাড়িতে ঢোকা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

আমার কথা হচ্ছে, কোনো লোক যদি ইংল্যাণ্ডের কোনো অভিজাত জমিদারবাড়ির প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার করে এবং তার অধিবাসীদের নাকের ওপর এই বলে সদম্ভ ঘোষণা করে, যে এই বাড়ির ছায়া সে মাড়াবে না কোনোদিন, তার ঠিক দুদিন পরেই তাহলে নির্বিচারে আবার সেই বাড়িতে ঢোকার কোনো এক্তিয়ার তার আছে কিনা! এ বাড়িটা হোটেল নাকি? দরজার পাপোষে স্বাগতম্ লেখা আছে সেকি তামাম আগন্তুকের জন্যে? এ কি নির্লজ্জ ব্যবহার! ছি···ছি

আবার এও ভাবনা হোলো এ হেন অবস্থাটা জীভস্ সামলাবে কি করে! ষ্টোকারের মতো বজ্জাত এতক্ষণে নিশ্চয়ই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে তার খপ্পর থেকে আমার পালাবার মূলে ছিল জীভসের পাকা বুদ্ধির মাথা। সে মাথাটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে মেঝের কার্পেট ছড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প নিশ্চয়ই এখনই ষ্টোকারের মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। গলা শুনেই বুঝলুম ঠিক এমনিই এখন তার মেজাজ। জীভসের ওপর চোখ পড়তেই সে শুধু বললে···আঃ!

কড়া আওয়াজ, কর্কশ বোম্বেটে আওয়াজ, দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত বলিষ্ঠ ঘোষণা···আঃ।

গুড মর্নিং স্যার! জীভস্ বলল···

ডেস্কের নিচে উবু হয়ে কুঁকড়ে বসে থাকার সুবিধে অসুবিধে দুই-ই আছে। নিছক পলাতক আসামীর পক্ষে এটা অবশ্য খুবই সুবিধেজনক। কিন্তু এতে আবার দর্শনেন্দ্রিয়কে বঞ্চিত করতে হয়। আমি এ যেন রেডিও তে নাটক শুনছি। শব্দ শুনছি, কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখতে পাচ্ছিনে, যেটা দেখার জন্যে ঔৎসুক্যের সীমা নেই। জীভসের অবশ্য তা নয়, কেননা জীভসের মুখ সর্বক্ষেত্রেই সমান ভাবলেশহীন। কিন্তু আহা, এ দৃশ্যে ষ্টোকারের মুখটা যদি একবার ভালো করে দেখতে পেতুম!

ওঃ···তাহলে তুমি এখানে এসে জুটেছ, তাই না?

আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।

হাসি। অতি কর্কশ নোংরা রকমের একটা ছোট্ট হাসি নির্গত হোলো আগন্তুকের কণ্ঠ থেকে। তারপর কথা···

আবার আমি এ বাড়িতে এসেছি কেন জানো? কারণ আমি মিঃ উষ্টারের খোঁজ চাই। আমার ধারণা লর্ড চাফনেল হয়তো তাকে দেখেছেন। অবশ্য

এই সঙ্গে তোমার দেখাও যে এখানে পাব তা ভাবিনি···এইবার শোনো, তোমাকে আমার ঠিক কি করতে ইচ্ছে করছে জানো?
না···স্যার।
গর্জন করে উঠল ষ্টোকার, ইচ্ছে করছে তোমার ঘাড়টা ধরে মটকে···
ঠিকই বলছেন···স্যার!
ঠিক মানে? আলবৎ!
শুনতে পেলুম জীভস্ খুক্ করে একটু কাশল। তারপর বলল···
সেটা কিন্তু ঠিক, মানে,···সেটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না স্যার? স্বীকার করছি স্যার, আমি নিতান্ত হঠাৎই মনস্থির করে ফেলেছিলাম যে আপনার চাকুরি থেকে বিদায় নিয়ে লর্ড বাহাদুরের কাছেই ফিরে আসব, তবে এতে যে আপনি এতটা রাগান্বিত হবেন...
তুমি বেশ জানো কি কথা আমি বলতে চাইছি! ঐ উষ্টারটাকে আমার বজরা থেকে তুমি সরাও নি?
না স্যার। তবে এটুকু আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে মিঃ উষ্টারের মুক্তি-লাভের ব্যাপারে আমাকে কিছুটা সক্রিয় হতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে তখন আমার যে বাক্যালাপ হয়েছিল, তাতে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আপনার বজরায় আবদ্ধ অবস্থায় আছেন। সেই কারণেই আপনার স্বার্থের অনুকুলেই আমি তাকে মুক্তি দিই। আপনি স্মরণ রাখবেন স্যার···সে সময়ে আমি আপনারই ভৃত্য ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনার পক্ষে যা একটা সমূহ বিপত্তির কারণ হতে পারে তা থেকে আপনাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য।
চোখে দেখছিলুম না, তবু মনে হোলো থমকে দাঁড়াল ষ্টোকার! তার কানে যেন হঠাৎ হুস হুস করে জল ঢুক্‌ল, গ্যালন গ্যালন জল। দু'চারবার একটানা লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নেবার পর যখন সে কথা বলল···গলায় ভয়ের সুর লেগেছে তখন। জীভসের পেছনে লাগলে অনেক সময় এই রকমই হয়। জীভস্ আর কিছুই করে না, শুধু মনটাকে টানতে টানতে দুর্ভাবনার একটা অচেনা রাস্তার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে হটাৎ ছেড়ে দেয়।
ষ্টোকার বলল, কি বলতে চাইছ তুমি?
ঠিকই বলছি স্যার।
ঠিকই বলছ? বলি তুমি পাগল, না আমি পাগল?
আজ্ঞে স্যার?
মানে···কিসের থেকে আমাকে তুমি বাঁচালে বললে?

সমূহ বিপত্তি, গুরুতর গভীর বিপত্তি স্যার। অবশ্য আমার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নয় যে মিঃ উষ্টার যখন আপনার বজরায় প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন···তা তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই করেছিলেন···এ যুক্তিটা জুরীদের কতোটা প্রভাবিত করতে পারতো···

জুরী?

হ্যাঁ, তবে তাঁর পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত অভিপ্রায় যে তিনি বজরা পরিত্যাগ করতে চান···এ সত্ত্বেও তাঁকে বজরার মধ্যে আটক রাখা আমার দৃঢ় বিশ্বাস,···মানুষ চুরির অপরাধ বলেই সাব্যস্ত হোতো।

এ সব আবার কি?

এই অপরাধের শাস্তি নিশ্চয় আপনি জানেন, খুবই গুরুতর।

তা···তা, তাই নাকি? কিন্তু···

এটাও আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে ইংল্যাণ্ড কড়া কানুনের দেশ। যে সব অপরাধে আপনাদের দেশের গর্ভনমেণ্ট চোখ বুজে থাকে, সেই সব অপরাধেই এদেশে শাস্তি সব চেয়ে কঠিন। অবশ্য স্যার আইন কানুনের জ্ঞান আমার খুব সামান্যই,···আমি সঠিকভাবে মত প্রকাশ করতে পারছিনে যে মিঃ উষ্টারের এই অবরোধ ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় পড়তো কিনা···এবং বিচারে আপনার কারাদণ্ড হোতো কিনা···তবে এটা ঠিক যে ভদ্রলোক যেদিনই মুক্তি পেতেন সেদিনই আপনাকে সোজা দেওয়ানী আদালতে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন ও খুব মোটা একটা ক্ষতিপূরণও আপনার কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। সেই কারণেই আমি বলছিলাম স্যার যে আপনারই মঙ্গলের জন্যে মিঃ উষ্টারকে মুক্তি না দিয়ে আমার গত্যন্তর ছিল না।

স্তব্ধতা। কয়েক মুহূর্তের বিরতি···

অতঃপর ষ্টোকারের কণ্ঠ, আরও মৃদু করুণ,···ধন্যবাদ।

এ কিছু না স্যার। আমি স্যার যা করেছি তা ঐ একটা অকারণ সমূহ বিপত্তি এড়াবার জন্যেই করেছি।

বাঁচিয়েছ জীভস্।

জীভস্! টেবিলের পায়া আঁকড়ে ধরে আমি মনে মনে বলতে লাগলুম,··· ধন্য তুমি,···অমর হোক তোমার নাম, ঘোষিত হোক কাব্য গাথায় উপাখ্যানে। আধঘণ্টাটাক সময়ে সিংহের গহ্বরে থেকে সিংহদের ভেড়া বানিয়ে অক্ষত শরীরে বার হয়ে এসেছিল ড্যানিয়েল,···অক্ষয় রয়েছে তার পরিচয়। জীভসের অবদান যদি ড্যানিয়েলের চাইতে কিছুমাত্র খাটো হয়,

…তাহলে গণ্ড মূর্খ আমি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে এই রাগে গনগনে তপ্ত ষ্টোকারকে জল করে দিল,…মনুষ্যদেহধারী বনবিড়ালকে মিনমিনে মেনি পুষিতে পরিণত করে ছেড়ে দিল! এই তাজ্জব ঘটনাটা যদি আমার নাকের সামনে না ঘটত,…কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারতুম না।

মাখন নরম গলায় ষ্টোকার বলল, আমাকে তো ভাবিয়ে তুললে হে!

হ্যাঁ স্যার…ভাবনারই কথা।

আমি ব্যাপারটাকে এদিক থেকে তলিয়ে দেখিনি। তোমার কথা শুনে ভাবনা হচ্ছে বৈকি…বেশ ভাবনা হচ্ছে। যাই একটু হেঁটে আসি। হাঁটি আর ভাবি, কি বল?…আচ্ছা, লর্ড চাফনেলের সঙ্গে মিঃ উষ্টারের দেখা হয়নি তারপর?

কাল রাত্রের পরে আর হয়নি স্যার।

ওঃ! কাল রাত্রে তাহলে দেখা হয়েছিল? মিঃ উষ্টার তারপর গেলেন কোনদিকে?

আমার ধারণা মিঃ উষ্টারের অভিলাষ ছিল রাত্রিটা ডাওয়ার হাউসে কাটিয়ে আজ সকালে লণ্ডন যাত্রা করবেন।

ডাওয়ার হাউস! ওঃ—পার্কের ওধারের বাড়িটা?

ঠিক, স্যার।

তাহলে ওখানেই একবার খুঁজে আসি, কি বল? মিঃ উষ্টারের সঙ্গে কথা বলা তো আশু দরকার, তাই না?

সে আর বলতে, স্যার।

অন্তর্হিত হোলো ষ্টোকার। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। তবু কয়েক সেকেণ্ড কাটবার আগে মাথা উঁচু করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হোলো না।

খাড়া হয়ে উঠে যখন আমি দাঁড়ালুম, চোখ আমার অশ্রুবাষ্পে চক্‌চক্ করছে। করুক, লজ্জা কি তাতে? সহজ অনুভূতির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশে উষ্টারদের কোনো সংকোচ নেই।

তুমি অদ্বিতীয় জীভস্‌, তুলনা হয়না তোমার…

একথা আপনার গভীর অনুগ্রহের পরিচায়ক, স্যার…

আমি তো ভাবছিলুম তখুনি লাফিয়ে উঠে তোমার হাত ঝাঁকুনি দিই জীভস্‌…

সেটা কিন্তু মোটেই যুক্তিসঙ্গত হোতো না স্যার !
ঠিক বলেছ। সেই ভেবেই তো চুপ করে ছিলুম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাবা কি সাপের মন্ত্র জানতো ?
আজ্ঞে, না স্যার !
ওঃ, যা হোক, প্রশ্নটা হঠাৎ আমার মনে এসেছিল। এখন বুড়ো ষ্টোকার তো ডাওয়ার হাউসে চলল। সেখানে কি হবে বলো তো ?
কল্পনার বেশী তো স্যার আর কিছু করতে পারিনে।
আমার ভয়টা কি জানো ? ব্রিঙ্কলেটা বোধহয় রাত্রিতে ঘুম দেবার ফলে একেবারে জুড়িয়ে গিয়েছে···
সেটা অসম্ভব নয় স্যার।
তবুও ব্যবস্থাটা ভালোই করেছ···আশা করতে দোষ কি বলো ? সেই কুড়ুলটা তো এখনো ব্রিঙ্কলের হাত ছাড়া হয় নি,···তবে ?
যথার্থ স্যার !
হঠাৎ অস্তিত্বের গভীর অতলে ধাঁই করে কে যেন ঢুঁ মারল। প্রসঙ্গটা বদলে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা জীভস্, চাফী কি সত্যিই এখুনি নীচে নামছে ?
যে কোনো মুহূর্তে স্যার।
তাহলে তুমি বলছ ওর এই ব্রেকফাষ্টটা খাওয়া আমার ঠিক হবে না।
না স্যার।
কিন্তু খিদেয় যে জ্বলে মরছি জীভস্ !
আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত স্যার। কিন্তু ঠিক এই সময়টা স্যার মোটেই শুভ নয়। কিছুটা পরে আশা করছি আপনার কষ্ট লাঘব করতে পারব।
তুমি খেয়েছ জীভস্ ?
হ্যাঁ স্যার।
ব্রেকফাষ্ট ?
ব্রেকফাষ্ট স্যার।
কি খেলে তুমি ?
প্রথমে কমলালেবুর রস, স্যার,···তারপর কিউটি ক্রিসপি, এটা হচ্ছে এক-রকম আমেরিকান খাবার, তারপর ডিমের পোচ আর মোটা এক স্লাইস বেকন···
তারপর ?
আর বেশি কিছু না স্যার, এর ওপর শুধু একতাড়া টোষ্ট আর মার্মালেড···

বোলো না, বোলো না জীভস্,…এযে রাশ রাশ প্রাতরাশ ! এর পর নিশ্চয়ই শক্তিসঞ্চারী গরম এক পেয়ালা কড়া কফি দিয়ে কণ্ঠনালীটা সাফ করে নিলে…

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার !

ইয়া ভগবান ! আচ্ছা ধরো, চট করে একটা সসেজ যদি এই ট্রে থেকে তুলে নিয়ে টপ করে মুখে পুরে দিই…

বলেন কি স্যার ? এমন মন্ত্রণা স্যার আমার কাছে আশা করবেন না। আর একটা সামান্য কথা, ঢাকনার তলায় মাছভাজাও আছে…

হায় হায় ! মাছ ভাজাও ?

ব্যস্ স্যার, প্রস্তুত হোন্ ধৈর্য ধরুন ঐ বোধহয় লর্ড বাহাদুর আসছেন…

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপায় বাট্রামের পুনরায় পাতাল প্রবেশ ও দরজা খোলার শব্দ ।

আরে, হ্যালো জীভস্ !

গুড্ মর্নিং মিস্ !

চাফী নয়, পলিন ষ্টোকার।

ভারী অস্বস্তিকর কাণ্ডকারখানা। হায়, আর আমি ভেবে বসে ছিলুম চাফনেল হলের আর যা কিছুই দোষ থাক, ষ্টোকার বংশের কোনো অবতংসের ছায়া অন্তত এখানে আর কোনদিন পড়বে না। এখন দেখছি ষ্টোকাররা যে কেউ দিব্যি পোষা ইঁদুরের মতো এখানে নির্বিবাদে চরে বেড়াচ্ছে ! তেতো হয়ে গেল মনটা ! আর কেন ? বাকি আছে বাচ্চা ডিউইটটা ? সে এলেই তো এখানে ষ্টোকার রাজত্বের ষোলকলা পূর্ণ হয় ! পলিন ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস টেনে শুঁকছে, কানে আওয়াজ পাচ্ছি। বল্লো সে…কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি জীভস্ ?

মাছ মিস্, হেরিং মাছ ভাজা…

কার জন্যে ?

লর্ড বাহাদুরের মিস্।

আঃ, মনে পড়ে গেল। জানো জীভস্, এখনো পর্যন্ত আমার ব্রেকফাষ্ট খাওয়াই হয়নি !

তাই নাকি, মিস্ ?

সকাল বেলা ভালো করে ঘুম ভাঙবার আগেই বাবা আমাকে বিছানা থেকে তুলে হিড় হিড় করে এখানে টেনে এনেছে !

একটু আগেই মিঃ ষ্টোকারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল মিস। আমারও মনে হোলো মনটা তাঁর খুব চঞ্চল হয়েই রয়েছে···

এখানে আসতে আসতে বাবা সারা রাস্তা কি বলতে বলতে আসছিল জানো ? তোমাকে একবার পেলে হয়। হ্যাঁ, কি বললে ?···তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ? কি হোলো তখন ? তোমাকে খেয়ে ফেলেনি ?

না তো মিস্ ?

আশ্চর্য ! তা হবে,···আজ বোধহয় বাবার উপোষ। তারপর বাবা কোথায় ? আমি শুনলাম এখানেই তো···

এই এক মিনিট আগে মিঃ ষ্টোকার এখান থেকে ডাওয়ার হাউসের দিকে যাত্রা করেছেন, তাঁর আশা মিঃ উষ্টারের দেখা মিলবে সেখানে।

আহা ! সে বেচারীকে আগেভাগেই তাহলে কারুর সাবধান করে দেওয়া উচিত !

মিঃ উষ্টারের জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না, মিস। তিনি ডাওয়ার হাউসে নেই···

কোথায় তবে ?

অন্যত্র, মিস্।

যাক্ গে, যেখানেই থাক। তোমার মনে পড়ে জীভস্, কাল আমি একবার বলেছিলাম যে আমি বাট্রামকে বিয়ে করার কথা ভাবছি।

হ্যাঁ মিস্।

কথাটা বাজে, স্রেফ ভুলে যাও। আমি মত বদলেছি।

খুবই আনন্দের কথা মিস্।

আনন্দের কথা নয় আবার ? টেবিলের নিচে বসে কথাটা শুনলুম···মধুবর্ষণ করল যেন কানে, রোমাঞ্চিত হোলো শরীর।

আমি মত বদলানোতে তোমার দুঃখ নেই তো···জীভস্।

কি যে বলেন ! আমি আন্তরিক খুশি হয়েছি মিস্। আপনাদের এ মিলন খুব সাফল্যকর হোতো কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। মিঃ উষ্টার অতি অমায়িক ভদ্রলোক, কিন্তু আমার মতে তিনি হচ্ছেন সেই জাতীয় মানুষ যাকে বলা যেতে পারে খাঁটি জাত অকৃতদার···

এর সঙ্গে আবার···তাই না ?

একথা কিন্তু ঠিক মিস্···যে সময়ে সময়ে তাঁর মাথায় একেবারে ক্ষুরধার বুদ্ধি খেলে···

সে আমারও খেলে জীভস্। তাই তো ঠিক করেছি এবার বাবা যদি আমার

মাথার ওপর ছাদও ভেঙে ফেলে তবুও ঐ গোবেচারী ঘা-খাওয়া ভেড়াটিকে আমি আর বিয়ে করছি না। কেনই বা করতে যাব বল? বেচারী তো সত্যিই আমার কোনো ক্ষতি করেনি?

একটু থেমে পলিন আবার বল্‌লো, একটু আগে লেডী চাফনেলের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল জীভস্‌।

বলুন মিস্‌।

মনে হোলো তাঁরও কিছুটা ঘরোয়া অশান্তি চলেছে।

তা চলেছে মিস্‌। কাল রাত্রে স্যার রডারিক গ্লপসের সঙ্গে তাঁর অতি দুর্ভাগ্যজনক মনান্তর ঘটেছিল। সুখের কথা এই যে লেডীশিপ এ নিয়ে খুবই মর্মাহত, অনুতপ্ত,···তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কাজটা তাঁরই পক্ষে খুবই অনুচিত হয়েছে···

অনুতাপ ছাড়া গতি নেই, তাই না জীভস্‌?

ঠিক বলেছেন মিস্‌।

কিন্তু তাতেই বা লাভ কি বলো যার জন্যে অনুতাপ সে যদি ফিরেই না তাকায়! ভালো কথা, আজ সকালে লর্ড চাফনেলকে তুমি দেখেছে?

হ্যাঁ মিস্‌।

কেমন দেখাচ্ছিল তাকে জীভস্‌!

আমার তো মনে হোলো মিস্‌, যেন খুবই চিন্তাকুল···

সত্যি বলছ?

সত্যি মিস্‌।

হুঁ। আচ্ছা জীভস্‌, তোমাকে আর মিছিমিছি আটকে রাখব না। তোমার তো কাজ আছে, সময়ের দাম আছে, তাই না?

ধন্যবাদ মিস্‌। গুড মর্নিং।

দরজা বন্ধ হবার পর কয়েক মুহূর্ত আমি নিশ্চল হয়ে রইলুম। রইলুম চিন্তা-রোমন্থনে রত। স্বীকার করতেই হবে, নিষ্কৃতির আনন্দ যেন রক্তে কড়া মদের তীব্র ঝাঁঝ ঢেলে দিল, খুশিতে ফুলে উঠল বুক। কোনো প্রকার ঘোরপ্যাঁচ না করে স্বচ্ছ স্পষ্ট ভাষায় পলিন বলেছে···নিজের কানে আমি শুনেছি···স্বয়ং পিতৃদেবের নিষ্ঠুরতম শাসনও আর টলাতে পারবে না তাকে ···বিয়ের ওড়না জড়িয়ে আমার পাশে কিছুতে দাঁড়াবেনা সে। ভালো, খুব ভালো,···চমৎকার! আঃ, মুক্তি!

কিন্তু ভাবনার মেঘ কি এত সহজে কাটে? বাপের শক্তি তো কম নয়! এ শক্তির আসল রূপ যে কি কখনো সে কি দেখেছে? দেখেছে কি পুরুষ সিংহ

পিতৃশাসকের প্রকৃত পরিচয় ? বিদ্রোহ করবে সে কার বিরুদ্ধে ? হলোই বা মেয়ে, তবু কি সে জানে যে ওয়াসবার্ণ ষ্টোকারের মেজাজে যখন জোয়ার লাগে, তখন তাকে সামাল দেওয়া আর খালি হাতে জঙ্গলে ঢুকে এক-জোড়া বনবিড়াল পাকড়াও করার চেষ্টা করা একই কথা ?

এই দুশ্চিন্তাতেই আমার মনটা পূর্ণসুখে ফুলে উঠতে পারল না। মনে হোলো বৃথা চেষ্টা, মেয়ে হলেও হাজার হোক মেয়ে তো···দুর্বলা কুমারী ···এদিকে বাপ নয় তো বুড়ো আমেরিকান জলদস্যু। এমনি বাপের বৈবাহিক বদ অভিসন্ধিকে বধ করা কি সোজা কথা ?

দুর্ভাবনা ভাবছি, এমনি সময় হঠাৎ কানে এল কাপে কফি ঢালার শব্দ ও তার পরেই, যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে···ধাতব নিক্কন। বিচলিত চিত্তে অনুধাবন করলুম যে চোখের সামনে সাজানো ট্রে-টার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পলিনের ধৈর্যবিচ্যুতি ঘটেছে। অতএব পেয়ালায় কফি সে ঢেলেছে···এবার মাছভাজায় হাত বাড়ানোর পালা। জীভসের কথা মিথ্যে হবার নয়। ভাজা হেরিং-এর সুমধুর সুরভি আমার নাকে ভেসে এসে প্রাণে জাগাল উদ্দাম আলোড়ন, কাঙাল মনটাকে এমন বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলুম যে আঙুলের হাড়গুলো শ্রেফ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কল্পনা করুন যন্ত্রণাটা, এক এক কামড় মাছ ভাজা পলিন মুখে পুরছে আর আমার বুকে যেন এক একটা খুব ভোঁতা-ফলা-ওয়ালা ছুরি এসে বিঁধছে।

খিদের জ্বালা বড়ো বিচিত্র জ্বালা, সব চেয়ে ঝুনো যে বুনো পাখী সেও বন্দুকের নলে এসে বসে। আমার অবস্থাও অনুরূপ। যতক্ষণ না ষ্টোকারের ঝাঁক এখান থেকে উধাও হয়, ততক্ষণ আমার পক্ষে নেপথ্যে থাকাই উচিত ছিল, ঠাণ্ডা মাথায় থাকলে এই পন্থাই আমি অবলম্বন করতুম। কিন্তু মাছভাজার গন্ধ আমাকে পাগল করে তুলেছে,···বুঝতে পারছি যে পাহাড়ের মাথা থেকে যেমন বরফ গলে যায় তেমনি মাছের পর মাছ বিলীন হচ্ছে পলিনের জঠরে, টোষ্টগুলো শুদ্ধ হাওয়া হতে আর কতক্ষণ !

আর সামলাতে পারলুম না নিজেকে। বঁড়শী যেমন জল থেকে টোপে গাঁথা মাছকে টানে, তেমনি টানে ভেসে উঠলুম আমি টেবিলের ধারে। গলা থেকে বার হলো কম্পিত আকুল একটি ডাক।

ছাখো, সত্যিই কি লোকে ঠেকে শেখে ? আমার হঠাৎ আবির্ভাবে দেখেছি সেই ঝিটা কেমন ভড়কেছিল, কেমন তড়পে উঠেছিল চাফী। স্যার রডারিক গ্লসপও কম চমকায়নি। তবু তেমনি ভাবেই হঠাৎ পলিনের সামনে আমি দেখা দিলুম।

ঘটলও যা ঘটবার ঠিক তাই। বরং আরো বেশী। অবশ্য সেই সময়ে পলিন ষ্টোকারের মুখে একখানা আস্ত মাছ ভাজা, তাই বাক্‌শক্তি রহিত,...শুধু আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল ভয়ার্ত বিস্ফারিত একজোড়া চোখ! পরমুহূর্তেই মাছভাজার বাঁধ ভেঙে চারদিক কম্পিত করে বেজে উঠল এমন একটা বুক ফাটা আর্তনাদ যা আমারই পিলে চমকে দিল!
ঠিক সেই মুহূর্তেই নাটকীয়ভাবে ঘরের দরজার উন্মোচন ও ঘরে চাফনেল বংশের পঞ্চম ব্যারনের আবির্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে এ কি চুম্বক আকর্ষণ! তুজনে তুজনের দিকে ছুটে গেল আর আলিঙ্গনাবদ্ধ হোলো এক পলকে। আমার হিসেবে এই প্রথম···কিন্তু ব্যাপারটা এমন পরিচ্ছন্ন দ্রুততায় সম্পন্ন হোলো যে মনে হলো যেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এই পার্টটাই তারা এক নাগাড়ে রিহার্সাল দিয়ে এসেছে!

আমার বদ্ধমুল ধারণা যে ঠিক ওই রকম পরিস্থিতির মাঝখানেই মনুষ্য-চরিত্রকে নিক্তির ওজনে বিচার করে দেখা যায়···দামী না সস্তা তার শিভালরি, ভারি না হাল্কা তার ভব্যতাবোধ। এই হচ্ছে অগ্নিপরীক্ষার ক্ষণ। ধরুন, কেউ এসে আমাকে বলল, ভায়া উষ্টার, একটা বাজি ধরেছি··· আচ্ছা তুমিই বলো তো, আমি কি ভব্য লোক, ভদ্র লোক, খাঁটি লোক, সাচ্চা লোক···ইত্যাদি ইত্যাদি! আমি উত্তরে বলব, ব্রাদার বেটস্ বা কাটবার্টসন, বা যেই তুমি হও, আমার বিচার যদি চাও তো আমার মাত্র একটি প্রশ্নের সাফ সাফ জবাব দাও। ধরো, গভীর বেদনাকর ভুল-বোঝাবুঝির পর সহসা তুটি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের একটি তুর্লভ মুহূর্তে মিলন হয়েছে, শুরু হয়েছে আবার নতুন করে তাদের বোঝাবুঝির···কাছাকাছি আসাআসির পালা, সেই সময়ে সেই জায়গায় ঘটনাচক্রে তুমিও উপস্থিত। তুমি কি করবে সে অবস্থায়? সরে পড়বে? না হাঁ করে, ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে সেই দৃশ্য-সুধা পান করবে?
এ ব্যাপারে আমার নীতিবোধ অত্যন্ত দৃঢ়। প্রেমিক-প্রেমিকার পুর্নমিলনের দৃশ্য আমি চোখ দিয়ে চাইনা। আমি স্রেফ সরে পড়ি, পূর্ণ সুযোগ দিই বেচরাদের। অন্তত ডুবে যাই টেবিলের নিচে।
তাই ডুবলাম। এর বেশি আর কি করা সম্ভব এ অবস্থায়? দৃশ্যটা ঢাকা পড়ল বটে, কিন্তু কান তো আর বন্ধ করতে পারিনে। যা শুনতে লাগলুম, তা

মোটেও সুখশ্রাব্য নয়। সেই ছেলেবেলা থেকে চাফীর সঙ্গে আমার আলাপ, কতো অবস্থায় কতো রকমের মুডই না আমি তার দেখেছি। কিন্তু জীবনে বিশ্বাস করতে পারিনি যে প্রতি মিনিটে আড়াইশ শব্দের রেটে তার মুখ থেকে এমনি ভাষার তোড় নির্গত হতে পারে। আর সে কি ভাষা! ছোট্ট খুকি, ছোট্ট পাখী, ছোট্ট পুষি···মাপ করবেন, আর আমায় উদ্ধৃত করতে বলবেন না। শুধু কল্পনা করুন, সে অবস্থায় আমার কি হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা, ভুলবেন না এদিকে আমার পেট তখন চিঁ চিঁ···

তৎকালীন কথোপকথনে পলিনের অবদান অবিশ্যি কিছুই না। আমার দর্শনলাভে সেই চাকরাণীটির যে অন্তরপ্রদাহ, তাকে কোথায় ছাড়িয়ে গেছে পলিন। চাফীকে জড়িয়ে ধরে সে স্রেফ ঝুলছে···ফুটো রেডিয়েটরের মতো আওয়াজ বার হচ্ছে তার মুখ থেকে। মেয়েটা একটা যাচ্ছেতাই।

ব্যাপারটার মধ্যেকার আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে পলিন যখন ঘরে ঢোকে তার আগে থেকেই সে খুব একটা মানসিক চাপের মধ্যে ছিল। তার ওপর আমার আবির্ভাব হলো বোঝার ওপর শাকের আঁটি। অতএব ফুটো রেডিয়েটর না হয়ে সে যায় কোথায়! পলিনের ঠকঠকানি আর থামেই না দেখে শেষ পর্যন্ত চাফীরও চৈতন্যোদয় হোলো, প্রেম-প্রলাপ থামিয়ে তাহলে আসল ব্যাপারটার খোঁজ করা দরকার। শুনলুম এতক্ষণে সে বলছে···

কি হোলো ডার্লিং? ভয় কিসের সুইট হার্ট? বল আমাকে, কি দেখে ভয় পেলে সোনা?

আমি বুঝলুম সভাস্থলে প্রবেশ এখন আমার পক্ষে অনিবার্য। টেবিলের পিছন থেকে আমি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম, আমাকে দেখেই চমকে-ওঠা ঘোড়ার মতো ছিটকে পিছু হটল পলিন। বিরক্ত হয়ে উঠলুম মনে মনে। এ কি অন্যায়! সুকুমারী নারীজাতি বার্ট্রাম উষ্টারকে দেখে ঘাবড়ে যাবে, এ তো অসহ্য অস্বাভাবিক। মেয়েরা আমাকে দেখলে সাধারণত খুশির হাসি হাসে, কেউ হয়ত ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বড় জোর কেউ বা বলে,··· ওহ বার্টি, এখানেও তুমি আবার? কিন্তু এমনি আতঙ্কে ছটফট করে না তো কেউ।

গলা ঝেড়ে আমি বললুম, হ্যালো চাফী, দিনটা চমৎকার।

যাকে দেখে এত আতঙ্ক সে আসলে পুরোনো বন্ধু ছাড়া আর কেউ নয়,··· এই উপলব্ধিতে পলিন ষ্টোকারের বুক স্বস্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে···এইটেই তো স্বাভাবিক বলে আপনাদের ধারণা। কিন্তু আসলে তা হোলো না। উল্টে পলিন আমার দিকে তাকাল অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল সে, বোকা রামছাগল কোথাকার···ভূত সেজেছ, লোককে ভয় দেখাচ্ছ, ভারি ইয়ে হয়েছো···না ? কি ছিরিই না খুলেছে, সারা মুখ ভর্তি কালি···যেন বাঁদর একটি !
চাফীও অনুযোগের উচ্ছ্বাসে টগবগিয়ে উঠল, বল্লো, বার্টি ! হায় ভগবান ! বার্টি না হলে আর এমন কম্ম করবে কে ! অ্যাঁ, একেবারে বদ্ধ পাগল, তোমাকে তো বেঁধে রাখা দরকার·
মুখে শীত-কঠিন রুক্ষভাব এনে আমি বল্লুম, বোকা মেয়েটা আমাকে দেখে যে এতটা ঘাবড়ে গিয়েছিল সে জন্যে আমি দুঃখিত। তবে টেবিলের পিছনে আমি যে আত্মগোপন করেছিলুম, তা আমি যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথায় সঠিক বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই করেছি। এ সব পাগল-টাগল বলে আমাকে ঠাট্টা কোরো না, গত পাঁচ মিনিট ধরে তুমি যা সব বলছিলে তা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি শুনতে বাধ্য হয়েছি, মনে রেখো সেটা।
দেখে পুলকিত হলুম যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো চাফী। আমতা আমতা করতে লাগল,···আমাদের কথায় এরকম করে আড়ি পাতা বুঝি তোমার উচিত হলো ?
আড়ি পাতা ? তুমি বুঝি ভাবছ আমি স্বইচ্ছায় শুনেছি ? তোমার প্রলাপ ! নিতান্ত দায়ে পড়ে,···বুঝলে হে···
হঠাৎ খানিকটা জোর পেল চাফী। রক্তে লাগল সিভালরির দোলা। চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, বেশ করেছি বলেছি, খুব করেছি। তাতে তোমার কি ? পলিনকে আমি ভালোবাসি তাই বলেছি। কেউ শুনল তো আমার বয়েই গেল···
গলায় অবজ্ঞায় রেশ টেনে বল্লুম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই···
আবার তেড়ে উঠল চাফী, জানো, পলিনের মতো মেয়ে দুনিয়ায় দ্বিতীয় আর হয় না, মানে···মানে···অদ্বিতীয়া, অনন্যা, অতুলনীয়া···
গেয়ে উঠল পলিন, না গো, আমি না, অতুলনীয় তুমি···
না লক্ষ্মী তুমি···
না সোনা তুমি···
না মণি না, আমি বলছি তুমি···
না তা নয় আমার মানিক,···তুমি···তুমি···
ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, আমি বলে উঠলুম।
থমকে থেমে গেল দুজনে। চাফী খুব একটা শুকনো নোংরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, বল্লো, আবার তুমি মুখ খুলেছ উষ্টার !

না তো ?

কি যেন একটা কথা তুমি বলে উঠলে ?

কে বল্‌লে ? কিছুই না !

ঠিক ? তবে একদম চুপ থাকো, কথাটি নয়।

প্রথম দিককার বমি বমি ভাবটা এতক্ষণে কেটে এসেছে, এখন বাট্রাম উষ্টারের মনে জেগে উঠেছে করুণার কল্লোল। মনটা আমার উদার, বুঝতেই পারছি চাফীর এহেন অবস্থায় তার ওপর কঠোর হওয়ার কোনো মানে হয় না। এ হেন পরিস্থিতিতে তার কাছে খুব একটা ভব্যতা আশা করাও কাজের কথা নয়। গলায় মিঠে সুর লাগিয়ে আমি বল্‌লুম, চাফী, ঝগড়ার সময় নয় এখন। এ মুহূর্তটা যে সে সময় নয়…বলতে পারো মিষ্টি হাসির মেদুর চোখের মুহূর্ত। তুমি আর আমার এই এতদিনের প্রিয়সখী যারা পুরোনো বিসম্বাদ ভুলে আবার নতুন করে কাছে আসতে পেরেছে, এতে আমার মত খুশি আর কেউ নয় ! আমি তোমাদের দুজনেরই পুরোনো বন্ধু, তাই নয় ?

রাগ-ভোলা হাসি হেসে পলিন বলল, নিশ্চয়ই ! আসলে তোমার সঙ্গে আমায় চেনা তো মার্মাডিউকেরও আগে।

চাফীর দিকে ফিরে তাকালুম।

এই মার্মাডিউক ব্যাপারটা ভালো, মনে পড়ছে। এতদিন নামটা চেপে রেখেছিলে, ··এ নিয়ে তোমার সঙ্গে হবে একদিন···

আবার কিছুটা গরম হয়ে চাফী বল্লো, বাপ মা যদি মার্মাডিউক নামই রাখে, অন্যায়টা কি তাতে হে ?

না না, অন্যায় কি ? তবে কি না একদিন ড্রোনসের আড্ডায় এটা ফাঁস করলে তামাসাটা ভালো জমবে···

বার্টি, ড্রোনস্‌এর ইয়ারদের কাছে আমার এই নাম ঘুণাক্ষরে যদি প্রকাশ কর তো তোমায় রক্ষে রাখব না বলে দিচ্ছি। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত তাহলে আমি তোমার পেছু নেব, আর শেষ পর্যন্ত খালি হাতে গলা টিপে মারব।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। যে কথা বলছিলুম, তোমাদের এই পুর্নমিলনে সত্যিই আমার খুশির শেষ নেই। আরো বিশেষ করে এই জন্যে যে পলিনেরও আমি হচ্ছি কতোকালের বন্ধু। তাই না পলিন ? মনে করো সে সব পুরোনো দিনের কথা···কতো বিরল আনন্দের প্রহর··· তাই না ?

পলিন গদগদ হয়ে বল্লো, নিশ্চয় বার্টি !
সেই পাইপিং রকের দিনটার কথা মনে পড়ে ?
পড়ে বৈকি বার্টি ।
আর সেই অদ্বিতীয় রাতটার কথা ? সেই ঘন বর্ষার রাত···ওয়েষ্টচেস্টার কাউন্টির রাস্তায় পথ হারিয়ে ফেললুম···গাড়ি বিগড়িয়ে গেল···সেই নিভৃত অন্ধকারের অবিস্মরণীয় কটি ঘণ্টা···
ভুলিনি বার্টি···
মনে পড়ে কি ভাবে যেন তোমার পা ভিজে গিয়েছিল আর আমি বুদ্ধি করে নিজের হাতে তোমার পা থেকে মোজাজোড়া খুলে দিয়েছিলুম···
ওহো বার্টি ! চাফীর গলায় অস্বস্তির সুর ।
আরে ভায়া ঘাবড়িয়ো না । সে রাত্রে আমার ব্যবহার বিন্দুমাত্র বেচাল ছিল না ! ঠিক না পলিন ? আমি শুধু প্রমাণ করতে চাইছি পলিনের কতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি,···মানে কিনা,···তাতে করে তোমাদের এই ঘটনায় কতো আনন্দ আমার ! সত্যি কথা বলতে কি পলিনের মতো এত মধুর মেয়ে খুব কমই আছে দুনিয়ায়, ওকে যে তুমি পেয়েছ এ তোমার মহাভাগ্য ভায়া !···
বেচারীর অবিশ্যি একটা হ্যাণ্ডিক্যাপ···ওর বাপ যেন ঠিক নেমে এসেছে বাইবেলের বুক অফ রেভেলেশন্‌স্‌ থেকে ।
আমার বাবা মোটেও খারাপ নয়···অবিশ্যি যদি তাকে ঠিক সোজা দিকে শুড়শুড়ি দিতে পার···
শুনলে, চাফী শুনলে ? ঐ বুড়ো ফিচেল···মানে পলির বাপ···তাকে যখন শুড়শুড়ি দেবে, খবর্দার ভুলে যেন উল্টো শুড়শুড়ি দিয়ে ফেলো না···মনে থাকবে ?
মুখ সামলে কথা বলো, বার্টি । আমার বাবা মোটেও বুড়ো ফিচেল নয় !
আচ্ছা বেশ, মাপ চাইছি । চাফীই বলুক ।
চাফী হাত ঘসতে লাগল দাড়িতে । ভড়কে গেছে কিছুটা যেন । একটু পরে আমতা আমতা করে বলে, তা প্রিয়তমে, যাই বলো, মাঝে মাঝে তোমার বাবা যেন কেমন হয়ে যান, তখন তাঁকে ম্যানেজ করা দায়···
ঠিক, আমি এইটুকুই বোঝাতে চাইছিলুম । এই সঙ্গে এটাও মনে রেখো যে বাপের হুকুমে মেয়ে আমাকেই বিয়ে করবে ।
কি বললে ? পলিন চেঁচিয়ে ওঠে ।
কেন ? তুমি জানতে না নাকি ?

জোয়ান অফ্ আর্কের মতো মুখ করে পলিন বল্লো, ইঃ তোমাকে বিয়ে? তার আগে আমার মাথায় বজ্রপাত হোক, বার্টি।

চমৎকার। এই তো চাই! সংকল্পের এমনি দৃঢ়তা, প্রেমের এমনি শক্তি! কিন্তু নাক দিয়ে আগুন বার করতে করতে আর কড়মড়িয়ে বোতলভাঙা চিবুতে চিবুতে বাপ যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন এ সাহস থাকবে তো? বাঘা নেকড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘাবড়ে যাবে না তো?

একটু থমকাল পলিন, তারপর চিন্তাকুল গলায় বলল, সেটা ঠিক, বাবাকে সামলানো সহজ কাজ হবে না। কি বলো! যাকে যখন চাই, ঠিক তারই ওপর বাবা তখন চটা···

চাফী বুক ফুলিয়ে বলল, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি তাকে দেখব।

আমি উত্তর দিলাম দৃঢ়কণ্ঠে, না, তা নয়। আমিই তাকে দেখব। সব ব্যাপারটা নির্ভয়ে আমার ওপর ছেড়ে দাও···

খিল খিল করে হেসে উঠল পলিন, অবজ্ঞার হাসি।

তুমি দেখবে, তুমি? বাবার একটা হাঁক শুনলেই তো তুমি দৌড়ে পালাবে ···ভীতু ভেড়ুয়াটির মতো···

ভ্রূ দুটিকে উঁচু করলুম একবার। হ্যাঁ, অবজ্ঞার উত্তরে অবজ্ঞা। বললুম···

ভুল করছো। হাঁক মারবে কে? তোমার বাপ? আমার দিকে চেয়ে? অসম্ভব···অকল্পনীয়। হাঁক মারার কোনো মানেই হয় না···অর্থহীন, অকারণ বোকামি। আর এমনি বোকামির আওয়াজ তোমার বাবার গলা থেকে যদি বা বারই হয় ফল হবে না কিছু তাতে। তোমার বাবাকে দেখলে আগে আমি বেশ কিছুটা নার্ভাস হতুম স্বীকার করছি। কিন্তু আর নয়। জানো, চোখের পর্দা আমার খসে গেছে, নতুন আলো আমি দেখেছি। আর তা দেখিয়েছে জীভস্। আমি দেখেছি জীভস্ তোমার বাবাকে কালবৈশাখী থেকে মলয় বাতাসে নামিয়ে আনতে পারে···তিন মিনিটের মধ্যে। আলাদিন প্রদীপের রাক্ষসের যাদু এখন আমার হাতের মুঠোয়। অতএব তোমার বাবা যখন আসবেন···নিশ্চিন্তমনে তাঁকে ছেড়ে দিও আমার হাতে! আমি নিমেষে সব ঠিক করে দেব।

চাফীর মুখ তবুও চিন্তাক্লিষ্ট। নিষ্প্রাণ গলায় সে বল্লো, আসবেন নাকি এখুনি মিঃ ষ্টোকার?

বাইরে বাগানে ভারি পায়ের শব্দ, আর শব্দ নিশ্বাসের। আমি দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে শার্লক হোমসের কায়দায় বললুম—

আমার যদি ভুল না হয়, তাহলে ওয়াটসন,···ঐ আমাদের মক্কেল আসছে।

ভুল নয়। জানলার বাইরে ভারিক্কি একটি বপু। বপুটি ঘরে প্রবেশ করল, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছতে লাগল নিঃশব্দে। বুঝলাম ধাঁধাঁ-লাগা মেজাজ। এসব লক্ষণ আমার অজানা নয়···সবে ব্রিঙ্কলের সঙ্গে মোলাকাত শেষ করার পর সব লোকেরই এমনি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগ নির্ণয়েও ভুল নেই। কপাল থেকে রুমালটা নামাতেই দেখি ফার্স্ট ক্লাস কালশিটে পড়া একটা চোখ।

সঙ্গে সঙ্গে পলিনের স্নেহময়ী কন্যাকণ্ঠের আকুতি···কি হয়েছে, বাবা?

লম্বা একটা নিশ্বাস টানল বুড়ো ষ্টোকার। তারপর পরম আক্ষেপে বলল, ইঃ···লোকটাকে ধরতেই পারলাম না।

লোকটা কে বাবা?

কি করে বলব? উফ্, একটা পাগল···ঐ ডাওয়ার হাউসে। দোতলায় জানলায় দাঁড়িয়ে স্রেফ আলু ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। হ্যাঁ বুঝতাম ব্যাটা মানুষের মতো মানুষ···নিচে নেমে আয় সামনা সামনি···তা না, খালি ওপরের জানলা থেকে আলু ছুঁড়ে মারা···

স্বীকার করতেই হবে যে ষ্টোকারের মুখে একথা শুনে ব্রিঙ্কলের প্রতি অনিচ্ছাকৃত শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। লোকটার সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে আমি পারিনি, কিন্তু একথা এখন না মেনে উপায় নেই যে উপযুক্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লোকটা সত্যিই বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে, আর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ষ্টোকার যখন ডাওয়ার হাউসের দরজায় গিয়ে ঠকঠকানি শুরু করল, তখন ব্রিঙ্কলের ভোর-বেলাকার কাঁচা ঘুম পেকে উঠবার সময় আর পেল না। চমকে জাগতেই অসহ্য মাথাধরা। অতএব ব্রিঙ্কলে রীতিবিধান সরাসরি গ্রহণ করতে এক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। খাসা কাজ করেছে সে।

আমি বললুম, বরাৎ ভালো যে লোকটা দূর পাল্লা থেকেই আপনার ওপর তার অস্তর উঁচিয়ে ছিল। কেননা সাধারণত লোকটার হাতে থাকে মাংসকাটা ছোরা বা কাটকাটার কুড়ুল···তাছাড়া ওর হাতে যেমন জোর, পাও তেমনি চলে বিদ্যুতের মতো···

নিজেকে নিয়েই এতক্ষণ ষ্টোকার এতটা বিব্রত আর বিভ্রান্ত ছিল যে ঠিক ধরতেই পারেনি যে তার সামনে বাট্রাম উপস্থিত। এবার হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একটু সম্বিত ফিরতেই বল্লো, তুমি উষ্টার না?

গলায় ভয়ের সুর।

মনটা আমার ততক্ষণে ফাঁকা মাঠের মতো উদার হয়ে গেছে। গলায় আনলুম পিঠ চাপড়ানির সুর, সম্বোধনটাকেও নামিয়ে আনলুম সাবলীল ঘনিষ্ঠতায়। বললুম···হ্যাঁ···দাদা ষ্টোকার, আমি। সেই চিরপুরাতন আমি। আগেও যাকে দেখেছিলে এখনো তাকেই দেখছ। সেই বাট্রাম উষ্টার।

একবার সে তাকাতে লাগল চাফীর মুখের দিকে, একবার পলিনের। তাকাতে লাগল ফ্যাল ফ্যাল করে। আশ্বাসের আবেদনে, বিশ্বাসের সমর্থনে। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে বল্লো, মুখটা···মুখটা তাহলে অমন কেন?

আমি বললুম, আজ্ঞে, ও কিছুনা। রদ্দুরে পুড়েছে। তবে দাদা ঠিক সময় এসে পড়েছ। তোমারই খোঁজ করছিলুম বললে হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হবে, তবে তোমাকে দেখে যে দারুণ খুশি হয়েছি তা বলাই বাহুল্য। একটা জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে···

অ্যাঁ?

অ্যাঁ···নয় দাদা, হ্যাঁ। মন দিয়ে শোনো। আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের যে মতলব করছিলে না? সেটা বাতিল। বুঝলে? বিলকুল বাতিল। স্রেফ ভুলে যাও, ধুয়ে পুঁছে ফেলো মন থেকে। কেমন?

যে অপরিসীম সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলি বললুম, প্রশংসা দিয়ে তার কূল পাওয়া যায় না। এমনকি এক লহমার জন্যে শংকিত হলুম বাড়াবাড়ি করে ফেললুম না তো! কেন না পলিনের দিকে চোখ পড়তেই তার চোখে যে গভীর শ্রদ্ধাবিমুগ্ধদৃষ্টি দেখলুম, তাতে ভয় হোলো···আমার এই বিশাল বীরত্বে বিমোহিত হয়ে সে আবার মত না বদলায়,···চাফীকে ছেড়ে আমারই ওপর আবার না ভর করে। অতএব আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে চাফীর দিকে আঙুল দেখিয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবটা ঘোষণা করলুম···তোমার মেয়ে বিয়ে করছে কাকে জানো? চাফী···মানে আমাদের লর্ড চাফনেলকে।

কি বললে? ঘোঁৎ করে উঠল ষ্টোকার।

যা বলেছি তাই বিলকুল পাকাপাকি। এর আর কোনো নড়চড় নেই···

দেখা গেল বেশ বিচলিত হয়েছে ষ্টোকার। মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল···

কথাটা কি সত্যি?

হ্যাঁ বাবা।

তাহলে তেমনি লোককেই তুমি বিয়ে করতে চাও যে তোমার বাবাকে বলে কিনা···ড্যাবডেবে-চোখো বুড়ো জোচ্চোর।

উৎসাহিত হয়ে উঠলুম, চাফীকে শুধোলুম, বলেছিলে নাকি একথা···কি যেন ? ড্যাবডেবে-চোখো বুড়ো জোচ্চোর ?

চাফীর থুতনিটা ঝুলে পড়েছিল, সামলে নিয়ে দুর্বল গলায় উত্তর দিল সে; কক্ষনো বলিনি।

আলবৎ বলেছিলে···দাবড়ে উঠল ষ্টোকার, যখন আমি বলেছিলাম, তোমার এ বাড়ি কিনব না···

চাফী আমতা আমতা করে বলল, তা, তা···সেটা একটা দুর্বল মুহূর্তের···

পলিন বাধা দিল। বুঝল আলোচনাটা বিপথে চলেছে। মেয়েরা সোজা কথার জাত।

সে যাই হোক, বাবা, আমি ওকে এখন বিয়ে করবই···

কভি নেহি···

বাঃ, আমি যে ওকে ভীষণ ভালোবাসি···

বটে ? আর কালই তোমার ভালোবাসা ছিল এই ভূষোমুখো বাঁদরটার সঙ্গে !

বুক চিতিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম। কোনো মেয়ের বাপ যদি হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে আমরা উষ্টাররা তাতে কিছু মনে করিনে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে।

কড়া গলায় বললুম, তর্ক করতে হলেও তার একটা ভব্যতা আছে। তার বাইরে পা বাড়িয়ো না। আর তাছাড়া আমার মুখে এটা ভুষো নয়···জুতোর কালি।

আমার গলা ছাপিয়ে পলিন বলে উঠল, মোটেই আমার ভালোবাসা ছিল না বার্টির সঙ্গে।

তুমি কিন্তু বলেছিলে, তাই···

বাঃ, মুখে বললেই বুঝি হোলো ?

আর একবার ঘোঁৎ করে উঠল ষ্টোকার, আসল কথা হচ্ছে তোমার নিজের মন তুমি নিজেই জানো না ভাল করে, সুতরাং তোমার বিয়ে আমিই ঠিক করব।

যতোই ঠিকই করো, বার্টিকে আমি কিছুতেই বিয়ে করছি নে···

তা কোরো না। তবে এই দৌলত-শিকারী ফুতো কাপ্তেন লর্ড বাহাদুরকেও বিয়ে করতে তুমি পারবে না, এও আমি বলে দিচ্ছি···

ঘা-টা এবার লাগল চাফীর। সে বলল, তার মানে? দো…দো…দৌলত শিকারী? আমি? ফুতো কাপ্তেন? আমাকে বলা হচ্ছে?

আলবৎ তোমাকে। একটা ফুটো পয়সা যার নেই, সে কিনা চায় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে? সেই যে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম তার সেই চরিত্রটা কি যেন তার নাম? তুমি হচ্ছ ঠিক সেই। দাঁড়াও, মনে পড়েছে, হ্যাঁ…লর্ড অট্অট্লে।

চাফীর নাভি থেকে ওষ্ঠ ভেদ করে বার হয়ে এল একটা জান্তব আর্তনাদ।

লর্ড অট্অট্লে!

পলিন এগিয়ে এল আবার।

তুমি বিলকুল বাজে কথা বলছ বাবা। আসলে মার্মাডিউক এত ভদ্র যে টাকার অভাব বুঝে সে এতদিন আমাকে বিয়ের প্রস্তাবটুকু পর্যন্ত করেনি। তারপর তুমি যখন কথা দিলে যে ওর বাড়ি তুমি কিনবে, তার পাঁচ মিনিট না যেতেই ও দৌড়ে এসে প্রস্তাব করতে শুরু করল। বাড়িটা যদি তুমি নাই কিনবে তো ওকে কথা দিয়েছিলে কেন? আর কিনবে নাই বা কেন তাও তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনে!

ষ্টোকার বলল, কিনব বলেছিলাম তার কারণ গ্রসপের অনুরোধ এড়াতে পারিনি। কিন্তু এখন? ও লোকটাকে খুশি করতে আমি একটা ভাঙ্গা বাদাম পর্যন্ত কিনতে রাজি নই।

আমার কিন্তু এখন মন্তব্য করা কর্তব্য। বললুম, বুড়ো গ্রসপ লোকটা মন্দ নয়। আমার তো ভালোই লাগে।

বটে? তুমিই তাহলে এদের মর্জি সামলাও! আমি এর মধ্যে নেই।

আমি আবার বললুম, আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা অবশ্য অতি সম্প্রতি বদলেছে। কাল রাত্রে গ্রসপ সিব্যারীকে যেভাবে ঠেঙিয়েছে তাতে তাকে না পছন্দ করে আমি পারিনে।

ষ্টোকার বাঁ চোখটা বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকাল। ডান চোখটি সন্ধ্যাগমে মুদিত কমলের মতো। সত্যি, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, ব্রিঙ্কলে লোকটাকে কুশলী বলতে হবে। এতটা দূর থেকে ঠিক টিপ করে চোখের ওপর আলু ছুঁড়ে মারা সোজা কথা নয়। আলু মানেই তো গোল আলু নয়, এবড়ো খেবড়ো গাঁট-ওয়ালা চেহারা…সেই আলু আঙ্গুলের নির্ঘাত টিপ করে ছুঁড়তে হলে মুন্সিয়ানা লাগে।

কি বলছ তুমি, গ্রসপ ঐ নির্বোধ ছেলেটাকে ঠেঙিয়েছে?

ঠেঙিয়েছে মানে? বলা উচিত পরিণত বুদ্ধি আর অবিচল দৃঢ়তার সঙ্গে প্রহার করেছে।

কি তাজ্জব কাণ্ড!

ফিল্মের সেই রকম কোনো দৃশ্য আপনাদের চোখে পড়েছে কিনা জানিনে যেখানে কোনো একটা কর্কশ মেজাজের জাহাঁবাজ লোকের কানে হঠাৎ ভেসে এল ছেলেবেলায় দোলনায় শুয়ে মাতৃকণ্ঠে শোনা একটি ভুলে-যাওয়া গানের সুর,...পরমুহূর্তে ক্লোজ-আপে দেখলেন সে হেন লোকের মুখ করুণায় দ্রব হয়ে আসছে, গলে যাচ্ছে মেজাজ, প্রাণ কেঁদে উঠছে নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রেরণায়। আমার সব সময়ই মনে হয়েছে এমনি অনর্থ একটা চারিত্রিক পরিবর্তন বড়ো ধাঁ করে যেন দেখানো হয়ে গেল, কিন্তু বিশ্বাস করুন এইসব শক্ত ঘোড়েল মালদের হঠাৎ এমনি নরম বনে যাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা চোখের সামনে দেখলুম ষ্টোকারেরও এ হেন বদল ঘটছে। এক মুহর্ত আগে যে লোকটা ছিল ঝকঝকে ইস্পাতের মতো, পরমুহর্তেই তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে।

আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ষ্টোকার জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল। বলল...সত্যি বলছ, বুড়ো গ্লসপ এই কাজ করছে?

আমি বললুম, আমি নিজের চোখে অবশ্য মারতে দেখিনি তবে শুনেছি জীভসের কাছ থেকে, আর জীভস শুনেছে মেরী ঝির কাছ থেকে। মেরী সব ব্যাপারটা দেখেছে নিজের চোখে। সিব্যারীকে গ্লসপ কি মারটাই না মারল,...তাও আবার চুলের বুরুশ দিয়ে...

আবার বলল ষ্টোকার, তাজ্জব...তাজ্জব কি বাত!

আলো আবার ঝিলকিয়ে উঠল পলিনের চোখে। ছেলেমানুষি খুশিতে আর একটু হলেই সে হাততালি দিয়ে ফেল তো আর কি!

বললে...

দেখলে তো বাবা। তুমি মোটেই মানুষ চিনতে পারো না। খুব চমৎকার ভদ্র লোক গ্লসপ। তোমার উচিত এখনই তার সঙ্গে দেখা করে দুঃখ প্রকাশ করা আর তার কথা মত চাফীর বাড়িটা কিনে ফেলা।

হঠাৎ উল্লাসে এমনি করে কাজের কথার মধ্যে নাক গলিয়ে মোটেই ভালো করলে না...বোকা মেয়ে। যে সব কাজে খুব সুক্ষ্ম কৌশলের দরকার হয়, হয়, সে সব কাজে মেয়েরা অচল। জীভস্‌ হলে বলত এমনি অবস্থায় সবচেয়ে দরকার ব্যক্তি বিশেষের মনস্তত্ব স্টাডি করা, আর বুড়ো ষ্টোকারের যা মনস্তত্ব তা প্যাঁচাতেও বিশ্লেষণ করতে পারে। অবশ্য মাদী প্যাঁচা নয়,

মদ্দা প্যাঁচা। ষ্টোকার হচ্ছে সেই জাতীয় লোক যারা যখনই ভাবে যে তাদের কোনো প্রিয়জন পিঠে ধাক্কা দিয়ে তাদের ঠেলে নিয়ে চলতে চাইছে অমনি তারা পিঠ খাড়া করে বেঁকে দাঁড়ায়। মানে···যেরকম লোকের সম্বন্ধে বাইবেলের কথা আছে যে···যাও বললেই আসবে আর এস বললেই যাবে। আরো সোজা কথায়, দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে ঠ্যালো বললেই টানবে আর টানো বললেই ঠেলবে।

আমার ধারণা মিথ্যে হোলো না। আর মিনিট খানেক পরেই ষ্টোকার নিজের থেকেই সারা ঘরে নেচে বেড়াতো আর টুপি থেকে গোলাপ ফুল বার করে করে ছড়াতো। শুধু আলো, শুধু মধুর উত্তাপ, শুধু কোমল কারুণ্য ··এই তিন শুধুর মূর্তিমান সমন্বয় প্রায় হয়ে উঠছিল সে। এখন হঠাৎ সে শক্ত হয়ে গেল,···চোখে ফুটে উঠল ঘোলাটে দৃষ্টি। আঘাত লেগেছে তার অহমিকায়।

চোখ পাকিয়ে বললে···মোটেই না, কিছুতে না।

সে কি বাবা?

উচিত! আমার কি করা উচিত আর কি উচিত নয়,···তুমি তা আমাকে সমঝাবে?···অ্যাঁ?

আমি কথাটা সেভাবে বলিনি বাবা!

চুলোয় যাক তোমার ভাব!

ঘটনাটা আবার ঘুলিয়ে গেল। ষ্টোকার বদমেজাজী বুলডগের মতো আপন মনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। পলিনের মুখ দেখে মনে হোলো সদ্য যেন তার তলপেটে কেউ সপাটে একটা ঘুঁসি মেরেছে। আর চাফী···সবে লর্ড অট্অটলের সঙ্গে তার তুলনার বেদনা এখনো সে তো সামলে উঠতে পারেনি। বাকি রইলুম আমি। আমি বেশ বুঝতে পারছি এ অবস্থায় প্রয়োজন এমনি একজন বক্তার যার রুপোলী জিভ থেকে স্রেফ মধু ঝরে পড়বে,···কিন্তু তেমনি মধুবর্ষী বক্তার পার্টটা নিয়েই বা আমার এখন কি লাভ···বলবার বিষয় যে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে ছাই!

অতএব স্তব্ধতা। বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। বিপজ্জনক রকমের জমাট বাঁধা। এমনি সময়ে দরজায় একটু মৃদু ধাক্কা পড়ল, ঘরের মধ্যে ঢুকল জীভস।

হাতে একটি ট্রে, তার ওপর একটি খাম। বল্লো, বিরক্ত করার জন্য আমাকে মাপ করবেন স্যার, আপনার বজরা থেকে জনৈক নাবিক এইমাত্র এই টেলিগ্রামটি বহন করে এনেছে। আপনি প্রভাতে বজরা পরিত্যাগ করে

আসার সামান্য পরেই এটি ডাকে এসেছিল। বজরার ক্যাপ্টেনের ধারণা, এটি হয়তো জরুরী হতে পারে, তাই এটির বাহক নাবিককে নির্দেশ দিয়েছিল এখানে আসবার জন্যে। আমি পিছনের দরজায় তার হস্ত থেকে এটিকে সংগ্রহ করেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনার হাতে প্রদান করবার ইচ্ছায় এ ঘরে প্রবেশ করেছি।

মানে, তার এসেছে? আমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

তা এত বড় ছড়া না গেয়ে সোজাসুজি বললেই তো পারতে। থিয়েটারের পার্ট করছ নাকি? হুঁঃ!…তা দাও! যত্তোসব!

জীভস নিরুত্তর গাম্ভীর্যে খামটি ষ্টোকারের হাতে দিল এবং ট্রেটি হাতে নিয়ে বিদায় নিল। ষ্টোকার খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বকবক্ করতে লাগল, বয়ে গেছে আমার! গ্লসপের কাছে আমি যাব? হুঁঃ! সে যদি এসে আমার কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে হয় তো…

হঠাৎ মিলিয়ে গেল তার কথা। গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার হোলো, ফুঁ দিয়ে খেলনার হাঁসকে ফুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ হাওয়াটা ছেড়ে দিলে যেমন আওয়াজ হয়, ঠিক সেই রকম। হাঁ হয়ে গেল মুখ, এমন বিস্ফারিত চোখে টেলিগ্রামটার দিকে সে তাকিয়ে রইল, ঠিক সেই পরমুহূর্তেই তার মুখ থেকে এমন একটি বাক্য বার হোলো যা এমনকি এই হাল আমলের খোলাখুলি দিনেও মেয়েপুরুষের একত্র সমাবেশে উচ্চারণের অযোগ্য বলেই আমার বিশ্বাস।

পলিন একলাফে এগিয়ে এল বাবার পাশে। সান্ত্বনা-প্রদায়িনী ভঙ্গি,… যন্ত্রণা-নিবারণী, সন্তাপহারিণী বাণী।

কি হয়েছে বাবা?

বার কয়েক সশব্দে ঢোক গিলে ষ্টোকার বল্লো, যা হবার তাই হয়েছে।

বল না বাবা খুলে…কি হয়েছে?

কি হয়েছে? কি হয়েছে? শুনতে চাও? বুড়ো জর্জের উইল ওরা মানবে না, মকদ্দমা করেছে।

চমকে উঠল চাফী।

টেলিগ্রামটার ওপর চোখ বুলিয়ে পলিন বল্লো, যদি জেতে? তাহলে আমাদের পঞ্চাশ মিলিয়ন গয়া?

নির্ঘাত।

তাহলে পাই পয়সাও আমাদের থাকবে না?

আর একবার চমকে উঠল চাফী, চম্‌কানো গলায় বলে উঠল…তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে তোমাদের সব টাকা হাওয়া ?

তাইতো দাঁড়াচ্ছে ! বল্লো পলিন ।

তোমরা আর কোটিপতি নও ?

কোথায় আর !

চমৎকার ! অপূর্ব ! কি মজা ! কেয়াবাৎ ! কেয়াবাৎ !

পলিনও হঠাৎ চমকে উঠল । বল্লো, চমৎকার ? তার মানে ? ও হ্যাঁ !

ঠিক বলেছ । হি হি, ভারী মজা, তাই না ?

মজা বলে মজা ? পাই পয়সা আমারও নেই, তোমারও নেই । ব্যস্‌, তবে আর ভাবনা কি ? চলো, দৌড়ে গিয়ে বিয়ে করি…

নিশ্চয়ই…

আর আমার কোনো ভাবনা নেই । দেখি, এবার কে আমাকে অট্‌অটলে বলে ?

কেউ বলবে না ।

এমনি অবস্থায় অট্‌অটলে পড়লে কি করত ? বিয়ে করত ? না, শটকে পড়তো ?

শুধু শটকে পড়তো ? ধুলোয় মিশিয়ে যেত…হাওয়া হয়ে যেত হাওয়ায় । খুঁজেই পেতে না তাকে ।

তাহলে বলো পলিন্‌, যা ঘটল তা ভালোই ঘটল…

ভালো বলে ভালো চাফী । এত ভালো যে বলাই যায় না…

সারাজীবনে এমনি সৌভাগ্য কখনো আমার জোটেনি, পলিন…

আমারও না চাফী…

আর ছ্যাখো কাণ্ড ! ঘটল কি না একেবারে মুখোমুখি ঠিক সময়টিতে কি গো, আনন্দ হচ্ছে ?

উঃ, সে আর বলতে ?

এদের যৌবনের উত্তাপে ষ্টোকারের গালের ওপর বদরাগী একটা বিষফোড়া যেন টন্‌টনিয়ে উঠল । চেঁচিয়ে উঠল সে চড়া গলায়…

ব্যস, ব্যস, খুব হয়েছে, বকবকানি থামাও এবার । মাথা খারাপ হয়েছে তোমাদের ? অ্যাঁ ? ভেবেছ কি সব ? আমার টাকা গয়া ? আমার টাকা হাওয়া ? বললেই হোলো ? কেমন করে মকদ্দমায় ওরা জেতে আমি দেখব । আমি পাগল নই…আর বুড়ো জর্জও পাগল ছিল না । প্রমাণে সব আমি লম্বা করে দেব,…সবচেয়ে বড়ো মস্তিষ্কবিশারদ স্যার রডারিক গ্রসপ…সে সাক্ষী দেবে আমার দিকে…

পলিন বল্লো, বৃথা আশা বাবা…
কি বাজে কথা বলছ! যেই গ্লসপ কাঠগড়ায় উঠবে, অমনি ওদের কেস বুদবুদের মতো টুসকে যাবে…
কিন্তু স্যার রডারিক তোমার হয়ে আর সাক্ষী দেবেন কেন বাবা? তুমি তো তার সঙ্গে ঝগড়া করেছ।
বুড়ো ষ্টোকারের মেজাজের তাতের ওপর এক ঘটি জল পড়ল। হিস্ হিস্ করে উঠল উত্তাপটা। ঝটিতি বার হয়ে গেল বেশ খানিকটা ধোঁয়া।
ঝগড়া? কে বলছে গ্লসপের সঙ্গে আমার ঝগড়া? দেখাও, কোথায় কোন্ বেকুব আছে যে বলবে স্যার রডারিক গ্লসপের সঙ্গে আমার পেল্লাই পেয়ারের মধ্যে কোথাও একটুখানি চিড় ধরেছে। সামান্য সাময়িক একটা মতান্তর…আরে ও রকম তো পরম বন্ধুদের মধ্যে হওয়াই স্বাভাবিক! আসলে আমি আর গ্লসপ…আমরা ঠিক যেন ভাই ভাই…
কিন্তু ধরো, স্যার রডারিক যদি তোমার কাছে ক্ষমা না চান?
কে বলেছে যে তাকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে? উল্টে আমি তো তার কাছে ক্ষমা চাইব। বেশ তো, না হয় একটা ভুল করেছি, ফলে আমার যে একেবারে অভিন্নহৃদয় বন্ধু তার প্রাণে চোট লাগিয়েছি,… হ্যাঁ দোষ করেছি বৈকি…কিন্তু তাতে কি আমি ডরাই? সে অন্যায় স্বীকার করে নেবার মতো সৎসাহস আমার আছে। অতএব আমি বলব…দুঃখিত আর সেও বলবে…দুঃখিত। ব্যস, অমনি সব মিটে যাবে। স্যার রডারিক গ্লসপের মেজাজ…মস্ত খানদানি মেজাজ, জানো? দু সপ্তাহের মধ্যে তাকে আমি নিউ ইয়র্কে নিয়ে গিয়ে সাক্ষী সাবুদ শেষ করিয়ে ছেড়ে দেব। হ্যাঁ, কোথায় যেন সে থাকে? সীভিউ হোটেল না? এখুনি টেলিফোনে একটা আলোচনার সময় ঠিক করে ফেলতে হবে।
আমি এখানে একটি মন্তব্য রাখলুম, বললুম, তিনি সীভিউ হোটেলে নেই, কেন না একটু আগে জীভস্ সেখানে টেলিফোন করে তাঁকে পায়নি।
তাহলে? কোথায় সে?
তা বলতে পারব না।
আহা, তাতে কি! এদিক ওদিক কোথাও না কোথাও সে তো আছেই।
যুক্তিসঙ্গত কথা। আমি বললুম, হ্যাঁ, তাতো ঠিকই, আছেন তিনি নিশ্চয়ই কিন্তু কোথায়? খুব সম্ভব এতক্ষণে তিনি লণ্ডনে…
লণ্ডনে? কেন?
কেনই বা নয়?

আঃ। মানে লণ্ডনে যাবার তার কি প্ল্যান ছিল নাকি?
তা থাকতেও পারে।
ঠিকানা কি তার লণ্ডনের?
তা আমি জানিনে।
তোমরা জানো কেউ?
পলিন বল্লো, না।
চাফী ঘাড় নাড়ল, আমিও না।
চিড়বিড়িয়ে উঠল ষ্টোকার। বল্লো, ভালো সব কাজের লোক তোমরা, ভাগো ···ভাগো হিঁয়াসে! এখন কাজের সময়, তুমকো নেহি মাংতা হ্যায়!
জীভস্ কখন ঘরে ঢুকেছিল, শেষের কথাকটি তারই উদ্দেশ্যে। জীভস্ লোকটার একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্যই এই···এখুনি তাকে দেখতে পাচ্ছ, আবার এখুনি তাকে পাচ্ছ না। বা, ঠিক করে বলতে গেলে,···এখুনি সে নেই আবার এখুনি সে আছে। একথা-সেকথার মাঝখানে কখন তুমি সহসা উপলব্ধি করলে কার নিঃশব্দ আবির্ভাব, বুঝতেই পারলে না আগমনটা হোলো কখন···ত্যাখো, দাঁড়িয়ে আছে জীভস্!
মাপ করবেন স্যার, জীভস্ বল্লো, হুজুরের সঙ্গে এক মিনিটের একটা জরুরী দরকার।
চাফী হাত নাড়ল, পরে জীভস্
আচ্ছা স্যার।
আমরা এখন একটু ব্যস্ত আছি···
বেশ তো, স্যার।
ষ্টোকার আগের কথাটা টেনে বল্লো, স্যার রডারিকের মতো এরকম বিখ্যাত একটা লোকের পাত্তা পাওয়া কি খুব শক্ত না কি? হু'জ-হু'তেই তো ঠিকানা পাওয়া যাবে। হু'জ্ হু আছে না এক কপি বাড়িতে?
চাফী ঘাড় নাড়ল, মাথার ওপর দুহাত ছুড়ে ষ্টোকার বল্লো···কি যন্ত্রণা!
জীভস্ একটু কাশল।
আপনার এই উচ্ছ্বাসে একটু বাধা দিচ্ছি বলে মাপ করবেন স্যার, আমার মনে হয় স্যার রডারিক কোথায় আছেন তা আমি বলতে পারি। তবে কিনা স্যার রডারিক বলতে স্যার রডারিক [illegible] আপনি চান তো?
আলবৎ। ক-ডজন স্যার রডারিককে আমি চিনি? কোথায় সে?
বাগানে স্যার।
বাগানে? মানে এই বাগানে?

হ্যাঁ স্যার।

যাও, জলদি যাও, বলো এখুনি এখানে আসতে। বলো, একটা মস্তো জরুরী দরকারে মিঃ ষ্টোকার এখুনি তাকে এখানে চান। আচ্ছা থাক, থাক। তুমি যেয়ো না, আমিই যাচ্ছি! বাগানের কোন দিকটাতে সে আছে?

আমি স্বচক্ষে তাঁর দর্শনলাভ করিনি স্যার। কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতির সংবাদ পেয়েছি।

উঃ কি যন্ত্রণা! আহা, তার উপস্থিতির সংবাদটুকু যার কাছ থেকে পেয়েছে, তার কাছ থেকে এ-সংবাদটুকুও পেয়েছ কি যে সেই উপস্থিতিটা বাগানের কোনখানে?

পটিং-শেডের মধ্যে, স্যার।

পটিং-শেডের মধ্যে? সেখানে কি করছে?

কল্পনা করছি সেখানে তিনি বসে আছেন স্যার। পূর্বেই তো বলেছি স্যার, প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা আমার নেই···আমার সংবাদ···দাতা কনস্টেবল ডবসন···

অঁ্যা? কি? কনস্টেবল ডবসন? সেটা আবার কে?

এখানকার পুলিশ অফিসার স্যার, তার হাতেই তো স্যার রডারিক কাল রাত্তিরে কয়েদ হয়েছেন স্যার!

কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরটাকে খাড়া লাইনে সামনের দিকে একটু ঝাঁকিয়ে বাউ করল জীভস্, তার পরেই অন্তর্হিত হোলো ঘর থেকে।

জীভস্! হেঁকে উঠল চাফী।

জীভস্! শোনা গেল পলিনের আকুতিভরা আর্তনাদ।

জীভস্! ডাকলাম আমিও।

হেই, হেই! হুঙ্কার ছাড়ল ষ্টোকার।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শপথ করে বলতে পারি, সেটা আবার খুলল বলে চোখে পড়ল না। তবু পলকে দেখি জীভস্ আবার আমাদের মাঝখানে, মুখে তার সশ্রদ্ধ সপ্রশ্নভাব।

তাকে দেখে···

চীৎকার করে উঠল চাফী, জীভস্!

বলুন মিলর্ড!

ডুকরে উঠল পলিন, জীভস্ !
বলুন মিস্ ।
আমি যোগ দিলাম সম্বোধনে, জীভস্ !
স্যার !
খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল ষ্টোকার, এই, এই তুমি !
ষ্টোকারের এমনি কর্কশ সম্বোধন জীভসের পছন্দ হোলো কিনা বলতে পারিনে, তবে তার পাথরে-কোঁদা মুখে বিতৃষ্ণার কোনো রেখা যে ফুটে উঠল না একথা বলা বাহুল্য । এ আহ্বানেরও উত্তরে সে শুধু রল্লো স্যার ?
ষ্টোকারই শুরু করল, হঠাৎ ওভাবে চলে গেলে কেন হে ?
আমার ধারণা হয়েছিল স্যার যে লর্ড বাহাদুর এখন অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত···আমি যে সংবাদ তাঁকে দিতে এসেছিলাম তা শোনবার মতো অবসরের তাঁর অভাব । তাই আমি মনস্থ করেছিলাম যে পরে তাঁর কাছে আবার আমি আসব ।
বটে ? তা বেশ, এখন একটু দাঁড়াও তো ! চট্ করে আবার অমনি ভেগোনা !
নিশ্চয়ই স্যার ! আমি যদি বুঝতে পারতাম স্যার, যে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক, তাহলে নিশ্চয়ই আমি এস্থান ত্যাগ করতাম না । আমার বরং অনুশোচনা হচ্ছিল যে এখানে এখন আমার উপস্থিতির দরকার নেই, সে অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে আমি বাধা সৃষ্টি করছি মাত্র !
বুঝেছি, বুঝেছি ! থামো ! দাঁড়াও এখন, খবর্দার, নড়ো না !
আমি আগেও লক্ষ্য করেছি জীভসের কথাবার্তার ধরণ ষ্টোকারের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় । তাই চট্ করে আমি বললুম···
তোমার উপস্থিতিটা এখানে এখন অপরিহার্য জীভস্ ।
ঘা-খাওয়া মেষের মতো আওয়াজ করতে শুরু করেছে ষ্টোকার । চাফী এগিয়ে এল সামনে ।
জীভস্
বলুন মিলর্ড ।
তুমি বলছিলে না যে স্যার রডারিক গ্লসপকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?
আজ্ঞে হ্যাঁ মিলর্ড । এই বিষয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলার বাসনা আমার ছিল । আমি আপনাকে খবর দিতে এসেছিলাম যে গত রাত্রে তিনি কনস্টেবল ডবসন কর্তৃক ধৃত হয়েছেন আর এখন আটক রয়েছেন আমাদের হলেরই মাঠে পটিং-শেডের মধ্যে । বড় পটিং-শেডে, মিলর্ড, ছোটটাতে নয় ।

যে পটিং-শেডটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি সেটা হচ্ছে সবজি-বাগানে ঢোকবার পথে ঠিক ডান হাতে। ওটার ছাদ লাল টালি দিয়ে ছাওয়া। আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন মিলর্ড, যে আর একটা পটিং-শেড, অর্থাৎ যেটা অপেক্ষাকৃত ছোট, সেটার ছাদ হচ্ছে···

এই ওয়াশবার্ণ ষ্টোকার লোকটার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ কোনো দিন যে আমার মনে বাসা বেঁধেছে কখনো তা আপনারা ভাববেন না···কিন্তু একদম পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীরবে দেখব যে লোকটা দাঁত কপাটি লাগিয়ে মূর্ছা গেল বলে, তবু হাত গুটিয়ে বসে থাকব, এইবা উষ্টারদের পক্ষে কেমন ধারা? তাই বলতে বাধ্য হলুম, জীভস্!

বলুন স্যার!

পটিং-শেড যেটাই হোক, বাদ দাও ওকথা···

বেশ তো, বেশ তো স্যার

মানে···ওটা যাকে বলে গিয়ে···অপরিহার্য নয়, বুঝলে?

নিশ্চয়ই স্যার, বুঝছি বৈকি স্যার···

তারপর? বলো জীভস্।

বুড়ো ষ্টোকারের শ্বাসনলী দুটি দড়ির মতো ফুলে উঠেছে, মুখ চোখ লাল হয়ে উঠে যেন ফেটে পড়েছে! সেদিকে এবার স্বভাব-সুলভ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিটা বুলিয়ে জীভস্ আবার তার বিবৃতি শুরু করল।

জানা গেছে, মিলর্ড, যে কনস্টেবল ডবসনের হাতে স্যার রডারিক গ্রেপ্তার হন কাল প্রায় শেষ রাত্রের দিকে। গ্রেপ্তার করার পরই কিন্তু আসামীকে কোথায় সুরক্ষিতভাবে আটকে রাখবে এ নিয়ে কনস্টেবল ডবসনের মনে দুশ্চিন্তার উদয় হয়। আপনি স্মরণ করবেন মিলর্ড যে, মিঃ উষ্টারের গৃহের একেবারে পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ার ফলে সার্জেণ্ট ভুলের বাড়িটিও একই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। সার্জেণ্ট ভুলের বাড়িটিই ছিল এখানকার থানা,···অতএব তাঁর বাড়ি এখন নেই, থানাও তখন নেই। এদিকে অবিলম্বে যথোপযুক্ত নির্দেশ পাবারও উপায় নেই। কারণ সার্জেণ্ট ভুলে নিজেও নেই। আপনি আশা করি খবর পেয়েছেন মিলর্ড, যে অগ্নিশিখার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করতে করতে সার্জেণ্ট ভুলে মাথায় আঘাত পান ও তাঁর খুড়ীর বাড়িতে আহত অবস্থায় স্থানান্তরিত হন। এ হেন অবস্থায় কনস্টেবল ডবসন খুবই চিন্তান্বিত হয় পড়ে মিলর্ড। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমার বলা দরকার যে সার্জেণ্ট ভুলে আছেন তাঁর মত খুড়ীর বাড়িতে যিনি চাফ্‌নেল জমিদারীতেই থাকেন। তাঁর অবশ্য আর এক খুড়ী আছেন···

আবার আমাকে মুখ খুলতে হোলো,
খুড়ীর প্রসঙ্গ বাদ দাও জীভস্।
বেশ তো স্যার, বেশ তো।
মানে বুঝলে না? এ প্রসঙ্গের মধ্যে খুড়ীর প্রসঙ্গটা যাকে বলে গিয়ে···
আবশ্যিক নয়!
ঠিক বলেছেন স্যার!
তারপর! বলে চলো জীভস্!
এই যে স্যার! শেষ পর্যন্ত নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই কনস্টেবল ডবসন স্থির করে স্যার, কয়েদীকে আটক রাখার সবচেয়ে উপযোগী জায়গা হচ্ছে পটিং-শেডটা, মানে যেটা বড়ো···
বুঝেছি জীভস্···মানে, যেটার টালির ছাদ···
ঠিক বুঝেছেন স্যার। অতএব স্যার রডারিককে এই বড়ো পটিং-শেডের মধ্যে রেখে সে বাকি রাতটা পাহারা দেয়। সকালবেলা একটু আগে মালীরা কাজে আসে তাদের মধ্যে একটি ছোকরা নাম তার···
ঠিক আছে জীভস্, নাম বাদ দাও···
বেশ তো স্যার। এই ছোকরাটিকে ডেকে তার জিম্মার স্যার রডারিককে রেখে কনস্টেবল ডবসন সার্জেণ্ট ভুলের নতুন বাসস্থানের দিকে যাত্রা করে এই আশা নিয়ে যে সার্জেণ্ট এতক্ষণে এ ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করবার মতো যথোপযুক্ত সুস্থ হয়েছেন। ভুলের স্বাস্থ্য মিলর্ড, খুবই ভালো, তার ওপর পুরো একরাত্রির বিশ্রাম। সকালবেলা তিনি ঠিক সময়েই ঘুম থেকে উঠেছেন এবং বেশ চন্‌চনে ক্ষিদে নিয়ে এক রাশ প্রাতরাশ ভোজন করেছেন।
প্রাতরাশ! কথাটা বাট্রাম বেচারার দগদগে ক্ষতের ওপর নতুন করে ঘা দিল। ইস্পাত-কঠিন আমার আত্মসংযম,···তবু প্রায় মুখ ফুটে বার হয়ে এল একটি অস্ফুট আর্তনাদ!
জীভস্ শেষ করল, কনস্টেবল ডবসনের কাছ থেকে খবর পেয়েই সার্জেণ্ট ভুলে সোজা এখানে এসেছেন লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে।
লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে কেন?
লর্ড বাহাদুরই জমিদারীর ম্যাজিস্ট্রেট, স্যার।
ও হ্যাঁ, ঠিকই তো।
সাময়িক কয়েদ থেকে আসামীকে পাকাপাকি জেলখানায় পাঠানোর

এক্তিয়ার এখন লর্ড বাহাদুরের স্যার। আর, সার্জেন্ট লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করছেন মিলর্ড!

প্রাতরাশ কথাটা বাট্রামের অন্তরকে কম্পিত করেছিল মাত্র, জেলখানা কথাটা বুড়ো ষ্টোকারের বুকে যেন শক্তিশেল হানল। একেবারে হাউহাউ করে উঠল সে, জেলখানা? জেলখানা কেন? কোন্ হতভাগা গাধা বাঁদর পুলিশ গ্রসপকে জেলখানায় পাঠায় দেখি?

তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ আছে স্যার! চুরির চার্জ।

চুরি?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, চুরি।

নিঃসহায় করুণ চোখে আমার দিকে তাকালো ষ্টোকার। এত লোক থাকতে আমার দিকে কেন তা বলতে পারিনে, তবে আমার ইচ্ছে হোলো বুড়োকে প্রবোধ দেবার জন্যে তার পাকা মাথায় কয়েকটা চাপড় মারি। ডান হাতটা সবে মাত্র তুলেছি, এমন সময় পিছনে তীব্র তীক্ষ্ণ তারস্বর···ঠিক যেন আহত মুরগির আর্তনাদ।

দড়াম করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন লেডী চাফনেল।

মার্মাডিউক!

লেডী চাফনেলের এহেন ক্ষণের মনের অবস্থার পরিচয় লেখনীমুখে প্রকাশ করা অসম্ভব,···পাঠক এইটুকুতেই কিছুটা আঁচ পারেন যে হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমার মুখটা চোখে পড়তেও তাঁর একটুও ভাববৈলক্ষণ্য ঘটল না।

মার্মাডিউক! এ কি সাংঘাতিক খবর! স্যার রডারিক···

চাফী বললো, আমার মনে হোলো একটু বিরক্তিভরা স্বরেই যেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি···এই মাত্র জীভসের কাছ থেকে···

কিন্তু কি হবে এখন মার্মাডিউক?

আমি জানি না, তা···

সব আমার দোষ, আমার দোষেই এমনিটা ঘটল···

চাফী খাড়া হয়ে উঠল।

যতোই সে ঘাবড়াক বা বিরক্ত হোক, স্বাভাবিক শিভালরির অভাব কখনো তার হয়না। বল্লো, ও কথা বোলোনা মার্টল খুড়ী, তুমি কি করবে? তোমার আবার কি দোষ?

আমারই দোষ, আমি জানি আমারই সব দোষ। আমি যদি ঝগড়া না করতাম তাহলে তো আর সে অমনি কালিমুখ নিয়ে কাল বাড়ি থেকে বার হয়ে যেত না···

সত্যিই ষ্টোকারের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। আঘাতের পর আঘাত, একের পিঠেই আর এক। ঠিক শামুকের চোখের মতো বেচারার চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে, সে আওয়াজের মধ্যে থেকে শোনা গেল শুধু অস্ফুট দুটি কথা···কালি···কালি মুখ ?

আমি বুঝিয়ে বললুম, স্যার গ্লসপও তার মুখটাকে কালো কুচকুচে করেছেন···

অ্যাঁ ? কেন ?

সিব্যারীকে হাসাবার জন্যে···

টলতে টলতে দু পা পিছিয়ে ষ্টোকার ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বুঝলুম তার পক্ষে এহেন গল্প দাঁড়িয়ে শোনার চাইতে বসে বসে শোনাই নিরাপদ।

এমনি কালি তো মাখন ছাড়া মুখ থেকে উঠবে না···

না, তবে পেট্রল হলেও চলে। এ কাজে মাখন যেমন, পেট্রলও তেমনি,··· তাই না জীভস্ ?

ঠিক, স্যার।

লেডী চাফনেল মেনে নিলেন, বললেন, বেশ পেট্রল তবে। হয় পেট্রল নয় মাখন। মুখ থেকে কালি তোলবার জন্যে এ দুটোর একটা কিছু জোগাড় করতেই স্যার রডারিক মনে হয় পরের বাড়ি ঢুকেছিলেন, আর তার ফলেই···

বাক্যটা শেষ করতে পারলেন না লেডী চাফনেল, মাঝপথে থেমে গেলেন। হৃদয়াবেগ বাধা দিল, মুখরতাকে হটিয়ে দিল অনুশোচনার বাক্যহারা ব্যাকুলতা !

এদিকে ষ্টোকার···তারও অবস্থাও সুবিধের নয়, ··সে যেন গরম চুল্লীর ওপর বসে আছে।

তবু কেমন একটা ম্লান নিবন্ত আঁচের গলায় সে বল্লো,···

যাক। শেষ···খতম ! পঞ্চাশ হাজার মিলিয়ন ডলার···বরবাদ। মাঝ রাত্তিরের অন্ধকারে মুখে কালো ভুষিমাখা অবস্থায় যে লোক চুরির দায়ে ধরা পড়ে সে কি না দেবে পাগলের কেসে সাক্ষী ! সারা আমেরিকায় এমন একটা হাকিম মিলবে না যে না বলবে···সাক্ষী নিজেই পাগল !

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন লেডী চাফনেল, পাগল ? কে বললে স্যার রডারিক পাগল ? আমার ছেলেকে খুশি করতেই তো···

স্রেফ পাগল ! অমনি একটা বাচ্চা ডালকুত্তাকে খুশি করতে যে লোক এমনি কাণ্ড করে সে পাগল ছাড়া···মানে বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কিছু নয়।

হতাশার একটা কঠোর হাসি হাসল ষ্টোকার। আবার বলে চললো···
তামাসা। সমস্ত ব্যাপারটা আমার ভাগ্যের ওপর নিষ্ঠুর একটা তামাসা। এই গ্লসপ লোকটার সাক্ষীর ওপর আমি সব কিছু নির্ভর করে বসে আছি। সে কি না সাক্ষী দেবে,—আর সেই সাক্ষীর জোরে আমার পঞ্চাশ মিলিয়ন বাঁচবে! সাক্ষী দেবে যে বুড়ো জর্জের মাথা মোটেও খারাপ ছিল না! হুঁঃ। কাঠগড়ায় দাঁড়াবার দু মিনিটের মধ্যে বিপক্ষ দলের উকিল স্রেফ জলের মতো প্রমাণ করে দেবে যে আমার সাক্ষী, কি বলে···কি বলে যেন,···হ্যাঁ, মস্তিষ্ক রোগের এমন ডাকসাইটে বিশেষজ্ঞ নিজেই পাগল, নিরেট পাথুরে পাগল। হাজার বছর ধরে মামলা চালিয়ে তারা বুড়ো জর্জকে যতোটা পাগল বানাতে পারত, আমার সাক্ষীর হালফিল তার চেয়েও অনেক বেশি পাগল! হুঁঃ, বিধাতার কি লীলাখেলা! ভাগ্যের কি পরিণতি! হটাৎ আমার মনে পড়ছে···সেই যে কি একটা গল্প আছে···
জীভস্ একটু কাশল। ঝকঝক করে উঠল তার চোখ···
আবু বেন আদেম, স্যার?
অ্যাঁ, কি···কি বললে?
গল্পই স্যার, তবে কি না একটা কবিতা। সেই যে আবু বেন আদেম বলে একটা লোক ছিল। একদা গভীর রাত্রে নিদ্রা থেকে হঠাৎ জেগে দেখল যে মাথার কাছে দেবদূত···
জীভসের দিকে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল ষ্টোকার, খুব আস্তে গম্ভীর গলায় দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বল্লো···
গেট আউট্···
কিছু বললেন স্যার?
বলছি গেট আউট···দূর হয়ে যাও এখান থেকে···প্রাণে যদি বাঁচতে চাও!
নিশ্চয়ই স্যার!
আর তোমার ঐ দেবদূতদের সঙ্গে নিয়ে যাও···
নিশ্চয়ই স্যার, আচ্ছা স্যার।
অন্তর্ধান করলো জীভস্। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে একটা ক্লিষ্ট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ষ্টোকার। তারপর দাঁত কড়মড়িয়ে বল্লো, দেবদূত দেবদূত নামানোর আর সময় পেল না!
এমনি নির্বিচার অভদ্রতা উষ্টারদের সয় না। জীভসের স্বপক্ষে আমাকে কথা বলতেই হবে, হবেই হবে।
বললুম, ঠিকই বলেছে জীভস্। পদ্যটা স্কুলে পড়ার সময় আমাকে মুখস্ত

পর্যন্ত করতে হয়েছিল। ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম···লোকটা ঘুম ভাঙতেই দেখল বিছানার পাশে দেবদূত এসে বসেছে আর একটা খাতা খুলে তাতে লিখছে···কি? ওহ্, আচ্ছা, আচ্ছা, শুনতে না চাও তো বলব না।

তিক্ত বিরক্তিতে ঘরের একটা কোণে হটে গিয়ে একটা ছবির অ্যালবাম তুলে নিয়ে সেটা দেখতে লাগলুম। কথা যারা শোনে না···আমাদের···মানে উষ্টারদের, যেচে তাদের কথা শোনাতে বড়ো বয়েই গেছে!

এর পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বকর বকরের আর অন্ত নেই। সবাই এক সঙ্গে বক্ বক্ করছে, অবশ্য আমি ছাড়া···আর কেউ কারুর কথায় কান দিচ্ছে না। কারুর কথাতেই অবশ্য সারবস্তু কিছু নেই···বিশেষ করে ষ্টোকারের। সে যা প্রস্তাব করছে তা শুনে আমার পুরোনো ধারণাটাই বহাল হতে চলেছে যে লোকটা নিশ্চয়ই এককালে জাহাজী ডাকাত-টাকাত কিছু ছিল।

সে বলছ, আচ্ছা এ করলে কি হয়? শেডটার দরজা ভেঙে আমরা স্যার রডারিককে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এসে কোথাও লুকিয়ে রাখি আর পুলিশ ব্যাটারা যেখানে খুশি খুঁজে মরুক—

মাথা নাড়ে চাফী। —অসম্ভব।

কেন?

শুনলেনই তো ডবসন এখনো পাহারা দিচ্ছে।

ইস কনস্টেবলটা? তার মাথায় একটা ডাণ্ডা কষালেই তো হয়···

এ প্রস্তাবটা চাফীর পক্ষে পছন্দ করা অসাধ্য, নিজে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আপন এলাকার পুলিশের মাথায় ডাণ্ডা মারাটা···

মরুকগে, তাহলে ব্যাটাকে ঘুঁষ দিলেই তো হয়···

এদেশের পুলিশম্যান ঘুঁষ নেয় না।

ঘুঁস নেয় না? পুলিশে ঘুঁষ নেয় না? এ আবার কেমন দেশ রে বাবা?

পাথরের মতো গম্ভীর এককোণে খাড়া ছিলুম। পাথর গলল···আসলে আমরা উষ্টাররাও তো মানুষ। ছোট্ট ঘরখানা জুড়ে নিরুপায় হতাশার এতটা চাপ মানুষ হয়ে আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়। ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে ঘণ্টাটা টিপলাম। ফলে ইংল্যাণ্ডের পুলিশ সম্বন্ধে ষ্টোকার তার আন্তরিক মন্তব্যগুলো প্রকাশের আর সুযোগ পেল না। দরজা খুলল···আবার জীভসের আবির্ভাব।

বিতৃষ্ণাভরা চোখে ষ্টোকার তাকাল তার দিকে।

আবার এসেছ তুমি ?
হ্যাঁ স্যার।
বেশ, বলো···
আজ্ঞে স্যার ?
কি চাও তুমি ?
কিছু না স্যার। ঘন্টি শুনে এলাম স্যার !
হাত নাড়ল চাফী, বলল, না···না জীভস্, কেউ ঘণ্টা বাজায়নি, তুমি যাও···
আমি সামনে এগিয়ে এলুম, আমি বাজিয়েছি চাফী।
কিসের জন্যে ?
এই যে···এই জীভসেরই জন্যে।
জীভস্‌কে আবার কি দরকার এখন ?
আমি বললাম, চাফী ভায়া, ব্যস্ত হোয়োনা,···মন দিয়ে শোনো···
ঘরের সবাই নিশ্চয়ই চমকে উঠল আমার গলার গম্ভীর সুরে···
জীভসকেই দরকার। কাউকে যদি এখন দরকার হয়, সে হচ্ছে জীভস্। জীভস্ ছাড়া গতি নেই।
তার মানে ?
চমকিও না চাফী। আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো, এমনি অবস্থায় একজনই কেবল রাস্তা বাতলাতে পারে। সে হচ্ছে জীভস্। জট খুলতে চাও তো জীভসকে পাকড়াও।
বুঝলুম কথাটা চাফীর ঠিক আসল জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়েছে। নড়ে উঠেছে স্মৃতির অর্গল, মনে পড়ছে জীভসের অতীত কীর্তির কয়েকটা উদাহরণ।
ঠিক, ঠিক বলেছ বার্টি। জীভসই পারে, তাই না ?
আলবৎ ! আবার কে ?
হাঁ করতে যাচ্ছিল ষ্টোকার, নীরব তিরস্কার-ভরা দৃষ্টিতে আমি একবার খালি তারদিকে তাকালুম ! তারপর বললুম জীভস্, আমরা তোমার সহযোগীতা চাই, উপদেশ চাই।
বলুন স্যার
ব্যাপারটা হচ্ছে···আচ্ছা, প্রথমেই সংক্ষিপ্ত একটি মুখবন্ধ। হ্যাঁ কথাটা ঠিক তো মুখবন্ধ ?
ঠিক স্যার, মুখবন্ধ কথাটা এখানে খাটবে !
তাহলে শোনো মুখবন্ধটা···মানে ব্যাপারটার সংক্ষিপ্তসার আর কি···
এটাও ঠিক স্যার, সংক্ষিপ্তসার···

আচ্ছা বেশ! তোমার নিশ্চয়ই স্বর্গীয় মিঃ জর্জ ষ্টোকারকে মনে আছে। সেই স্বর্গীর মিঃ জর্জ ষ্টোকারের উইল অনুসারে আমাদের এই মিঃ ষ্টোকারের ওপর প্রভূত ধন সম্পত্তি অর্শেছে। তুমি এই মাত্র যে টেলিগ্রামটি আনলে তাতে এই খবরটি দেওয়া হয়েছে যে এই উইল যিনি করেছেন… মানে ঐ স্বর্গীয় মিঃ জর্জ ষ্টোকার…

বুঝেছি স্যার

হ্যাঁ, তিনি ছিলেন পাগল, একেবারে পাগলা পানকৌড়ির মতো পাগল… এই দাবী করে ঐ উইল নাকচের জন্যে আদালতে কেস্ ঠুকে দেওয়া হয়েছে।

তারপর স্যার?

এমনি মকোদ্দমায় মিঃ ষ্টোকারের হাতে প্রধান অস্ত্র হচ্ছেন স্যার রডারিক গ্লসপ। স্যার রডারিক যদি একবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে ঘোষণা করেন যে বুড়ো জর্জ ষ্টোকার মোটেই পাগল ছিলেন না, উল্টে ছিলেন পয়লা নম্বরের মাথাওয়ালা লোক, তাহলে কেল্লা ফতে। মামলা ফেঁসে যেতে বাধ্য। ষ্টোকারের ধনদৌলতও স্বস্থানেই অবস্থান করবে।

হুঁ…স্যার।

কিন্তু, জীভস্ আসল মুস্কিল হচ্ছে এই যে স্যার রডারিক তো এখন পটিং-শেডে কয়েদ, মানে ঐ বড়ো পটিং-শেডটায়…মুখ ভর্তি কালো ভুষি…আর মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে চুরির শাস্তি। বুঝতেই পারছ সাক্ষী হিসেবে তাঁর দাম কতোটা ঝুলে পড়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

পৃথিবীতে এসে, জীভস্, তুমি দুটো কাজের মধ্যে একটা করতে পারো। সমসাময়িক আর একটা মানুষ পাগল কি পাগল নয়, তার চূড়ান্ত রায় দেবার কর্তা হতে পারো, কিম্বা নিজে পাগল সেজে পটিং শেডে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে পারো। কিন্তু এই ভবজন্মে দুটো কাজ পাশাপাশি তুমি করতে পারো না। তাই নয় জীভস্?

অতি যথার্থ স্যার!

তাহলে জীভস্, উপায়?

একটি মাত্র উপায় আছে স্যার,…তা হচ্ছে স্যার রডারিককে ঐ শেড থেকে সরানো…

সভাস্থ আর সকলের দিকে আমি ফিরে তাকালুম, বলিনি আমি, জীভস্ একটা রাস্তা বার করবেই!

সবাই স্তব্ধ, স্বাকৃতিতে মৌন, কেবল ষ্টোকার ছাড়া। ও বুড়োটা খ্যাঁক খ্যাঁক করবেই।

সরানো! বাঃ বাঃ, বললেই হোলো! ভারি সোজা, না? বলি, কি করে সরাবে শুনি? তোমার দেবদূতের পাখায় চড়িয়ে হুস করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে?

ষাঁড়ের মতো আবার গজরাতে শুরু করল ষ্টোকার। আমি এক কড়া ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে জীভসের দিকে চোখ ফিরিয়ে শুধালুম···

আচ্ছা জীভস্ এই স্যার রডারিককে ঐ শেড থেকে তুমি সরাতে পারো?

পারি, স্যার।

ইতিমধ্যেই তোমার পরিকল্পনা প্রস্তুত?

প্রস্তুত স্যার।

চমকালো ষ্টোকার। না চমকিয়ে যায় কোথায়? শ্রদ্ধা বিগলিত রুদ্ধকণ্ঠে ষ্টোকার বল্লো, মাপ করো জীভস্। তোমায় যা কিছু বলেছি তুমি ভুলে যাও। এই দায় থেকে আমাকে বাঁচাও, তারপর মাঝরাত্তিরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার দেবদূতের গল্প শোনালে আমি একটুও আপত্তি করব না।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে স্যার রডারিককে পুলিশ লর্ড বাহাদুরের সামনে হাজির করার আগেই তাঁকে সরিয়ে ফেলতে হবে আর তা করতে হবে যতোটা সম্ভব সাবলীল শোভনতার সঙ্গে, তাই না? কনস্টেবল ডবসন বা সার্জেণ্ট ভুলে, দুজনের কারোর কাছেই স্যার রডারিকের পরিচয় এখনো প্রকাশ হয়ে পড়েনি। দুজনেরই ধারণা বন্দী হচ্ছে ঐ নিগ্রো শিল্পী দলের একজন, যারা মিঃ ষ্টোকারের বজরায় কাল গান বাজনা করেছিল। অতএব ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়াবার আগেই স্যার রডারিককে যদি ছাড়াতে পারা যায়, তাহলে সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।

ঠিক জীভস্ তারপর? আমি বললুম।

এখন আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের যে পন্থাটির কথা আমি ভেবে রেখেছি সেটি আপনাদের সামনে নিবেদন করি।

ষ্টোকারের আর দেরি সয়না, বলো, বলো, কী তোমাদের পন্থা? চট করে বলো।

হঠাৎ একটা কথা ধাঁ করে আমার মাথায় এল। আমি হাত তুললুম মাথার ওপর, থামো জীভস্ এক মিনিট!

স্থিরদৃষ্টিতে বুড়ো ষ্টোকারকে দেখে নিয়ে আমি বললুম···

কথাবার্তা আর অগ্রসর হওয়ার আগে দুটি বিষয় পাকাপাকি স্থির হওয়া দরকার। মিঃ ষ্টোকার, তুমি শপথ করো সে চাফীর এই চাফনেল হল তুমি কিনবে…তোমাদের মধ্যে যে দাম ধার্য হয়েছে ঠিক তাই দিয়ে।
নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়,…তিন সত্যি করলাম। হ্যাঁ, তারপর?
দাঁড়াও জীভস্, আর একটা কথার মীমাংসা হোক এখন। হ্যাঁ, আবার শোনো মিঃ ষ্টোকার, তোমার মেয়ে পলিনের সঙ্গে আবার বিয়ের কথাটা বিলকুল বাজে। বিয়ে ওর হবে এই চাফীর সঙ্গে। বলো, মত দিচ্ছ তুমি?
দিচ্ছি, দিচ্ছি, দিচ্ছি, একবার…দুবার…তিনবার!
বেশ! জীভস্, এইবার তুমি বলতে পারো।
আমি জীভসকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলুম। দেখলুম আমার বুদ্ধির নির্বাক তারিফে তার চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।
জীভস্ শুরু করলো, ব্যাপারটা বিশেষভাবে চিন্তা করার পর আমি এই নিষ্পত্তিতে উপনীত হয়েছে স্যার, যে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রধান অসুবিধে হচ্ছে পটিং-শেডের দোরগোড়ায় কনেষ্টবল ডবসনের উপস্থিতি।
খাঁটি কথা, জীভস্।
অতএব স্যার, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথের এই যে প্রধান বাধা, এই কনষ্টেবল ডবসন, আমাদের পথ থেকে একে অপসৃত করাই হচ্ছে প্রথম কাজ।
খেঁকিয়ে উঠল ষ্টোকার…একথা আমি প্রথমেই বলেছিলাম, তখন আমার কথা তোমরা কেউ শুনলে না।
আমি ধমক দিলুম, জানি জানি তুমি চেয়েছিলে ডাণ্ডা মেরে লোকটাকে ঠাণ্ডা করতে। যতো সব বাজে গোঁয়ার্তুমি! এ অবস্থায় দরকার কি…কি যেন কথাটা জীভস্?
চাতুর্য স্যার, সুনিপুণ সুক্ষ্ম চাতুর্য!
ঠিক বলেছ। তারপর? বলো জীভস্।
আমার মতে স্যার, এ কাজটা সহজেই সমাধা হতে পারে যদি তার কাছে খবর পাঠানো যায় যে র‍্যাস্‌পবেরী ঝোপের ধারে মেরী-ঝি তার জন্যে অপেক্ষা করছে।
ধন্য জীভস্! লোকটার বিচক্ষণতা দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গেলুম, তবে একেবারে যে বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেলুম তা নয়।
সকলকে বুঝিয়ে বললুম, এই মেরী-ঝি হচ্ছে ঐ ডবসন লোকটার বাক্‌দত্তা। আমি অবশ্য দূর থেকে তাকে দেখেছি তবে যেটুকু লক্ষ্য করেছি এ ঠিক সেই

টাইপের মেয়ে যাকে দেখে যে কোনো ছোকরা কনষ্টেবলের রক্ত চন্মনে হয়ে উঠবে আর ডাক শুনলেই ঝোপের আড়াল দেখা করতে দৌড়ে আসবে। একেবারে যৌন-আবেদনে টইটম্বুর···কি বলো জীভস্ ?

খুবই আকর্ষণীয় ধরণের যুবতী স্যার। তাছাড়া ব্যাপারটা আরো পাকা করা যায়, যদি এই কথাটি খবরের মধ্যে জুড়ে দেওয়া যায় যে মেরী শুধু যে অপেক্ষা করছে তা নয়, এক তাড়া জ্যাম স্যাণ্ডউইচ আর এক পেয়ালা কফি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি জানি ডবসন এখনো ব্রেকফাষ্ট খায়নি।

এক পা হটে গেলুম কথাটা শুনে। আর্তকণ্ঠে বললুম, এ লাইনটা চট্‌পট সেরে নাও জীভস্, আর বাড়িও না। ভেবেছ কি···আমি কি পাথর দিয়ে গড়া ?

মাপ করবেন স্যার। ভুলে গিয়েছিলাম···

ঠিক আছে জীভস্। এখন তাহলে তোমার মেরীকে ঠিক করতে হবে।

মোটেই না স্যার! আসলে এতক্ষণ আমি তো মেরীর হয়েই আপনাদের কাছে কথা বলছিলাম। পুলিশ অফিসারটিকে ব্রেকফার্ষ্ট···মাপ করবেন, মানে তার তৃপ্তি বিধানের জন্যে মেরী তো উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এখন বরং তাকে এই খবরটুকু দিলেই হয় যেন কনষ্টেবলই খবরটা পাঠাচ্ছে···যে সে-ই মেরীর জন্যে অপেক্ষা করছে।

একটি অসুবিধে জীভস্। একেবারে মৌলিক গলদও বলতে পারো। লোকটা যদি খেতেই চায়, তাহলে সোজা এ বাড়িতে এলেই তো পারে ?

তার ভয় আছে স্যার, বাড়িতে এলে সার্জেণ্ট ভুলের নজরে পড়ে যেতে পারে। তার ওপর কড়া হুকুম ঘাঁটি ছেড়ে একপাও যেন সে না নড়ে।

চাফী বল্লো, তাহলে ? তাহলে সে কি নড়বে ?

থামো ভায়া, আমি ধমকে উঠলুম, শুনছ না সকাল থেকে লোকটার পেটে কিছু পড়েনি ? আর এদিকে মেয়েটা যাচ্ছে কফি আর স্যাণ্ডউইচে একেবারে সপ্‌সপে্‌ হয়ে ? যতো আজে-বাজে প্রশ্ন করাই তোমার বদ স্বভাব ! হ্যাঁ, বলো জীভস্। তারপর ?

কনষ্টেবলের অনুপস্থিতির অবসরে স্যার, স্যার রডারিককে সরিয়ে গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখতে কোনো অসুবিধেই হবে না। লর্ড বাহাদুরের শোবার ঘরই তো প্রশস্ত স্থান।

আর ডবসনেরও স্বীকার করবার সাহস হবে না যে সে কয়েদীকে ছেড়ে একপাও কোথাও নড়েছিল, এই না ?

ঠিক স্যার! ডবসনের মুখ খোলার সাধ্য কি ?

বুড়ো ষ্টোকার এতক্ষণ স্থির হয়ে চুপ করে শুনছিল। এবার সে তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে এল।

হবে না, হবে না, এ চলবে না গ্রসপকে সরানো হয়তো চলবে কিন্তু পুলিশগুলো ঠিক বুঝে ফেলবে কোথাও যেন একটা ষড়যন্ত্র আছে। আসামী যদি ভাগে, তারাও কি বোকা হয়ে থাকবে? কি করে পালালো···কি করে পালালো···ভাবতে ভাবতে ঠিক বুঝে ফেলবে যে আমরা আছি এর মধ্যে। এই ধরো না কাল রাত্তিরে আমার বজরায়···

ষ্টোকার আর কথা বাড়ালো না। বুঝলুম যা অতীত, যা মৃত তাকে আর টেনে বের করতে সে চায় না। কিন্তু সে যা বলতে চাইছিল তার মমার্থ হচ্ছে এই যে আমি যখন তার বজরা থেকে সরে পড়ি, তখন তার বুঝে উঠতে খুব একটা কিছু দেরী হয়নি···যে এর মূলে আছে জীভস্।

অতএব আমি বলতে বাধ্য হলুম, এটা একটা পয়েণ্ট জীভস্। পুলিশরা হয়তো হারানো আসামীর ব্যাপারে চূড়ান্ত একটা কিছু করতে পারবে না, কিন্তু এ নিয়ে এদিকে সেদিকে কানঘুঁসো চলবেই। আমরা যে ব্যবস্থাই করি না কেন, মুখ একবার যাদের খুলবে তাদের সকলের মুখচাপা দিতে তো পারব না। এটুকু অন্তত শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়বেই যে কাল রাত্তিরবেলা যে লোকটা কালিমাখা মুখ নিয়ে ধরা পড়েছিল সে আমাদের গ্রসপ। স্থানীয় খবরের কাগজওয়ালাদের কানে ব্যাপারটা উঠবে! তারপর ধরো কেলেঙ্কারীর কাহিনী লেখার লোকের তো অভাব নেই···ড্রোনের আড্ডার কয়েকজনের কান তো এমনি কেচ্ছার জন্যে শুধু সর্বদা খাড়া থাকে তা নয়,···পত্ পত্ করে নড়ে। গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, তার চেয়ে বুড়ো গ্রসপের কয়েক বছর জেলখানায় কাটিয়ে আসাও ভালো।

না স্যার, কয়েদীকে শুধু লোপাট করলে চলবে না। শেডের মধ্যে এক কয়েদীর বদলে আর এক কয়েদীকে থাকতে হবে।

অ্যাঁ?

আমার প্রস্তাব স্যার, স্যার রডারিকের বদলে শেডের মধ্যে আশ্রয় নেবেন আপনি।

আমি?

নিশ্চয়ই স্যার। আসামীকে যখন লর্ড বাহাদুরের সামনে হাজির করার হুকুম হবে, তখন সত্যি সত্যি শেডের মধ্যে কালি মুখো কয়েদীর একজনকে পাওয়া চাই-ই-চাই।

কিন্তু…কিন্তু…আমি কি বুড়ো গ্রসপের মতো দেখতে? বলো কি? আমাদের দুজনের চেহারাই যে আলাদা। ধরো; আমি হচ্ছি ছিপছিপে তরুণ, ভালো কথায় পেলবকান্তিও বলতে পারো, আর গ্রসপ? মরুকগে… আমার প্রাণের বন্ধুর খুড়ীর সঙ্গে যায় এমনি একটা উষ্ণ মধুর সম্পর্ক…তার চেহারা নিয়ে আমি কোনো কটাক্ষ করতে চাইনে…তবে কিনা…ধরো, তোমার কল্পনাকে যতোই টানো তবু কি পারবে? পারবে গ্রপসকে শোভন-দর্শন পেলবকান্তি বলতে?

আপনি ভুলে যাচ্ছেন স্যার, যে এ পর্যন্ত একমাত্র কেবল কনষ্টেবল ডবসনই কয়েদীকে চোখে দেখেছে। আর তার চোখ যতোই সজাগ হোক, মুখ তার বন্ধ।

কথাটা সত্যি। সত্যিই আমার ভুল হচ্ছিল। তবু প্রতিবাদ না করে যাই কোথায়?

তা…তা ঠিক, কিন্তু, দুত্তোর ছাই জীভস, বন্ধুর পারিবারিক বিপত্তিতে যতোই আমার প্রাণ কাঁদুক, তার জন্যে কিনা তুমি বলো যে চুরির দায় মাথায় নেব? আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বচ্ছর শ্রীঘর-বাস?

কোনো ভয় নেই স্যার, কোনো ভয় নেই। জানলা ভেঙে যে-ঘরে ঢোকার জন্যে স্যার রডারিক গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেটা আসলে তো আপনারই গ্যারেজ…

তবু জীভস্ এক মিনিট ভেবে দ্যাখো…চিন্তা করো, কল্পনা করো, অবস্থাটা বিবেচনা করো…পরিস্থিতিটা দাঁড়াবে কি তাহলে? নিজের গ্যারেজে নিজেই ঢুকেছি বলে কিনা গ্রেপ্তার হয়ে গেলুম আর নিঃশব্দে সেটা মেনে নিয়ে সারারাত্রি পুলিশ পাহারায় বসে রইলুম। এটা…এটা যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

সার্জেন্ট ভুলেকে এটা বিশ্বাস করাতে পারলেই তো হোলো স্যার! কনষ্টেবল ডবসনের কথা ছেড়ে দিন…তার তো মুখে চাবি…

কিন্তু তোমার ভুলে ভুলেও এমনি ধারা ব্যাপার বিশ্বাস করবে না…

কি বলেন স্যার? সার্জেন্ট ভুলে খুবই জানে, যে ঘর ছেড়ে গ্যারেজ বা শেডে এসে ঘুমোনো আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক অভ্যাস।

এতক্ষণ চাফী ছিল চুপচাপ এবার সে খুসীর চমকে চীৎকার করে উঠল। ঠিক, ঠিক, ঠিক। ভুলে সোজা ধরে নেবে…এতো তোমার পুরোনো খেয়ালেরই পুনরাবৃত্তি হে!

আর উপায় নেই। ধরা পড়ে গেলুম বলে। তবু শেষ চেষ্টা করলুম। গলাতে

যতোটা সম্ভব তিক্ততা ঢেলে দিয়ে বললুম, বটে। অতএব তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে চাফনেল জমিদারীর ইতিহাসে আমার নাম পাকাপাকি হয়ে লেখা থাক···পাঁড় মাতাল আর বদ্ধ পাগল বলে।

কে বল্লো? পলিন প্রস্তাব করলো, সার্জেণ্ট বড়ো জোর ভাববে লোকটা স্রেফ খামখেয়ালী!

চাফী উত্তর দিল, ঠিক তো।

আমার দিকে ফিরে অনুনয় ভরে এবার সে বল্লো, বাটি, সত্যি কি তুমি বলতে চাও যে এটুকু তুমি আমার জন্যে করবে না। শুধু এইটুকুর জন্যেই যে লোকে তোমায় কি ভাববে···তোমার···

মস্তিষ্ক শূন্যগর্ভ, বল্লো পলিন।

অ্যাই, ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম! এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? এমনি ব্যবহার করবে বার্টি? বার্টি উষ্টার? বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে সামান্য এতটুকু অসুবিধেকে যে কখনো ডরায় না। বন্ধুর উপকারের জন্যে সে তো লাফিয়ে পড়ে?

পলিন বল্লো, সে আর বলতে? ঝাঁপিয়ে পড়ে!

বুড়ো ষ্টোকার বল্লো, আমি তো চিরদিন ভেবে এসেছি ছেলেটি চমৎকার, প্রথম দিন থেকেই ভেবে এসেছি···

লেডী চাফনেল বললেন, আমাকে শুনতে হবে একথা? আমি জানি বার্টির মতো এমন ছেলে ছুটি নেই। আজকালকার ছেলে ছোকরাদের থেকে ও একেবারে আলাদা···

আর কি সুন্দর চেহারা···

বলতে? আহা, কি মিষ্টি মুখখানা···

মাথাটা ঘুরতে শুরু করছে আমার। এতো ঝুড়ি ঝুড়ি স্তুতিবচনের ধাক্কা সামলানো দায়! দিশেহারা ভাব, ঘোলাটে চোখ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ঢেউ-এর ধাক্কায়!

ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, আহা, শোনো শোনো, কথাটা শোনোই না আমার···

কে শোনে?

চাফী আবার শুরু করেছে, এই বার্টি উষ্টার, এর সঙ্গে আমার ইস্কুল বেলাকার বন্ধুত্ব! তারও আগে···সেই পাঠশালার যুগের! তারপর ইটন, তারপর অক্সফোর্ড। জানো তোমরা? প্রত্যেকে ওকে ভালোবাসত···আহা! প্রাণের চেয়েও···

পলিন শুধালো, ওর অকৃত্রিম পরোপকারী নিঃস্বার্থ হৃদয়বৃত্তির জন্যেই তো?

নিশ্চয়! ঠিক ধরেছ তুমি! একেবারে আসল জায়গাটিতে ঘা দিয়েছ!
বন্ধুর উপকারের জন্যে ও করেনি কি? জলে ঝাঁপ দিয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে! বন্ধুর শত অন্যায়ের শাস্তি নিজের চওড়া বুকে পেতে নিয়ে মাথা উঁচু করে সয়েছে! বন্ধু বলেই আমি জানি। আর কেউ তোমরা জানো না ওর সত্য পরিচয়! কতোটুকু তোমরা চেনো এই বার্টি উষ্টারকে?

সত্যি বলছ? কি আশ্চর্য, কি অপূর্ব! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার! বল্লো পলিন।

ষ্টোকার বল্লো, ঠিক! আমি এতদিন যা ভেবে এসেছি, ঠিক তাই!

চাফনেল খুড়ী বল্লেন, হবে না? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। কতো বড়ো বংশের ছেলে দেখতে হবে তো?

চাফী বল্লো, কতোটুকু তখন আমরা? পুঁচকে ইস্কুলের ছেলে! তখনই বাঘের মতো বদরাগী হেড মাষ্টারের সামনে বুক চিতিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া মাথা উঁচিয়ে ওর দাঁড়াবার দৃশ্যটা যদি তোমরা দেখতে…

দুহাত মাথার ওপর উঁচু করে তুলে চীৎকার করে উঠলুম, থাক্ থাক্ যথেষ্ট হয়েছে, প্রচুর হয়েছে, থামো চাফী থামো। যাব আমি! যাব এই দুর্গম অগ্নিপরীক্ষায়! একটা কথা। ফিরে যখন আসব, খেতে পাবো তো? ব্রেকফাষ্ট?

অ্যাঁ? বলতে…বার্টি বলতে? এমন ব্রেকফাষ্ট তোমার জন্যে তৈরি থাকবে যা এ বাড়ির কেউ কখনো চোখে পর্যন্ত দেখেনি…

ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলুম,

মাছ ভাজা?

বল কি? গাড়ি গাড়ি মাছভাজা…

টোষ্ট?

জরুর! পাঁজা পাঁজা টোষ্ট…

কফি?

আলবৎ! বালতি বালতি কফি!

মঞ্জুর। চলো জীভস্, আমি প্রস্তুত।

বহুৎ আচ্ছা স্যার। খালি একটা কথা বলতে যদি অনুমতি দেন…

কি কথা জীভস্?

জীবনে যতো কাজ স্যার আপনি করেছেন তার মধ্যে আজ এই যা আপনি করতে চলেছেন এ হচ্ছে…সবসে বড়িয়া কাম!

থ্যাঙ্ক ইউ জীভস্।

সত্যি। বেশ বলেছে জীভস্‌। আসল কথাটিকে গুছিয়ে বলতে জীভসের জুড়ি নেই।

মেঘমুক্ত সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত। স্থান···চাফনেল হলের ছোট প্রভাতী ঘর, সেখানে একটি আরামদায়ক চেয়ারে আমি আসীন। পিছনে দণ্ডায়মান জীভস্‌। আমার সামনে একটি ছোট টেবিল। তার ওপরে দু-জোড়া ভাজা হেরিং মাছের কঙ্কাল, শূন্য একটি টোষ্টের পাত্র আর কফির কেটলি। ব্যক্তি আর বস্তু···সব কিছুর ওপর সূর্যালোকের উষ্ণ স্পর্শ, সূর্যকিরণের খেলা। কেটলিটি উপুড় করে কফির শেষ ফোঁটা কটি কাপে ঢেলে নিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছি আমি। চুমুক দিচ্ছি আর ভাবছি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা, যে পরুষ স্পর্শ তারা রেখে গেছে আমার ওপর। দৃষ্টিতে এনেছে নতুনতর গাম্ভীর্য, মনে এনেছে গভীরতর অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ-গম্ভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম টোষ্ট আর নেই, শেষ—মাছভাজারও রয়েছে শুধু ধ্বংসাবশেষ। চোখ তুলে তাকালুম।

এখন এখানে রান্না কে করে জীভস্‌?

একটি নতুন মেয়েছেলে স্যার, নাম পার্কিনস্‌।

চমৎকার ব্রেকফাষ্ট বানায়। বোলো তাকে আমি বলেছি।

নিশ্চয়ই স্যার।

কাপের তলানিটুকু ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিয়ে বললুম, কি বলো জীভস্‌? এ যেন মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের পর আবার সুনির্মল নীল আকাশ আর সূর্যের তাজা আলো, তাই না?

একেবারে তাই স্যার।

ঝড় কিন্তু কম গেল না, কি বলো?

খুবই ঝামেলা গেছে স্যার এক এক সময়।

ঝামেলা? উফ্‌ ঝামেলা বলতে জীভস্‌? শেষ পর্যন্ত আমার ঝামেলা, মানে আমার বিচারটার কথা মনে করো তো? নিজের প্রশংসা নিজে করতে চাইনে, কিন্তু যাই বলো, আমি কিন্তু খুব শক্ত লোক আছি, হ্যাঁ। জীবনে কতো অবাঞ্ছিত ঘটনাই তো ঘটে···তাতে খুব সহজে বিচলিত হবার পাত্তর আমি নই। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে হাকিম চাক্কীর সামনে আসামী সেজে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর মতো অস্বস্তিকর অবস্থা

আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে। আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলুম। কি রকম গুরুগম্ভীর হাকিমী চেহারা করেছিল চাফী—দেখেছিলে? তার ওপর আবার ইয়া মোটা শিং-এর ফ্রেমের চশমা নাকের ডগায় বসাতে কখনো তো ওকে দেখিনি!

আমি শুনেছি স্যার যে লর্ড বাহাদুর যখনই ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্যকর্ম করেন, তখনই সদা সর্বদা ঐ চশমাটা তিনি পরেন, ওটা পরলে নাকি অমনি অবস্থায় তাঁর আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়…

তা নড়ুক, কিন্তু এটা তো আমাকে আগে থাকতে কেউ জানিয়ে দিতেও পারতো? বিশ্রী একটা চমক তাহলে আমার লাগত না। অমনি একটা চশমা পরলে ওর মুখটাই বদলে যায়, দেখায় অনেকটা ঠিক আমার আগাথা খুড়ীর মতো। ভাগ্যিস, চট করে আমার মনে পড়ে গেল যে বোট রেসের দিন রাত্তিরবেলা মারামারি করার জন্যে ও আর আমি দুজনেই বো স্ট্রীটের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলুম, নইলে আমার আত্মপ্রত্যয় না কি যেন বললে …তা থাকত কোথায়?

সত্যিই, বড়োই ঝামেলা গেছে স্যার!

যা হোক, দুর্ভোগটা বেশীক্ষণ পোয়াতে হয়নি তাই বলে! চাফী কিন্তু যাই বলো যা করবার তা খুব গুছিয়ে আর খুব চটপট সেরে ফেলেছিল! ডবসনের কচকচি তো ও দু'মিনিটে উড়িয়ে দিল, তাই না?

হাঁ, স্যার।

একেবারে তীব্র তিরস্কার, কি বলো…

ঠিক কথাটা বলেছেন স্যার।

আর বাট্রাম উষ্টার? নিষ্কলুষ চরিত্র নিয়ে বেকসুর খালাস! তাই তো?

নিশ্চয়ই স্যার।

সার্জেন্ট ভুলে কিন্তু দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে আমি এই বাট্রাম উষ্টার হয় পাঁড় মাতাল, না হয় বদ্ধ পাগল। কিম্বা দুটোই।

জীভস্ নীরব।

যাকগে! যা হবার তা হয়েছে। সে ভেবে আর কি হবে?

এটাই খাঁটি কথা স্যার! গতস্য শোচনা নাস্তি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি বলব জীভস্ যে আবার এইটেই প্রমাণ হোল যে যতবড় সঙ্কটই আসুক, তুমি তা কাটিয়ে দিতে পারো। চমৎকার করেছ জীভস্! ভারী মোলায়েম ভাবে তুমি সব কিছুর ফয়শালা করেছ!

আপনার সহযোগিতা না পেলে স্যার, আমার আর কতোটুকু সাধ্য ছিল?

থামো, থামো জীভস্! চাল তো সব তোমারই, আমি তো শুধু পাশার ঘুঁটি···

কি যে বলেন স্যার ?

ঠিকই বলছি জীভস্। আমার অবদান যে কতোটুকু তা আমি জানি। কিন্তু একটা কথা বলি···মনে কোরো না যে তোমার প্রতিভাকে আমি কোনো অংশ ক্ষুণ্ন করতে চাইছি, কিন্তু ভাগ্যও যে তোমাকে বেশ খানিকটা সাহায্য করেছে, তাও মানতে হবে। কি বলো ?

কি ভাবে স্যার ?

ধরো ঐ টেলিগ্রামটা। সেটা এসে পৌছলো একেবারে ঠিক সময়ে···যাকে বলে, একেবারে স্বর্ণ মুহূর্তে। এমনি আশ্চর্য যোগাযোগ, এ একেবারে ভাগ্যের বিধান! তাই না ?

ঠিক তা নয় স্যার। কেন না টেলিগ্রামটির উপস্থিতির বিষয়ে আমি পূর্বাহ্নেই অবগত ছিলাম।

তার মানে ?

পরশু দিন নিউ ইয়র্কে আমার বন্ধু বেনস্টেডকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাই স্যার, তাতে তাকে ঐ কথাগুলিই বিনা বিলম্বে ফিরতি টেলিগ্রামে এখানে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া ছিল।

অঁ্যা ? অর্থাৎ কিনা তুমি বলছ···

যে মুহূর্তেই মিঃ ষ্টোকার ও স্যার রডারিক গ্লসপের মধ্যে বিবাদ ঘটে গেল আর সেই সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল চাফ্‌নেল হল বিক্রী হবে কি হবে না সেই সমস্যাটা···আর ফলে লর্ড বাহাদুর আর মিস্ ষ্টোকারের পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতিটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠল···তখনি আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ আমার বন্ধু বেনস্টেডকে টেলিগ্রামটি পাঠানো। আমি কল্পনা করেছিলাম স্বর্গীয় মিঃ ষ্টোকারের উইলের মামলা যদি বাধে, তাহলেই একমাত্র মিঃ ষ্টোকার আর স্যার রডারিকের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব।

তাহলে আসলে উইলটার বিরুদ্ধে কেউই লড়ছে না ? সব ফক্কিকারী ?

আমি দুঃখিত স্যার···কিন্তু ব্যাপারটা তাই।

কিন্তু বুড়ো ষ্টোকার যখন জানতে পারবে ?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্যার, যে আমার এই চাতুরীটা জানতে পেরে যতোটা তিনি গরম হবেন, স্বাভাবিক স্বস্তিবোধে ঠাণ্ডা হবেন তার চেয়ে অনেক বেশি। আর তাছাড়া ইতিমধ্যেই তিনি চাফ্‌নেল হল কেনার কাগজপত্রে সই দিয়ে ফেলেছেন···

ও, তাহলে তুমি বলছ যে লোকটা এখন যতোই ক্ষেপুক আর যতোই বকুক, বাড়ি তাকে কিনতেই হবে…পিছপা হবার আর উপায় নেই।

ঠিক ধরেছেন স্যার।

চুপ করলুম। ভাবতে লাগলুম চুপ করে। জীভসের প্রতিভার এই চূড়ান্ত পরিচয়ে শুধু যে বিস্মিত হয়েছি তাই নয়, মনের কোণে জমা হচ্ছে একটা সুতীব্র অনুশোচনা। এ হেন রতন যে জীভস্ তাকে কিনা আমি বরখাস্ত করেছি…আর চাফী এখন তার মালিক। চাফীর হাত থেকে সে যে আর কখনো ছাড়া পাবে সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কোনো উপায় নেই, জীভস্‌কে ফিরে পাবার কোনো আশা নেই! অন্তর্জ্বালায় যতোই না দগ্ধ হই আর যতোই করি কপালে করাঘাত আর ক্রন্দন।

মনের অবস্থাটাকে সযত্নে গোপন রাখলুম। মুখে পরে রইলুম বনেদী নির্লিপ্তির মুখোস। শুধু বললুম।

সিগারেট, জীভস্?

নিমেষে সে কৌটো খুলে ধরল সামনে। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলুম চুপচাপ।

শুনলুম জীভস্ বলছে…

এখন আপনি কি করবেন বলে মনস্থ করেছেন স্যার?

কেন?

মানে, আমি ভাবছিলাম আপনার কটেজটা তো পুড়েই গেল? কাছাকাছি আর একটা বাড়ি নেবেন না কি?

মাথা নাড়লুম।

না জীভস্, সহরে ফিরে যাব।

আপনার আগেকার বাড়িতে, স্যার?

হ্যাঁ।

কিন্তু…

বুঝেছি জীভস্। তুমি ভাবছ মিষ্টার ম্যাঙ্গেলহফার, মাননীয়া মিসেস টিংকলার আর লেফটন্যান্ট কর্ণেল জে জে বাষ্টার্ডের কথা তাই তো? আমার ব্যাঞ্জোলিলির প্রতি তাদের বিশ্রী বিতৃষ্ণার কথা…তাই তো? কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে জীভস্। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার আর কোনো গণ্ডোগোল হবে না। কাল রাত্রের অগ্নিলীলায় আমার এত সাধের ব্যাঞ্জোলিলিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রাণ ধরে আমি আর একটা কিনতে পারব না।

আর একটা কিনবেন না স্যার ?

না জীভস্। সে আসক্তি আমার মরে গেছে। এখন যদি ব্যাঞ্জোলিলির একটি তারও একটি বারও টুং করে বাজাই, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে ব্রিঙ্কলেটার কথা। আর জীবনে যদি কাউকে ভুলতে চাই···চিরদিনের মতো বিস্মৃতির অতলে ডোবাতে চাই···সে ঐ সাজ্ঘাতিক লোকটাকে।

আপনি তাহলে, স্যার, ওকে আর চাকরিতে রাখবেন না ?

রাখব ? তার হাতের কশাই-মার্কা ছুরির নাগালের বাইরে পালাবার জন্যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ের পর দৌড় দেবার পরেও ? না জীভস্ আর নয়। স্টালিন বলো কুচ পরোয়া নেই। আল কাপোন বলো···আলবৎ। কিন্তু ব্রিঙ্কলে ? কভি নেহি !

একটু কাসল জীভস্।

তাহলে স্যার, এই কর্মখালি প্রসঙ্গে আমার একটা নিবেদন ছিল। বেয়াদপি যদি মনে না করেন···আমি কি প্রার্থী হতে পারি স্যার ?

হাতের ধাক্কায় কফি-পটটা উল্টে গেল···

কি বললে···কি বললে তুমি জীভস্ ?

আমি মাত্র এই আশাটুকুই সাহস করে প্রকাশ করে ফেলেছিলাম স্যার, যে আপনি হয়তো আমার দরখাস্তটা মঞ্জুর করতে পারেন। আমার বিশ্বাস স্যার, যে আপনার চাকরীতে যখন ছিলাম তখন সর্ব রকমে আপনার সন্তোষবিধান করতে পেরেছিলাম। আবার যদি অনুগ্রহ করে আমাকে বাহাল করেন, পূর্বেকার মতোই আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না।

কিন্তু···কিন্তু···

লর্ড বাহাদুর যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন স্যার, এ অবস্থায় তাঁর চাকরী আমাকে ছাড়তেই হবে। মিস্ ষ্টোকারের প্রতি শ্রদ্ধা কারুর চেয়ে আমার কম নয় স্যার, তবে কিনা কোনো বিবাহিত ভদ্রলোকের অধীনে কাজ করা কদাচ আমার পলিসি নয়···

কেন নয়, জীভস্ ?

নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিরুচি, স্যার···

বুঝলুম। মানে তুমি যাকে বলো ব্যক্তিবিশেষের মনস্তত্ত্ব···

একেবারে ঠিক বলেছেন, স্যার।

তুমি সত্যিই আমার কাছে ফিরে আসতে চাও ?

আপনি যদি অনুগ্রহ করেন স্যার, তাহলে সে ভাগ্যকে আমি সবিশেষ সৌভাগ্য বলে মনে করব···

আমার মনের কথাটা আপনারা বুঝবেন কিনা জানিনে…তবে কেনা জীবনে এমনই এক একটা বিরল মহামুহূর্ত আসে যখন মনের কথাটা বুঝিয়ে বলার মতো ভাষাই খুঁজে পাওয়া যায়না। অর্থাৎ কথা দিয়ে যা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে চাইছি…তা হচ্ছে, মানে…যদি আপনারা একান্ত বুঝতে পারেন, তাহলে ধরুন এমনি একটা মহামুহূর্তের সূচনা, যাকে বলে কিনা পরম মুহূর্তের আবির্ভাব,…যখন কল্পনা করুন আকাশ থেকে সমস্ত কালো মেঘ কেটে গেছে আর পাকা বুড়ো সূর্যটা গদীয়ান হয়ে বসেছে সপ্ত ঘোড়ার রথে…ঠিক সেই রকম সুবর্ণ মুহূর্তে…বলুন তো…কি রকম লাগে,…অর্থাৎ কিনা কি রকম অনুভূতি, কি রকম…

যাক, কথা বাড়িয়ে কি হবে ?

শুধু বললুম…

থ্যাঙ্ক ইউ…থ্যাঙ্ক ইউ জীভস্।

শেষ